বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৯ সংখ্যা-০২ ফেব্রুয়ারি - ২০২৬

Workers unload construction materials from a truck in Dhaka on March 8, 2019 —Xinhua File Photo

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স

বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) 'ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী	পৃষ্ঠা
শোভন কাজ	০৩ - ৪৩
শ্রম বাজার	৪৪ - ৫৬
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৫৭ - ৭২
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৭৩ - ৯২
আন্দোলন ও ধর্মঘট	৯৩ - ১০৮
সংবাদপত্রে বিল্‌স	১০৯ -১১৪

NEW AGE
SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026,

RMG makers seek fair prices from buyers to sustain green transition

Staff Correspondent

BANGLADESH'S ready-made garment manufacturers urged global apparel brands to ensure fairer pricing for environmentally compliant factories to sustain the green transition.

They said that substantial private investment in green production was yet to yield meaningful financial returns, despite improved global branding and order priority.

They were speaking at a reception ceremony for HAMS Garments Limited, in recognition for achieving the highest score among green factories worldwide, organised by the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association.

In January, Gazipur-based HAMS Garments Limited obtained a platinum certificate of the United States Green Building Council's Leadership in Energy and Environmental Design under the O+M: Existing Buildings v4.1 rating system, achieving a world record score of 108 out of 110.

According to the BGMEA, the total number of LEED-certified green factories reached 273, of which 115 were platinum-rated, 139 gold-rated, 15 silver-rated and 4 certified. Of the world's top 100 highest-rated green factories, 69 are located in Bangladesh.

Industry insiders said that one factory after another was securing top-tier LEED green certification, but buyers must now 'step up' by rewarding sustainable producers through better prices and long-term financial incentives.

BGMEA director Faisal Samad said that establishing a green factory required significant capital investment, which manufacturers were currently bearing largely on their own.

'It is good for our environment, but now buyers should provide some financial rewards to encourage others,' he said, calling on global brands to take the initiative to incentivise green transition across the supply chain.

He also said that many manufacturers were going green out of 'self-satisfaction' and a sense of responsibility rather than immediate financial gain.

'Now it is time for both buyers and the government to play their part,' he said.

He noted that although the Bangladesh Bank had a Green Transformation Fund, accessing it remained difficult due to bureaucratic hurdles, urging the authorities to simplify the process so that more factories could benefit.

Director Faruque Hassan said that Bangladesh had been continuously breaking its own records in green manufacturing, with one RMG unit surpassing another in LEED scores.

'LEED certification is helping our branding and global image, but financially it has not brought real benefits yet,' he said.

He said that manufacturers had repeatedly explained to buyers that while they were investing heavily in sustainability, the prices offered had not increased accordingly.

Although green factories are getting priority in orders, fair pricing must be ensured, he said, adding that the existing reduced corporate tax rate for green factories should not be withdrawn after its initial tenure ends.

The government in 2022 cut corporate tax for LEED-certified factories to 10 per cent from 12 per cent for six years, alongside allowing a 0.17 per cent advance income tax refund for such units.

HAMS Group managing director Shafiqur Rahman said that the industry must advance productivity and sustainability together.

While acknowledging that buyers are not yet increasing prices, he said that the green transition gave manufacturers a sense of achievement.

'We want a day when all factories in Bangladesh would be green,' he said.

দৈনিক ইত্তেফাক
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

লালপুরে শ্রমিক পরিবহনে ঝুঁকিপূর্ণ ভটভটি

প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা

■ লালপুর (নাটোর) সংবাদদাতা

নাটোরের লালপুরে প্রতিদিন কয়েক হাজার যাত্রী বহন করছে শ্যালো ইঞ্জিনের ঝুঁকিপূর্ণ ভটভটি গাড়ি। এই সব গাড়ির যাত্রীদের অধিকাংশই কারখানার নারী শ্রমিক। বানেশ্বর-ঈশ্বরদী আঞ্চলিক মহাসড়কসহ উপজেলার বিভিন্ন সড়কে অবাধে চলাচল করা এই গাড়ি প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। সর্বশেষ ২৪ জানুয়ারি রাতে ইপিজেডের কারখানার শ্রমিকদের বহন করার সময় লালপুর-ঈশ্বরদী ইপিজেড সড়কের সিভিল হাট নামক স্থানে দুর্ঘটনায় দুই জন নিহত এবং অন্তত ১৫ জন নারী শ্রমিক আহত হন। ভটভটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী সাঁড়াঘাট এলাকার আহমদ হুসাইন ইমন ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং গার্মেন্টস শ্রমিক লালপুরের রাজু আহমেদ রিপন রাজশাহী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া গত বছর লালপুর সড়কের একাধিক স্থানে শ্রমিক বহনকারী একাধিক ভটভটি গাড়ি উলটে অসংখ্য শ্রমিকের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, প্রায় ২৫-৩০ ফুট লোহা ও কাঠের বডির সঙ্গে মিনি ট্রাকের তিনটি চাকা ও শক্তিশালী শ্যালো ইঞ্জিন ব্যবহার করে স্থানীয় ওয়ার্কশপে তৈরি করা হয় ঐ ভটভটি গাড়ি। গাড়ির দুই পাশে স্থায়ীভাবে বেঞ্চ আকৃতির সিট বসানো আছে। মাঝখানে কাঠের বেঞ্চ ও টুল রাখা হয়েছে।

এছাড়া চালকের সিটের দুই পাশে দুই জনের বসার জায়গা করা হয়েছে। সব মিলে একটি গাড়িতে প্রায় ৫০ জন শ্রমিক গাদাগাদি করে প্রতিদিন সকালে ও রাতে লালপুর উপজেলার সালামপুর, আব্দুলপুর, লালপুর, গোপালপুর, পাইকপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ঈশ্বরদী ইপিজেডের বিভিন্ন কারখানায় যাতায়াত করেন। গত ২৪ জানুয়ারি রাতে দুর্ঘটনায় আহত পোশাকশ্রমিক বিজলী খাতুন জানান, নিহত শ্রমিক রিপন ভটভটি গাড়ি চালকের সামনের সিটে বসেছিলেন। আমরা গাড়ির মধ্যে ছিলাম ৩০-৩৫ জন নারী শ্রমিক। দুর্ঘটনায় সবাই আঘাত পায়। এর মধ্যে কমপক্ষে ১৫ জন শ্রমিক বেশি আহত হয়। মোটরসাইকেলের সঙ্গে গাড়ির ধাক্কায় রিপন রাস্তায় পড়ে গিয়ে হাতে ও মাথায় আঘাত পায়। পরে হাসপাতালে মারা যান। ঘটনাস্থলেই মারা যান মোটরসাইকেল চালক।

ঝুঁকিপূর্ণ ঐসব গাড়িতে কর্মস্থলে যাতায়াতকারী নারী শ্রমিকরা বলেন, প্রতি মাসে ১৬০০-১৭০০ টাকা দিয়ে সময়মতো কারখানায় যাওয়া এবং আসা যায়। তাই একটু ঝুঁকি হলেও আমাদের জন্য এটাই ভালো। এ ব্যাপারে লালপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জুলহাস হোসেন সৌরভ বলেন, সড়কে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ যানবাহন চলাচল বেআইনি। বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

লালপুর (নাটোর) : ঝুঁকিপূর্ণ এসব গাড়িতে ৫০ জন যাত্রী পরিবহন করা হয় —ইত্তেফাক

যুগান্তর | রোববার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১৮ মাঘ ১৪৩২

ভারত-ইইউ এফটিএ চুক্তি

তৈরি পোশাকশিল্পে বিপদ সংকেত

ইইউভুক্ত ২৭টি দেশ ভারতের ৯৯ শতাংশ পণ্যের শুল্ক তুলে নেবে

এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর সামগ্রিকভাবে দেশের রপ্তানিমুখী অধিকাংশ শিল্প কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে

২০২৭ সাল থেকে বস্ত্র, চামড়া, পাদুকা, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও অলংকার এবং রাসায়নিক পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে

যুগান্তর প্রতিবেদন

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) চূড়ান্ত হওয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হচ্ছে। কেননা এ চুক্তির অধীনে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশ ভারতের ৯৯ দশমিক ৫ শতাংশ পণ্যের শুল্ক তুলে নেবে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র, চামড়া, পাদুকা, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও অলংকার এবং রাসায়নিক পণ্য রয়েছে। অন্যদিকে নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের চাপ তো আছেই। এর ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে পড়বে দেশের তৈরি পোশাকশিল্প। এছাড়া রপ্তানি তালিকায় সমজাতীয় পণ্যে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে বাংলাদেশ। রপ্তানিকারক ও অর্থনীতিবিদের অনেকে বলছেন, বিষয়টিকে বিপদ সংকেত হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রায় দুই দশক ধরে আলোচনার পর গত ২৭ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে নয়াদিল্লিতে এই চুক্তির ঘোষণা করা হয়। দুই দেশের শীর্ষ নেতা এটিকে 'মাদার অব অল ডিলস' (সব চুক্তির সেরা) হিসাবে অভিহিত করেন। বর্তমানে চুক্তিটি 'লিগ্যাল স্ক্রাবিং' বা আইনি পর্যালোচনার পর্যায়ে রয়েছে। চূড়ান্ত স্বাক্ষরের পর এটি কার্যকর হতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৭ সালের মধ্যে এটি পুরোপুরি কার্যকর হবে।

এ বিষয়ে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‌্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক যুগান্তরকে বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের এফটিএ চুক্তির প্রভাব অনেক সদূরপ্রসারী। এ চুক্তি বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। কেননা ভারত তখন ইইউভুক্ত দেশগুলোতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে, যেটা এখন বাংলাদেশ পাচ্ছে। যদি বাংলাদেশ ইউরোপে বাজার সুবিধা ধরে রাখতেও পারে তারপরও ভারতের সঙ্গে রপ্তানি প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। কারণ ভারত নিজস্ব তুলা, সুতা থেকে মেশিন ও মেশিনের যন্ত্রাংশ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে বাংলাদেশকে সবই আমদানি করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, এলডিসি উত্তরণের পর ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশ ৩ বছরের ট্রানজিশন সময় পাবে। অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশকে জিএসপি প্লাসের অধীনে শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার সুবিধা পাওয়ার তৎপরতা চালাতে হবে, তা না হলে সামনে বিপদ অপেক্ষা করছে। কারণ এফটিএ'র অধীনে ২০২৭ সাল থেকে ভিয়েতনাম ইউরোপের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। একদিকে ভারত ও অন্যদিকে ভিয়েতনাম ইউরোপে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেলে বাংলাদেশ তখন প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না। এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ কেন এখনো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা শুরু করছে না, তা বোধগম্য নয়।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসাবে ইউরোপে ইবিএ (অস্ত্র ছাড়া সব পণ্য) সুবিধার আওতায় শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পায়। অন্যদিকে ইউরোপে ভারতীয় পোশাকের ওপর ৯-১২ শতাংশ শুল্ক রয়েছে। এফটিএ কার্যকর হলে এই শুল্ক শূন্যে নেমে আসবে। রপ্তানিকারক ও অর্থনীতিবিদদের মতে, ভারত ও ইইউর চুক্তির প্রভাব প্রশমনে বাংলাদেশকে এখনই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ চুক্তির সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়বে। ওই চুক্তির মাধ্যমে ভারত পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। বর্তমানে ভারত তুলা, সুতা ও কাপড় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ চুক্তি কার্যকর হলে ইউরোপের বাজারে ভারতের প্রতিযোগী সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশকে তুলা, মেশিন ও মেশিনের যন্ত্রাংশসহ সবই আমদানি করতে হয়। তার ওপর নানা কারণে বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্প রুগ্ণ হয়ে পড়ছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সংকুচিত হওয়ায় তুলা আমদানি কমতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে তৈরি পোশাকের মূল্য সংযোজন কমবে, যা দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা সংকুচিত করবে। অন্যদিকে নভেম্বরে এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস সুবিধা পেলেও তার অধীনে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করেছে এক হাজার ৭৪৪ কোটি ইউরো। এ সময় ভারত রপ্তানি করেছে ৪০৯ কোটি ইউরো। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ রপ্তানি করে এক হাজার ৮৩১ কোটি ইউরো, ভারত রপ্তানি করে ৪১৮ কোটি ইউরো। ২০২৫ সালের ১১ মাসে (জানুয়ারি-নভেম্বর) বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে এক হাজার ৮০৫ কোটি ইউরো, পক্ষান্তরে ভারত রপ্তানি করেছে ৪২৪ কোটি ইউরো।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৪৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। তার মধ্যে ২১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে ইইউর বাজারে, যা বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানির ৫০ শতাংশ। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে ৮ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন, কানাডায় ১ দশমিক ৪৬ বিলিয়ন ও জাপানে ১ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

বাংলাদেশ নিটপণ্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ভবিষ্যৎ অবস্থান কী হবে তা নিয়ে সরকারের কোনো রূপরেখা আছে বলে মনে হয় না। এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশ যদি এফটিএ বা জিএসপি প্লাসের অধীনে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারে, তবে ২০২৯ সালের পর ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক গুনতে হবে। অন্যদিকে ভারত ও ভিয়েতনাম এফটিএ'র অধীনে শূন্য শুল্ক সুবিধা ভোগ করতে থাকবে। তখন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির ধস কেউ ঠেকাতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, গত ২০ বছর পর সাধনার পর ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে এফটিএ করতে পেরেছে। অথচ আগামী ৩ বছর পর ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশ যে শুল্কমুক্ত সুবিধা হারাবে তা পুনর্বহালের জন্য আলোচনাই শুরু করতে পারেনি। আলোচনার জন্য প্রস্তুতি আছে বলেও মনে হয় না।

শামীম এহসান বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ফোরামগুলোতে বাংলাদেশের হয়ে নেগোসিয়েশন করবে, এমন দক্ষ লোক নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্ম বা কৃষি মন্ত্রণালয়ের মতো অন্য মন্ত্রণালয় থেকে বদলি হয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে নতুন যোগদান করেছেন বা ৩-৬ মাস কাজ করছেন, এমন সব অদক্ষ কর্মকর্তাকে এ ধরনের নেগোসিয়েশনে পাঠানো হয়। যাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান-ধারণা নেই। ফলে তারা নেগোসিয়েশনে ভূমিকা রাখতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের পালটা শুল্ক আরোপ গোটা বিশ্বের বাণিজ্যব্যবস্থাকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। সব দেশ দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির দিকে ঝুঁকছে। কেবল নেগোসিয়েশন অদক্ষতার কারণে বাংলাদেশ সেখান থেকে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের উচিত অতি দ্রুততার সঙ্গে আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে টিম গঠন করার। প্রয়োজনে বিদেশিদের হায়ার করা যেতে পারে। একই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে স্পেশাল বিভাগও গঠন করা যেতে পারে। যেসব কর্মকর্তার কাজ হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা এগিয়ে নেওয়া।

বিজিএমইএ'র সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, বাংলাদেশ মোট রপ্তানির ৫০ ভাগ ইউরোপে করে থাকে। এ বাজারে হুমকি আমাদের জন্য সব সময় ক্ষতি বা ভয়ের কারণ। হয়তো রাতারাতি ইউরোপে ভারতের মার্কেট শেয়ার বাড়বে না। তবে এফটিএ বাস্তবায়ন হলে ভারতের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পারে। কেননা ভারতের নিজস্ব তুলা আছে। এটা বাংলাদেশের চাইতে ভারতের সক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেবে। অপরদিকে এলডিসির পর বাংলাদেশের শুল্ক সুবিধা প্রত্যাহার হলে প্রতিযোগী সক্ষমতা আরও কমবে। তিনি আরও বলেন, ভারত চুক্তি করার পর এখন সবার টনক নড়েছে। এই চুক্তি তো ২০ বছরের আলোচনার ফসল। অথচ আমরা একটাও করতে পারছি না। এ নিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি কোনো রূপরেখাই নেই। এলডিসি উত্তরণ পেছানো বা এলডিসি উত্তরণ হলে কীভাবে শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখা যাবে—সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

thefinancialexpress.com.bd February 2, 2026

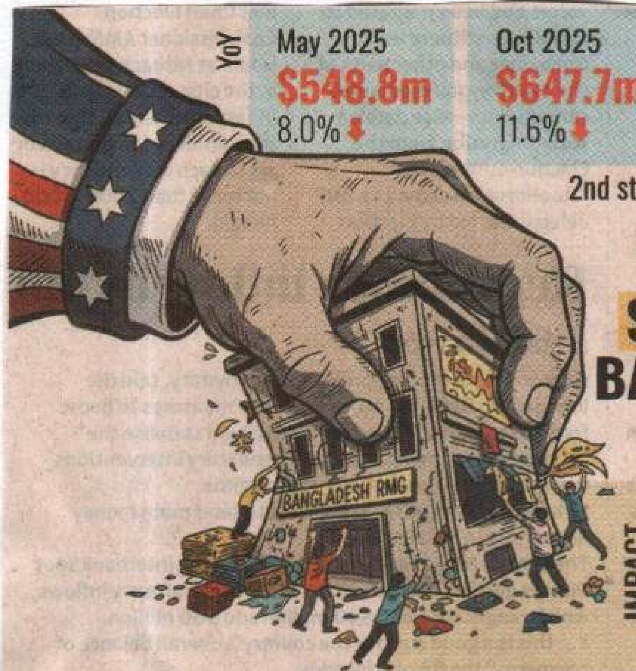

YoY

May 2025	Oct 2025	Nov 2025	Nov 2025 volume
$548.8m	$647.7m	$526.5m	184.8m sq metres
8.0% ↓	11.6% ↓	14.5% ↓	10.9% ↓

2nd straight monthly fall

US MARKET SQUEEZE ON BANGLADESH RMG

Total tariff load **36%** (post-August)

US apparel imports (Nov) **10.9%** ↓ value

IMPACT

- Higher US tariffs reduced work orders
- Shift from bulk basics to fashion items
- Bangladesh hit harder due to its focus on basics

RMG exports to US fall in value and volume amid higher tariffs

MONIRA MUNNI

Bangladesh's ready-made garment (RMG) exports to its largest destination, the United States, declined both in value and volume year on year in November 2025 as higher tariffs dampened demand and forced changes in work-order patterns.

Although overall apparel export growth during the January-November 2025 period still maintained double-digit expansion, shipments in November fell for the second consecutive month.

Exports declined by 14.51 per cent to US$526.51 million, down from $616.27 million in November 2024, according to the latest data from the Office of Textiles and Apparel (Otexa), published on January 28.

Bangladesh shipped 184.79 million square metres of garments in November 2025, down 10.91 per cent from 207.20 million square metres in the same month of 2024.

In October 2025, garment exports to the US declined by nearly 11 per cent to $647.73 million from $732.71 million a year earlier.

Earlier, in May 2025, exports fell to $548.84 million from $596.67 million in May 2024, according to data.

Overall US apparel imports in November declined by 10.87 per cent in value and 14.36 per cent in volume year-on-year, the data showed.

Meanwhile, US garment imports from Bangladesh slowed to 12.44 per cent growth, reaching $7.60 billion during the January-November 2025 period, compared with a 1.42 per cent negative growth in overall US apparel imports.

The US imported garments worth $71.90 billion during January-November 2025, down from $72.93 billion in the same period of 2024.

US garment imports from China declined by about 34 per cent to $10.06 billion from $15.24 billion during the first eleven months of 2024.

Vietnam retained its top position, registering 11.38 per cent growth to earn $15.34 billion during the January-November 2025 period.

India recorded over 6.06 per cent growth, earning $4.63 billion, while Cambodia posted the highest growth of 26.15 per cent.

Indonesia saw 9.80 per cent growth, earning $4.39 billion and $4.30 billion respectively, according to the data.

Exporters said all garment-producing countries, including Bangladesh, are facing the impact of the Trump administration's reciprocal tariff measures, as higher tariffs have reduced demand among US consumers.

Under the new US tariff regime effective from August, Bangladeshi apparel products are subject to an additional 20 per cent duty, taking the total tariff to 36 per cent.

Exporters noted that tariff rates are even higher for China and India, resulting in a sharper decline in exports from those countries.

Inamul Haq Khan, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said US consumption has fallen due to high inflation, which has pushed up prices.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said US buyers placed 10 to 20 per cent fewer work orders due to high tariffs, which have also eroded consumer demand. Besides, buyers are changing their order patterns, he said, adding that around 70 per cent, or Tk 20 billion, of his company's exports go to the US.

Earlier, buyers used to place bulk orders for products of the same design. Now they make small changes in design, style or wash to make products more fashionable and raise prices to adjust for tariff costs, he explained.

"Tariffs have forced buyers to shift from general to fashion items," he said, adding that Bangladesh, which mainly produces basic items, has been hit hard.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMG exports to US fall in value

FROM PAGE 8 COL 4

However, Mr Islam expressed hope that buyers would start placing higher-volume orders after the election, noting that many remained in a "wait-and-watch" mode between July and September to assess the tariff impact.

He also said some orders from China and India, particularly for fashionable items, could shift to Bangladesh.

What exporters need now is a stable political government and banking support to boost exports, he added.

Syed Arefin, managing director of American & Efird (Bangladesh), said buyers made advance shipments by July 2025 to avoid higher tariffs, which might be another reason for the recent decline in export earnings, both in value and volume.

He said both value and volume need to be considered to better understand the impact of tariffs. With the Christmas sales season ending, buyers' inventories are now close to depletion, and those who reduced purchasing earlier are expected to start placing new orders, he added.

Former Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) president Fazlul Hoque said a fall in quantity indicates that Bangladesh is not receiving the expected level of orders, as the overall market has experienced a downturn. Some orders may also have shifted to other countries such as Vietnam and India.

Due to high tariffs in India and China, both countries are aggressively exploring the EU market at lower prices, where Bangladesh has traditionally been strong, said ABM Shamsuddin, chairman of Hannan Group.

Bangladesh is facing stiff competition in the EU, and the situation could worsen after India signs a free trade agreement with the EU, he said. India will then enjoy duty-free access, while Bangladesh will face up to 12 per cent duty after its LDC graduation and the end of the transition period in 2029, he added.

munni_fe@yahoo.com

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রতিদিন গড়ে ৭৫ অগ্নিকাণ্ড আবাসিক ভবনেই ৩২%

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ফায়ার সার্ভিসের প্রতিবেদন ২০২৫

- নিহত ৮৫, আহত ২৬৭
- বৈদ্যুতিক গোলযোগে আগুন ৩৪ শতাংশ
- মার্চে সর্বাধিক ৩ হাজার ৫২২ অগ্নিকাণ্ড

সারা দেশে গত বছর (২০২৫ সালে) ২৭ হাজার ৫৯টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, যা দিনে গড়ে ৭৫টি। এসব ঘটনায় ৮৫ জন নিহত এবং ২৬৭ জন আহত হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাপক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মোট অগ্নিকাণ্ডের ৩২.১৭ শতাংশ ঘটেছে আবাসিক ভবনে। আর আগুন লাগার প্রধান কারণ বৈদ্যুতিক গোলযোগ, যা একাই দায়ী ৩৪ শতাংশের বেশি ঘটনার জন্য। গতকাল মঙ্গলবার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

কারণভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২৭ হাজার ৫৯টি আগুনের মধ্যে ৯ হাজার ৩৯২টি ঘটেছে বৈদ্যুতিক গোলযোগে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চার হাজার ২৬৯টি আগুন লেগেছে বিড়ি বা সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা থেকে, যা মোট ঘটনার ১৫.৭৮ শতাংশ। চুলা থেকে আগুন লেগেছে দুই হাজার ৯০৯টি ঘটনায়, শতাংশের হিসাবে ১০.৭৫। গ্যাস সিলিন্ডার লিকেজ, গ্যাস সরবরাহ লাইনের লিকেজ এবং সিলিন্ডার বিস্ফোরণ মিলিয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এ ছাড়া শিশুদের আগুন নিয়ে খেলা, উত্তপ্ত ছাই, কয়েল ও আতশবাজি থেকে শত শত অগ্নিকাণ্ডের তথ্য পাওয়া গেছে।

স্থানভিত্তিক পরিসংখ্যানে আবাসিক ভবন সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে উঠে এসেছে। আট হাজার ৭০৫টি আগুন লেগেছে বাসাবাড়িতে, যা মোট অগ্নিকাণ্ডের ৩২.১৭ শতাংশ। এর পরই রয়েছে খড়ের গাদায় আগুন, তিন হাজার ৯২২টি, যা মোট অগ্নিকাণ্ডের ১৪.৪৯ শতাংশ। বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলোর মধ্যেও অগ্নিঝুঁকি স্পষ্ট। দোকানে এক হাজার ৮০০টি, হাটবাজারে এক হাজার ৬৭টি এবং শপিং মলে ৬১৭টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে। শিল্প খাতে পোশাক কারখানায় ৬৬৫টি এবং অন্যান্য কলকারখানায় ৬১৫টি অগ্নিকাণ্ড নথিভুক্ত হয়েছে। বহুতল ভবনের (ছয়তলার ওপরে) আগুনের ঘটনা ছিল ৭১টি, যা তুলনামূলক কম হলেও ঝুঁকির মাত্রা বেশি বলে ধরা হয়।

পরিবহন খাতেও আগুনের ঘটনা কম নয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাসে ১৫৩টি, অন্যান্য যানবাহনে ২১৬টি, ট্রেনে ১০টি, লঞ্চে চারটি এবং জাহাজে দুটি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এ ছাড়া একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যা হতাহতের দিক থেকে বড় প্রভাব ফেলেছে।

মাসভিত্তিক বিশ্লেষণে মার্চ মাসে সবচেয়ে বেশি তিন হাজার ৫২২টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, জানুয়ারি ও ডিসেম্বরেও আগুনের ঘটনা তুলনামূলক বেশি ছিল। এই সময়গুলোতে গড়ে প্রতিদিন ১২৩টি আগুন লেগেছে, যা সারা বছরের গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

আগুনে হতাহতে পুরুষের সংখ্যা বেশি। নিহত ৮৫ জনের মধ্যে পুরুষ ৪৬ এবং নারী ৩৯ জন। ২৬৭ জন আহতের মধ্যে ১৯৭ জন পুরুষ ও ৭০ জন নারী। ঘটনাস্থলভিত্তিক হতাহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাসাবাড়িতে আগুনে ২২ জন নিহত ও ৭৭ জন আহত হয়েছে। রাসায়নিক দুর্ঘটনায় আহত কম হলেও নিহতের সংখ্যা ১৮। ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনাজনিত আগুনে ৩৫ জন নিহত ও ১১৬ জন আহত হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণও বড়। অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক ৫৬৯ কোটি ৯৭ লাখ টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়েছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের দাবি, দ্রুত পদক্ষেপে তিন হাজার ২৬৩ কোটি ৬২ লাখ টাকার সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আগুন নেভানোর সময় ফায়ার সার্ভিসের তিনজন সদস্য নিহত ও ১৭ জন আহত হন। অগ্নিনিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়নে ১০ হাজার ৫৩৩টি ভবন পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যে তিন হাজার ৩১৬টি ভবন ঝুঁকিপূর্ণ এবং ৬২২টি অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ছয় হাজার ৫৯৫টি ভবনকে সন্তোষজনক বলা হয়েছে। নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে ১৯২টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ১৭৯টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা এবং আটটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে বছরজুড়ে ১৫ হাজার ৮৬৫টি মহড়া, তিন হাজার ৭২২টি ফায়ার ড্রিল, দুই হাজার ৭৮টি সার্ভে ও ১৪ হাজার ৯৮৭টি গণসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। চার হাজার ৩৪৫টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এক লাখ ৭৩ হাজার ৮০০ জনকে মৌলিক অগ্নিনিরাপত্তা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পোশাকশিল্পে আলাদাভাবে তিন হাজার ৯২১টি কোর্সের মাধ্যমে এক লাখ ৫৬ হাজার ৮৪০ জন শ্রমিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পাশাপাশি নতুন ও পুরনো মিলিয়ে শতাধিক ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

NEW AGE

23 jute mills in Khulna to halt production from today

United News of Bangladesh · Khulna

PRODUCTION at 23 private jute mills in Khulna region will be suspended from today due to an acute shortage of raw jute.

The crisis was created after excessive rainfall disrupted jute cultivation in Shariatpur, Madaripur and Gopalganj, resulting in lower-than-expected output, jute mill owners said.

To protect domestic mills, the government imposed a ban on jute exports from September 8 but millers say the restriction has failed to stabilise supplies.

According to the Jute Mill Owners Association, mills are struggling to maintain normal operations as raw jute has become scarce and prices in local markets have surged abnormally.

The association has decided to shut down production at 23 mills in Khulna from Sunday, that is today.

Millers said that excessive rainfall during May and June hampered jute production in the southern region.

Although the jute season began on July 1, the expected inflow of jute did not reach major trading hubs in Daulatpur, Khulna and Narayanganj.

The situation worsened after India imposed a ban on jute export to protect its farmers, leaving Khulna-based exporters in trouble, it said.

Taking advantage of the supply crunch, traders allegedly hoarded jute illegally in local markets. With no export opportunities, jute prices rose sharply in markets such as Chuknagar, Kapilmuni, Terokhada, Jhaudanga, Tala, Kalaroa and Parulia, further limiting mills' ability to procure raw materials.

Mills set to halt production include Daulatpur Jute Mill, Khalishpur Jute Mill, Star Jute Mill, Sagar Jute, Jute Textile, Joy Jute, Habib Agro Jute, Ayan Jute, Jessore Jute, Nomani Jute, Ohab Jute, Faruk Jute, Web Jute, Super Jute, FR Jute, Quality Jute and Yasin Jute, among others.

23 jute mills

Continued from B1

In a letter to the government, the association said raw material shortages are pushing mills toward operational disruption while abnormal price hikes driven by middlemen have created an artificial crisis.

Bangladesh Jute Spinners Association chairman Tapas Pramanik said that hoarders were controlling the market and warned that prices could rise further due to manipulation by exporters.

Sarjit Sarkar, acting assistant director of the Jute Department in Khulna, said that raw jute was currently selling at Tk 4,800 to Tk 5,000 per maund in southern markets, though prices fell by about Tk 200 per maund on Wednesday.

He added that farmers typically had no stocks at home during this time of the year.

Meanwhile, Mongla Custom House assistant commissioner Lopa Saha said that in a letter sent to relevant departments on January 20 that no jute exports were recorded from Mongla Port in the 2025–26 financial year.

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ২২ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Thursday 5 February 2026

শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের কঠোর বিচার করতে হবে

একটি শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ও তার স্ত্রীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেপ্তারদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছে।

গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনা সমাজ ও রাষ্ট্র– উভয়ের জন্যই উদ্বেগজনক। মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ১১ বছরের একটি শিশুকে গৃহকর্মী হিসেবে কাজে নেয়ার পর অভিযুক্তরা তাকে দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। ভিকটিমের শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এসব অভিযোগ গুরুতর।

আসামিপক্ষের বক্তব্যে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা বাসায় থাকতেন না বা এসব ঘটনার বিষয়ে অবগত ছিলেন না। এই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা সেটা বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে নির্ধারিত হবে। তবে এটা অস্বীকার করা চলে না যে, কোনো বাসায় শিশু গৃহকর্মী নিয়োগ, তার নিরাপত্তা ও মানবিক আচরণের দায় সংশ্লিষ্ট পরিবারের ওপর বর্তায়। তাদের পক্ষে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় শিশু শ্রম, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিরাপত্তা এবং ক্ষমতাবানদের জবাবদিহির প্রশ্ন উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে দেশের অনেক দরিদ্র পরিবার প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসের ওপর ভর করে শিশুসন্তানকে গৃহকর্মে নিয়োজিত করে। কিন্তু প্রায়ই সেই বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। এক্ষেত্রে ভিকটিমের পক্ষে রাষ্ট্রকেই শক্তভাবে পাশে দাঁড়াতে হবে।

আদালত জামিন নাকচ করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে আইনের কঠোর অবস্থান দেখিয়েছে। এখন প্রয়োজন একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত। দ্রুত তদন্ত করে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে ভুক্তভোগী শিশুর চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও মানসিক সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

আইনের চোখে সবাই সমান। পদ, ক্ষমতা বা পরিচয় নির্বিশেষে প্রতিটি অপরাধের আইনি প্রতিকার করতে হবে। শিশু নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগের রাষ্ট্র যদি দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে তবে তা সমাজে একটি স্পষ্ট বার্তা দেবে। শিশুদের নিরাপত্তা প্রশ্নে কোনো ছাড় দেয়া চলবে না।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিজিএমইএর দাবি

এক বছরে বন্ধ হয়েছে ৪০০ গার্মেন্টস

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে গভীর সংকটে রয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ নানা চ্যালেঞ্জে চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ২.৪৩ শতাংশ কমেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় গড়ে ৯.৪৩ শতাংশ কমেছে। গত এক বছরে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়, পণ্যের মূল্য কমে যাওয়া এবং অর্ডারের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আরো অনেক কারখানা ভবিষ্যতে বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। মঙ্গলবার এই নাজুক পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করে। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন বিজিএমইএর সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সহসভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহসভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান ও পরিচালক ফয়সাল সামাদ।

বৈঠকে বিজিএমইএ নেতারা উল্লেখ করেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, সরকারি ছুটি ও পবিত্র ঈদুল ফিতরের কারণে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কার্যদিবসের সংখ্যা সীমিত। এতে মার্চে কারখানাগুলোকে নিয়মিত বেতনের পাশাপাশি বোনাস ও অগ্রিম বেতন মিলিয়ে প্রায় দ্বিগুণ মজুরি পরিশোধ করতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়বে।

THE FINANCIAL EXPRESS February 3, 2026

RMG export at risk for Ctg port strike

FE REPORT

- Port workers extend strike for fourth day today
- BGMEA urges action to resolve deadlock

Operational activities at Chattogram Port, the country's prime seaport, remained at a standstill for a third consecutive day on Monday as port workers continued their protest against the planned lease of the New Mooring Container Terminal (NCT) to Dubai-based DP World.

The ongoing suspension of all cargo handling activities at the port has created a severe crisis for the country's import-export operations, particularly for the ready-made garment (RMG) sector, industry leaders warned.

They also called for urgent action to resolve the deadlock and restore normal port operations.

The work stoppage at the port began on January 31, resulting in the complete paralysis of port operations. Loading and unloading of goods, including containers and bulk cargo, have been suspended for three days. Workers at all levels of the port-dock workers, terminal staff, and truck drivers-have joined the strike.

Expressing grave concern over disruptions to port operations, BGMEA Acting President Selim Rahman, in a letter to Chattogram Port Authority Chairman Rear Admiral S M Moniruzzaman on Monday, urged immediate steps to restore smooth operations.

The disruption has nearly halted the import and export operations of the RMG sector, which is time- and season-sensitive, Rahman said in his letter, noting that timely import of raw materials, production, and shipment within buyers' lead time are critically important. Failure to meet these deadlines exposes exporters to significant financial losses.

The BGMEA letter said that the ongoing protest by port workers has created deep uncertainty, putting current export orders at risk and raising fears of further delays.

In response to the growing crisis, BGMEA urged the authorities to take immediate steps to resolve the situation, including holding talks with all stakeholders involved to bring an end to the protests and restore normal port operations in order to ensure the uninterrupted flow of RMG-related imports and exports.

Meanwhile, the Port Protection Movement Committee, which is spearheading the strike at the Chittagong port, on Monday called an additional 24-hour work stoppage for today (Tuesday) to press home their demand.

The workers are demanding that the government halt the process of lease agreement, which they say threatens the interests of the port and its workers by allowing a foreign company to manage a vital part of the country's primary seaport.

In the port city, the police intercepted a 'black-flag' procession organised by the Sramik Karmachari Oikya Parishad (SKOP) in support of the work stoppage.

Hundreds of activists gathered at Agrabad Badamtali area and began marching towards the port, but were stopped near the Jamuna Building by the law enforcers. In response, protesters staged a sit-in and announced plans for a port blockade at 11 am on Tuesday.

Leaders of SKOP, including Comrade Tapon Dutta, Iftekhar Kamal Khan, and Nur Ullah Bahar, led the procession.

At a press conference in Chattogram on Monday, Humayun Kabir, Coordinator of the Port Protection Movement Committee, said workers had "spontaneously" ceased work in all areas of the port, including jetties and the outer anchorage.

"No goods or containers have been loaded or unloaded, and no vehicles have entered the port since January 31. The workers have joined the protest programme spontaneously. But instead of engaging in dialogue with the workers, the administration is issuing one repressive transfer order after another," he said.

The committee's planned 24-hour work stoppage will continue from 8am to 4pm on Tuesday, and they have warned that the protest will extend beyond that if the government does not halt the process of handing over the NCT to a foreign operator.

Speaking to The Financial Express, BGMEA Director Rakibul Alam Chowdhury said that resolving the crisis caused by the suspension of port operations and restoring normal import-export activities has become extremely urgent.

He emphasised that Chattogram Port is the largest gateway for the garment sector, with both raw material imports and exports of finished garments and other products fully dependent on the port.

"If import activities are disrupted, the entire production chain is affected, which directly impacts exports. That is why uninterrupted and normal import and export operations are absolutely essential," Mr. Chowdhury said.

According to him, the ongoing work stoppage has already put exporters' running shipment orders at risk, exposing them to significant financial losses.

He warned that the situation could further damage Bangladesh's image in the international market, especially at a time when global competition is intensifying and export orders are already under pressure.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ॥ ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বন্দরে অচলাবস্থা

সংকট নিরসনে উদ্যোগ নিন

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণভোমরা বলে পরিচিত চট্টগ্রাম বন্দর স্তব্ধ হয়ে আছে এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে। শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটে শুধু বন্দর নয় দেশের অর্থনীতিও জিম্মি হয়ে পড়েছে। বন্দরের পণ্য ওঠানোনামানোর কাজ বন্ধ থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। প্রতিদিনই তাঁদের কোটি কোটি টাকা গচ্চা দিতে হচ্ছে। আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে ক্ষতিটা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদেরই বহন করতে হবে। বন্দরের অচলাবস্থায় দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হচ্ছে বহির্বিশ্বে। বিদেশি জাহাজ কোম্পানিগুলো পণ্য নিয়ে খালাসের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষায়। ভবিষ্যতে এ বন্দরে তারা আসবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। চট্টগ্রাম বন্দর অচল হলে দেশের আমদানি-রপ্তানি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এটি একটি জরুরি সেবা হলেও সরকারের মাথাব্যথা নেই। আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নৌপরিবহন উপদেষ্টার তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। তাঁর ঘুম ভেঙেছে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ প্রকাশের পর। টানা কর্মবিরতিতে চট্টগ্রাম বন্দরে সৃষ্ট অচলাবস্থায় উদ্বেগ জানিয়েছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা। এ নিয়ে গত বুধবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠকে বসেন। তবে সে বৈঠকে অচলাবস্থা কাটেনি। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের কলাকৌশল চলছে। আর কদিন পর নির্বাচন। সে সময় তিন দিনের ছুটি। ঠিক এর সাত-আট দিন পর পবিত্র রমজান। রোজার পণ্য কীভাবে খালাস হবে, সে বিষয়ে তাঁরা চিন্তিত। এভাবে যদি অনির্দিষ্টকাল বন্দর বন্ধ থাকে, তবে দেশের বাইরে গার্মেন্ট পণ্য পাঠানো অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। গ্রাহকরা বাংলাদেশের গার্মেন্ট পণ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে। চট্টগ্রাম বন্দরে যে অচলাবস্থা চলছে তার জন্য দায়ী বিদেশিদের কাছে দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাটি লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। একটি অনির্বাচিত সরকার শেষ মুহূর্তে কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল, কেন নির্বাচিত সরকারের জন্য অপেক্ষা করছে না, তা বড় মাপে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা মনে করি, দেশের অর্থনীতি বাঁচাতে এ ব্যাপারে সরকারকে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। চুক্তির ব্যাপারে নির্বাচিত সরকার যাতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে পথ খোলা রাখতে হবে।

THE FINANCIAL EXPRESS February 18, 2026

Job loss foreshadows deeper economic strain

Bangladesh needs to reorient its development strategy away from GDP-centric policymaking towards a people-centred framework that prioritises employment, equity, and resilience,

For much of the past decade, Bangladesh has been celebrated as a development model-an economy that expanded rapidly while reducing poverty and improving social indicators. Yet, behind the glow of growth figures, a harsh reality has been unfolding. The latest findings from the Research and Policy Integration for Development (RAPID) confirm what many economists have long feared: Bangladesh has entered an era of jobless growth, where economic expansion fails to generate the employment the country urgently needs.

Between 2013 and 2023, the productive sector grew at an impressive annual average of 10 per cent. But instead of creating new jobs, the manufacturing sector shed 1.4 million of them. This paradox-growth without employment-marks a fundamental rupture in the country's development trajectory. In the readymade garment (RMG) sector, productivity soared due to automation and technological adoption. A decade ago, factories needed 220 workers to export goods worth US$ 1.0 million; today, they need only 94. Efficiency has improved, but employment opportunities have shrunk.

Economists at the RAPID-FES dialogue, held sometime ago, warned that this is not a temporary statistical aberration, but a structural crisis. Youth unemployment is now more than double the national average. As Dr M A Razzaque of RAPID pointed out, Bangladesh's policy framework has remained fixated on a single sector-RMG, leaving other industries underdeveloped and unable to absorb the growing labour force. The country is facing premature deindustrialisation, a phenomenon more commonly associated with parts of Africa, where manufacturing declines before economies reach middle-income thresholds.

This unfolding crisis is particularly alarming because it comes at a time when Bangladesh is sitting on a shrinking window of demographic opportunity. Within 15 to 20 years, the country will begin transitioning into an aged society. Without a robust employment engine, the demographic dividend-once hailed as a defining advantage-will slip away unused. Speaking at the occasion, Dr Hossain Zillur Rahman introduced an evocative phrase: Bangladesh, he said, is stuck in a state of "joyless resilience." The economy continues to function, absorb shocks, and grow, but without delivering comfort, opportunity, or security to its people. The resilience no longer inspires optimism; it merely masks the persistent fragility beneath. He outlined how, between 2016 and 2022, the country became trapped in a "triangle of vicious cycles": inadequate employment generation, widening inequality, and governance vulnerabilities tied to corruption and entrenched vested interests. Since 2022, a series of crises-from inflation to political disruptions-has intensified these pressures, exposing deep structural weaknesses that past growth had obscured.

Overcoming this impasse, he argued, requires three fundamental shifts: credible political representation, people-centred governance and a renewed social contract between the state and its citizens. In other words, the path out of economic stagnation is inseparable from reforms in political and institutional accountability.

Speakers at the dialogue underscored how uneven the growth experience has spread across social groups, particularly women entrepreneurs who remain severely constrained by limited institutional support, depriving the economy of a crucial source of innovation and small-business job creation. Some pointed to an emerging generational shift: children from farming families increasingly shun agriculture because it offers little security or social mobility. This has profound implications. Agricultural GDP is shrinking faster than manufacturing is rising, but manufacturing itself is not generating sufficient jobs.

Meanwhile, rural Bangladesh-home to the majority of the population-is witnessing stagnating farm wages and declining non-farm income, the latter accounting for 60 per cent of household earnings. Without urgent interventions, rural deprivation could intensify.

Nowhere is the impact of jobless growth more visible than in the resurgence of poverty. According to a recent PPRC dialogue, poverty has risen by nearly 10 percentage points since 2022. One in four citizens is now poor. One in ten is extremely poor. And 18 per cent are "vulnerable non-poor," barely surviving above the poverty line and exposed to every financial shock.

The reasons are clear: unemployment, inflation, and declining real incomes are pushing families backward. When 15.5 per cent of school-age children are out of school because their parents can no longer afford educational expenses-and when households must cover 70 per cent of schooling costs-poverty becomes almost inevitable. Health shocks, too, push families into debt in an underfunded healthcare system. This is a poverty reversal rooted not only in economics but in policy neglect. Private investment has stagnated at 23-24 per cent of GDP for more than a decade, and foreign direct investment remains below 1.0 per cent-clear signs of an economy failing to expand opportunity. At the same time, the social protection system is fragmented, outdated, and riddled with inefficiencies, with over 20 overlapping schemes offering too little support.

The experts' collective message is unmistakable: Bangladesh needs to reorient its development strategy away from GDP-centric policymaking towards a people-centred framework that prioritises employment, equity, and resilience. Several clear pathways lie ahead:

- Place job creation at the core of economic planning and industrial policy.
- Expand public investment in education and health to prevent generational poverty.
- Revitalise rural economies through higher farm productivity, better wages, and non-farm growth.
- Modernise and digitise social protection to create a shock-responsive safety net.
- Remove barriers to investment to unlock private-sector and FDI-led job growth.

Bangladesh's earlier development breakthroughs-expanding primary schooling, empowering women through microfinance, leveraging garments for mass employment-were bold choices that lifted millions out of poverty.

NEWAGE MONDAY, FEBRUARY 2, 2026,

When training wheels come off

by Nafisa Ali and Samiha Binte Tariq

EVERY economic crossing has its moment of truth, the point at which momentum meets gravity. East Asia confronted that moment decades ago, when rapid industrial growth collided with rising wages, tighter trade rules and fiercer competition. Only those economies that adapted early stayed upright. Bangladesh now approaches a similar reckoning as it prepares for its 2026 graduation from United Nations Least Developed Country status, a milestone that will reshape its trade and development landscape.

Graduation, however, is less a victory lap than a change in terrain. As the training wheels come off, preferential cushions that quietly powered Bangladesh's export rise are thinning. Without a recalibrated economic strategy, this transition risks feeling less like lift-off and more like a hard landing. Inflation has strained household budgets, foreign exchange buffers have narrowed and exporters face a global marketplace that is more demanding than before. According to UN Trade and Development, global trade expanded by roughly $500 billion in the first half of 2025, with goods trade rising about 2.5 per cent quarter-on-quarter. Demand exists, but competition is intensifying, and policy missteps are punished faster. The rules of the game are also changing, with greener standards and tighter compliance now embedded in global trade.

Engine under the hood and its exposed parts

EXPORTS form a relatively modest share of Bangladesh's economy. Even so, this narrow slice of gross domestic product — 13.16 per cent in 2023, falling to 10.46 per cent in 2024 — carries a disproportionate burden of jobs, reserves and industrial momentum. Ready-made garments generate more than four-fifths of export earnings, underpinned by a workforce of over 5 million people, more than half of whom are women, according to industry estimates. This is not merely an export sector; it is a social contract that supports employment, household resilience and female participation in the labour force.

For years, duty-free and quota-free access, particularly to European markets, kept prices competitive and orders flowing. That equation is now shifting. As trade preferences expire, apparel exports to Europe and the United Kingdom are expected to face tariffs in the high single digits, compressing margins rapidly. At the same time, global buyers are raising expectations around sustainability, labour standards and environmental performance. Competing exporters such as Vietnam, Cambodia and India already operate within trade agreements that soften these shocks. In response, Bangladeshi factories are being pushed to upgrade green production capabilities, strengthen sustainability reporting and align operations with international compliance regimes.

Graduation thus represents a hinge moment. It exposes vulnerabilities, but it can also enhance credibility — often reflected in stronger sovereign perceptions, lower borrowing costs and wider access to blended finance from institutions such as the World Bank and the Asian Development Bank. That credibility matters only if it is translated into tangible upgrades, and done quickly. Recent investments, including the World Bank-supported $650 million Bay Terminal Marine Infrastructure project in Chattogram, point in the right direction by addressing logistics bottlenecks, reducing turnaround times and lowering trade costs. Whether such initiatives arrive at sufficient scale and speed to upgrade the export engine before external conditions tighten further remains an open question.

Macroeconomic balancing act

IN FISCAL year 2025, Bangladesh recorded GDP growth of 3.97 per cent. The slowdown followed a period of political transition and institutional strain, during which stabilising a fractured macroeconomic environment became the overriding task. The current administration inherited depleted reserves, weakened policy credibility and an economy burdened by prolonged governance shortcomings. Under these conditions, World Bank projections of growth nearing 4.8 per cent in FY26 are cautiously optimistic, contingent on sustained policy coordination.

Trade strategy alone will not determine the outcome. Monetary and fiscal policy will jointly shape whether exporters remain competitive and whether investors view Bangladesh as reliable or risky. The outlook could improve if stabilisation translates into confidence. Faster disinflation, steadier exchange rate management, a gradual revival of private credit and the easing of import constraints would lift investment and output beyond baseline projections. Externally, some relief has already emerged. Bangladesh Bank data show remittance inflows reaching a record $32.8 billion in 2025, more than 22 per cent higher than the previous year, helping to slow reserve depletion and stabilise the balance of payments.

How this window is used depends largely on monetary discipline. Persistent inflation erodes competitiveness and undermines real incomes, which is why a return toward the 5–6 per cent inflation range set by the government and the International Monetary Fund serves as a credible medium-term anchor. The IMF has urged Bangladesh to maintain relatively tight monetary conditions — with policy rates around 10 per cent — until inflation is durably steered back toward that range. While such tightening weighs on short-term growth and constrains credit, particularly for small firms, delaying stabilisation would likely impose higher costs later through currency instability and sharper adjustment.

Fiscal policy faces a parallel challenge: restoring stability today while preparing competitiveness for tomorrow. The IMF and domestic analysts alike have underscored the importance of tax reform, especially broadening the tax base and rationalising exemptions, to finance infrastructure and social protection. Without stronger revenue mobilisation, public investment will remain constrained and growth gains fragile.

Regional experience offers a cautionary guide. Vietnam and Cambodia prioritised inflation control, exchange rate stability and gradual fiscal consolidation during their post-graduation phases, allowing exporters to adjust to tighter margins while preserving investor confidence. Sri Lanka, by contrast, delayed fiscal adjustment and relied heavily on monetary accommodation. As external conditions tightened, reserves eroded and policy space narrowed, making eventual correction sharper and more disruptive. The lesson is consistent: early macroeconomic discipline tends to smooth adjustment, while postponement raises the eventual cost.

Next growth race

BEYOND large exporters and headline infrastructure, the post-gradua-

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

tion phase will place greater weight on small and medium enterprises. SMEs account for the bulk of employment and domestic value creation — providing roughly 85 per cent of industrial jobs and contributing around 27–30 per cent of GDP — yet they remain chronically underfinanced. As preferential access fades, competitiveness increasingly depends on smaller firms integrating into supply chains, meeting compliance standards and lifting productivity. Access to patient capital, credit guarantees and supply-chain finance will matter as much as tariffs once did.

This is where blended finance becomes relevant, not as a slogan but as a practical instrument. The World Bank defines blended finance as the use of catalytic capital to mobilise private investment by reducing risk, while the International Finance Corporation notes that concessional funding can help de-risk projects that are close to commercial viability. Since 2010, the IFC reports committing $5.9 billion in concessional funds across more than 500 projects, mobilising over $32 billion in additional private financing globally. Applied strategically, such tools could help Bangladeshi SMEs upgrade technology, meet green standards and integrate into export supply chains.

The moment, then, is less an arrival than a recalibration. Bangladesh has already demonstrated its capacity for growth. Experience from earlier transitions shows that economies securing market access early, lifting productivity at home and diversifying with intent stayed ahead of the curve, while those that hesitated saw margins narrow quickly. For Bangladesh, success hinges on trade, monetary and fiscal policy moving in concert to open markets, stabilise the macroeconomy and invest in skills, logistics and climate resilience.

Nafisa Ali is an executive at Institute for Policy, Advocacy and Governance. Samiha Binte Tariq is a PhD candidate in economics at Southern Illinois University, Carbondale.

THE FINANCIAL EXPRESS February 8, 2026

Ctg port deal: Haste makes waste

The temporary break in the Chattogram port strike that came after six full days of disruption did little to ease tensions. Port workers have flat-out warned that operations may be shut down again as early as tomorrow unless the government scraps the deal with DP World for the New Mooring Container Terminal. With nearly all of Bangladesh's export-import trade flowing through this single maritime gateway, such persistent uncertainty keeps everyone on edge and ensures the crisis remains very much alive. While the interim government managed to buy this short breathing space through direct talks with labour leaders, the core disagreement over leasing the terminal to a foreign operator remains unresolved. At this point, it's clear the interim government is stuck between two tough choices. On the one hand, backing out of an agreement with a global port operator after making a commitment would damage Bangladesh's reputation for honouring contracts and send a negative signal to foreign investors. On the other hand, pushing ahead in the face of such fierce and organised resistance is to invite a wider confrontation.

There is little room to deny that Bangladesh urgently needs a much more efficient setup at its main port. For far too long, constant congestion, slow ship turnaround times and high logistics costs have steadily undermined the country's export competitiveness. Realistically, expecting a local operator to suddenly step up and meet global efficiency benchmarks without major technological and managerial upgrades simply isn't feasible. If the objective is to transform Chattogram into a modern port capable of supporting export growth, looking outward for expertise is a rational step forward. Sound outcomes, however, depend on sound processes and that is precisely where the current approach raises serious questions. Given the interim government's limited mandate and its primary responsibility to organise credible elections, was it really necessary to push through a long-term terminal lease at this juncture? Even if leasing out was deemed unavoidable, bypassing an open tendering process has created entirely avoidable suspicion. Open competition is not merely a procedural formality. Rather, it remains the most effective way to ensure transparency, value for money and public trust. Had such a process been followed, DP World might well have emerged as the winner, but the decision would have carried genuine legitimacy and deprived opponents of their main grievance. The apparent haste instead turned what could have been a technocratic improvement into a political flashpoint nobody needed.

In global supply chains, reliability matters more than almost anything else. Once that reliability is shaken by prolonged disruptions like this, buyer confidence erodes faster than any price hike ever could

The economic cost of the port deadlock is already enormous and continues to mount with each passing day. The strike has already racked up losses in the tens of billions of taka daily across the whole trade chain, hammering everyone from the revenue authority to importers and exporters. Far worse though is the longer-term danger that cannot be ignored. In global supply chains, reliability matters more than almost anything else. Once that reliability is shaken by prolonged disruptions like this, buyer confidence erodes faster than any price hike ever could.

Adding to the pressure, tariffs on Indian goods are now poised to drop as low as 18 per cent in the US while India has secured a major trade deal with the EU. As a direct consequence, Bangladesh exporters suddenly confront fierce and unrelenting competition from a powerful regional rival. In this increasingly intense global environment, self-inflicted disruptions such as prolonged port shutdown have become completely intolerable. This is why the current standoff demands an urgent and sensible resolution. The government must communicate clearly and engage workers without allowing the national economy to be held hostage. At the same time, labour leaders must recognise that resisting all change in the name of protection harms the very industries and jobs they seek to defend.

THE FINANCIAL EXPRESS

February 8, 2026

LETTERS TO THE EDITOR

Tea workers' life of hardship

The tea workers continue to be among the least paid groups in Bangladesh. Despite their contributions to a vital sector of economy and day-to-day activities, their standards of living reflect a life of deprivation. A worker in a tea garden receives only Tk 178 per day. Even this small remuneration is cut if they cannot join the work. Besides, they are subjected to a remuneration deduction process if they cannot meet the goal of daily tea leaves plucking.

Due to the rising cost of basic products, it is very hard to manage witth such low wages. This income must cover food, healthcare, housing, education, and other basic needs. In today's economic conditions, it is not sufficient to lead even a very basic lifestyle. Tea farm work is physically demanding. This is because employees stand for many hours, bending to carry heavy loads in both sunny and rainy conditions. This activity puts constant strain on their bodies, leading to health problems and persistent aches. Despite these health problems, employees cannot access quality healthcare. This means that missing a day of work due to ill health results in lost income. Their living condition adds another layer of struggle. Most tea workers live in small, overcrowded houses with poor sanitation and scarce access to clean water. Nutrition is generally poor because of very low income, affecting adults and children alike. These conditions contribute to long-term health risks and reduce overall quality of life.

The lack of alternative job opportunities and educational opportunities makes upward mobility difficult. Children in most tea communities have a hard time going to school, which recreates a cycle of poverty and dependency on labor. Despite these factors, tea workers continue to work in a disciplined manner. Their hard work is contributing to consumption patterns and various economic activities. But this class of workers hardly ever figures in development discussions on labour welfare and social protection.

A humane attitude towards their work would be necessary if progress is to be achieved in improving their condition.

Md. Amir Hossain
Undergraduate Student
DESM, North South University

AI shaping the future of learning

Artificial Intelligence (AI) is rapidly changing the way of imparting education, offering exciting opportunities for both students and teachers. One of the most important changes AI brings is personalised learning. AI can adapt to each student's needs, helping them learn at their own pace. For example, AI-powered programmes can gi ve students lessons that match their learning speed, providing extra help when needed.

Another benefit of AI in education is the use of smart tutors and virtual assistants. These tools can help students understand difficult topics by providing immediate feedback and answering questions at any time. Students no longer have to wait for the next class to get answers to their queries. Teachers also benefit from AI. By automating tasks like grading and organising lesson plans, AI allows teachers to spend more time teaching and focusing on student needs. AI can even analyse data to help teachers understand how well each student is performing, allowing them to offer more targeted support.

In the classroom, AI tools such as chatbots can answer students' questions in real-time, providing constant support without interrupting the lesson. This makes learning more engaging and interactive.

As AI continues to develop, it is expected to make education more accessible. Students from remote areas or different backgrounds can benefit from AI-powered educational tools, creating a level playing field for all learners. With AI in education, the future of learning is more personalised, efficient, and inclusive than ever before.

Kowshik Podder
MBA Student
North South University
kowshik.podder.253@northsouth.edu

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 17 February 2026

সুন্দরবনে জেলে অপহরণ

পূর্ব সুন্দরবনের শেলারচর এলাকায় বনরক্ষীদের টহল ফাঁড়িসংলগ্ন জেলেপল্লি থেকে ছয় জেলেকে অপহরণ করা হয়েছে। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করল, উপকূলীয় এই অঞ্চলে জেলেদের নিরাপত্তা এখনো ঝুঁকির মধ্যে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি বনদস্যু বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হানা দিয়ে জেলেদের তুলে নিয়ে গেছে। এর আগেও একই এলাকায় ট্রলার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। ফলে জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে।

সুন্দরবন, বিশেষ করে সুন্দরবনসংলগ্ন নদীপথে জেলে অপহরণের ঘটনা নতুন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেলেদের অপহরণের মূল উদ্দেশ্য মুক্তিপণ আদায়। নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরা অপহরণকারীদে সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ নদী ও খাল-নালায় নজরদারি করা-কঠিন। অনেক জায়গায় দ্রুত সহায়তা পৌঁছানো সম্ভব হয় না। টহল থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয় বা নিয়মিত নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। দস্যুরা ফাঁকফোকর বুঝে হামলা চালায়। দস্যুদের অবস্থান ও চলাচল সম্পর্কে আগাম তথ্যের অভাব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রমকে দুর্বল করে।

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা কিছু-মানুষকে অপরাধচক্রে যুক্ত হতে প্ররোচিত করে। অপহরণ বন্ধে বন বিভাগ, কোস্টগার্ড ও পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার যৌথ অভিযান জোরদার করতে হবে। নিয়মিত ও পরিকল্পিত টহল বাড়ানো প্রয়োজন। নদীপথে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির ব্যবস্থা থাকতে হবে। জিপিএস ট্র্যাকিং, ভিএইচএফ যোগাযোগব্যবস্থা ও দ্রুত সংকেত পাঠানোর সুবিধা জেলেদের জন্য চালু করা যেতে পারে। নিবন্ধিত জেলে ও ট্রলারের তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা দরকার। কারা কোথায় মাছ ধরছে, তার একটি হালনাগাদ ডাটাবেস থাকলে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে।

শুধু দস্যু ধরলেই হবে না, তাদের অর্থের উৎস ও মদতদাতাদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই কর্মসংস্থান বাড়ানো গেলে অপরাধে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা কমতে পারে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

সরকারি চা-বাগানে 'ভুতুড়ে' শ্রমিক

চা বোর্ডের অনুসন্ধান

মোস্তফা ইউসুফ, ঢাকা ও কল্যাণ প্রসূন,
জুড়ী, মৌলভীবাজার

- নিউ সমনবাগ চা-বাগানে ১,৮২০ শ্রমিকের মধ্যে তথ্য সঠিক পাওয়া গেছে ৩১৫ জনের।
- ভুয়া ও অবৈধ শ্রমিকের পেছনে মাসে অপচয় হচ্ছে ১ কোটি টাকা।

সরকারি বেতন-ভাতা তোলার খাতায় নাম আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ডে হিসাব আছে, নিয়মিত হাজিরা ও রেশন তোলার তালিকায় সইও আছে। কিন্তু খাতায় থাকা কিছু শ্রমিকের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদের কেউ মারা গেছেন, কেউ অবসরে, কারও অস্তিত্বই নেই; অথচ পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত চলছে তাঁদের হাজিরা ও বেতন-ভাতা তোলা।

২১ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার সরকারি নিউ সমনবাগ চা-বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে জানা গেছে, দ্বীপনারায়ণ, শচীন, সুজন ও কবিতা নামের বাগানের তালিকাভুক্ত চার শ্রমিক কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন; কিন্তু সরকারি খাতায় তাঁরা এখনো সক্রিয় শ্রমিক।

সরকারি চারটি চা-বাগানের মধ্যে সবচেয়ে বড় এই চা-বাগান। এখানে কাজ করেন ১ হাজার ৮২০ শ্রমিক। এ বাগানেই মৃত, অবসরপ্রাপ্ত ও অস্তিত্বহীন শ্রমিক মিলিয়ে অন্তত ৪০ জনের সন্ধান পেয়েছে চা বোর্ডের তদন্ত কমিটি। আরও ১৭০ জন ভুয়া নাম-ঠিকানায় বেতন তুলছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে।

চা বোর্ডের ছয় সদস্যের একটি দল চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ দিন নিউ সমনবাগ চা-বাগানে অনুসন্ধান চালায়। প্রভিডেন্ট ফান্ড, রেশন তালিকা ও নিয়োগপত্র মিলিয়ে দেখার সময় শ্রমিক নিয়ে অসংগতিগুলো ধরা পড়ে।

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১ হাজার ৮২০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৩১৫ জনের তথ্য সঠিক পাওয়া গেছে। ১ হাজার ১৬০ জনের নিয়োগপত্রের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রের মিল নেই। আর ৮০ জন শ্রমিকের বয়স ৬০ বছরের বেশি, যাঁদের অবসরে যাওয়ার কথা ছিল বহু আগেই। তাঁরা এখনো বাগানের তালিকাভুক্ত শ্রমিক হিসেবে বেতন নিচ্ছেন।

চা বোর্ড বলছে, এসব ভুয়া ও অবৈধ শ্রমিকের পেছনে প্রতি মাসে প্রভিডেন্ট ফান্ড, রেশন, বাগানের জমি ভোগ করা, বোনাস নেওয়া—সব মিলিয়ে সরকারের অপচয় হচ্ছে এক কোটি টাকা। বছরে ১২ কোটি টাকা।

তদন্ত প্রতিবেদনে ভুয়া ও অবৈধ শ্রমিকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে বাগানের পঞ্চায়েত সমিতির বিরুদ্ধে।

বেশি শ্রমিক, কম উৎপাদন

নিউ সমনবাগ চা-বাগানের আয়তন ২ হাজার ৯৬ একর। শ্রমিক ১ হাজার ৮২০ জন। ২০২৪ সালে এখানে চা উৎপাদিত হয়েছে ৭ লাখ ৯২ হাজার কেজি। নিলামে সর্বোচ্চ দর উঠেছে ২১০ টাকা কেজি।

অন্যদিকে হবিগঞ্জের বেসরকারি মধুপুর চা-বাগান ৯৩০ একর জমি ও ৬৫৫ জন শ্রমিক নিয়ে ২০২৪ সালে উৎপাদন করেছে ৮ লাখ ৮৭ হাজার কেজি চা। নিলামে ২৭৭ টাকা কেজি দরে এ বাগানের চা বিক্রি হয়েছে। বেসরকারি বাগানটি অর্ধেকের কম জমি এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক নিয়ে সরকারি বাগানটির চেয়ে উৎপাদন বেশি করেছে ৯৫ হাজার কেজি চা। গত ১০ বছরে নিউ সমনবাগ চা-বাগানের গড় উৎপাদন ছিল ৮ লাখ ৭৪ হাজার ৫৯৭ টন।

উৎপাদন কম হওয়া নিয়ে নিউ সমনবাগ চা-বাগানের ব্যবস্থাপক শহিদ নেওয়াজ প্রথম আলোকে বলেন, 'অনেকগুলো কারণ এখানে কাজ করে। যেমন আমার শ্রমিক বেশি হলেও সবাইকে কাজে পাওয়া যায় না। কেউ অসুস্থ থাকে, কেউ কেউ আসতে চায় না কাজে। তাদের সংগঠন আছে। এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে চাইলে তারা ধর্মঘট করে বসে থাকে।'

ধুঁকছে সরকারি বাগানগুলো

সরকারি মালিকানাধীন চারটি চা-বাগান—নিউ সমনবাগ, পাথারিয়া, দেওরাছড়া ও কাশিপুর ২০২৫ অর্থবছরে উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ চা বিক্রি করতে পারেনি। অবিক্রীত চায়ের পরিমাণ ৫২ লাখ ৫৭ হাজার ৩০০ কেজি। আর নিলামে তোলা হয়েছে ১ কোটি ৩১ লাখ ৪৩ হাজার ২৫০ কেজি চা।

চা বিক্রি থেকে আয় না হওয়ায় এ চারটি বাগানে শ্রমিকদের বেতন দিতে গত আট বছরে চা বোর্ডের স্থায়ী আমানত ভেঙে ৩৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের মোট স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা।

NEW AGE
TUESDAY, FEBRUARY 10, 2026,

Safety for minorities, women demanded during polls days

Staff Correspondent

RIGHTS activists on Monday stressed the need for ensuring safety for religious and ethnic minority communities and women centring the February 12 general elections.

They also demanded effective Crisis Management Cell at the Election Commission to ensure the safety and smooth exercise of voting rights for women, religious and ethnic minorities, and other marginalised communities.

They made the demands at a human chain under the banner 'Nagorik Samaj' in front of the Sangsad Bhaban on Manik Mia Avenue in the capital.

Addressing the event, economist Debapriya Bhattacharya said that the insecurity that has arisen around voting was not only affecting minorities, or women, but also candidates.

'Both the Election Commission and the government are showing indifference towards creating an environment that is supposed to be conducive to an inclusive election,' he added.

Criticising the government's referendum campaigning, Nijera Kori coordinator Khushi Kabir said that the job of the government and the Election Commission was to ensure the security of minorities, women, and marginalised communities before, during, and after elections.

They also demanded monitoring the situation and security concerns of all marginalised voters, including women and minorities, every 12 hours, and necessary measures to ensure that all voters, regardless of race, religion, caste or profession, can exercise their voting rights safely and without hindrance.

Association for Land Reform and Development executive director Shamsul Huda, Transparency International Bangladesh executive director Iftekharuzzaman, Manabadhikar Sangskriti Foundation chief executive Saidur Rahman among others were present at the human chain.

Need for comprehensive data on migrant workers

Despite the commendable contribution of migrant workers to Bangladesh's economy, the authorities concerned appear ill-equipped to develop a comprehensive database that captures all relevant aspects of migration

THE FINANCIAL EXPRESS

February 11, 2026

writes
Wasi Ahmed

The country continues to witness steady growth in outbound migration, accompanied with record-breaking remittance earnings. Yet behind the encouraging headline figures lies a significant blind spot: the absence of comprehensive data on returnee migrant workers. The lack of systematic information on how many migrants return, the reasons behind their return, and the extent of issues related to sickness, injury, or death creates a serious void in understanding the country's overall migration situation.

According to the International Organisation for Migration (IOM), Bangladesh is currently the sixth largest migrant-sending country in the world, with more than 11 million Bangladeshis working overseas. Migration has long been promoted as a pathway to employment, poverty reduction and foreign currency inflow. However, migrant rights organisations argue that this one-sided focus on outward flows and remittances overlooks a large and vulnerable group-migrants who return home under dismal circumstances. Despite their immense contribution to national development, returnee migrants receive limited policy attention and inadequate institutional support.

Official figures reflect the continued upward trend in overseas employment. Citing government data, the Refugee and Migratory Movements Research Unit (RMMRU) reported that outbound migration increased by 12 per cent in 2025, reaching 1.13 million workers, compared with 1.01 million in 2024. This surge translated into a historic US$32.82 billion in remittances in 2025, representing a 22 per cent rise from the previous year. These numbers are frequently highlighted by policymakers as evidence of the success of Bangladesh's labour migration strategy.

Yet, experts caution that these figures tell only part of the story. Shakirul Islam, chairperson of the Ovibashi Karmi Unnayan Programme (OKUP), argues that government negligence lies at the heart of the problem. He notes that while authorities celebrate the rising number of outbound migrants, they fail to monitor how many return prematurely after becoming victims of fraud, job mismatches, work permit rejections, health or fitness complications, workplace injuries, or even unnatural deaths. "If accurate data on returnees existed, the government would be compelled to expand services for them," he told the media. Referring to a 2024 study, he said that around 6.0 per cent of migrants returned home within the first three months of 2022 after failing to secure employment abroad. Alarmingly, he claims that the government remains largely unaware of this trend due to the absence of a robust tracking mechanism.

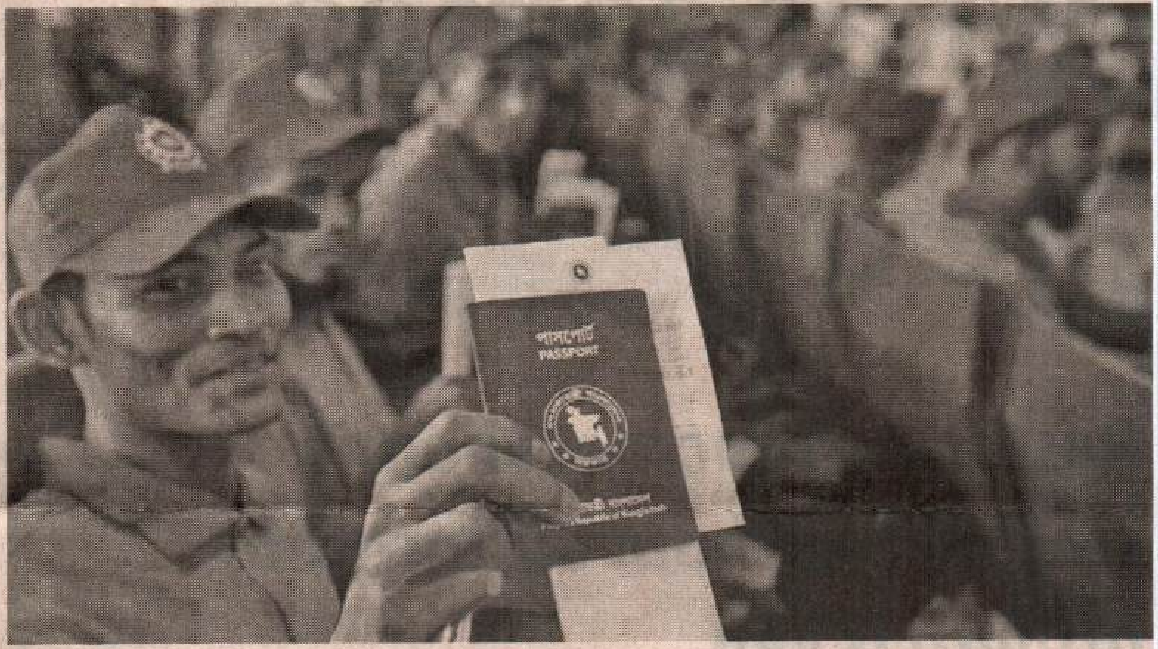

According to him, Bangladesh's migration data is fundamentally "incomplete," and it is the responsibility of the state to ensure that all relevant data and documentation are updated and that due service was provided to migrant workers throughout the migration cycle, including after their return.

One of the most troubling aspects of Bangladesh's migration narrative is the high number of migrant deaths abroad. Each year, an estimated 4,000 to 5,000 bodies of migrant workers are repatriated. Data from the Wage Earners' Welfare Board (WEWB) show that in 2024 alone, a record 4,813 deceased migrants were returned to their families, up from 4,552 in 2023. Despite the scale of these deaths, many remain shrouded in mystery. In most cases, bodies do not undergo postmortem examinations upon arrival in Bangladesh, leaving families without clear answers and limiting the state's ability to investigate unsafe working conditions, employer negligence, or potential rights violations abroad.

Beyond deaths, the reasons for migrants' return remain poorly documented. At present, sporadic media reports appear to be the primary source of information on why workers come back. A 2023-24 study by OKUP found that 60 per cent of returnee migrants cited health-related issues as the main reason for their return. This highlights the physical and mental toll of overseas employment, often carried out in hazardous environments with limited access to healthcare.

Health data further underscore the vulnerability of returnee migrants. According to the Directorate General of Health Services (DGHS), about 15 per cent of newly diagnosed HIV-positive individuals in Bangladesh in 2024 were returnee migrants. This statistic points to serious gaps in health awareness, prevention, and screening mechanisms both before departure and after return, as well as the stigma and lack of support many returnees face once back home.

Despite the commendable contribution of migrant workers to Bangladesh's economy, the authorities concerned appear ill-equipped to develop a comprehensive database that captures all relevant aspects of migration. A holistic migration management system would require integrating data on recruitment, overseas employment conditions, return patterns, health outcomes, injuries, deaths, and reintegration challenges. Without such data, policy responses remain fragmented and reactive, leaving returnee migrants largely invisible.

Experts argue that addressing this gap is not merely a technical issue but a matter of rights and accountability. Migrant workers are often hailed as "remittance heroes," yet their struggles, particularly upon return, receive little recognition. Strengthening data collection, ensuring transparency, and expanding reintegration services would not only provide a clearer picture of Bangladesh's migration landscape but also honour the sacrifices made by millions of workers who sustain the economy through their labour abroad.

Ultimately, ensuring the sustainability of Bangladesh's migration-driven growth requires shifting the policy lens beyond departure figures and remittance volumes to the full migration cycle. Returnee migrants-whether they come back successful, unemployed, sick, injured, or deceased-are an integral part of this cycle and deserve institutional recognition and support. Developing a comprehensive, centralised database on return migration, strengthening coordination among relevant agencies, and investing in health screening, legal aid, and reintegration programmes are critical steps forward. Without addressing these gaps, Bangladesh risks overlooking the human cost behind its migration success story, undermining both the welfare of migrant workers and the long-term resilience of the sector that contributes so significantly to national development.

wasiahmed.bd@gmail.com

সময়ের আলো শুক্রবার। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অপরিহার্য

মো. নূর হামজা পিয়াস

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় শ্রম চুক্তিগুলো আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যেখানে আমাদের শ্রমিকরা কাজ করছেন, সেই দেশগুলোর সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় বাধ্য করতে হবে। লেবার অ্যাটাশেদের সক্রিয়তা বাড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে শ্রমিকদের সমস্যা শোনা এবং সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও মজুরি নিশ্চিত করা না গেলে বিশ্ববাজারে আমাদের শ্রমের মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গেও সরাসরি জড়িত। নিরাপদ ও সম্মানজনক অভিবাসন ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্স প্রবাহকে আরও স্থিতিশীল ও টেকসই করবে

বাংলাদেশের অর্থনীতির দৃশ্যমান স্তম্ভগুলোর আড়ালে এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী অবদানকারী গোষ্ঠী রয়েছে প্রবাসী শ্রমিকরা। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার শক্তিশালী রাখা, চলমান আমদানি ব্যয় সামাল দেওয়া এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারা দূর প্রবাসে কঠোর পরিশ্রম করে যে অর্থ দেশে পাঠান, তা কেবল পরিবার নয়, পুরো অর্থনীতিকেই সচল রাখে। অথচ এই নীরব নায়কদের জীবনের গল্প খুব কমই আলোচনায় আসে। উন্নয়নের পরিসংখ্যানে তাদের অবদান যতটা উচ্চকিত, বাস্তব জীবনে তাদের সুরক্ষা ততটাই নীরব ও দুর্বল।

প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে শুরু করে জাতীয় বাজেট পর্যন্ত বহুমাত্রিক প্রভাব ফেলে। এই অর্থ শিক্ষার খরচ মেটায়, চিকিৎসা নিশ্চিত করে, দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখে এবং ছোট উদ্যোগে পুঁজি জোগায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভর করেই একটি পরিবার সামাজিকভাবে টিকে থাকে। কিন্তু এই আর্থিক সাফল্যের পেছনে লুকিয়ে থাকে অসংখ্য ত্যাগ, অনিশ্চয়তা ও মানবিক বঞ্চনার গল্প, যা প্রায়শই নীতিনির্ধারণী আলোচনার বাইরে থেকে যায়।

অভিবাসনের শুরু থেকেই প্রবাসী কর্মীরা নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। বিদেশে কাজের আশায় তারা উচ্চ সুদের ঋণ নিয়ে দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর কাছে অর্থ প্রদান করেন। প্রতিশ্রুত চাকরি, বেতন ও কর্মপরিবেশ বাস্তবে ভিন্ন হওয়ায় অনেকেই প্রতারণার শিকার হন। এই প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা আর্থিকভাবে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন, তেমনি মানসিকভাবেও ভেঙে পড়েন। অভিবাসনের প্রতিটি ধাপেই তাদের ঝুঁকি বহুগুণে বেড়ে যায়।

২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত পরিচালিত 'অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচি'-এর এক গবেষণায় আমাদের ব্যবস্থার এক করুণ চিত্র উঠে এসেছে। এই কর্ম গবেষণা প্রকাশ করেছে যে, এই নাগরিকদের আইনি প্রতিকার বা জাস্টিস প্রদানে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও পদ্ধতিগত ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। একজন শ্রমিক যখন শোষিত হয়ে ফিরে আসেন, তখন তার বিচার পাওয়ার পথটি অত্যন্ত দুর্গম। এই ফলাফলগুলো আমাদের বর্তমান নীতিমালা এবং তাদের বাস্তবায়নের অসারতাকে ফুটিয়ে তোলে এবং জরুরি পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

শ্রম অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিক লাভ পায়, তা কোনোভাবেই অনস্বীকার্য নয়। কিন্তু এই অর্জনের আড়ালে যে মানবিক মূল্য বা 'হিউম্যান কস্ট' দিতে হচ্ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এক গল্প বলে। আমরা যখন রেমিট্যান্সের ডলারের হিসাব করি, তখন ভুলে যাই সেই ডলারগুলো আনতে গিয়ে কতজন শ্রমিক নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, কতজন নির্যাতিত হয়েছেন। ১১৪টি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত গবেষণাটি প্রকাশ করে যে, আমাদের প্রবাসীদের সাফল্যের গল্পের পেছনে রয়েছে ব্যাপক অবৈধ ও অন্ধকার অনুশীলন।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৮০ শতাংশ শ্রমিককে অননুমোদিত সাব-এজেন্টদের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল। এই মধ্যস্বত্বভোগীরা বা দালালরা গ্রামের সহজ-সরল মানুষকে বড় স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারণার জালে ফেলছে। তারা নিয়োগের কোনো বৈধ কাগজ বা নিশ্চয়তা ছাড়াই শ্রমিকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। যেহেতু এই সাব-এজেন্টদের কোনো আইনি জবাবদিহিতা নেই, তাই প্রতারণার শিকার হওয়ার পর শ্রমিকরা তাদের আর খুঁজে পান না। নিয়োগ প্রক্রিয়ার এই অস্বচ্ছতা প্রবাসীদের জীবনকে শুরুতেই এক বিশাল ঋণের বোঝায় তলিয়ে দিচ্ছে। জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কাছে দাখিল করা অভিযোগগুলোর মূল্যায়ন থেকে দেখা যায়, সালিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকরা খুব কমই সুফল পাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে সমঝোতার নামে শ্রমিকদের প্রাপ্য পাওনার চেয়ে অনেক কম টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অভিযোগ করা হলেও তা নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। আইনি ব্যবস্থার এই মন্থর গতি প্রতারিত শ্রমিকদের আরও হতাশ করে তুলছে এবং অপরাধীদের এক ধরনের দায়মুক্তির সুযোগ করে দিচ্ছে।

প্রবাসীদের প্রতারিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো নথিপত্রবিহীন বিশাল আর্থিক লেনদেন। সাব-এজেন্ট বা দালালরা সাধারণত নগদ টাকায় লেনদেন করে এবং কোনো রসিদ প্রদান করে না। ফলে যখন আইনি প্রতিকার চাওয়া হয়, তখন শ্রমিকরা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না। আমাদের আইনি কাঠামো প্রমাণ বা নথিপত্রের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে, যা শোষিত শ্রমিকের বিপক্ষে চলে যায়। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দালাল চক্র অবলীলায় পার পেয়ে যাচ্ছে এবং নতুন নতুন শ্রমিককে প্রতারণার জালে ফেলছে।

কেবল দেশ ছাড়ার আগেই নয়, বিদেশের মাটিতে পৌঁছানোর পরও শুরু হয় নতুন ধরনের নির্যাতন। পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া, চুক্তি অনুযায়ী বেতন না দেওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকরা শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছিত হন। কিন্তু সেখানে আমাদের দূতাবাসের ভূমিকা বা আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। ফলে একজন অভিবাসী কর্মী নিজেকে এক প্রকার অভিভাবকহীন অবস্থায় আবিষ্কার করেন, যেখানে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে কেবল অবজ্ঞা আর গ্লানি জোটে।

একজন প্রবাসী যখন প্রতারিত হয়ে দেশে ফেরেন, তখন তার প্রভাব কেবল তার ওপর নয়, পুরো পরিবারের ওপর পড়ে। ঋণের বোঝা মেটাতে গিয়ে অনেক পরিবার তাদের শেষ সম্বল জমিটুকুও হারিয়ে ফেলে। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা এবং মানসিক বিষণ্নতা দেখা দেয়। যে শ্রমিক এক দিন পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন নিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন, ফিরে আসার পর তিনি হয়ে যান সমাজের কাছে এক বোঝা। এই মানবিক বিপর্যয় আমাদের অর্থনীতির জন্য এক অশনিসংকেত, যা আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি।

বাংলাদেশের বিদ্যমান অভিবাসন নীতিমালা এবং আইনি কাঠামো যেন শোষকদের সুরক্ষাই বেশি দেয়। সালিশি ব্যবস্থাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্টদের পক্ষে কাজ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। নীতিমালায় কঠোর শাস্তির বিধান থাকলেও তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। গবেষণার ফলাফল জোর দিয়ে বলছে যে, আমাদের আইনগুলো এখন

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সেকেলে হয়ে পড়েছে এবং এগুলোকে দ্রুত যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। সাব-এজেন্টদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং লাইসেন্সধারী এজেন্টদের কার্যক্রম তদারকি করা এখন সময়ের দাবি।

আইনি প্রতিকার পাওয়া একজন শ্রমিকের অধিকার, কোনো দয়া নয়। কিন্তু আমাদের বিচারব্যবস্থায় একজন সাধারণ প্রবাসীর প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত। মামলা পরিচালনার ব্যয় এবং দীর্ঘসূত্রতা তাদের বিচার থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ডিজিটাল মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ এবং দ্রুত ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করা গেলে দালালদের দৌরাত্ম্য কমে আসত। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে না পারলে এই গুরুত্বপূর্ণ শ্রম খাতটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকির মুখে পড়বে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলবে।

অনেক শ্রমিকই জানেন না বিদেশে যাওয়ার সঠিক নিয়ম বা তাদের অধিকার সম্পর্কে। প্রশিক্ষণের অভাব এবং দালালের কথার ওপর অন্ধবিশ্বাস তাদের বিপদে ফেলে। সরকার যদিও বিএমইটির মাধ্যমে ব্রিফিং প্রদান করে, কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই যথেষ্ট বা ফলপ্রসূ হয় না। গ্রামীণ পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং নিরাপদ অভিবাসনের উপায়গুলো সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রতিটি স্তরে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা গেলে প্রতারণার হার অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হতো বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর (এনজিও) মধ্যে সমন্বয়ের বড় অভাব রয়েছে। গবেষণা সংস্থাগুলো যে তথ্য উপাত্ত প্রদান করে, তা অনেক সময় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব পায় না। ওকেইউপির মতো সংস্থাগুলো মাঠ পর্যায়ে যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছে, তা সমাধানের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। যদি সরকারি ও বেসরকারি খাত একযোগে কাজ করে, তবেই অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা সম্ভব এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা সহজ হবে।

অভিবাসন প্রক্রিয়াকে শতভাগ ডিজিটাল মনিটরিংয়ের আওতায় আনতে হবে। পাসপোর্টের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সমন্বয় এবং অনলাইনে নিয়োগপত্র যাচাই করার ব্যবস্থা থাকলে জালিয়াতি কমত। প্রতিটি রিক্রুটিং এজেন্টের কার্যক্রমের রেটিং বা ট্র্যাক রেকর্ড জনসম্মুখে প্রকাশ করা উচিত। এর ফলে শ্রমিকরা বুঝতে পারবেন কোন এজেন্ট নির্ভরযোগ্য।

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে, যারা সরাসরি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করবে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় শ্রম চুক্তিগুলো আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। যেখানে আমাদের শ্রমিকরা কাজ করছেন, সেই দেশগুলোর সরকারকে মানবাধিকার রক্ষায় বাধ্য করতে হবে। লেবার অ্যাটাশেদের সক্রিয়তা বাড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে শ্রমিকদের সমস্যা শোনা এবং সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ড অনুযায়ী শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও মজুরি নিশ্চিত করা না গেলে বিশ্ববাজারে আমাদের শ্রমের মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা কেবল মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গেও সরাসরি জড়িত। নিরাপদ ও সম্মানজনক অভিবাসন ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে রেমিট্যান্স প্রবাহকে আরও স্থিতিশীল ও টেকসই করবে। অন্যদিকে অবহেলা ও শোষণ চলতে থাকলে ভবিষ্যতে এই খাত বড় ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকরা নীরবে দেশের জন্য যা করে চলেছেন, তার প্রতিদান হিসেবে তারা ন্যূনতম সুরক্ষা ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখেন। উন্নয়নের গল্প তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সেই উন্নয়নের কারিগররা নিরাপদ থাকেন। নীতিনির্ধারকদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে অর্থনৈতিক সংখ্যার পেছনে ছোটা নয়, মানুষের অধিকার রক্ষাই হোক শ্রম অভিবাসনের মূল ভিত্তি।

● শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ
ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

সংবাদ
ঢাকা : বুধবার ২৮ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Wednesday 11 February 2026

নারী শ্রমিক ও মজুরি বৈষম্য

ভোরের আলো ফোটার আগেই অসংখ্য নারী কাজ শুরু করেন- কেউ তৈরি পোশাক কারখানায়, কেউ ক্ষেতখামারে, কেউ হাসপাতালে নার্স হিসেবে, আবার কেউ মানুষের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যখন তারা মজুরি হাতে পান, তখন অনেকেই লক্ষ্য করেন-একই কাজ করেও পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক কম। এই নীরব বাস্তবতাই আমাদের সমাজে মজুরি বৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে নারীরা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। কৃষি উৎপাদন, শিল্পকারখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা-সব ক্ষেত্রেই নারীদের অবদান প্রতিদিন দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, এই অবদানের যথাযথ মূল্য সবসময় তারা পান না। অনেক ক্ষেত্রে এখনও এমন ধারণা কাজ করে যে পুরুষই পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, তাই তার মজুরি বেশি হওয়া স্বাভাবিক। এই পুরনো চিন্তাধারা ধীরে ধীরে বৈষম্যকে সমাজে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করেছে।

বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হন। গৃহকর্মী, কৃষিশ্রমিক, পারিবারিক ব্যবসায় সহায়তাকারী নারী বা ছোট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অনেকেরই নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নেই। ফলে তারা প্রায়ই কম পারিশ্রমিক পান এবং প্রতিবাদ করার সুযোগও পান না। অনেক সময় তাদের কাজকে "সহায়ক" বা "অতিরিক্ত" কাজ হিসেবে দেখা হয়, যেন সেই শ্রমের আলাদা কোনো মূল্য নেই। অথচ সেই শ্রম ছাড়া অনেক পরিবার ও প্রতিষ্ঠানই সঠিকভাবে চলতে পারত না। মজুরি বৈষম্যের আরেকটি বড় দিক হলো কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও সুযোগের সীমাবদ্ধতা। একই দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অনেক নারী উচ্চপদে কাজ করার সুযোগ পান না বা বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেন। এতে তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা কমে যায় এবং পরিবার ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদে এই বৈষম্য শুধু নারীদের নয়, পুরো দেশের অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে, কারণ দক্ষ ও পরিশ্রমী মানুষের সঠিক ব্যবহার তখন সম্ভব হয় না।

এই সমস্যা দূর করতে হলে প্রথমেই দরকার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আমাদের বুঝতে হবে, কাজের মূল্য নির্ধারণ হবে দক্ষতা, পরিশ্রম ও দায়িত্বের ভিত্তিতে-লিঙ্গের ভিত্তিতে নয়। পরিবার থেকেই ছেলে ও মেয়েদের সমান মর্যাদার শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সমতার মূল্য বুঝে বড় হয়। গণমাধ্যম ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; তারা সচেতনতা বাড়াতে পারে এবং সমান অধিকারের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে।

সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষেরও দায়িত্ব রয়েছে শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের। "সমান কাজের জন্য সমান মজুরি" নীতি শুধু কাগজে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের অভিযোগ দ্রুত তদন্ত ও সমাধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে নারী শ্রমিকরা নিরাপদে নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারেন। পাশাপাশি নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে, যাতে তারা আরও উচ্চ দক্ষতার কাজ করতে পারেন এবং আয়ের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়।

নারী শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা মানে শুধু একটি শ্রেণির মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা নয়; এটি পুরো সমাজের উন্নয়নের ভিত্তি শক্তিশালী করা। যখন একজন নারী তার পরিশ্রমের সঠিক মূল্য পান, তখন তার পরিবারের জীবনমান উন্নত হয়, সন্তানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ বাড়ে, এবং সমাজে দারিদ্র্য কমতে শুরু করে। অর্থাৎ নারীর ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা মানেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

আজ সময় এসেছে মজুরি বৈষম্যকে স্বাভাবিক বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার। নারী ও পুরুষ-উভয়ের পরিশ্রমই দেশের উন্নয়নের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমান কাজের জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা শুধু ন্যায়বিচারের দাবি নয়, এটি একটি উন্নত ও মানবিক সমাজ গড়ার অপরিহার্য শর্ত।

কাজী মাধুর্য রহমান

NEW AGE
MONDAY, FEBRUARY 16, 2026,

Labour leaders urge no job cuts in hotels, restaurants in Ramadan

Staff Correspondent

LABOUR leaders, at a protest rally in Dhaka on Sunday, called on the authority to take steps to stop job cuts of workers in the hotel and restaurants across the country before the forthcoming holy Ramadan.

The Sangram Parishad for the Implementation of the government announced minimum wage for workers of hotel and restaurants held a rally in front of the National Press Club, with its convener, Aktaruzzaman Khan, in the chair.

Aktaruzzaman Khan said that although the interim government announced a minimum wage of Tk 13,050 per month for the workers of hotels and restaurants last year, it has not been implemented in most establishments.

Moreover, the owners of hotels and restaurants had started job cuts before the forthcoming Ramadan, beginning in the third week of the current month, he said.

'Our organisation had announced a countrywide protest programme demanding an end to job cuts which were observed in most of districts,' he said.

Member secretary of the organisation Quamrul Hasan, central leaders Anwar Hossain, Raju Ahmed, labour leaders Prakash Datta, Mohammad Yesin and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession parading along several city roads.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাভার-আশুলিয়ায় ভোটের রায় দেবেন শ্রমিকরা

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি ▷

ঢাকা-১৯

আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে রাজধানীর উপকণ্ঠ সাভার-আশুলিয়া নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৯ মোট ভোটার সংখ্যা সাত লাখ ৪৭ হাজার ৭০ জন। মোট ভোটারের অধিকাংশই শ্রমিক এবং শিল্পাঞ্চল খ্যাত আসনটিতে প্রায় দুই হাজার শিল্প-কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকরা তাদের পছন্দের প্রার্থী নির্বাচনে ভূমিকা রাখবেন। তাই যে প্রার্থী শ্রমিকদের ভোট বেশি পাবেন বিজয়ের ক্ষেত্রে তিনি এগিয়ে থাকবেন। প্রায় সব প্রার্থীই শ্রমিকদের বিষয়টি নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে এ অঞ্চলটি 'বিএনপির ঘাঁটি' হিসেবে পরিচিত। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে সোচ্চার রয়েছে এখানকার বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, এনজিও, মানবাধিকারকর্মীরা। সম্প্রতি নির্বাচন সামনে রেখে ৪৩টি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলন করে ছয় দফা দাবিও পেশ করছেন। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা অনুপাতে শ্রমিক কলোনি নির্মাণ, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ডে কেয়ার সেন্টার, খেলার মাঠ ও আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ, জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা, শ্রমিকদের নিরাপদ চলাচলের জন্য সড়কবাতি, সিসি ক্যামেরা ও যাত্রী ছাউনি স্থাপন, ঝুট ব্যবসা, মাদক, ছিনতাই ও চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা, রেশনিং ব্যবস্থা ও ফেয়ার প্রাইস শপ চালু, ফ্যামিলি কার্ড প্রবর্তন এবং বাড়িভাড়া আইন কার্যকর করা।

বিএনপির প্রার্থী ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের সঙ্গে লড়ছেন জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দিলশানা পারুল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মদ ফারুক খান, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) ইসরাফিল হোসেন সাভারী, জাতীয় পার্টির বাহাদুর ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদের শেখ শওকত হোসেন ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মো. কামরুল।

জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে ডা. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, 'আমাদের গত ১৭ বছরের আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল জনগণের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার। আমার আসনের ভোটারদের আমার প্রতি আস্থা আছে। যেহেতু গত আমলে জেল খেটেছি, আমার নামে অনেকগুলো মামলা হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আমি মনে করছি ভোটাররা আমাকে নির্বাচিত করবেন। নির্বাচনে জয়ী হলে এলাকার নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ সাভারের দীর্ঘদিনের যানজট নিরসনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। পরিবেশ আইনের কঠোর প্রয়োগ করে নদীদূষণ বন্ধের উদ্যোগ নেব।'

নির্বাচনের সময় টানা দিন-চার দিনের ছুটি থাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকরা বাড়ি চলে যেতে পারেন। এটা ভোটার উপস্থিতির ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। ১১ দলীয় জোট সমর্থিত এনসিপির প্রার্থী দিলশানা পারুল বলেন, 'ঢাকা-১৯ আসনে আমি প্রথম নারী এমপি প্রার্থী। এখানকার অধিকাংশ ভোটার পোশাক শ্রমিক এবং যাদের বড় একটা অংশ নারী ভোটার। এখানকার শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী ভোটাররা আমাকে আশাবাদী করে তুলেছেন।'

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

দেড় বছরে ১৮৮ কারখানা বন্ধ

মো. আমিনুল ইসলাম, গাজীপুর

গাজীপুর মহানগরী

- অস্থায়ীভাবে বন্ধ ৬০টি
- লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী বেকার
- বাড়ি ভাড়াসহ নানা ক্ষুদ্র পেশায় ধস
- অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করছেন

গাজীপুরে গত দেড় বছরে নানা কারণে ১২৮টি কারখানা স্থায়ী ও ৬০টি অস্থায়ীভাবে বন্ধ করে দিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। ফলে এসব কারখানায় কর্মরত প্রায় এক লাখের বেশি শ্রমিক বেকার হয়ে গেছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে বলে জানিয়েছেন শ্রমিকরা।

সংশ্লিষ্টরা দেশ রূপান্তরকে জানায়, রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর থেকে গেল বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গাজীপুরের ছোট-বড় ১২৮টি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। বেকার হন ৯০ হাজার ৭৬০ শ্রমিক-কর্মচারী। তার মধ্যে গত চার মাসে ১৩টি কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার হয়েছেন আরও ৮ হাজার ৪২৫ জন শ্রমিক। সর্বশেষ গত ১৭ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে গেছে দেশের অন্যতম বড় তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মুকুল নিটওয়্যার লিমিটেড। এ ছাড়া ওই সময়ে অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে আরও ৬০টি পোশাক কারখানা। বেকার হয়েছেন ২৪ হাজার ৬১৯ শ্রমিক।

নামিদামি যেসব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে তার মধ্যে রয়েছে, বেক্সিমকোর ১৩টিসহ শ্রীপুরের ডার্ড কম্পোজিট, টঙ্গীর খাঁপাড়া এলাকার সিজন ড্রেসেস, কোনাবাড়ীর পলিকন লিমিটেড, টেক্সটিল ফ্যাশন, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক, ক্ল্যাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলস, নাসা গ্রুপের লিজ ফ্যাশন, স্বাধীন গার্মেন্ট, মিককিফ অ্যাপারেলসের মতো বিজিএমইএ-ভুক্ত অনেক প্রতিষ্ঠান।

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর নীলনগর এলাকার শতভাগ রপ্তানিমুখী মকুল নিটওয়্যার লিমিটেড কারখানায় এক সময় কাজ করতেন ৩ হাজারের বেশি শ্রমিক। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও ক্রয়াদেশ (অর্ডার) সংকটের কারণে দুই বছর আগে দ্রুত কমতে থাকে উৎপাদন। তারপরও ৬৭০ শ্রমিক নিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা কারখানাটি চালু রেখে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা মো. মইনুল ইসলাম মকুল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি তাদের। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি এবং আর্থিক সংকটের কারণে গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর কারখানাটি স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ওই কারখানার কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন দেশ রূপান্তরকে বলেন, কারখানা বন্ধ হওয়ায় ২৮০ জন পুরুষ এবং ৩৯০ জন নারী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এক সময় যে কারখানা ছিল গর্বের,

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

DHAKA WEDNESDAY FEBRUARY 25, 2026
FALGUN 12, 1432 BS
The Daily Star

দেড় বছরে ১৮৮ কারখানা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এখন তা পরিণত হয়েছে দুর্ভোগের। আগে বছর শেষে লভ্যাংশ পেতেন শ্রমিকরা। জমজমাট আয়োজনে হতো বার্ষিক বনভোজন। এখন এসব দুঃস্বপ্ন। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেকার শ্রমিকদের সংসার চালানো এবং সন্তানের লেখাপড়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শ্রমিকরা অন্য যেকোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারে কিন্তু কর্মকর্তা-পর্যায়ের লোকজন সবচেয়ে বেশি সমস্যায় আছে।

টঙ্গীর সাতাইশ এলাকায় অপর রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা বেইস ফ্যাশনস লিমিটেডে কাজ করতেন ৮০০ শ্রমিক। ১৯ ফেব্রুয়ারি এক শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের জেরে কর্মবিরতি শুরু করে শ্রমিকরা। ২১ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। বেকার হন সব শ্রমিক। গত ২৫ সেপ্টেম্বর বন্ধ হয়ে যাওয়া লিজ অ্যাপারেলসের সিনিয়র সুপারভাইজার গাইবান্ধার পলাশবাড়ী এলাকার মো. লিয়াকত হোসেন বলেন, লিজ অ্যাপারেলস দেশের নামি কারখানার একটি ছিল। এখানে কাজ করে গর্ববোধ করতেন। কখনো বেতন নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। নির্দিষ্ট তারিখে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বেতন-ভাতা ঢুকে যেত। কাজের পরিবেশও ছিল অনেক উন্নত। কিন্তু সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায় ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসার কীভাবে চলবে সেই চিন্তায় চোখে অন্ধকার দেখছেন। পরিবার পরিজন নিয়ে চলাই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া সন্তানদের লেখাপড়া বন্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না।

এদিকে জেলায় নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি না হওয়ায় বেকার শ্রমিকদের ৯০ ভাগই এখনো বেকার থাকছেন। অনেকে পেশা বদল করে অন্য পেশায় যোগ দিলেও কেউ কেউ অটোরিকশা চালানো এবং দিনমজুরির কাজও করছেন। আবার কেউ কেউ পা দিয়েছেন অপরাধ জগতে। তাছাড়া কারখানা বন্ধের প্রভাব পড়েছে স্থানীয় অন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে। কল-কারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে এ সব তথ্য। কল-কারখানা বন্ধ হওয়ায় এলাকার ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়ি ভাড়াসহ নানা ক্ষুদ্র পেশায় ধস নেমেছে। নগরীর কাশিমপুরের চক্রবর্তী এলাকার বাড়ির মালিক মো. ইলিয়াস মিয়া বলেন, এলাকার সিংহভাগ মানুষের আয়ের প্রধান উৎস ছিল বাড়িভাড়া। বেক্সিকোর ২৮ হাজার শ্রমিক-কর্মচারীরা তাদের বাড়িভাড়া নিয়ে পরিবার নিয়ে বাস করতেন। শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল বাজার, দোকানপাট নানা ব্যবসাকেন্দ্র। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রায় সব শ্রমিক গ্রামে ফিরে গেছেন। এ কারণে ফাঁকা পড়ে আছে ঘর-বাড়িসহ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। অনেক বাড়ির মালিক ব্যাংকঋণ নিয়ে বাড়ি নির্মাণ করে ভাড়া দিয়েছিলেন। এতে ক্ষতির মুখে পড়েছেন বাড়ির মালিকসংশ্লিষ্ট সবাই। যেসব বাড়ির মালিক ব্যাংকঋণ নিয়ে বাড়ি তৈরি করেছিলেন তারা এখন ঋণখেলাপি হয়ে গেছেন। ব্যাংক কিস্তির জন্য চাপ দিচ্ছে। বাসাভাড়া দিতে না পারায় রুম খালি থাকছে যার কারণে ব্যাংকঋণের কিস্তিও দিতে পারছেন না।

জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক জোট, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান দেশ রূপান্তরকে বলেন, গাজীপুর শিল্প এলাকায় একের পর এক কারখানা বন্ধ হলেও নতুন করে কারখানা তৈরি হচ্ছে না। কারখানা বন্ধ হওয়ায় চাকরি হারাচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমিক। তাছাড়া চালু অনেক কারখানায় প্রতিদিনই শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। বেকার পোশাকশ্রমিক চাকরি ছেড়ে অটোরিকশা চালনা, ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনাসহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়েছেন। অনেকে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। আবার অনেকে গাজীপুরে থেকে টেইলারিং, কাপড়ের দোকানসহ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সব মিলিয়ে গাজীপুর শ্রমিক পল্লীতে চরম দুঃসময় চলছে। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার মো. আমজাদ হোসেন বলেন, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে চলতি বছরের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৭ মাসে গাজীপুরে ছোট বড় ১২৮টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছেন ৯০ হাজার ৭৬০ জন বেশি শ্রমিক-কর্মচারী। সর্বশেষ গত ২১ জানুয়ারি স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে বেইস ফ্যাশন লিমটেড কারখানা। এ ছাড়া ওই সময় পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে ৬০টি কারখানা। বেকার হয়েছেন আরও ২৪ হাজার ৬১৯ জন শ্রমিক। জ্বালানি সংকট, ব্যাংকিং খাতের অসহযোগিতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, কাজ না থাকা, কার্যাদেশ বাতিল, ঘন ঘন শ্রমিকদের আন্দোলন, ভাঙচুরসহ বৈশ্বিক নানা সংকটে গাজীপুরে একের পর এক তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হচ্ছে। এতে বেকার হয়ে পড়ছেন বিপুলসংখ্যক শ্রমিক। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে স্থানীয় ব্যবসা, বাড়ি ভাড়াসহ বিভিন্ন আর্থিক খাতে।

BGMEA seeks export incentive funds to pay workers before Eid

STAR BUSINESS REPORT

Garment factory owners yesterday urged Bangladesh Bank (BB) Governor Ahsan H Mansur to release export incentive funds so factories can pay workers' wages and bonuses ahead of Eid-ul-Fitr.

Leaders of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) made the plea during a meeting at the BB office in Dhaka, warning that delayed disbursements are pushing factories into a severe liquidity crisis.

A large number of applications for cash incentives remain pending due to complexities in lien bank and central bank audit processes.

Around Tk 5,700 crore in textile and garment sector incentives remain unsettled in the ongoing fiscal year 2025-26, BGMEA said in a press statement, urging priority disbursement for small and medium-sized enterprises (SMEs) based on a list it has already submitted.

The association also requested special loan facilities equivalent to two months' wages to help factories meet Eid obligations -- repayable within 12 months with a three-month grace period.

The BGMEA also called for the reintroduction of loan support under Packing Credit (PC) with the interest rate reduced to 7 percent; increasing the Pre-Shipment Credit Scheme fund from Tk 5,000 crore to Tk 10,000 crore; and extending the scheme's tenure until 2030.

The association's leaders told the BB governor that the garment industry is under significant strain from falling global demand, declining export prices, rising production costs, and geopolitical uncertainty.

The situation was compounded this month as public holidays around the national parliamentary elections and Language Movement Day reduced effective working days in the 28-day month to just 19, disrupting shipment schedules and squeezing factory finances further.

Under these circumstances, paying workers' wages and bonuses on time ahead of Eid-ul-Fitr has become a major challenge for entrepreneurs, the BGMEA statement said.

Ensuring timely payment of workers' dues is critical to maintaining stability in industrial areas and broader economic discipline, it noted, adding that swift policy action from BB is essential to protect the sector, its workers, and the wider economy.

The meeting was attended by BGMEA Senior Vice President Inamul Haq Khan and Vice President Md Shehab Udduza Chowdhury.

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • February 17, 2026

RMG buyers eye GSP Plus as next growth driver

JASIM UDDIN

Global readymade garment (RMG) buyers have largely welcomed Bangladesh's 13th parliamentary election, viewing the smooth transition of power as a positive signal for business continuity, while setting their sights on securing preferential market access as the country approaches graduation from the least developed country (LDC) status this year.

Industry insiders believe buyer confidence, coupled with timely trade diplomacy, will be crucial for sustaining growth in the post-graduation era.

Bangladesh, the world's second-largest apparel exporter, has engaged with development partners and major markets to smooth the transition.

Speaking to The Financial Express, a representative of a leading global apparel brand says the company's headquarters was "very happy with Bangladesh's smooth transition of power through the recent parliamentary elections," noting that it has eased concerns among international stakeholders.

"Our business trend in Bangladesh remains positive, broadly in line with previous projections," he says.

He also says political transitions in the past did not disrupt their sourcing operations.

The only notable setback, he points out, was the 2024 labour unrest in Ashulia, which temporarily affected production and shipments.

Buyers are now closely watching policy moves by the new government, particularly on trade preferences, he says.

An effective mechanism with the European Union (EU) to ensure the continuity of duty-free access after LDC graduation will be "game-changing" for Bangladesh's apparel sector, he adds.

View smooth transition of power after peaceful elections as positive signal for business continuity

"As Bangladesh is set to graduate from the LDC status by 2026, securing the GSP Plus facility will be a major opportunity," he says, emphasising that preferential access to the EU market will help maintain competitiveness amid rising costs.

He further notes that international retailers expect political leadership, especially the BNP, to actively pursue such trade arrangements in line with earlier commitments to support export-oriented industries.

Another brand representative says they observed an almost non-violent parliamentary election in their 30 years of merchandising career.

An American brand representative says they have significant business in the EU market, where they are witnessing growing demand across all categories of apparel - from children's wear to adult, men's, and women's segments.

He expresses hope that the elections will also boost confidence at their global headquarters and lead to increased sourcing from Bangladesh.

Negotiations on US tariffs may have a positive impact on business in that market, he says.

Furthermore, he says, successful negotiations by the new government with the EU will help Bangladesh maintain its dominance in the European market even after LDC graduation.

Shehabudduza Chowdhury, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), says most buyers earlier indicated that they were looking for a democratic government and stable political conditions in Bangladesh.

Some buyers also reduced orders due to fears of conflict surrounding the national elections. As a result, a number of factories have already slipped into financial trouble because of the lower volume of orders over the past one and a half years, he says.

He hopes buyers will increase orders in the coming days as the election was held in a very peaceful manner.

His personal expectation of the new government is that it will appoint qualified, non-political individuals to ministerial positions related to business facilitation.

Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem says some buyers were worried about visiting Bangladesh before the elections.

"We hope they will come now because of this wonderful election and a smooth transition of power," he says.

He also says the European Commission's existing rules do not provide GSP Plus facilities for Bangladesh and revising those will be difficult.

Apparel exporters prefer Bangladesh not to proceed with LDC graduation at this stage, Hatem says.

"There was even an incident of stepping back from the graduation move just a week before the deadline."

newsmanjasi@gmail.com

শোভন কাজ

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । মঙ্গলবার । ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিনিয়োগ স্থবিরতায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সরকারের বড় পরীক্ষা

মাসুদ রুমী ▷

নির্বাচনী ইশতেহারে কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দলটি আইসিটি খাতে ১০ লাখ নতুন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ পাঁচটি বিশেষায়িত খাতে দুই লাখ এবং ফ্রিল্যান্সিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশনে আট লাখ কর্মসংস্থান তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিদেশে বছরে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগের কথাও বলা হয়েছে।

ইশতেহারে বিদেশি ভাষা শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ, প্রবাসগামীদের সহজ শর্তে বিনা সুদে ঋণ সহায়তা, ব্যবসার পরিবেশ সহজ করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তবে অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও বিনিয়োগ সংকটের কারণে এসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ হবে।

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

অভিমত

কর্মসংস্থান বাড়াতে বেসরকারি খাত চাঙ্গা করতে হবে

এম মাসরুর রিয়াজ

এম মাসরুর রিয়াজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির দেওয়া নির্বাচনী ইশতেহার এবং তাদের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত সঠিক ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি।

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও জনমিতিক কাঠামোতে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বা তরুণ জনগোষ্ঠীর যে আধিক্য রয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে কর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ১

গ্যাসের তীব্র সংকট, বন্ধ হচ্ছে অনেক শিল্প-কারখানা

সজীব আহমেদ ▷

দেশজুড়ে শিল্প খাতে গ্যাসসংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে শিল্প-কারখানা, আবাসিক, পরিবহনসহ প্রায় সব খাতে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, সিরামিক, স্টিলসহ বিভিন্ন উৎপাদনমুখী শিল্পে কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, দুটি এলএনজি টার্মিনালের একটি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমে থাকায় জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ কমে গেছে। এটিকেই চলমান সংকটের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন তাঁরা।

শিল্পোদ্যোক্তাদের অভিযোগ, গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির কারণে তাঁরা কারখানাগুলোয় পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন চালাতে পারছে না। এতে একদিকে যেমন উৎপাদন কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয় হুমকির মুখে পড়ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে রপ্তানিপণ্য সরবরাহ করতে না পারায় অনেক প্রতিষ্ঠান চুক্তি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিস্থিতির কারণে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও অনেক শিল্পোদ্যোক্তা

- প্রভাব পড়ছে রপ্তানি আয়ে
- বাসাবাড়িতে জ্বলছে না চুলা
- সিএনজি স্টেশনে লম্বা লাইন
- চাহিদা ৪২০০ মিলিয়ন ঘনফুট
- সরবরাহ নেমেছে ২২৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে
- তিতাস বলছে, রক্ষণাবেক্ষণে থাকা এলএনজি টার্মিনালটি চালু হয়েছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে

নতুন রপ্তানি কার্যাদেশ গ্রহণ বন্ধ বা কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে দেশের সামগ্রিক রপ্তানি আয়েও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

পেট্রোবাংলা ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সূত্র জানা গেছে, কক্সবাজারের মহেশখালীতে স্থাপিত ভাসমান দুটি এলএনজি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

গ্যাসের তীব্র সংকট, বন্ধ হচ্ছে অনেক শিল্প-কারখানা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

টার্মিনালের মধ্যে একটি মেরামতে থাকায় জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। দেশে দুটি এলএনজি টার্মিনালের মোট সরবরাহ সক্ষমতা এক হাজার ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট। দুটি চালু থাকলে দৈনিক গড়ে সাড়ে ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট এলএনজি গ্রিডে যোগ হয়। বর্তমানে তা নেমে এসেছে সাড়ে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুটের কিছু বেশি। পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী, দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় চার হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। সেখানে স্বাভাবিক সময়ে সরবরাহ থাকে প্রায় দুই হাজার ৮০০ থেকে তিন হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। ১৫ ফেব্রুয়ারি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ নেমে আসে দুই হাজার ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুটে। ফলে গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১৯৫০ মিলিয়ন ঘনফুট।

এ বিষয়ে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির অপারেশন ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক প্রকৌশলী কাজী মোহাম্মদ সাইদুল হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'মেরামতে থাকা এলএনজি টার্মিনালটি থেকে গ্যাস সরবরাহ এরই মধ্যে চালু করা হয়েছে। তবে এর পূর্ণ প্রভাব পেতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগতে পারে। আজ (সোমবার) রাত ১২টা পর্যন্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হবে। বর্তমানে ধাপে ধাপে গ্যাসের চাপ বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত লাইন 'প্যাক' হয়ে গ্যাস এসে ঢাকায় পূর্ণ চাপ তৈরি করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন হয়।'

তিনি বলেন, 'প্রায় ২৪ ঘণ্টা লাগতে পারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে। গ্যাস স্বল্পতার প্রভাব আবাসিক খাতে বেশি অনুভূত হচ্ছে। তবে শুধু আবাসিক নয়, শিল্প খাতসহ সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়েছে। শিল্প-কারখানাতেও গ্যাসের ঘাটতির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।'

রাজধানীর কুড়িল এলাকার বাসিন্দা খাইরুল শেখ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুই দিন ধরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চুলা জ্বলছে না। আগে সকালে গ্যাসের চাপ কম থাকলেও দুপুর ও রাতে গ্যাস পাওয়া যেত। এতে ইলেকট্রিক চুলা দিয়ে রান্নার কাজ সারতে হচ্ছে।'

এদিকে চট্টগ্রাম, সাভার, আশুলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী এলাকার শিল্প-কারখানাগুলোতে গ্যাসের চাপ কম থাকায় শিল্প-কারখানা কখনো চলছে, কখনো বন্ধ থাকছে। শিল্পোদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে গ্যাসসংকটে শিল্প খাতে বিপর্যয় নেমে এসেছে। এক বছরের ব্যবধানে কয়েক শ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। রপ্তানি আয় কমেছে। বিনিয়োগ থমকে আছে। কর্মসংস্থান বাড়ছে না। শিল্প খাত না বাঁচলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি থেমে যাবে। তাই শিল্পে গ্যাস-বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে জোরালো উদ্যোগ নিতে হবে।

এ বিষয়ে সাভারের ডিইপিজেডের এফসিআই বিডি লিমিটেড কারখানার মেইনটেন্যান্স ম্যানেজার মোখলেছুর রহমান বলেন, 'সকাল থেকেই গ্যাসসংকটের কারণে আমাদের বয়লার, ওয়াশিংয়ের ড্রায়ার মেশিনসহ অনেক কিছুই চালাতে পারছি না। বিকল্প হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করায় মালিকের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। প্রতিদিন আমাদের ১১ হাজার ৩২৩ সিএফটি গ্যাসের চাহিদা থাকলেও আজ গ্যাসের চাপ নেই। সারা দিনে চাহিদার ২০ শতাংশ গ্যাসও আমরা পাচ্ছি না।'

অকোটেক্স গ্রুপের ডিজিএম হোসাইন খালেক বলেন, 'গ্যাসের সমস্যা আমাদের জন্য মহামারি আকার ধারণ করেছে। গ্যাস না থাকায় কারখানা এক প্রকার বন্ধ রয়েছে বলা চলে। তবে কিছু কিছু ইউনিট ডিজেল দিয়ে চালানো হচ্ছে। এতে গ্যাসের মূল্যের চেয়ে প্রায় ছয় গুণ অর্থ গুনতে হচ্ছে। প্রতিদিন বয়লার এবং জেনারেটর চালানোর জন্য ১৬ হাজার কিউবিক মিটার গ্যাসের চাহিদা থাকলেও সেখানে গ্যাস না থাকায় এক দিনের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

গাজীপুরের কালিয়াকৈরের সাদমা গ্রুপের সাদমা ফ্যাশনওয়্যার কারখানায় গ্যাসের অনুমোদিত চাপ ১৫ পিএসআই। সম্পূর্ণ রপ্তানিমুখী কারখানাটি চালু রাখতে প্রয়োজন কমপক্ষে ১০ পিএসআই গ্যাস। গত রবিবার থেকে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র এক পিএসআইয়ের কম। গতকাল সকাল থেকে বন্ধ হয়ে যায় গ্যাস। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ কারখানাটি বন্ধ রাখেন। উৎপাদন কমে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়ে ব্যাংক ঋণের কিস্তি, শ্রমিকদের বেতন, পরিচালন ব্যয় নিয়ে কপালে দুশ্চিন্তা ভাঁজ দেখা দিয়েছে কর্তৃপক্ষের।

নাম না প্রকাশের শর্তে প্রতিষ্ঠানটির একজন কর্মকর্তা বলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের দৈনিক উৎপাদন ছিল ৪০ টন। গ্যাসসংকটের কারণে গত কয়েক দিনে তা ১০ টনে নেমে আসে। সোমবার কারখানা বন্ধ রাখার কারণে পুরো উৎপাদনই বন্ধ ছিল। এতে কমপক্ষে ৪০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সময়মতো রপ্তানি আদেশ সরবরাহ করতে না পারলে ক্রয়াদেশ বাতিল হতে পারে। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আসন্ন ঈদে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস প্রদানে সমস্যা তৈরি হতে পারে।

শিল্প-কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গাজীপুর শিল্পাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই গ্যাসের ঘাটতি চলছিল। কিছুদিন আগেও যে পরিমাণ চাপ ছিল, তা দিয়ে কোনো রকমে কারখানা চালিয়ে নেওয়া যেত। গত এক মাস ধরে অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। গ্যাসের চাপ তিন ভাগের এক ভাগে নেমে এসে ছিল। ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে গ্যাসের চাপ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

নরসিংদীর শেখেরচর এলাকার এমআর টেক্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ রুমন বলেন, 'আমার পুরো কারখানা গ্যাসনির্ভর। এক সপ্তাহ ধরেই গ্যাসের চাপ কম। উৎপাদন ৩০ শতাংশ নেমে গেছে। গত রবিবার রাত ১০টা থেকে কারখানার ডাইং, ফিনিশিং, নিটিং, ডিজিটাল সব ইউনিট পুরোপুরি বন্ধ। রমজানের আগে আমাদের জন্য পিক টাইম। আর এই সময় গ্যাসের এই সমস্যা আমাদের মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করে দিচ্ছে।'

নরসিংদীর আবেদ টেক্সটাইল অ্যান্ড প্রসেসিং মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, গ্যাসের সরবরাহ কম থাকার কারণে আমার নিজের কারখানায় গত এক সপ্তাহে উৎপাদন ২০ শতাংশের নিচে চলে আসছে। বলা যায় এক প্রকার কারখানা বন্ধ রয়েছে।'

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন শরীফ আহমেদ শামীম (গাজীপুর), ওমর ফারুক (সাভার) ও মনিরুজ্জামান (নরসিংদী)]

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

দস্যু আতঙ্কে দুবলায় শুঁটকি উৎপাদনে ধস

মহিদুল ইসলাম, শরণখোলা (বাগেরহাট) ▷

শরণখোলা

- বন-জলদস্যুদের ভয়ে মাছ ধরা বন্ধ করেছেন ১০ সহস্রাধিক জেলে
- সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কমপক্ষে ২০টি দস্যু বাহিনী

বন-জলদস্যুদের বেপরোয়া তাণ্ডবে মাছ ধরা বন্ধ করে দিয়েছেন পূর্ব সুন্দরবনের দুবলার শুঁটকি উৎপাদনকেন্দ্রের চারটি চরের ১০ সহস্রাধিক জেলে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে সাগরে মাছ ধরা বন্ধ করে ফিরে এসেছেন তাঁরা। সাগর থেকে ফিরে আসা শত শত ট্রলার ও নৌকা অবস্থান করছে শুঁটকি উৎপাদনকারী চরগুলোতে। এর ফলে নিরাপদ মৎস্য আহরণের অনিশ্চয়তা এবং চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কায় রয়েছেন জেলে ও ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি দুবলার শুঁটকি উৎপাদনে ধস ও রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে বন বিভাগ।

বন বিভাগ ও মৎস্যসংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, মাছ ধরা বন্ধ থাকায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে সরকারি রাজস্বে। পাশাপাশি জেলে পরিবারগুলোতে দেখা দিয়েছে আর্থিক সংকট। এ কারণে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাজ করছে স্থবিরতা।

গত সোমবার দিবাগত রাতে বঙ্গোপসাগরের নারকেলবাড়িয়া থেকে আটজন এবং একই রাতে সাগরের আমবাড়িয়া এলাকা থেকে আরো ১২ জনসহ ২০ জেলেকে অপহরণ করে জলদস্যু জাহাঙ্গীর ও সুমন বাহিনী। এর আগে গত শুক্রবার রাতে বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনী শুঁটকিপল্লীর শেরার চর থেকে দুটি ট্রলারসহ ছয় জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। গত শনিবার রাতে শরণখোলা রেঞ্জের কটকা এলাকা থেকে একটি ট্রলারসহ আরো তিন জেলেকে অপহরণ করে জাহাঙ্গীর বাহিনী। এ ঘটনার কয়েক দিন আগে সাগরে মাছ ধরতে গেলে চাঁদা না দেওয়ায় আলোরকোল শুঁটকিপল্লীর চার জেলেকে বেদম মারধর করে দস্যুরা।

বর্তমানে গোটা সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কমপক্ষে ২০টি দস্যু বাহিনী। এসব বাহিনীর মধ্যে দুর্ধর্ষ ছয়-সাতটি বাহিনী পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগর নিয়ন্ত্রণ করছে।

আলোরকোল শুঁটকিপল্লীর ব্যবসায়ী ও রামপাল জেলে সমিতির সভাপতি মোতাসিম ফরাজী, সাধারণ সম্পাদক জাকির শেখ ও ডুমুরিয়া অঞ্চলের মালো জেলে সমিতির সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বিশ্বাস বলেন, 'আমরা একেকজন ব্যবসায়ী শুঁটকি আহরণ খাতে চলতি মৌসুমে ৫০ থেকে ৬০ লাখ টাকা করে বিনিয়োগ করেছি। কিন্তু এবার দস্যুদের চাঁদা আর মুক্তিপণ দিতে দিতেই আমাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। দস্যুদের এই অপতৎপরতা চলতে থাকলে আগামী মৌসুমে বহু ব্যবসায়ী এই শুঁটকি উৎপাদনে আসবেন না।'

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা স্টেশন কর্মকর্তা (এসও) মো. খলিলুর রহমান বলেন, বনদস্যুর উৎপাতে সুন্দরবনের নিয়মিত জেলেরাও মাছ ধরতে যেতে পারছেন না। বর্তমানে স্টেশন অফিস থেকে সীমিত আকারে পাস-পারমিট নিচ্ছেন জেলেরা। এ কারণে স্টেশন থেকে মাসিক রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হচ্ছে না।

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শরীফুল ইসলাম মুঠোফোনে জানান, বৃহস্পতিবারও মাছ ধরতে সাগরে যাননি জেলেরা। দস্যুদের বেপরোয়া তাণ্ডবে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকেই দুবলার শুঁটকি উৎপাদনকেন্দ্রের জেলেরা সাগরে মাছ ধরা বন্ধ রেখেছেন। মাছ সংকটে শুঁটকি উৎপাদনে ধস নেমেছে। নিরাপত্তা না পেলে সাগর ও সুন্দরবনে মৎস্য আহরণে না যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জেলেরা।

FRIDAY FEBRUARY 13, 2026
MAGH 30, 1432 BS
The Daily Star

RIGHTS WATCH

The peril of domestic workers in Bangladesh

MEHELIKA ANAN RAMISHA

A shocking news story took Bangladesh by storm in October 2024 when thirteen-year-old Kolpana was rescued from her employer's house. Her rescue years later ignited a media frenzy with the general public expressing shock and horror at the extent of her injuries. The young girl's harrowing account of abuse and isolation sheds light on a particularly vulnerable demographic of the workforce of domestic workers. In that light, a question arises as to why a culture of vulnerability exists around them, and perhaps an analysis of our legal system can shed light on the answer.

Despite the substantial workforce, our law remains surprisingly silent regarding the rights of these workers. The Domestic Workers Protection and Welfare Policy (2015) was an attempt to rectify this situation. However, the Policy failed to clearly define necessary terms or create a feasible system, and as a result, a High Court Division bench even went as far as to deem it 'vague' and 'incomplete'.

The Bangladesh Labour Act, 2006 only last year included 'domestic workers' within the definition of workers. In cases of serious abuse, *e.g.*, torture or death, the Penal Code, 1860 and other special criminal laws may be applied. However, these laws do not address certain situations such as discrimination or occupational safety and health violations. It is not enough that domestic workers simply be included in existing Acts, but rather, I would argue that separate legislation is needed. This is primarily due to the social nature of domestic work and the vulnerable backgrounds of the workers.

Furthermore, the large imbalance in power between the worker and the employer is unlike most others. A report by Bangladeshi Ovibashi Mohila Sramik Association (BOMSA) states that about 80 percent of the permanent domestic helpers are minor girl children. Fueled by hopes of a better future, these children are sent to homes within urban regions, but the cruel reality is that these children are denied education, access to adequate healthcare and other basic rights. Adult domestic workers are in similar precarious situations in that they often lack education, and employers often capitalise on their vulnerabilities. In fact, full-time housemaids are said to work anywhere from 8 hours up to 15 hours a day. From age to economical background, these workers are at a disadvantage and require a specific sort of legal protection.

PHOTO: THE NEW YORK TIMES

When it comes to such specific legislation, Bangladesh may look to other countries for inspiration or guidance. For example, the Philippines, similar to Bangladesh, relies heavily on domestic work, but in contrast, the Philippines has advanced miles ahead in terms of rights for domestic workers. The Domestic Workers Act is a landmark piece of labour and social legislation that extends labour rights, benefits, and protection to an estimated 1.9 million domestic workers in the Philippines. It covers a range of jobs including persons performing general household work, it sets the minimum age of employment to fifteen, and mandates that the employer shall safeguard the health and safety of the domestic worker in accordance with law in addition to the rights and privileges accorded to workers including the right to education and training, access to outside communication and the guarantee of privacy among others. Brazil is another interesting case as a 2013 Constitutional Amendment allowed domestic workers all fundamental labour rights guaranteed to a typical employee, such as extra pay for night-shift work, family bonuses, severance pay, indemnity fund system (FGTS), and occupational accident insurance, a large stride forward in terms of social protection legislation.

The fabric of society is built upon its citizens, and as such, the law cannot remain blind to the needs and rights of a particularly vulnerable and vast swathe. Simply roping in such a large, unseen group of people into a law not intended for them is not an adequate solution to uphold Bangladesh's constitutional and international obligations. Instead, new specific legislation is necessary, and the lawmakers must focus on social protection and creating an equitable legal framework.

The writer is official contributor at the Law & Our Rights, The Daily Star, and student of Department of Law, University of Dhaka.

সমকাল ■ সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নারী কৃষকের অদৃশ্য শ্রম ও স্বীকৃতি

উম্মে সালমা

অধিকার

আমরা তাদের 'কৃষক' বলি না। তাই উঠানের প্রান্তে কিংবা ছাদের টবে যত্নে বড় করা লাউয়ের লতা, দু-চারখানা টমেটো-ঢ্যাড়স, হাঁস-মুরগির দু-একটা ডিম পরিবারের পাতে তুলে দিচ্ছেন, এমন কৃষকের সংখ্যাও আমাদের তেমন জানা নেই।

বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড কৃষি খাত, যার বিপুল সংখ্যক শ্রমশক্তির বড় অংশ নারী। দেশের মোট নারী শ্রমশক্তির প্রায় ৭৪ শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। কর্মক্ষম নারীরা বেশি যুক্ত আছেন শস্য উৎপাদন, গবাদি পশু পালন ও ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের মতো অপরিহার্য কাজে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলছে, বৈশ্বিক খাদ্য চাহিদার প্রায় ৮০ শতাংশ আসে পারিবারিক কৃষি থেকে, যেখানে নারীরা বিভিন্ন ধরনের কাজে নিবিড়ভাবে জড়িত। পুরুষদের শহরমুখী হওয়া এবং কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। গত এক দশকে কৃষি খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৬ শতাংশ। ধান রোপণ ও মাড়াই, বীজ সংরক্ষণ, পশুপালন, খাদ্য প্রস্তুতকরণ, খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবার তথা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুধা ও অপুষ্টি প্রতিরোধে নারীদের ভূমিকা এখন আর কেবল সহায়ক বা গৃহস্থালি কাজ হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়। তারা মূলধারার কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত।

ঐতিহাসিকভাবে নারীর এই কৃষি শ্রমকে 'গৃহস্থালি বা পারিবারিক কাজ' হিসেবে গণ্য করার কারণে কৃষি খাতে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণের স্বীকৃতি নেই। শ্রমের ন্যায্য স্বীকৃতি তারা পান না। মজুরি বৈষম্য এখনও দূর হয়নি। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, কৃষিকাজে নিয়োজিত মোট নারী শ্রমিকের প্রায় ৭২ শতাংশ অবৈতনিক পারিবারিক শ্রমিক। একজন পুরুষ শ্রমিক যেখানে দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি পান, সেখানে নারী শ্রমিককে দেওয়া হয় মাত্র ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা। এ বঞ্চনা পরিবার ও সমাজে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকেও সীমিত করে। আবার কৃষি সার্ভিসের তথ্য বলছে, কৃষিতে শ্রমদানকারী নারীর ৪৫.৬ শতাংশ কোনো পারিশ্রমিক পান না এবং এই অস্বীকৃত শ্রমের ৬.২ ঘণ্টা পারিশ্রমিকহীন গৃহস্থালি কাজ হিসেবে জিডিপিতে প্রতিফলিত হয় না। অথচ বীজ সংরক্ষণ, বাছাই থেকে শুরু করে চারা রোপণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, শস্য সংরক্ষণ, হাঁস-মুরগি পালন, এমনকি মৌ চাষ ও বায়োগ্যাস কার্যক্রমের মতো ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭টিতেই নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রধান কারিগর এই নারীরাই। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয়, তখন আপৎকালীন খাদ্য ব্যবস্থাপনার ভার তারাই বহন করেন। বাংলাদেশের গ্রামীণ নারী খাদ্য উৎপাদন জোগানের নানা পর্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও যাদের আমরা কৃষক বলি না, তাদের এই অবদানের স্বীকৃতি কেবল খাদ্য নিরাপত্তা নয়, মানুষের সার্বিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও অত্যাবশ্যক।

নারী কৃষকের সবচেয়ে বড় বঞ্চনা ভূমি মালিকানায়। বাংলাদেশে মাত্র ৪-৫ শতাংশ নারীর হাতে রয়েছে জমির দলিল বা কার্যকর মালিকানা। গ্রামের ৯৬ শতাংশ পরিবারের জমিই স্বামীর একক মালিকানায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা উত্তরাধিকার, খাসজমি বিতরণ ও ভূমি বাজার– এই তিন উপায়ে ভূমির অধিকার পেয়ে থাকেন। প্রান্তিক নারীরা তাদের স্বামীর সঙ্গে যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় অনুদানে জমির মালিকানা পেতে পারেন। তবে স্বামী বেঁচে না থাকলে বা সক্ষম পুত্র সন্তান না থাকলে স্ত্রী আর খাসজমির মালিক হতে পারেন না। ফলে দেখা যায়, দেশের এক-চতুর্থাংশ ভূমিহীন পরিবার নারীপ্রধান। জমির দলিল না থাকায় এই কিষানিরা কৃষক হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি পান না। কৃষিঋণ, বিনামূল্যের কৃষি উপকরণ ও সরকারি প্রণোদনার মতো সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। ২০২৩ সালে প্রণীত কৃষিনীতিতে 'নারীর ক্ষমতায়ন' শিরোনামে একটি অধ্যায় যুক্ত হলেও সেখানে 'নারী কৃষক' হিসেবে কোনো স্বীকৃতি নেই। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লিঋণ নীতিমালা সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো মিলে মোট ৩৭ হাজার কোটি টাকার বেশি কৃষি ও পল্লিঋণ বিতরণ করেছে। ঋণগ্রহীতা পুরুষ কৃষকের সংখ্যা ছিল ৩৭ লাখ ৪১ হাজার ২৮৬; নারী কৃষকের সংখ্যা মাত্র ১৯ লাখ ২১ হাজার ৪২৪, যা সংখ্যায় পুরুষের অর্ধেক। নারী কৃষকের নেওয়া ঋণের পরিমাণও কম, যা কৃষিঋণ বিতরণ ও প্রাপ্তিতে বিদ্যমান বৈষম্যকে স্পষ্ট করে। এ বছর জানুয়ারি মাসের শুরু থেকে ২০২৬ সালকে

> নারী কৃষকের সবচেয়ে বড় বঞ্চনা ভূমি মালিকানায়। বাংলাদেশে মাত্র ৪-৫ শতাংশ নারীর হাতে রয়েছে জমির দলিল বা কার্যকর মালিকানা। গ্রামের ৯৬ শতাংশ পরিবারের জমিই স্বামীর একক মালিকানায়।

আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ হিসেবে পালন করছে বিশ্বের কৃষি সম্প্রদায়। বৈশ্বিক কৃষি ও খাদ্যশস্য ব্যবস্থায় নারী কৃষকদের সামনে বিদ্যমান নানা প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষি খাতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা ও নারীর ক্ষমতায়ন বাস্তবায়নে জাতিসংঘের এই নারী কৃষক বর্ষের ঘোষণাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা একটি আত্মনির্ভরশীল, সমতাভিত্তিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। গ্রামীণ অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নে এই আন্তর্জাতিক নারী কৃষক বর্ষ এই সময়ে বাংলাদেশের নারী কৃষকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। বাংলাদেশের কৃষি ও সামগ্রিক অর্থনীতিতে নারীর অমূল্য অবদানকে টেকসই করতে তাদের কেবল শ্রমশক্তি নয়, 'কৃষক' হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান, ভূমি মালিকানায় সমতা, উত্তরাধিকার, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ুসহ যে কোনো দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, সরকারি নীতি ও প্রণোদনায় সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করাই এখন জরুরি।

■ উম্মে সালমা: সদস্য, বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক-খানি
ummesalmapopi@gmail.com

দৈনিক ইত্তেফাক
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সুজানগর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

বেতন-ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীদের মানবেতর জীবন

■ সুজানগর (পাবনা) সংবাদদাতা

২০২৫ সালের জুলাই মাস থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দীর্ঘ ৭ মাস বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না সুজানগর সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩১ জন শিক্ষক-কর্মচারী। সরকারি নিয়ম উপেক্ষা করে কারিগরি শাখার সহকারী শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন-ভাতা বন্ধ রেখেছে বলে জানান, বিদ্যালয়ের ভুক্তভোগী সহকারী শিক্ষক মো. লিয়াকত আলী খান লিটন। এতে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

জানা গেছে, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কিংবা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অবসরে গেলে বিদ্যালয়ের মূল অংশ বা সাধারণ শাখার প্যাটার্নভুক্ত একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করাসহ আর্থিক লেনদেনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন। কিন্তু সরকারি ঐ নিয়ম অমান্য করে কারিগরি শাখার সহকারী শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাককে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেন চাকরি থেকে অবসরে যাওয়া আরেক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার বিশ্বাস। ফলে আইনি জটিলতার কারণে দীর্ঘ সাত মাস বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষক এবং সাত জন কর্মচারী।

সুজানগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিদ্যালয়ের সভাপতি মীর রাশেদুজ্জামান বলেন, শিগগিরই আইনি জটিলতা নিরসন করে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

সময়ের আলো
বৃহস্পতিবার । ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।
শোভন কাজ

গৃহকর্মীরা যে কারণে সুরক্ষিত নয়

মো. আসাদুজ্জামান

শিশুশ্রম

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম একটি দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল ব্যাধি। বিশেষত রাজধানী ঢাকা এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে গৃহকর্মী হিসেবে শিশুদের নিয়োগ; তাদের ওপর নির্যাতন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নির্যাতনের ধরনগুলো থার্মাল বার্ন বা পোড়ানো, ভোঁতা অস্ত্রের আঘাত, পড়ে যাওয়া বা ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া, খাবার বন্ধ রাখা, মানসিক নির্যাতনের মতো ভয়াবহ ফৌজদারি অপরাধ। বাহ্যিক চাকচিক্য এবং নগরজীবনের আধুনিকতার আড়ালে হাজার হাজার শিশু অমানবিক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে, যা কার্যত আধুনিক দাসপ্রথারই নামান্তর।

বাংলাদেশে গৃহকর্মীর সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কারণ এটি অনানুষ্ঠানিক খাত। তবে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রাক্কলন অনুযায়ী, এই সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ লাখের মধ্যে, যার একটি বিশাল অংশ শিশু। এই শিশুদের বয়স সাধারণত ৬ থেকে ১৭ বছর। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ইউনিসেফের সংজ্ঞায় শিশুশ্রমের যে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গৃহকর্ম তার অন্যতম নিকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে যদি সেখানে শোষণ ও নির্যাতন যুক্ত থাকে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নির্যাতনকারীদের একটি বড় অংশ সমাজের উচ্চশিক্ষিত এবং প্রভাবশালী স্তরের মানুষ। গবেষণায় দেখা গেছে, এই শ্রেণির মানুষ নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে মনে করেন। তাদের ধারণা, সামাজিক অবস্থান এবং প্রশাসনিক যোগাযোগ তাদের সুরক্ষা দেবে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সিইও শফিউর রহমানের মতো ব্যক্তির ঘটনা এই মানসিকতারই প্রতিফলন। তারা শিশু শ্রমিকদের মানুষ নয়, বরং একটি 'পণ্য' বা 'যন্ত্র' হিসেবে গণ্য করেন, যার ওপর রাগ মেটানো যায়।

বাংলাদেশে শিশু গৃহকর্মীদের সুরক্ষায় বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা থাকলেও সেগুলোর প্রয়োগ ও কার্যকারিতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। বিদ্যমান আইনি কাঠামোর ফাঁকফোকরই মূলত নির্যাতনকারীদের দায়মুক্তি প্রদান করে।

বাংলাদেশের শ্রম অধিকারের মূল স্তম্ভ হলো 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, এই আইনের ১(৪) ধারায় গৃহকর্মীদের 'শ্রমিক' সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করা হয়নি। এর ফলে একজন গার্মেন্টস শ্রমিক বা কারখানা শ্রমিক যেসব আইনি সুরক্ষা পান, যেমন কর্মঘণ্টা, ন্যূনতম মজুরি, ক্ষতিপূরণ– একজন গৃহকর্মী তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। যেহেতু আইনত তারা 'শ্রমিক' নয়, তাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকরা কোনো বাসাবাড়ি গিয়ে শ্রম পরিস্থিতি তদারক করতে পারেন না। বাসাবাড়ি বা 'গৃহ' আইনিভাবে একটি ব্যক্তিগত পরিসর হিসেবে বিবেচিত হয়, যেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কঠিন।

২০১৫ সালে সরকার 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি' প্রণয়ন করে। এটি ছিল একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ, যেখানে গৃহকর্মীদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটি নীতিমালা; কোনো আইন নয়। ফলে এর বাধ্যবাধকতা নেই। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায়ে ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের গৃহকর্মে নিয়োগকেই নিষিদ্ধ করে। কিন্তু সে রায় বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো আজও তৈরি হয়নি। অন্যদিকে 'শিশু আইন, ২০১৩' অনুযায়ী শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইনের ৭০ ধারায় শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। কিন্তু পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনাকে এ আইনের আওতায় না এনে সাধারণ মারধরের মামলা হিসেবে রেকর্ড করে অথবা 'পারিবারিক বিষয়' বলে এড়িয়ে যেতে চায়। সরকার ৩৮টি (পরে ৪৩টি) সেক্টরকে শিশুদের জন্য 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে 'গৃহকর্ম'কে এই তালিকার বাইরে রাখা হয়েছিল, যদিও বাস্তবতা হলো এটি শিশুদের জন্য অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। বদ্ধ পরিবেশে শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি এখানে অত্যন্ত প্রবল। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দীর্ঘদিনের দাবির মুখেও এই স্বীকৃতি প্রদানে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্য করা যায়।

কেন বারবার এমন ঘটনা ঘটছে এবং অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে? এর পেছনে রয়েছে একটি শক্তিশালী পদ্ধতিগত ব্যর্থতা। বাংলাদেশে শিশু নির্যাতনের মামলাগুলোর বিচার না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো 'আপস'। অভিযুক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ভুক্তভোগীর দরিদ্র পরিবারকে টাকার প্রলোভন দেখায় অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। যেহেতু ভুক্তভোগী পরিবারগুলো অত্যন্ত দরিদ্র এবং অসহায়, তারা দীর্ঘ আইনি লড়াই চালানোর সামর্থ্য রাখে না। ফলে তারা সামান্য কিছু টাকা নিয়ে মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়। থানায় যখন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে যাওয়া হয়, তখন পুলিশ অনেক সময় মামলা নিতে চায় না। তারা এটিকে 'ঘরোয়া বিষয়' হিসেবে অভিহিত করে এবং সালিশের মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেয়। এমনকি মামলা হলেও তদন্ত প্রতিবেদনে দুর্বলতা রেখে দেওয়া হয়, যাতে আসামি সহজেই জামিন পেয়ে যায়।

> বিমানের এমডির বাসায় দগ্ধ শিশুটি কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনার শিকার নয়; তারা একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বলি। যে রাষ্ট্র তার সবচেয়ে দুর্বল নাগরিক– একজন শিশু গৃহকর্মীকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়; যেখানে শোষকের পরিচয় তার অপরাধের ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে সুশাসন বা উন্নয়ন হয়ে পড়ে অর্থহীন। এই নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করে– প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ।

বিমানের এমডির বাসায় দগ্ধ শিশুটি কোনো বিচ্ছিন্ন দুর্ঘটনার শিকার নয়; একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বলি। যে রাষ্ট্র তার সবচেয়ে দুর্বল নাগরিক– একজন শিশু গৃহকর্মীকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় এবং যেখানে শোষকের পরিচয় তার অপরাধের ঢাল হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে সুশাসন বা উন্নয়ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা এই নিষ্ঠুরতা প্রমাণ করে– নৈতিকতা বা শিক্ষা অপরাধ দমনে যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন আইনের কঠোর প্রয়োগ।

■ মো. আসাদুজ্জামান: সহকারী অধ্যাপক, আইন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
asad@law.ku.ac.bd

THE DAILY STAR
10 FEBRUARY 2026, 00:00 AM

Just Energy Transition: Implications on the Political Landscape of Bangladesh

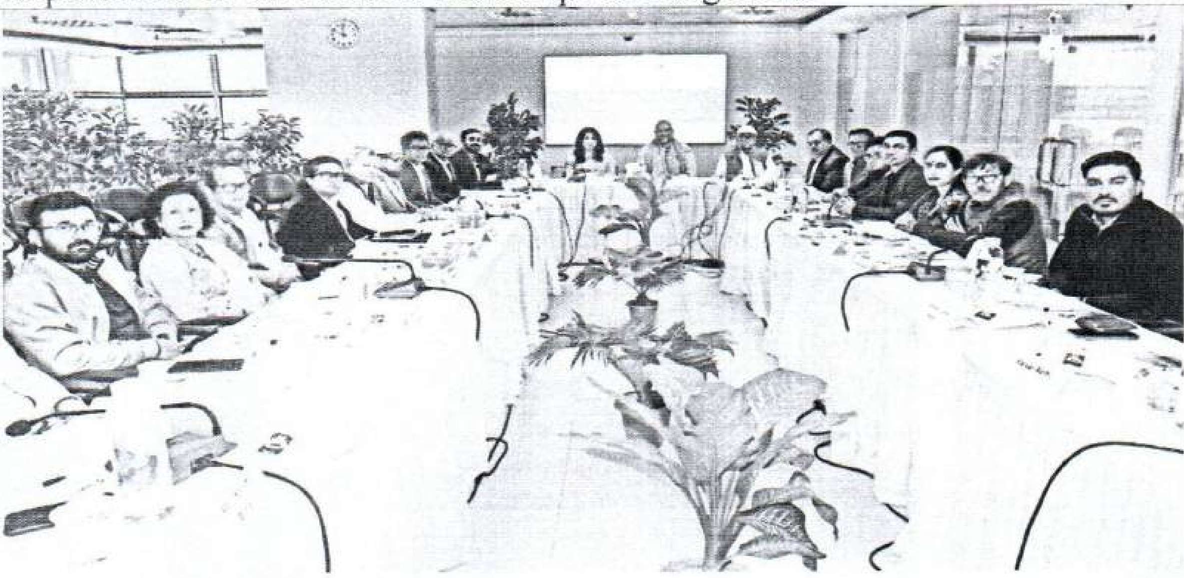

A roundtable titled "Just Energy Transition: Implications on the Political Landscape of Bangladesh" was held on 20 January 2026, at The Daily Star Centre, Dhaka. Jointly organised by The Daily Star, Coastal Livelihood and Environment Action Network (CLEAN) and other CSOs, the dialogue brought together representatives from notable political parties, CSOs, and NGOs. The Roundtable aimed to deliberate on the 13 Point Citizens' Demands to political parties ahead of the 13th National Elections regarding the Just Energy Transition.

Monower Mostafa
Networking Advisor
Coastal Livelihood and Environment Action Network (CLEAN)

The power sector has become a 'corruption sector' over the last 16 years of governance, bleeding trillions of taka. Our key expectation for party manifestos is a clear roadmap addressing two interlinked crises: energy security and systemic graft. We are 70% import-dependent on fossil fuels, leaving us dangerously exposed to global price shocks. While international pressure and our own commitments necessitate a shift, a powerful syndicate vested in fossil fuels has blocked progress on renewables. Any credible manifesto must commit to breaking this corrupt circuit. We must abandon absurdly high demand projections that led to overcapacity and crippling capacity charges. Future policy must ensure security through renewables, drastically reduce losses, and restore the ministry's health. The 'Quick Supply' act is gone; we now need transparency and realistic, long-term planning.

Zahir Uddin Swapon
Advisor to the Chairperson
Bangladesh Nationalist Party

The world faces political and security crises linked to dwindling fossil fuel supplies, as seen in countries such as Venezuela and Iran. For any nation, strategic resources such as energy and electricity are integral to its existence. An energy security framework is now strategically more critical than even food security. Crises in energy cannot be viewed superficially or blamed merely on a lack of expert knowledge. It is rooted in failures of the political process. Problems in the energy sector are created and worsened by systemic corruption. The previous ruling party flowed a political narrative that justified these actions, often supported by a coalition and a section of intellectuals. This corrupt system targets national resources and strategic sectors. Even when political processes fail, the authority to resolve major strategic crises remains with those who hold state power.

Readus Salehen Jawad
Member of the Central Council
Network for People's Action (NPA)
Our discussion must address a critical issue: the government's draft Integrated Energy and Power Sector Master Plan (IEPMP). This plan locks us into fossil fuels, promotes false solutions like hydrogen-ammonia, and ignores the need for smart grids and decentralised generation. Most alarmingly, it has no mechanism for public participation, no framework to protect displaced workers or communities, and no accountability for issues such as capacity charges. The stance should be clear: Energy decisions must be democratic. We demand community profit-sharing and management stakes. Crucially, any move towards new coal power is a red line; it would destroy any just transition. This transition is not merely about fuel sources; it is about transforming power relations, ensuring democracy and justice, an agenda I find lacking in current party manifestos.

Razequzzaman Ratan
Joint General Secretary
Socialist Party of Bangladesh (BASOD)
In Bangladesh, we have double the power generation capacity, yet our per capita consumption is among the world's lowest. The people bear the burden of the subsidy for this inefficient system. The priority must be to optimise and fully utilise the capacity we already have. Adding more plants will only deepen financial losses and increase the subsidy burden on the public. Bangladesh must urgently invest in exploring and extracting its own natural gas using national capacity, rather than relying on foreign companies. Our potential in solar, hydro, wind, and biomass remains largely untapped and must be developed without delay. The current model makes us dangerously dependent on external actors; we have given the 'key to our house' to foreign entities. Transition is inevitable, but to make it just, we need a fundamental political shift that stops the bleeding of public wealth and prioritises energy sovereignty.

Kazi Sajjad Zahir Chandan
President
Communist Party of Bangladesh (CPB)
Despite promises and a constitution that declares citizens as owners of national resources, Bangladesh's energy sector has historically been plundered, with vast sums concentrated in the

hands of a wealthy elite. Successive governments, regardless of their rhetoric, have represented this plundering class, favouring foreign companies and private interests over the people. This is evidenced by secretive agreements for power plants and fuel imports with foreign entities, locking the nation into corrupt, dependent deals. A patriotic, democratic government is needed to prioritize the people's interest in energy. Until then, leftist and democratic forces must continue to oppose harmful policies like gas exports and controversial power plants. The solution lies in breaking this cycle of elite-friendly governance and implementing a manifesto that ensures the energy sector is secure, transparent, and serves the common people.

Nazmul Haque Prodhan
General Secretary
Bangladesh Jashod

Historically, governments have pursued flawed power projects, from outdated plants to installing unnecessary infrastructure such as poles without lines. More recently, massive overcapacity in power generation has been created, with heavy reliance on costly coal and gas contracts, leading to excessive capacity payments to power companies even when plants sit idle. This system has become a channel for large-scale financial plunder, where billions are siphoned off, exemplified by individuals amassing vast wealth abroad through these dealings. Despite public awareness of this looted wealth from the power sector to banks and the stock market successive governments have failed to conduct proper investigations or hold anyone accountable. The current administration has continued making these questionable capacity payments without scrutiny, effectively legitimizing past corruption. While access to electricity has improved, the underlying systemic rot remains unaddressed. We must move beyond rhetoric to a common, actionable commitment for a sovereign and just energy future.

Navid Nowroz Shah
Joint Chief Coordinator
National Citizens' Party (NCP)

Our commitment is to a non-discriminatory Bangladesh, and energy policy is central to this. Global conflicts are fuelled by energy wars, and our national crisis stems from a flawed political system, not just technical failures. For 17 years, a corrupt political narrative enabled looting, supported by intellectuals and the media. Therefore, your expert analysis must also diagnose this systemic failure of political thought. The solution lies solely in the political process. In our manifesto, we advocate for Integrated Resource Planning to balance import dependency with emission reduction. We will mandate rooftop solar on public buildings and utilise our riverbanks for solar plants. Any transition must involve local communities and address job losses. We commit to publishing all foreign agreements and fostering a domestic electric vehicle industry to create new economic sectors.

Ashraful Alam
Joint Secretary General
Islami Andolan Bangladesh

Bangladesh is resource-rich and has a capable workforce. Our fundamental problem is not a lack of expertise but systemic corruption in state management. Personal intentions are good, but

collective governance has consistently failed. Therefore, our primary commitment is zero tolerance for corruption, rooted in our faith and the principle of divine accountability for every atom of injustice. We must utilise our own energy resources, from atomic to solar, and reduce our dependence on foreign sources. The government's duty is to create opportunities and ensure no corruption taints it. If we can purge this corruption from the administration, we will manage a transition that truly serves the people's needs and delivers fairness in the energy sector.

Hasan Mehedi
Member Secretary
Bangladesh Working Group on Ecology and Development (BWGED)

Bangladesh's energy sector has lost more than Tk 2.2 trillion in 17 years through inefficiency, while capacity payments to idle or barely used plants added another Tk 1.76 trillion. We have seen accountability efforts have faced intimidation, arrests, and political pressure. As a national election nears, many see an opening for change. For the last six months, advocacy groups have pressed major parties to commit to energy justice in their manifestos. A key demand is a shift toward renewable energy, which analysts say would eliminate the need for new fossil fuel projects and render the opaque Energy and Power Sector Master Plan (EPSMP) irrelevant. Today, we are calling for an overhaul of policymaking and propose a participatory process from the outset, ensuring civil society involvement and protecting rights of women, workers, and indigenous communities. Such inclusion can be essential for a fair transition and nationwide reform.

Munir Uddin Shamim
Director - Programme, Evidence and Learning
Ethical Trading Initiative Bangladesh (ETIB)

The energy sector is intrinsically tied to political economy, making it vulnerable to imposed, unproven 'false solutions'. My request to all parties is to reject these, considering our limited capacity and foreign interests. A renewable transition can create over 1 million jobs, aligning with development goals. Crucially, we must instil 'Responsible Business Practice': transparency, accountability, and inclusiveness. Our current Public Procurement Act fails this test; it must be amended to make all power sector agreements public and to mandate citizen participation in monitoring projects, which is a constitutional right. Finally, political parties should consider the large, environmentally conscious youth electorates and formally include these demands in election manifestos to ensure a credible and just energy pathway.

Bareesh Chowdhury
Policy and Campaigns Coordinator
Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA)

The lesson from the previous regime is stark: our corrupt, dysfunctional energy sector left us utterly exposed to external shocks. The 2022 LNG price spike halted imports for ten months, quadrupled power prices, and ignited the cost-of-living and reserve crises that fuelled later unrest. Energy security is therefore an urgent political issue. We have colossal overcapacity; peak demand is only 40-45% of our generation capacity. It is senseless now to invest in new fossil fuel plants. Instead, we must embrace renewables' modular advantage: decentralised solar

on rooftops, not massive land grabs. Our policies perversely tax renewables while subsidising fossil fuels; we must create a level playing field. I urge all parties to see the renewable sector's huge employment potential, cited here as 2 million jobs, and commit to this essential transition.

Md. Abul Kalam Azad,
Program Manager- Just Energy Transition, Resilience & Climate Justice
ActionAid Bangladesh

A meaningful energy transition in Bangladesh requires questioning the country's entrenched processes. The energy sector remains trapped in traditional and top-down discourse. Reform in this sector is impossible without confronting these structural foundations. Bangladesh is still a village-based country, and its energy policy needs to be comprehensive and context-specific, designed by Bangladeshis, not by donors, moving beyond megawatt-centric planning to community needs. As a village-based country with concentrated communities, micro-grids make more sense than politically driven grid expansion. Institutional reform and stronger coordination among ministries are needed to build a modern and inclusive grid. If these foundations are set, investment will naturally follow.

Benozir Ahmed
Policy Adviser
Coastal Livelihood and Environmental Action Network (CLEAN)

While there are tall claims of success in the power sector, including near-total electrification and increased per capita usage, a critical issue remains. Our installed generation capacity is nearly double our peak demand. A primary reason is that this sector has become a "goose that lays golden eggs," implying systematic financial exploitation. Past policy has been flawed. Master plans for the sector have repeatedly been formulated by foreign companies, which is a self-contradictory approach for a sovereign nation. Now, Bangladesh possesses a new possibility. A sense of unity exists, and people are ready to think anew. My humble request to future leaders is to channel this collective thinking effectively. When in state power, involve the people in policymaking and lead this new consciousness wisely.

Advocate Abdullah Al Noman
Executive Director
Lawyers for Energy, Environment and Development (LEED)

Constitutionally, just transition links to the right to life, environmental protection, and social justice. As a lawyer, I would like to emphasise the need for specific commitments from political parties. First, we require new laws and regulations crafted with genuine citizen participation, not as 'subjects' but as owners of the state. Parliamentary oversight must be reformed to include stakeholders. Second, we need an independent judiciary capable of true judicial activism. To prevent corruption in the energy sector, we must have a robust legal and judicial system that holds the executive accountable. This is fundamental for implementing any credible Citizens' Manifesto.

Tanjim Ferdous (Moderator)
Head of Strategic Partnerships

Bangladesh energy transition is no longer a purely technical or economic issue. It's a deeply political situation. Decisions around energy mix, pricing, subsidies, public finance, and renewable investments directly affect livelihoods, inequality, fiscal stability, and public trust. As the country navigates economic pressures, climate vulnerability, and the global energy transition, the question before us is not whether to transition, but how just, inclusive, and politically sustainable that transition will be. Our dialogue is framed by the 13-point Citizens' Manifesto from civil society. Together, we must move beyond critique. Let us forge a consensus to build a renewable, efficient, and equitable energy system for Bangladesh.

Aasha Mehreen Amin, *Joint Editor, The Daily Star;* **Ashraful Islam Raana,** *Consultant, Global Strategic Communications Council (GSCC);* **Mosleh Uddin Suchok,** *Energy Lead, ReGlobal;* **Mousumi Yesmin,** *Advocacy Officer, Manusher Jonno Foundation and* **Manirul Islam,** *Deputy Director, Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) were also present at the roundtable, providing us with their expert knowledge and thoughts.*

Recommendations:

- **Immediately halt all new fossil fuel power plant projects and invest instead in a decentralised, renewable energy grid, prioritising rooftop solar to enhance energy sovereignty and reduce import dependency.**
- **Amend the Public Procurement Act to mandate full transparency, publishing all power sector agreements, and ensure citizen participation to dismantle systemic corruption.**
- **Establish a legal mandate for a rapid and just transition by setting a binding national target to generate at least 40% of power from renewables by 2040**
- **Ensure a just transition by legally guaranteeing community consultation, profit-sharing, and the protection of livelihoods for workers and communities displaced by the energy shift.**
- **Develop a realistic, long-term Integrated Resource Plan through a cross-party consensus to replace flawed demand forecasts.**
- **Strengthen judicial independence and parliamentary oversight to hold the executive accountable for opaque agreements.**

THE FINANCIAL EXPRESS February 17, 2026

Development challenges in Bangladesh

Time for urgent action

Notwithstanding impressive economic growth at the national level, there are several development challenges. The newly elected government must give topmost priority to creating enabling environment in the country

Dubbed as a "bottomless basket" and a "test case for development", Bangladesh has come a long way in its journey towards economic growth. Since independence in 1971, Bangladesh's gross domestic product (GDP) has increased by about 77 times from less than US$ 6 billion to over US$ 460 billion, and its per capita GDPincreased by 30 times from less than US$ 90 to around US$ 2,700.

However, Bangladesh's GDP growth rate has declined from around 6 per cent in FY 2023-24 to around 4 per cent in 2025 due to economic challenges. The economy is experiencing a slowdown, with growth in the industrial sector at less than 7 per cent and agricultural growth at less than 2 per cent in FY 2025.The services sector, accounting for more than one-half of GDP, registered a growth rate of less than 4 per cent in the first quarter of 2025-26, down from about 6 per cent in 2023-24.

DEVELOPMENT CHALLENGES: Notwithstanding impressive economic growth at the national level, there are several development challenges.

Macro-economic Challenges. Bangladesh's economy currently faces significant macro-financial stresses (the banking sector faces high non-performing loans, issues with willful default culture, and weak governance), persistent and high inflation, weak tax revenue, and balance of payments (BOP) pressures.

Education. Considerable progress has been achieved in terms of numbers; however, there are major problems affecting the overall education sector. First, low pass rates and high dropout rates at different levels of schooling indicate huge system loss. Second, there is high percentage (around 40 per cent) in the 'not in education, employment and training' (NEET) category—higher in urban areas (58 per cent) than rural areas (42 per cent). Third, there are infrastructure deficits — insufficient classrooms and laboratory facilities. Fourth, the quality of education is poor at different levels. Fifth, the education sector has not been aligned with industry, resulting in a mismatch between skills supplied andskill demanded. Sixth, there is lack of adequate emphasis on STEM and technical and vocational education. Seventh, inadequate amounts are spent on education—only around 2 per cent of GDP compared to the UNESCO-recommended 6 per cent of GDP.

Health. Despite sharp reductions in child mortality and increase in life expectancy, there are serious problems in the health sector. First, there are human resources (HR) related issues such as staff vacancies at various levels, absenteeism, and lack of adequately trained staff. Second, there are shortages of essential services at different levels of service delivery. Third, there is a lack of effective monitoring and supervision. Fourth, there is a lack of effective coordination between Directorate General of Health Services (DGHS) and Directorate General of Family Planning (DGFP). Fifth, there is alack of effective coordination between the Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW) and Ministry of Local Government & Cooperatives (MOLG&C), adversely affecting delivery of services in urban areas. Sixth, there is weak implementation capacity. Seventh, there is double burden of malnutrition—under-nutrition co-existing with obesity. Eighth, there is rising burden of non-communicable diseases (NCD), flu, and Nipah virus. Ninth, there is inadequate sanitation. Tenth, over the past decade, there has beenstagnant/rising fertility, and declining contraceptive prevalence rate (CPR). Eleventh,inadequate resources are spent on the health sector—only around 2 per cent of GDP compared to the WHO-recommended 4 per cent of GDP—not surprisingly therefore, there are very high out of pocket (OOP) expenses, considerably affecting the poor and the disadvantaged communities.

Employment. The labour market is male-dominated, with females accounting for only one-third of the total labour force. According to the 2024 Labour Survey, around three-fifthsof the employed population are in vulnerable employment (self-employed, plus unpaid family workers). Over four-fifths work in the informal sector, and it is higher among females (96 per cent) and in rural areas (88 per cent).

Although the relative share of agriculture to the GDP has been declining over time, the sector accounts for around two-fifths of the total employed population, followed by the services sector (38 per cent),and the industrial sector (only 17 per cent).

Between 2023 and 2024, employment declined by about 2 million at the national level, and by 1.6 million among females. There were factory closures and mass layoffs, with around 100,000 workers, mostly females. A major concern was the mismatch between the large number of graduates and limited entry-level positions. Unemployment was 3.7 per cent, but it was higher among the relatively well educated—7 per cent among those who had completed higher secondary schooling and twice as high (about 14 per cent) among university graduates.

Youth (15-29 years) accounted for over one-third of the total labour force and the employed population.While the overall unemployment rate was 3.7 per cent, it was 9.7 per cent among those aged 15-24 years. Unemployment was especially acute among the youth, accounting for over three-quarters of the total unemployed population.

Bangladesh ended 2025 in a challenging labour market, with job losses,a significant decline in employment, anda slowdown in job creation, due to economic pressures and declining investment(from 32 per cent in 2021-22 to 29 per cent in 2024-25,and weak private investment declining from 24.5 per cent in 2021-22 to 22.4 in 2024-25).

Poverty. Poverty in Bangladesh saw a significant increase in 2024 and in 2025, with estimates from organisations like PPRC placing the overall rate at around 28 per cent, up from around 19 per cent in 2022, while extreme poverty rose to over 9 per cent.

The rise in poverty is due to three factors. First, there is high inflation (over 8 per cent in November 2025—quite high compared to neighboring countries—India, Pakistan, and. Sri Lanka). Second, there has been economic slowdown (weak investment, especially private investment; slower GDP growth; and reduced government development spending worsening employment). Third, climate disasters have been pushing millions into extreme poverty, especially among vulnerable groups (female-headed households and children). Rising chronic illnesses lead to higher household expenses and debt, thereby creating new vulnerabilities. Poverty increased in both rural and urban areas. Dhaka experienced sharper rises in extreme poverty, with therate nearly doubling from 2022 to 2024 according to some reports.Persistent inflationary pressure have pushed millions back below the poverty line. According to a recent UNDP report, over 40 million people live in extreme poverty. According to a recent UNICEF report, around 30 per cent of children live in multidimensional poverty, a much higher rate compared to adults.

Inequality. Inequality is a growing challenge, marked by widening income gaps (Gini

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

coefficient rising from 0.458 in 2010 to 0.499 in 2022), with higher urban than rural inequality (Gini coefficients 0.54 compared to 0.45). Further, there are pronounced wealth disparity (with the top 10 per cent holding over 40 per cent of income, while the bottom 10 per cent only around 1 per cent); and deep-rooted social disparities in gender, education, health, and female-male access to job opportunities. This stems from afocus on growth over equitable distributionand uneven access to resources, resulting inuneven development.

Food Insecurity. Although total food grain production has nearly doubled in 25 years, Bangladesh imports considerable amounts of wheat and some rice, with a forecast of about 10 million tonnes of total cereal imports in 2025/26 to meet rising demand.

According to the Household Income and Expenditure Survey (HIES) 2022, around 21 per cent of the population experienced moderate or severe food insecurity nationally—higher in rural areas (22%) than in urban areas (18 per cent). High inflation, economic pressure, and climate shocks brought about food insecurity. It is more acute among female-headed households, with about two-thirds of them suffering from hunger.

Urbanisation. The urban population increased from less than 3 million in 1960 to around 70 million in 2023. It is projected to be over halfof the total population by 2050. The urban population is predominantly concentrated in Dhaka, followed by Chattogram. Search for better employment opportunities, better education, and improved living conditions led to rapid urbanisation. While boosting GDP, this rapid growth in urbanisation has led to severe challenges, including huge growth and expansion of slums;overcrowded and unhygienic living conditions; environmental degradation; and infrastructure deficit—insufficient housing, waterlogging, waste management issues, and traffic congestion, particularly in Dhaka. Rapid urbanisation has exacerbated poverty and income disparity.

TIME FOR URGENT ACTION: Given the above development challenges facing Bangladesh, there is clearly need for urgent action. The newly elected government must give topmost priority to creating enabling environment in the country. That will, first, include, among others, ensuring good governance in all sectors. Second, there is the need torestore macroeconomic stability, bring financial discipline, and reduce inflation to the desired level. Third, the needed reforms in both the education and health sectors shouldbe brought about, including the much-awaited increase in public spending. Fourth, there is the need to re-build the fragile economy byincreasing overall investment (including private investment). Fifth, creation of adequate number of decent jobs in both the manufacturing and services sectors should receive high priority. Sixth, reduction in poverty and inequalities, and ensuring social protection for the disadvantaged communities should receive due consideration. Seventh, increasing food grain production andreducing food insecurity should receive adequate consideration. Finally, there is need to check unplanned urbanisation.

Barkat-e-Khuda, PhD is Former Professor and Chairman, Department of Economics, University of Dhaka, he also held senior positions in international organizations, including ICDDR, B.
barkatek@yahoo.com

সমকাল শনিবার। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বস্ত্র ও পোশাক খাতে যেসব বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি

মো. মহিউদ্দিন রুবেল

দেশের গার্মেন্টিস ও টেক্সটাইল খাত শুধু রপ্তানি আয়ের মূল উৎস নয়, গ্রাম থেকে শহরে সারাদেশের কোটি মানুষের জীবিকার ভরসা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত শ্রমিক, উদ্যোক্তা, সরবরাহ শৃঙ্খলার অংশীদার– সব মিলিয়ে এটি আমাদের অর্থনীতির প্রকৃত মেরুদণ্ড। তাই নতুন সরকারের প্রতি এ খাতের প্রত্যাশাও স্বাভাবিকভাবেই অনেক বড়। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়; চাই নিশ্চয়তা, অংশীদারিত্ব ও একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি।

স্থিতিশীল রপ্তানি ও করনীতি, উন্নত অবকাঠামো, শক্তিশালী বাণিজ্য কূটনীতি, কমপ্লায়েন্স ও সবুজ প্রবৃদ্ধিতে বাস্তব সহায়তা, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও সুশাসন, পশ্চাৎমুখী সংযোগ ও মূল্য সংযোজন, ডলার, ঋণপত্র ও সাশ্রয়ী অর্থায়নের ব্যবস্থা– সব মিলিয়ে এ শিল্প এখন ভলিউম থেকে ভ্যালুতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়িক নেতা, শ্রমিক ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ গড়ে উঠতে পারলে তৈরি পোশাক খাত আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবেই থাকবে এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও শক্তিশালী সাফল্যের গল্প তৈরি করবে।

নীতির স্থিতিশীলতা: প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন

দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়াদেশ ও অতি অল্প মুনাফার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই শিল্পের জন্য নীতিগত স্থিতিশীলতাই প্রথম প্রয়োজন। হঠাৎ ট্যাক্স, ভ্যাট, উৎসে কর বা নগদ প্রণোদনা বদলে গেলে পুরো সরবরাহ শৃঙ্খল অনিশ্চয়তায় পড়ে, ক্রেতাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও বিঘ্নিত হয় এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্রেতারা যখন ১২-১৮ মাস আগেই পরিকল্পনা করে তখন নীতির অনিশ্চয়তা শুধু দামের সমীকরণই নয়, দেশের ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা– রপ্তানি, কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি ও পূর্বঘোষিত নীতি, গার্মেন্টিস, টেক্সটাইল ও সংযোগ শিল্পের জন্য পরিষ্কার পথনকশা এবং ঘন ঘন পরিপত্র বদল না করে নীতির ধারাবাহিকতা ও প্রয়োগে স্বচ্ছতা।

অবকাঠামো ও সরবরাহ ব্যবস্থা

পরিবহন ব্যয়, বন্দরজট, সড়কে যানজট এবং সীমিত রেল ও নৌপরিবহন, 'লুকানো ব্যয়' আমাদের প্রতি ডলারের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমায়। বিশ্ববাজারে এখন শুধু দাম নয়, সময়মতো পণ্য সরবরাহের সক্ষমতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো এখন সরাসরি আমাদের সরবরাহকাল ও নির্ভরযোগ্যতার নির্ধারক। আশা রাখি নতুন সরকার আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা ও ডিজিটাল কাস্টমস, ঢাকা-চট্টগ্রামসহ প্রধান করিডরে মসৃণ ও নিরাপদ সড়ক যোগাযোগ, রেল ও নৌপথভিত্তিক বহুমাত্রিক পরিবহন এবং গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহে নির্ভরযোগ্যতা ও যুক্তিসংগত শুল্কের ওপরে জোর নজর দেবে।

বাণিজ্য কূটনীতি ও বাজার বহুমুখীকরণ

এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসা অবশ্যম্ভাবী। এর ফলে শুল্ক সুবিধা কমে যাবে– এটা মাথায় রেখে বাণিজ্য কূটনীতিকে অর্থনৈতিক মূল নীতি হিসেবে নিতে হবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডাসহ বড় বাজারে স্থিতিশীল প্রবেশাধিকার ধরে রাখতে সক্রিয় কূটনীতি জরুরি। পাশাপাশি লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও উদীয়মান এশীয় অর্থনীতিতে লক্ষ্যভিত্তিক নতুন বাজার খোঁজা দরকার। এফটিএ ও পিটিএতে ব্যবসায়ী সংগঠন, গবেষক ও নীতিনির্ধারকের সমন্বয়ে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ব্যবসার পরিবেশ, সুশাসন ও পশ্চাৎমুখী সংযোগ

লাইসেন্স, নবায়ন ও ইউটিলিটি কানেকশন দ্রুত, সহজ ও স্বচ্ছ করতে ওয়ান স্টপ অনলাইন সার্ভিস দরকার, যেখানে সব ফি, কাগজপত্র ও সময়সীমা স্পষ্ট থাকবে। দুর্নীতি ও লুকানো খরচ কমাতে ডিজিটাল পেমেন্ট, ই-ফাইলিং ও জবাবদিহিমূলক অভিযোগ নিষ্পত্তি জরুরি। একই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বর্তমান শিল্প মালিকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং দেশি-বিদেশি নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। তৈরি পোশাকের প্রতিযোগিতা বাড়াতে টেক্সটাইল, স্পিনিং, সহায়ক সামগ্রী, কেমিক্যাল, প্যাকেজিংসহ পশ্চাৎমুখী সংযোগে প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে স্থানীয় কাঁচামাল বাড়ে, সরবরাহকাল কমে ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়। পাশাপাশি উচ্চমূল্যের, মূল্য সংযোজিত ও বহুমুখী পণ্য উন্নয়নে গবেষণা ও উন্নয়ন, নকশা, দক্ষতা উন্নয়ন ও বাজার বৈচিত্র্যকরণে সহায়তা প্রয়োজন।

দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তি

শুধু কম মজুরির শ্রম দিয়ে আর টিকে থাকা যাবে না। লাগবে দক্ষ জনশক্তি, স্বয়ংক্রিয়করণ ও ডিজিটাল সক্ষমতা। টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পলিটেকনিক, ফ্যাশন ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমকে শিল্পের চাহিদামাফিক করতে হবে। আপস্কিলিং-রিস্কিলিং, মধ্যপর্যায়ের ব্যবস্থাপক ও সুপারভাইজারদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং যৌথ তহবিলের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ধাক্কা কমানো সম্ভব।

কমপ্লায়েন্স ও টেকসই উন্নয়ন

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের সবুজতম গার্মেন্টিস কারখানার অন্যতম কেন্দ্র। এই অবস্থান ধরে রাখতে সবুজ বিনিয়োগে স্বল্প সুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, কর প্রণোদনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সহায়ক নীতি ও ইএসজি মানদণ্ডে কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন। অগ্নি, ভবন ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদনকে বৈশ্বিক চাপের জবাব নয়; জাতীয় অগ্রাধিকার করতে হবে। এতে ক্রেতাদের আস্থা ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা দুটোই বাড়বে।

ডলার, অর্থায়ন ও অংশীদারিত্বের নতুন সংস্কৃতি

ডলার সংকটের মধ্যেও কাঁচামাল ও মেশিনারি আমদানির ঋণপত্র সচল রাখতে রপ্তানি আয়ের ডলারের একটি অংশকে এই খাতে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং ঋণপত্র নীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। প্রযুক্তি উন্নয়ন, স্বয়ংক্রিয়করণ, সবুজ কারখানা ও সরবরাহকারী শিল্পে বিনিয়োগে স্বল্প সুদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও সবুজ অর্থায়ন বাড়ানো জরুরি।

সব শেষে আমাদের মূল চাওয়া, নীতিনির্ধারণে নিয়ন্ত্রণ নয়, অংশীদারিত্বের সংস্কৃতি। বড় সিদ্ধান্তের আগে শিল্প মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, সরবরাহ শৃঙ্খলের অংশীদার ও গবেষকদের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সংলাপ দরকার। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত ইতোমধ্যেই এক সফল অর্থনৈতিক গল্প। এখন সময় দ্বিতীয় অধ্যায় লেখার, যেখানে আমরা পরিমাণ থেকে মূল্যে, সস্তা শ্রম থেকে দক্ষ মানবসম্পদে এবং স্বল্পমেয়াদি সুবিধা থেকে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের পথে এগোব। এই যৌথ যাত্রায় নতুন সরকারের সঙ্গে আমরা থাকতে চাই প্রকৃত অংশীদার হিসেবে।

লেখক: সাবেক পরিচালক, বিজিএমইএ এবং অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেনিম এক্সপার্ট

বণিকবার্তা বুধবার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৬ ■ ফাল্গুন ১২, ১৪৩২

গভর্নরের সঙ্গে বিজিএমইএ প্রতিনিধি দলের বৈঠক

ঈদে পোশাক শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে প্রণোদনা ও ঋণ সহায়তা দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

অর্থ সংকটের কারণে সরকার দেশের বস্ত্র ও পোশাক খাতে রফতানির বিপরীতে প্রণোদনা দিতে পারছে না। এ কারণে চলতি অর্থবছরে খাতটির ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রণোদনা বকেয়া পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে অর্থ সংকটে পড়েছে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত। এ অবস্থায় ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিতে বকেয়া নগদ প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়ের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরি সহায়তা বাবদ দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থের ঋণসুবিধা চেয়েছেন উদ্যোক্তারা।

বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে গতকাল এক বৈঠকে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের হাতে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে এ-সংক্রান্ত চিঠি তুলে দেয়া হয়। পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের পক্ষে বৈঠকে অংশ নেন বিজিএমইএর জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ইনামুল হক খান ও সহসভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী। সংগঠনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

গভর্নরকে বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খান স্বাক্ষরিত চিঠিতে বলা হয়েছে, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, বৈশ্বিক মন্দা ও চলমান শুল্কযুদ্ধের প্রভাবে রফতানি আয় ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী। কার্যাদেশ কমে যাওয়া, ডেফার্ড শিপমেন্ট এবং অর্ডার পিছিয়ে যাওয়ায় কারখানাগুলো চাপে রয়েছে। গত এক বছরে প্রায় ৪০০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

ফেব্রুয়ারি-মার্চের ৬০ দিনের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন কারখানা বন্ধ থাকবে। অথচ মার্চে নিয়মিত (ফেব্রুয়ারি) মজুরি ছাড়াও ঈদ বোনাস ও মার্চের অগ্রিম ৫০ শতাংশ মজুরি পরিশোধ করতে হবে। ফলে এক মাসেই প্রায় দ্বিগুণ বেতন-ভাতা দেয়ার চাপ তৈরি হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন, পোর্ট চার্জ বৃদ্ধি এবং ব্যাংক সুদের হার ঊর্ধ্বমুখী থাকায় তারল্য সংকট আরো গভীর হয়েছে

ফেব্রুয়ারি-মার্চের ৬০ দিনের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন কারখানা বন্ধ থাকবে। অথচ মার্চে নিয়মিত (ফেব্রুয়ারি) মজুরি ছাড়াও ঈদ বোনাস ও মার্চের অগ্রিম ৫০ শতাংশ মজুরি পরিশোধ করতে হবে। ফলে এক মাসেই প্রায় দ্বিগুণ বেতন-ভাতা দেয়ার চাপ তৈরি হয়েছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহন, পোর্ট চার্জ বৃদ্ধি এবং ব্যাংক সুদের হার ঊর্ধ্বমুখী থাকায় তারল্য সংকট আরো গভীর হয়েছে। এ অবস্থায় সরকারি সহায়তা ছাড়া শ্রমিকদের সময়মতো মজুরি দেয়া কঠিন হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

রফতানি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজিএমইএ জানায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মোট পোশাক রফতানি আয় ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ কমেছে। বিশেষ করে ২০২৫ সালের আগস্ট থেকে রফতানি আয় ধারাবাহিকভাবে নিম্নমুখী।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যানুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাইয়ে প্রবৃদ্ধি থাকলেও পরবর্তী মাসগুলোয় নেতিবাচক প্রবণতা দেখা যায়। ডিসেম্বরে রফতানি ১৪ দশমিক ২৩ শতাংশ কমে যায়। একই সঙ্গে জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে পোশাকের গড় ইউনিট মূল্য ১ দশমিক ৮৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে বলেও জানিয়েছে সংগঠনটি। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যচাপের কারণে রফতানিকারকরা প্রত্যাশিত দাম পাচ্ছেন না।

চিঠিতে আরো বলা হয়, রফতানি অর্ডারের ক্ষেত্রে কারখানাগুলো সাধারণত ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে ৭০-৭৫ শতাংশ কাঁচামাল সংগ্রহ এবং প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় মজুরি ও পরিচালনায় ব্যয় করে থাকে। কিন্তু ডেফার্ড শিপমেন্ট ও অর্ডার পিছিয়ে যাওয়ায় মূলধন দীর্ঘ সময় আটকে থাকছে এবং একক ঋণগ্রহীতা সীমা দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বিশেষত ক্ষুদ্র ও মাঝারি কারখানাগুলো আর্থিক ঝুঁকিতে পড়েছে।

এমন প্রেক্ষাপটে বিজিএমইএ গভর্নরের কাছে বিশেষ বিবেচনায় প্রচলিত ঋণসীমার বাইরে গিয়ে দুই মাসের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, এ ঋণে তিন মাস গ্রেস পিরিয়ড রেখে ১২ মাসে পরিশোধের সুযোগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। বিজিএমইএর হিসাবে খাতটিতে এক মাসের মোট বেতন ব্যয় প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা।

অন্যদিকে প্রণোদনা বিতরণে বর্তমান 'ফার্স্ট ইন, ফার্স্ট আউট' পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেও সংগঠনটি চিঠিতে উল্লেখ করেছে। বিজিএমইএ মনে করে, এসএমই কারখানাগুলোর জন্য আলাদা বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পৃথক তহবিল গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাজেট বরাদ্দ থেকে প্রাপ্ত অর্থের ক্ষেত্রে প্রথমে এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা দেয়া উচিত। এরপর অবশিষ্ট অর্থ বড় কারখানাগুলোর মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে।

বিজিএমইএ নেতাদের উত্থাপিত প্রস্তাবের জবাবে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'কারখানাগুলো যাতে উৎসবের আগে শ্রমিকদের প্রতি তাদের আর্থিক দায়বদ্ধতা পূরণ করতে পারে, সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক তারল্য সংকট লাঘবে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।'

তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বকেয়া নগদ প্রণোদনা দ্রুত ছাড় দেয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অগ্রাধিকার দেবে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের ক্ষেত্রে।

এদিকে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে দাবি করে বিজিএমইএ জানিয়েছে, প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন গভর্নর। পাশাপাশি আগামীতে প্রণোদনা বিতরণের সময় এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে বেতন-ভাতা সহায়তা-সংক্রান্ত প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে উত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন গভর্নর। সংগঠনটির দাবি, গভর্নর কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করেননি এবং প্রস্তাবগুলো ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।

বিজিএমইএ বলছে, তারা নতুন কোনো বিশেষ সুবিধা নয়; বরং জমে থাকা প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড় এবং যৌক্তিক ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি সহায়তা চেয়েছেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১০ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Monday 23 February 2026

জাল আর নৌকাই সম্বল

গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেলেদের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

বিস্তীর্ণ জলরাশি, আর মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। সেই বিশাল জলরাশির বুকে ছোট একটি ডিঙি নৌকায় জাল গুছিয়ে নিচ্ছেন এক জেলে, আর অন্যজন লগি ঠেলে নিপুণ হাতে নৌকা সামলাচ্ছেন। এ দৃশ্য গাইবান্ধার ওপর দিয়ে বয়ে চলা প্রমত্ত ব্রহ্মপুত্র নদের। প্রতিদিন ভোর থেকে জীবিকার তাগিদে এভাবেই নদীর বুকে নেমে পড়েন এ অঞ্চলের হাজারো জেলে।

ব্রহ্মপুত্রের বিস্তীর্ণ এই বুকে জেলেদের জীবন যেন প্রতিদিনের এক যুদ্ধ। মাছ ধরাই তাদের আদি পেশা, আর এই নদীই তাদের অন্নদাতা। ছোট নৌকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা মাঝনদীতে চলে যান। একজন জাল গোটান বা ফেলেন, তো অন্যজন নৌকার হাল ধরেন। সারাদিন রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে তাদের এই সংগ্রাম। দূরে দেখা যায় এমন আরও অসংখ্য নৌকা, যারা একইভাবে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত।

সাঘাটার জেলে বলরাম দাস বলেন, নদীকে ঘিরেই তাদের জীবন-জীবিকা আবর্তিত হলেও সময় এখন অনেকটাই বদলেছে। আগের মতো নদীতে এখন আর রুই, কাতলা, বোয়াল, আইড়সহ দেশি প্রজাতির সুস্বাদু মাছ তেমন একটা পাওয়া যায় না। নদীর নাব্যতা সংকট, দূষণ, অবৈধ কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ব্রহ্মপুত্রে মাছের চরম আকাল দেখা দিয়েছে। সারাদিন জাল ফেলেও অনেক সময় পরিবারের মুখে দুমুঠো ভাত তুলে দেয়ার মতো পর্যাপ্ত মাছ মেলে না। দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির বাজারে সারাদিনের সামান্য আয়ে সংসার চালানো তাদের জন্য এখন রীতিমতো কঠিন দায় হয়ে পড়েছে।

ফুলছড়ি ঘাটের এক প্রবীণ জেলে নিতাই চন্দ্র আক্ষেপ করে বলেন, 'বাপ-দাদার আমল থেইকা এই নদীতেই মাছ ধরি। আগে একবার জাল ফেললে নৌকা ভইরা যাইত, আর এহন সারা দিন ঘুইরাও ইঞ্জিনের তেলের পয়সা ওঠে না। তাও নদী ছাড়া আমাগো আর কোনো উপায় নাই।'

গাইবান্ধা জেলা মৎস্যজীবী সমিতির নেতা নিপেন দাস জানান, শুধু মাছ ধরে এখন জীবিকা নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, জেলায় নিবন্ধিত অনেক জেলে থাকলেও সরকারি সহায়তা সবার ভাগ্যে জোটে না। বিশেষ করে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞার সময় সরকারিভাবে যে সহায়তা দেয়া হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য।

নদীভাঙন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা এই মানুষগুলোর জীবন যেন ব্রহ্মপুত্রের ঢেউয়ের মতোই উত্থান-পতনে ভরা। তবুও বুকভরা আশা নিয়ে প্রতিদিন তারা নতুন করে জাল ফেলেন নদীতে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সহজ শর্তে ঋণ, বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং জেলেদের জন্য বিশেষ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হলে ব্রহ্মপুত্র পাড়ের এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জীবন কিছুটা হলেও সহজ হতো বলে মনে করেন স্থানীয় সচেতন মহল।

সমকাল
রোববার । ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ছ্যাঁকা দেওয়াসহ নির্যাতনের কথা স্বীকার করলেন বীথি

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের মামলায় বিমানের সাবেক এমডির স্ত্রীর জবানবন্দি

শিশু গৃহকর্মীকে গরম খুন্তি দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়াসহ নানাভাবে নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সাবেক এমডি সাফিকুর রহমানের স্ত্রী বীথি আক্তার। গতকাল শনিবার তিনি আদালতে ১৬৪ ধারায় এ জবানবন্দি দেন। পরে বীথিকে কারাগারে পাঠানো হয়। এ মামলায় আগে গৃহকর্মী সুফিয়া জবানবন্দি দিয়েছেন।

উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি কাজী রফিক আহমেদ সমকালকে বলেন, সাত দিনের রিমান্ডে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন বীথি। তিনি স্বেচ্ছায় জবানবন্দি দিতে চান। গতকাল তাকে আদালতে হাজির করা হয়। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল তার জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদনে বলা হয়, মামলার আসামি বীথিকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে মেডিকেল পরীক্ষা শেষে থানায় নেওয়া হয়। আসামিকে থানা হাজতে রেখে মামলার ঘটনা-সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাপকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে আসামি মামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে স্বীকার করেন। আসামি আদালতে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতেও ইচ্ছা পোষণ করেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামির স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি রেকর্ড করা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে আবেদনে মামলার ব্যাপক তদন্ত অব্যাহত আছে জানিয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আসামিকে জেলহাজতে আটক রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।

নির্যাতনের শিকার ১১ বছরের ওই শিশুকন্যা উত্তরা-৯ নম্বর সেক্টরে বিমানের সাবেক এমডির বাসায় কাজ করত। সেখানে তুচ্ছ কারণে তার ওপর বিভৎস নির্যাতন চালাতেন গৃহকর্ত্রীসহ অন্যরা। এ ঘটনায় ১ ফেব্রুয়ারি উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন শিশুটির বাবা। সেদিন রাতে সাফিকুর ও তাঁর স্ত্রী বীথিসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরদিন তাদের আদালতে হাজির করা হলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এরপর বিভিন্ন সময়ে তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ৭ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Friday 20 February 2026

জেলে অপহরণ : সমন্বিত অভিযান চালাতে হবে

সুন্দরবনসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে সাম্প্রতিক সময়ে ধারাবাহিক জেলে অপহরণের ঘটনা উপকূলীয় মৎস্য খাতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। চার দিনের ব্যবধানে দুই দফায় মোট ২৮ জন জেলে অপহরণের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পেয়েছেন। এখনও ২০ জন জেলে ট্রলারসহ দস্যুদের কাছে আটক রয়েছেন। অপহরণের ঘটনাগুলো ঘটেছে দুবলার চরসংলগ্ন সাগর এলাকায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জেলেদের মধ্যে ভীতি তৈরি হয়েছে।

জানা গেছে, দস্যুবাহিনী সংগঠিতভাবে ট্রলার ঘিরে জেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তারা মুক্তিপণ দাবি করছে। শুধু ব্যক্তিপ্রতি মুক্তিপণ নয়, শুঁটকি পল্লীর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও বড় অঙ্কের চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এটি কেবল বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়; বরং একটি কাঠামোবদ্ধ চাঁদাবাজি ও অপহরণচক্রের ইঙ্গিত দেয়।

স্থানীয় বন বিভাগ টহল জোরদার এবং কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সহযোগিতা চাওয়ার কথা জানিয়েছে। তবে ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে বোঝা যায়, বিদ্যমান নিরাপত্তাব্যবস্থা পর্যাপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না। সুন্দরবন ও উপকূলীয় সাগরাঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই মৌসুমি মাছ ধরার সময় দস্যুদের তৎপরতা বাড়ে।

শুঁটকি মৌসুমে দুবলার চরে কয়েক হাজার জেলে অবস্থান করছেন। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। মৎস্য খাত উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর-জীবিকার অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে অনেকেই পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হতে পারেন।

জরুরি ভিত্তিতে অপহৃত জেলেদের উদ্ধারে সমন্বিত অভিযান চালাতে হবে। দস্যু চক্রকে স্থায়ীভাবে দমন করতে হবে। এজন্য আগাম গোয়েন্দা নজরদারি, নিয়মিত যৌথ টহল এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় স্থায়ী নিরাপত্তা উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শোভন কাজ

যুগান্তর | সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১০ ফাল্গুন ১৪৩২

দক্ষ কর্মীর মাধ্যমে আয় বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দিকী অভিবাসী নিয়ে কাজ করা রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিটের (RMMRU) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ার। অভিবাসন ও শরণার্থী বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এ বিশেষজ্ঞ বর্তমানে নীতিনির্ধারণী গবেষণা এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। এ খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যুগান্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **খালিদ বিন আনিস**।*

যুগান্তর : বাংলাদেশের শ্রমবাজার কি নির্দিষ্ট কিছু দেশের ওপর অতি-নির্ভরশীলতার কারণে অস্থিরতার ঝুঁকিতে রয়েছে?

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর কাজের উদ্দেশে ১০ লাখের বেশি লোক বিদেশে যাচ্ছেন। গত দুই বছরে ১৩ লাখ, ১২ লাখ, এরকম সংখ্যায় লোক কাজের জন্য বিদেশে গেছেন। যেখানে আমাদের দেশের ভেতরে কর্মসংস্থান আমরা করতে পারছি না, দুই লাখের বেশি আমরা ফরমাল সেক্টরে অ্যামপ্লয়মেন্ট জেনারেট করতে পারছি না, বেশির ভাগ আমাদের দেশের লোক ইনফরমাল সেক্টরে অ্যামপ্লয়েড। সেখানে এই যে অ্যামপ্লয়মেন্টটা, মানে বিদেশে গিয়ে কাজে যাওয়া, এটা আমার সামগ্রিক যে অ্যামপ্লয়মেন্ট তৈরি করার যে প্রেসার সরকারের ওপর, সেটা অনেকটা কমিয়ে দেয়। কিন্তু এ জায়গাতে কতগুলো সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিভাত হয়। সেটা প্রথম হলো, আজ পর্যন্ত আমরা কিন্তু একটা স্থিতিশীল শ্রমবাজার তৈরি করতে পারিনি। আমরা যখন যেই দেশে আমার লোক যায়, শুধু সেই দেশেই যায়। অর্থাৎ এখন সৌদি আরবে লোক যাচ্ছেন, দেখা যাবে যে যদি আমার ১২ লাখ লোক বিদেশে গিয়ে থাকেন, তার প্রায় ৬৫ শতাংশ বা তারও বেশি লোক শুধু সৌদি আরবে গেছেন, আর বাকিরা অন্যান্য দেশে গেছেন। আবার যখন মালয়েশিয়াতে লোক যায়, দেখা যাবে মালয়েশিয়াতে ৩-৪-৫ লাখ লোক গেছেন, অন্য দেশে কোনো লোক যাননি। ইউএই'র ক্ষেত্রেও এটা দেখা যায়। এটার সমস্যা হচ্ছে, কিছুদিনের মাথায় যখন এত বেশি লোক যায়, ওই মার্কেটটা কিন্তু বন্ধ করে দেয় তারা। যেহেতু এটা গ্রহণকারী দেশের এখতিয়ার, তারা বন্ধ করে দেয়। ফলে হয় কী, আমার শ্রমবাজার কিন্তু একটা স্থিতিশীলতার মধ্যে থাকতে পারে না।

যুগান্তর : দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে কেন আমরা গত পাঁচ দশকেও সফল হতে পারিনি?

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : দীর্ঘদিন ধরে আমরা শুধু অংশ নিয়েছি মূলত অদক্ষ শ্রমবাজারে। যদিও আমরা এখন দেখাচ্ছি, দক্ষ শ্রমিকও আমাদের অনেক যাচ্ছে; কিন্তু দক্ষতাকে আমরা ডিফাইন করছি আসলে অন্যভাবে। ফলে আমাদের দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা একটু বাড়ছে; কিন্তু দক্ষ শ্রমিক সেরকম আমাদের যাচ্ছে না। আসলে আধাদক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীরাই বিদেশে যাচ্ছেন। তো দীর্ঘদিন ধরে এ অবস্থা চলমান হওয়ার কারণ হচ্ছে, এ আধাদক্ষ আর অদক্ষ মার্কেটে তো বিভিন্ন রকম সমস্যা রয়েছে। তারা মজুরি ঠিকমতো পান না, তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের যে অধিকারগুলো দেওয়ার কথা, সেটিও দেওয়া হয় না ওইসব দেশে। তারপরও আমরা যুগ যুগ ধরে ভাবছি, আমরা আনস্কিল্ড বা সেমি-স্কিল্ড লেবারের পাশাপাশি স্কিল্ড এবং প্রফেশনাল ওয়ার্কফোর্স পাঠানোর দিকে যাব। এসবের দিকে আমরা যেতে পারছি না এই কারণে যে, আমাদের পলিসি মেকিং প্রক্রিয়াটা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেড। অর্থাৎ এখানে আমরা যদি খেয়াল করি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় লোক পাঠাচ্ছে; কিন্তু লোক তৈরি করছে কে? জনবল তৈরি করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্কিলের জায়গায় যুব মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সবাই স্কিলে কিছুটা জড়িত; কিন্তু মূল দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থাটা আমাদের এমন এক জায়গায় চলে গেছে, যেটা আমরা সবাই জানি, জেনারেল এডুকেশনের ভেতরে কারিগরি শিক্ষা নেই। জেনারেল এডুকেশনে বিএ-এমএ পাশ করার পরও তারা দক্ষতাভিত্তিক চাকরি পান না। স্কিল কিন্তু অন্য জিনিস। অন্যদিকে আমাদের এখানে যেহেতু এখন অনেক ধারা রয়েছে—কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে, এসব জায়গায়ও কিন্তু দক্ষতাকেন্দ্রিক শিক্ষার দিকে আমাদের জোর নেই। আর সরকারি যে ভোকেশনাল ট্রেনিংভিত্তিক কারিগরি শিক্ষার যে স্কুলগুলো রয়েছে, মাত্র ৩৩৫ বা ৩৩৬টি স্কুল আছে দেশে, যেখানে লাখ লাখ স্কুল হচ্ছে জেনারেল এডুকেশনে। তো এ সমস্যার যদি সরকার সমাধান করতে চাইত, তাকে কিন্তু বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে হতো। সিদ্ধান্তটি হচ্ছে, আমরা মেইনস্ট্রিম জেনারেল এডুকেশনকে ক্রমান্বয়ে কমিয়ে নিয়ে যাব ভোকেশনালের দিকে। অর্থাৎ, আমার যদি আজকে ৫ লাখ ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়, ধরে নিচ্ছি এর প্রায় ৪ লাখই জেনারেলে দিই। সে ক্ষেত্রে হতে হবে, রেজাল্ট অনুযায়ী দেড় লাখের মতো জেনারেলে দেওয়া হবে, বাকি পর্যায়ক্রমে ভোকেশনালের দিকে যাবে। তাতে করে এদের লাভ হবে, তারা ম্যাট্রিক-ইন্টারমিডিয়েট সব ডিগ্রিই পাচ্ছে; প্রয়োজনে এ সার্টিফিকেট ব্যবহার করে সে বাইরে চাকরির জন্যও যেতে পারবে। কাজেই এ ধরনের বড়সড় পরিবর্তন না আনতে পারলে কোনো অবস্থাতেই পরিস্থিতি বদলানো যাবে না।

যুগান্তর : সে ক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন খাতের 'অশুভ আঁতাত' বা সিন্ডিকেট ভাঙতে সরকারের দায়বদ্ধতা কতটুকু বলে মনে করেন?

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : '৭৬ সাল থেকে যখন বিষয়টি শুরু হয়েছে, এখনো কিন্তু আমরা সেই জায়গাতেই আছি, স্কিলের দিকে যেতে পারিনি। কেন পারিনি? এ কেন-এর বড় উত্তরটা পলিটিক্যাল ইকোনমিতে নিহিত। পলিটিক্যাল ইকোনমিটা আমার কেমন? যেখানে রিক্রুটিং এজেন্সি অর্থাৎ প্রাইভেট সেক্টর, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আমলা এবং যারা পলিসি মেকার অর্থাৎ নীতিনির্ধারক, যারা মন্ত্রী পর্যায়ের বা যে কোনো অ্যাডভাইজর পর্যায়ে যারা আছেন। অতীতে আমরা দেখেছি একটা আনহোলি অ্যালায়েন্স তৈরি হয়ে যায় এদের মধ্যে। সেখানে যারা শ্রমিকদের বিদেশে নিচ্ছেন, তারা নিয়ম না মেনে নিচ্ছেন এবং ওদের সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন না। শ্রমিকদের এ যাওয়া থেকে বেনিফিট কিন্তু অনেকে নেয়। অন্যদিকে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর ভেতরে যে সিন্ডিকেশন করার প্রবণতা আছে, এগুলোও দেখা হয় না। উচ্চপর্যায়ের আমলাতন্ত্র এ জায়গায় যদি করাপ্ট ডিলগুলোর দিকে চলে যায়, তাহলেই সমস্যা। সরকারকে এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে হবে। তবেই শ্রমিকদের অবস্থা আরেকটু বেটার হবে।

যুগান্তর : রেমিট্যান্সকে দেশের অর্থনীতির 'প্রধান চালিকাশক্তি' বলা হলেও কেন এ খাত বাজেটে অবহেলিত?

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : অতীতে আমরা দেখেছি, রেমিট্যান্সের গুরুত্বটা সরকার বুঝেও বোঝে না। এই যে আমরা শুনি, দেশে এবার ২০-৩০ বিলিয়ন রেমিট্যান্স এসেছে। এখানে সরকারের কি কোনো হাত আছে? নেই। যারা বিদেশ যাচ্ছে, তারা পরিবারের জন্য টাকা পাঠাচ্ছেন, ওই টাকাটা ডলারে যেহেতু আসছে, সরকার ডলারটা খরচ করছে আর বাংলা টাকায় তাদের দিয়ে দিচ্ছে। এভাবেই এর লাভটা তারা নিচ্ছেন। গত সরকারের সময় ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কোন জায়গায় চলে যাচ্ছিল, আমরা জানি। রিজার্ভ ১৩তে নেমে এসেছিল। সেই জায়গা থেকে ৩০ বিলিয়নে উন্নীত করে রাষ্ট্রের চরিত্র কিন্তু আবার শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমাদের এ অভিবাসী কর্মীরা। কিন্তু অভিবাসী কর্মী কী পায়? অভিবাসী কর্মী রেমিট্যান্স ম্যানেজমেন্টের সুফল কিন্তু পায় না। এ কথাটা আমি এজন্য বলছি, দেশে এই সেক্টরটা পরিচালনা করার বাজেট হচ্ছে গত ১০ বছরে মাত্র ০.০৮ পার্সেন্ট। গত বছরে অন্তর্বর্তী সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখনো কিন্তু আগের বছরের বাজেট থেকেও তা কমে যেতে দেখা গেছে। কিন্তু জুলাই আন্দোলনকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে কাজ করেছিল আমাদের প্রবাসীরাও, তাই না? তাহলে আপনি চাইবেন ভালো ফল পেতে; কিন্তু পয়সা খরচ করবেন না, তাহলে সুফল কীভাবে মিলবে?

> ৯০-এর দশকে ব্রেইন-ড্রেইনের ব্যাপারটা ছিল, সবাই পড়তে চলে যান আর ফেরেন না। এখনকার ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি ফেরেনও তাদের কীভাবে আমরা কাজে লাগাব? তাদের কাজে লাগানোর পথ হচ্ছে তাইওয়ানের মডেল অনুসরণ করা।

যুগান্তর : সে ক্ষেত্রে সরকারের রাইট কাইন্ড অফ পলিসি কী হওয়া উচিত? সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাকে সংকুচিত করে ভোকেশনাল বা কারিগরি শিক্ষাকে মূলধারায় আনার পরিকল্পনা কতটা জরুরি?

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : আগামী পাঁচ বছর যদি সরকার রাইট কাইন্ড অফ পলিসি নিয়ে তীব্রভাবে কাজ করে, আমি মনে করি, রেমিট্যান্সকে ৬০ বিলিয়নে উন্নীত করা কোনো ব্যাপারই হবে না। সে ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টিগ্রেটেডভাবে কাজ করতে হবে। কী রকম? ওই যে বললাম স্কিল। স্কিলের জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে। একটা তো বললাম মেইনস্ট্রিম এডুকেশনে পরিবর্তন। দ্বিতীয় আমি বলব, বিশ্বজুড়ে যেমন এখন নার্সিংয়ের প্রচুর চাহিদা। আজকে দেশে যে শত শত ইউনিভার্সিটি হয়েছে পাবলিক-প্রাইভেট মিলিয়ে, প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি আমি জোর করি যে, তোমাকে অবশ্যই নার্সিং স্কুল খুলতে হবে। কেন? কারণ তোমার তো ডাক্তারখানা নেই। তোমাকে যেটা করতে হবে, তুমি থিওরেটিক্যালটা দেবে আর আশপাশে যত আমাদের হসপিটাল রয়েছে, সেগুলোর সঙ্গে একটা রিলেশনশিপে এসে সেখানে প্র্যাকটিক্যাল করাবে। তাহলে ওরাও ইন্টার্ন করতে আসা ভালো নার্স পাচ্ছে, আর এরা নার্সিং এডুকেশনটা দিতে পারছে। তাছাড়া সমাজে নার্সিংয়ের ওপরে ট্রমা, একটা স্টিগমা আছে যে, শুধু গরিবের ছেলেমেয়ে নার্সিং পড়বে? আসলে তা না। অবস্থাটার এমন পরিবর্তন দরকার যে, যারা ডাক্তারি পড়তে চায়, তারাও নার্সিং শিক্ষায় এগিয়ে আসবে। কেন? কারণ ডাক্তার হিসাবে বিদেশ যাওয়া যায় না, নার্স হিসাবে বিদেশ যাওয়া যায় এবং বেতন বহু গুণ বেশি। ঘানা এ ধরনের নার্সিং মাইগ্রেশনের পলিসির মাধ্যমে লেবার মার্কেটে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। ফিলিপিন্সও তাই। দেখা গেছে, বহু ডাক্তার পরবর্তী সময়ে নার্সিংয়ের এক বছরের ট্রেনিং নিয়ে নার্স হিসাবে গেছে। আমাদের সরকারকেও সেভাবেই কাজ করতে হবে। এখন যে পলিসি আছে, সেটা নিয়ে এগিয়ে গেলে চলবে না। বাংলাদেশ ওই জায়গায় নেই আর।

যুগান্তর : দেশে রেমিট্যান্সের যথাযথ ব্যবহার কি হচ্ছে? প্রবাস থেকে যারা ফেরত আসছেন, তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব আছে না?

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : এটি নিয়ে একদম সিরিয়াস কাজ করলে আপনি রেমিট্যান্সের উর্ধ্বগতি দেখবেন। এমন পর্যন্ত বিগত

P.T.O.

সরকারগুলো শুধু রেমিট্যান্স আহরণ কীভাবে করবে অর্থাৎ ব্যাংকিং সেক্টরের রিফর্ম এনেছে, করেসপন্ডিং রিলেশনশিপের জন্য বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করেছে—এ ধরনের কাজগুলো করেছে। অর্থাৎ যেখানে টাকাটা আনতে হবে, সেখানে প্রচুর কাজ করেছে সরকার। বাংলাদেশের উন্নয়নে রেমিট্যান্সের ব্যবহার বিষয়ে কাজ করেনি। টাকাটা ব্যবহার করবে কোথায়? এ টাকাটা ব্যবহার করবে প্রডাক্টিভ ইউটিলাইজেশনের জায়গায়। সরকার একটা পদ্মা সেতুর মতো আরেকটা সেতু বা আরেকটা টিউব চালুর মতো প্রকল্প করে এদের শেয়ার থ্রো করতে পারে। তাহলে একদিকে দেশেরও ডেভেলপমেন্ট হবে, এ মানুষগুলোরও ইনভেস্টমেন্ট হবে, বিপরীতে লাভ হিসাবে তাদের নিশ্চিত আয় আসবে। সরকারেরও সেসব স্থাপনা থেকে কর আসবে। এরকম প্রজেক্টভিত্তিক চিন্তা করতে হবে।

আর যারা ক্ষুদ্র রেমিটার, তাদের জন্য ছোট ছোট যে ব্যবসায়িক প্রকল্প, বিজনেস অ্যাডভাইজরি সার্ভিস, বিজনেস লিংকেজ ডেভেলপ করা, ট্রেনিং দেওয়া—এ কাজগুলোর দিকে সরকারকে জোর দিতে হবে এনজিওগুলোকেও। আমার মনে হয়, রেমিট্যান্সকে যদি আমি উৎপাদনশীল খাতে নিয়ে আসতে চাই, সেখানেও সরকারের প্রচুর কাজ এখনো বাকি আছে।

যুগান্তর : এই যে উচ্চশিক্ষিত দক্ষ পেশাজীবীরা এখন উন্নত দেশে স্থায়ী হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়েছে, তো এ ব্রেইন-ড্রেইনকে মানে...

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : ব্রেইন-ড্রেইন বাংলাদেশের জন্য সমস্যা নয়। ব্রেইন সার্কুলেশনকে উৎসাহিত করতে হবে। তোমার দেশে এই যে বিজ্ঞানী বানাবা, এই বিজ্ঞানীকে যে কাজ দিবা, সেই জায়গা আছে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পাবে নাকি এরা? যারা বাইরে থেকে—আমাদের ছেলেপেলে কিন্তু ওদের জগতে অসম্ভব ভালো করেছে। আজকে বাইরে সে ইকোনমিক্সে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। দেশে এলে ইকোনমিক্সে কোথাও এসে চাকরি পাবে, সে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছাড়া? সরকার নেবে? কিন্তু এরা তো আন্তর্জাতিকভাবে নানা গবেষণা রিপোর্টও প্রকাশ করে বসে আছে। অর্থাৎ ওই জায়গাতেও পলিসির সমস্যা। আমাকে এটা সার্কুলেট করাতে হবে। আমার এখান থেকে যাবে, আবার আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। ওরা একেকজন এসে দুই-তিন বছর চাকরি করে চলে যাবে। হ্যাঁ? বিজ্ঞানীরা এখানকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ওই বাইরের সাইন্টিস্ট কোলাবোরেটিভ রিসার্চ করে, ওদের জায়গার টাকা আছে, সবকিছু আছে। আমার তো নেই বা আমার থাকলেও এখানে চুরি ছাড়া আর কিছু নেই, আর কাজটাও দেব আমি যাচ্ছেতাই লোককে। জ্ঞানী-গুণী লোককে তো কোনো কাজ দেওয়া হবে না। তাই না?

সুতরাং ব্রেইন-ড্রেইন হয় না, ব্রেইন-ড্রেইনটা আগে ছিল। তুমি মনে করো, '৮০-র দশকে, ৯০-এর দশকে ব্রেইন-ড্রেইনের ব্যাপারটা ছিল, সবাই পড়তে চলে যান আর ফেরেন না। এখনকার ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি ফেরেনও তাদের কীভাবে আমরা কাজে লাগাব? তাদের কাজে লাগানোর পথ হচ্ছে তাইওয়ানের মডেল অনুসরণ করা। তাইওয়ানে যারা পড়ালেখা করতে গিয়েছিল, ৫ পারসেন্টও ফেরেনি। কিন্তু আজকে ওরাই তাইওয়ানের যত শিল্প, সব ওরাই করেছে। যত টেকনোলজি শিল্প, যত সায়েন্টিফিক শিল্প—সব ওরাই করেছে। চীনেও বিষয়টি একই। তো আমাদেরও ওইভাবে চিন্তা করতে হবে।

যুগান্তর : আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ড. তাসনিম সিদ্দিকী : আপনাকেও ধন্যবাদ।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

শ্রমিকদের মুনাফার ভাগ কমিয়ে গেল অন্তর্বর্তী সরকার

বিদেশি তেল-গ্যাস কোম্পানি

বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব ছাড়ার এক দিন আগে শ্রম বিধিমালা সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

বিদেশি তেল-গ্যাস কোম্পানিকে তাদের মুনাফার ভাগ শ্রমিকদের কম দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার। এ জন্য সরকারের দায়িত্ব ছাড়ার এক দিন আগে শ্রম বিধিমালাও সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এটি কার্যকর হলে বিদেশি তেল-গ্যাস কোম্পানির শ্রমিকদের নিট মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ পাওয়া অনিশ্চিত হবে।

সদ্য বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে শ্রমিকনেতারা বলছেন, শ্রমিকদের অধিকারকে পাশ কাটিয়ে একতরফাভাবে বিধিমালা সংশোধন করে বিদেশি তেল-গ্যাস কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে। দ্রুত এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে শ্রমিকদের বকেয়া লভ্যাংশ প্রদানে নির্দেশনা দেওয়ার দাবিও জানান তাঁরা।

অন্তর্বর্তী সরকার ১৭ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। তার আগের দিন বিদেশি তেল-গ্যাস কোম্পানির জন্য সুবিধাভোগী মুনাফা অংশগ্রহণ কেন্দ্রীয় তহবিল (বিপিপিসিএফ) গঠনের জন্য শ্রম বিধিমালা সংশোধনের প্রজ্ঞাপন জারি করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। যদিও শ্রম আইন অনুযায়ী, বেসরকারি কোম্পানির নিট মুনাফার ৫ শতাংশ অর্থ শ্রমিকদের লভ্যাংশ অংশগ্রহণ তহবিলে (ডব্লিউপিপিএফ) দেওয়ার বিধান রয়েছে।

নতুন প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী তেল ও গ্যাসের মিশ্রণ, পরিশোধন বা শোধনসহ খনি, তেল কূপ বা খনিজ মজুতের অন্যান্য উৎসে শিল্প-সম্পর্কিত কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলো তাদের নিট মুনাফার দেড় শতাংশ অর্থ তহবিলে জমা দেবে। তহবিলের মোট অর্থের ৮০ শতাংশ সুবিধাভোগী হিসাবে এবং বাকি ২০ শতাংশ আপত্কালীন কল্যাণ হিসাবে জমা হবে।

এই সুবিধাভোগী হিসাব থেকে নির্দিষ্ট অংশ কোম্পানির যাঁদের চাকরির বয়স ৯ মাস পূর্ণ হবে, তাঁদের ব্যাংক হিসাবে সমভাবে বণ্টন হবে। আর আপত্কালীন হিসাবের অর্ধেক অর্থ সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সুবিধাভোগীরা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, স্থায়ী অক্ষমতা বা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে এককালীন অনুদান এবং নানা কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে। বাকি অর্ধেক অর্থ যাবে শ্রমিককল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার বলেন, বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার একতরফাভাবে শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশের অনেক কোম্পানি শ্রমিকদের মুনাফার ভাগ দিচ্ছে। হঠাৎ কিছু কোম্পানিকে এমন সুবিধা দিলে অন্য কোম্পানিগুলোও একই সুবিধা চাইবে। এতে শ্রমজীবী মানুষেরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

মার্কিন তেল-গ্যাস কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের ক্রিসএনার্জির মালিকানাধীন টাল্লো বাংলাদেশ শ্রমিকদের ৫ শতাংশ লভ্যাংশ না দেওয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরে জটিলতা চলছে। দুটি কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক—উভয় পক্ষ এ নিয়ে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে।

> “অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় স্বার্থে বিধিমালা সংশোধন করেছে। এখন কোনো পক্ষ থেকে দাবি বা প্রশ্ন উঠলে, তা বিবেচনা করবে বর্তমান সরকার।
>
> **আরিফুল হক চৌধুরী**, শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী

শেভরন বাংলাদেশ ও টাল্লো বাংলাদেশের এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতারা জানান, ২০১৩ সালের পর শেভরন বাংলাদেশ লভ্যাংশ দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে হাইকোর্টে রিট মামলা করেন শ্রমিকেরা। ২০২৪ সালে শ্রমিকদের পক্ষে রায় দেন আদালত। তারপর সেই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে শেভরন বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে লভ্যাংশ না পেয়ে ২০২১ সালে হাইকোর্টে রিট মামলা করেন টাল্লো বাংলাদেশের শ্রমিকেরা। গত বছরের এপ্রিলে শ্রমিকদের পক্ষে রায় দেন আদালত। সেই রায়ের বিরুদ্ধেও আপিল করে টাল্লো বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ।

শেভরন বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তফা সোহেল বলেন, কারও না কারও আগ্রহে তাড়াহুড়া করে বিধিমালা সংশোধন করেছে বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকার। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, আদালতে মামলা চলমান। সেই মামলায় যখন হেরে যাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে, তখনই আইন পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

জানা যায়, বিদেশি গ্যাস-বিদ্যুৎ কোম্পানিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য বিপিপিসিএফ গঠনের আলোচনা করতে ২ ফেব্রুয়ারি ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী শ্রম উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন।

সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড ২০২৪-এ সাতটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বিড ডকুমেন্ট ক্রয় করা সত্ত্বেও কোনো প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত তা দাখিল করেনি। বিড দাখিল না করার কারণ চারটি। এর মধ্যে ডব্লিউপিপিএফ অন্যতম। সভায় জ্বালানি খাতে শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী কোম্পানির জন্য ডব্লিউপিপিএফে অনুদানের হার ১ শতাংশ করার অনুরোধ জানান তিনি। তবে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি রাজেকুজ্জামান রতন ও বাবুল আখতার শ্রমিকদের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত নিট মুনাফার দেড় শতাংশ অর্থ দিয়ে এই খাতের জন্য বিপিপিসিএফ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় সভায়।

টিসিসির সভার পর শেভরন বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন হাইকোর্টে রিট মামলা করে। বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ গত সোমবার বিধিমালাটি তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন।

এ বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী গতকাল বুধবার দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় স্বার্থে বিধিমালা সংশোধন করেছে। এখন কোনো পক্ষ থেকে দাবি বা প্রশ্ন উঠলে, তা বিবেচনা করবে বর্তমান সরকার।

সময়ের আলো ▪ বৃহস্পতিবার। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সেমাই তৈরির ধুম, আড়ালে শিশুশ্রম

কম খরচে বেশি কাজ করাতে গোপনে শিশুশ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছেন মালিকরা

● আতিকুর রহমান ঝালকাঠি

আসন্ন ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে ঝালকাঠির সেমাই কারখানাগুলোতে চলছে সেমাই তৈরির ধুম। কম খরচে বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যে কাজে নিয়োগ করা হয়েছে শিশু-কিশোর শ্রমিক। কারখানা মালিকরা শিশু-কিশোর শ্রমিকদের রাখছেন আড়াল করে। মালিকদের দাবি, ওদের বাসা পাশে, এখানে আসে ঘুরতে-দেখতে।

শিশুশ্রম দেখভালের জন্য ঝালকাঠিতে সুনির্দিষ্ট কোনো দফতর নেই। তা ছাড়া জেলায় কতটি সেমাই কারখানা চালু আছে তাও জানে না কোনো দফতর। এ বিষয়ে জানার জন্য যোগাযোগ করা হলে জেলা নিরাপদ খাদ্য অধিদফতর কর্মকর্তা ফয়েজ জালাল উদ্দিন বলেন, আমরা এর আগে ভিজিট করে কারখানায় তৈরি সেমাইয়ে তেলাপোকা পাওয়ায় জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অভিযান চালিয়েছিলাম। আমাদের অভিযান অব্যাহত আছে।

জানতে চাইলে ঝালকাঠি ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সাফিয়া সুলতানা বলেন, আমাদের অভিযান সার্বক্ষণিক চলমান। এখন (মঙ্গলবার দুপুরে) নলছিটিতে অভিযানে আছি। পর্যায়ক্রমে সব জায়গায় অভিযান চালানো হবে বলেও জানান সাফিয়া সুলতানা।

মঙ্গলবার দুপুরে শহরের কাঠপট্টি এলাকার দুটি ও পশ্চিম চাঁদকাঠি এলাকার একটি সেমাই কারাখানা সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে, কাঠপট্টি এলাকার মো. নান্না মিয়ার মালিকানাধীন মেসার্স মদিনা ফুড প্রোডাক্টস কারখানায় দুজন শিশু শ্রমিক সেমাই প্যাকেজিংয়ের কাজ করছে। এ সময় কারখানার কারিগর জাফর হোসেন বলেন, মালিকের অনুমতি ছাড়া এখানে কারও প্রবেশ নিষেধ। ওরা পাশের বাসায় থাকে, এখানে দেখতে এসছে। শখের বসে প্যাকেটের কাজ করছে। শিশু শ্রমিক দুজন কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানালেও তাদের বাড়ি মহেষখালী এবং তারা দুজনই স্কুল ছাত্র বলে জানায়। প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলতেই কারিগর জাফর শিশু শ্রমিক দুজনকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মালিক নান্না মিয়া কোনো কথা বলতে রাজি হননি। এই সেমাই কারখানার আরেকটু উত্তরে কুলসুম সেমাই কারখানা। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, চারজন কিশোর শ্রমিক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তারা সবাই নলছিটি উপজেলার কুলকাঠি ইউনিয়নের মুখিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই এলাকার খাগড়াখানা মডেল হাই স্কুলের ছাত্র। দশম শ্রেণির ছাত্র শ্রমিক শাকিব, এসএসসি পরীক্ষার্থী রুহুল আমীন, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র অহেদুল হাওলাদার ও নীরব হাওলাদার। এ সময় কথা হয় কারখানা মালিক শাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানান, ওদের এখন স্কুল বন্ধ, তাই স্বেচ্ছায় কাজ করতে এসেছে। এখন কাজের চাপ কম, তাই কারখানায় উৎপাদন বন্ধ আছে।

আসন্ন ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে ঝালকাঠিতে বিভিন্ন কারখানায় সেমাই তৈরি করছে শিশুরা ● সময়ের আলো

পশ্চিম ঝালকাঠির মক্কা সেমাই কারখানায় কাজ করছে উজিরপুর থেকে আসা দুজন কিশোর শ্রমিক। এ বিষয়ে তারা কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি। তবে তারা পড়াশোনা করছে না বলে জানিয়েছে। কারখানার মালিক আইউব আলী জানান, ওরা দুজনের কেউই পড়াশোনা করে না। ঈদে সেমাইয়ের চাহিদা থাকায় রমজানে মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে কাজ করে।

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২

Dhaka : Thursday 26 February 2026

সাগরে জলদস্যু আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতায় জেলেরা

প্রতিনিধি, পাথরঘাটা (বরগুনা)

বরগুনার পাথরঘাটা উপকূলসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে. আবারও বেড়েছে জলদস্যুদের তৎপরতা। অপহরণ, লুটপাট ও মুক্তিপণের ঘটনায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন জেলেরা। নিরাপত্তাহীনতার কারণে গভীর সাগরে মাছ ধরতে যেতে পারছেন না অনেকেই। এতে জীবিকা সংকটে পড়েছে হাজারো জেলে পরিবার এবং ক্ষতির মুখে পড়ছে সামুদ্রিক মৎস্য খাত।

স্থানীয় জেলে ও ট্রলার মালিকদের অভিযোগ, কয়েক বছর আগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে জলদস্যু কার্যক্রম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নজরদারি কমে যাওয়ায় আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিভিন্ন জলদস্যু চক্র। গভীর সাগরে ট্রলার ঘিরে ফেলা, মারধর, জাল ও মাছ লুট এবং জেলেদের অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি- এসব ঘটনা বেড়েই চলেছে।

সম্প্রতি সুন্দরবনসংলগ্ন কটকা এলাকায় পাথরঘাটা উপজেলার পদ্মা গ্রামের আব্দুল সরদারসহ চার জেলেকে অপহরণ করে জলদস্যুরা। পরে পরিবারের সদস্যরা প্রায় চার লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে আনেন। অপহরণকৃত জেলেরা জানান, বন্দি অবস্থায় তাদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়।

জলদস্যুদের কবল থেকে ফিরে আসা আব্দুল সরদার বলেন, গভীর রাতে একটি ট্রলারের শব্দ পেয়ে তারা নিজেদের ট্রলারের বাতি নিভিয়ে দেন। কিন্তু জলদস্যুরা তাদের শনাক্ত করে মারধর করে এবং ট্রলার দখলের চেষ্টা চালায়। জালে আটকে থাকায় ট্রলার নিতে না পেরে তাকে তুলে নিয়ে যায়। আমাকে পায়ে শিকল দিয়ে চার দিন আটকে রাখে এবং প্রতিদিন নির্যাতন করে, বলেন তিনি।

এদিকে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের পদ্মা স্লুইস এলাকায় নোঙর করা একটি ট্রলার থেকেও ১৪ বছর বয়সী এক কিশোর পাহারাদারকে তুলে নিয়ে যায় জলদস্যুরা। একই সঙ্গে ট্রলারটিও ছিনতাই করা হয় বলে জানা গেছে। নিখোঁজ কিশোর মিরাজুল ট্রলার পাহারার দায়িত্বে ছিল।

ভুক্তভোগী .পরিবারগুলোর অভিযোগ, ধারদেনা করে সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে অপহরণের শিকার হচ্ছেন জেলেরা। মুক্তিপণ দিতে আবার নতুন করে ঋণ করতে হচ্ছে। এতে পরিবারগুলো চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়ছে। 'এভাবে চলতে থাকলে সাগরে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে', বলেন এক জেলে পরিবারের সদস্য বরগুনা জেলা ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, একটির পর একটি জেলে অপহৃত হচ্ছে। অনেককে মুক্তিপণ দিয়ে ফেরত আনতে হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৎস্য খাত মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বে।

স্থানীয় জেলেদের দাবি, প্রশাসন আগে যেভাবে জলদস্যু দমনে অভিযান চালিয়েছিল, সেভাবে আবার কঠোর পদক্ষেপ নিলে তারা নির্বিঘ্নে সাগরে যেতে পারবেন। অন্যথায় উপকূলীয় এলাকার অর্থনীতি বড় ধরনের বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হাসিবুল হক বলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনার লিখিত অভিযোগ বা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, সাগরে প্রশাসনিক টহল সার্বক্ষণিক রয়েছে এবং প্রয়োজনে তা আরও জোরদার করা হবে। অপরদিকে জেলেদের একটাই দাবি- নিরাপদ ও জলদস্যুমুক্ত সাগর নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার॥ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সৌদিফেরত মানসিক ভারসাম্যহীন রিজিয়াকে ফিরে পেল পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক

মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় সৌদি আরব থেকে ফেরত পাঠানো রিজিয়া বেগমকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টার। দেশে ফেরার ১৩ দিন পর গতকাল রিজিয়া বেগমের সন্তানরা তাকে গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার মামদনগরে নিয়ে যান।

জানা গেছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি সৌদি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় পৌছান রিজিয়া বেগম। তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অসংলগ্ন ছিল এবং তিনি নিজের ঠিকানা বা পরিবারের কোনো তথ্য জানাতে পারছিলেন না। তখন সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (এভসেক) সদস্যরা তাকে ব্র্যাকের মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারে হস্তান্তর করেন। গতকাল উত্তরায় ব্র্যাকের মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রিজিয়া বেগমকে তার নিজ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে স্বস্তি প্রকাশ করেন এভসেক কর্মকর্তা মাহবুব আলম। ব্র্যাক জানায়, রিজিয়ার কাছে কোনো পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র বা ব্যক্তিগত নথিপত্র

সৌদিফেরত

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর] পাওয়া যায়নি। পরে ঢাকায় পিবিআই সদস্যরা রিজিয়ার আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে তার পরিচয় নিশ্চিত হন। পিবিআইয়ের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. এনায়েত হোসেন মান্নান জানান, যাদের কারণে বিদেশে নারীদের এমন দুর্ভোগে পড়তে হয় সেই পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন।

রিজিয়া বেগমের মেয়ে লিজা আক্তার জানান, ২০১৯ সালে গ্রামের এক দালালের মাধ্যমে ঢাকার এটিবি ওভারসিজ লিমিটেডের এজেন্সির সহায়তায় তার মা সৌদি আরবে যান। যাওয়ার পর থেকেই তিনি নিয়োগকর্তার শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। দালাল ও সংশ্লিষ্টদের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি। ২০২১ সালের পর মায়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ২০২৩ সালে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোতে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু কোনো প্রতিকার পাননি।

অনুষ্ঠানে নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে রিমা আক্তার নামে (ছদ্মনাম) সৌদি ফেরত আরেক নারী জানান, সৌদি আরবে যাওয়ার পর তাকে চারবার বিক্রি করা হয় এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। একপর্যায়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন এবং গত ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফেরেন। ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার নিরাপদ আবাসন ও চিকিৎসার জন্য এপিবিএন তাকে ব্র্যাকের কাছে হস্তান্তর করে।

প্রথম আলো
বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

মিরসরাইয়ে হবে জাহাজের পণ্য তৈরির কারখানা

দেশি-বিদেশি যৌথ বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দেশে রপ্তানিমুখী আধুনিক বাথটাব, জ্যাকুজি ও প্যানেল ট্যাংক তৈরির কারখানা করবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও বাংলাদেশের যৌথ মালিকানাধীন একটি কোম্পানি। এ জন্য তারা প্রায় এক কোটি মার্কিন ডলার বা ১২৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে এ কারখানা স্থাপন করবে প্রতিষ্ঠানটি।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে মূলত একটি ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার কম্পোজিট প্রোডাক্টস, স্টিল ফ্রেম ও অ্যাকসেসরিজ উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপন করবে দেশি-বিদেশি যৌথ মালিকানাধীন কোম্পানিটি। এ লক্ষ্যে বেপজার সঙ্গে লিজ চুক্তি সই করেছে ইন্টিগ্রেটেড কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।

প্রতিষ্ঠানটি ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার দিয়ে আধুনিক বাথটাব, জ্যাকুজি ও প্যানেল ট্যাংক তৈরি করবে। পাশাপাশি এসব পণ্য তৈরির জন্য সব ধরনের ফাইবার রিইনফোর্সড পলিমার কম্পোজিট পণ্য ও অ্যাকসেসরিজ, মোল্ড ও প্যাটার্ন তৈরি করবে। জাহাজ নির্মাণ ও ক্রুজশিল্পে এসব পণ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদ্যমান এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি বছরে ৬ হাজার ১৭৪ টন পণ্য উৎপাদন করবে। এসব পণ্যের অধিকাংশই দুবাইয়ে রপ্তানি করা হবে।

বেপজা জানিয়েছে, এই বিনিয়োগ দেশের শিল্প খাতে বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যার মাধ্যমে প্রথাগত খাতের বাইরে বিশেষায়িত কম্পোজিট খাতের প্রসার ঘটবে। কারখানাটি চালু হলে সেখানে ৯০৬ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। গত রোববার রাজধানীর গ্রিন রোডে অবস্থিত বেপজা কমপ্লেক্সে এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। বেপজার নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন ও ইন্টিগ্রেটেড কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চৌধুরী এই সংক্রান্ত চুক্তিতে সই করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিনিয়োগকারীকে স্বাগত জানিয়ে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, শিল্প স্থাপনে দ্রুত সেবা প্রদান ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করতে বেপজা কাজ করে যাচ্ছে। এ সময় তিনি দেশে ভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ধন্যবাদ জানান।

ইন্টিগ্রেটেড কম্পোজিট ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চৌধুরী দ্রুত কারখানা নির্মাণ ও উৎপাদন শুরুর আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ক্রমেই বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি সম্ভাবনাময় গন্তব্যে পরিণত হচ্ছে।

সময়ের আলো ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সম্পাদক পরিষদের বিবৃতি

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ।

বুধবার সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সই করা এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানো হয়।

এতে বলা হয়, চব্বিশের ৫ আগস্ট পরবর্তী সময় থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলাসহ অসংখ্য হয়রানিমূলক মামলা করা হয়েছে। এসব মামলার কারণে এখনও অনেক সাংবাদিক কারাবন্দি রয়েছেন এবং অনেকে নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে সাংবাদিকদের স্বাভাবিক পেশাগত কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং গণমাধ্যমের স্বাধীন পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তবে কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণসাপেক্ষ অভিযোগ থাকলে তা অবশ্যই প্রচলিত আইন ও স্বচ্ছ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করতে হবে। সম্পাদক পরিষদ মনে করে, ন্যায়বিচারের স্বার্থেই অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান ও আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলাগুলো প্রত্যাহার ও সাংবাদিকদের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে একাধিকবার বিনীতভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছিল উল্লেখ করে এতে আরও বলা হয়, তারা আমাদের আশ্বস্তও করেছিলেন যে, মামলাগুলো খতিয়ে দেখা হবে এবং মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এ বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

FRIDAY FEBRUARY 27, 2026
FALGUN 14, 1432 BS
The Daily Star

North Bengal Sugar Mills shuts early amid cane shortage

AHMED HUMAYUN KABIR TOPU

The sugarcane crushing operations for the 2025-26 season at the state-owned North Bengal Sugar Mills in Lalpur, Natore, ended on Tuesday -- two weeks ahead of schedule -- due to a shortage of sugarcane.

"We could not secure enough sugarcane supply, so we had to stop operations and close the mill," said Md Ashab Uddin, general manager (agriculture) of the mill.

According to mill sources, the target for the season was to collect 200,000 tonnes of sugarcane from 18,000 acres of land and crush it over 122 days -- from November 10, 2025, to March 12, 2026 -- to produce 13,000 tonnes of sugar.

However, the mill collected around 172,000 tonnes of sugarcane and produced about 9,600 tonnes of sugar this season, down from 195,981 tonnes of sugarcane crushed in 2024-25 -- a decline of nearly 24,000 tonnes compared with the previous season.

The mill authorities said the decline in production was mainly due to lower-than-targeted cultivation and supply shortages, as large quantities of sugarcane were diverted to other mills and molasses producers.

"Cultivation did not meet expectations, even though farmers were given incentives to grow sugarcane," Ashab Uddin said.

North Bengal Sugar Mills in Lalpur, Natore ended its 2025-26 season early as cane cultivation fell short and supplies were diverted to other mills and molasses producers. PHOTO: COLLECTED

Around 15,000 farmers have received their payments through mobile banking, with a total of Tk 15 crore distributed this season.

Moreover, to encourage growers, the price of sugarcane was increased by Tk 25 per maund (about 37kg), raising it from Tk 600 to Tk 625.

Despite this, many farmers shifted to other crops that they consider more profitable than sugarcane.

This created supply gaps, reduced the extraction rate and made it impossible for the mill to achieve its production target.

Officials warned that failing to meet the target is likely to result in significant financial losses this season.

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জামালপুর

যান্ত্রিক ত্রুটি গ্যাস সংকট উৎপাদন বন্ধ থাকলেও প্রতি মাসে গ্যাস বিল ৬ কোটি টাকা

বারবার বন্ধ যমুনা সার কারখানা

শুভ্র মেহেদী, জামালপুর

গ্যাস সংকটে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইউরিয়া উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যমুনা সার কারখানায় ১৭ ফেব্রুয়ারি উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। যান্ত্রিক ত্রুটি, গ্যাসসংকটসহ নানান কারণে বারবার সার কারখানা বন্ধ হচ্ছে, বলছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে কারখানায় সার উৎপাদন বন্ধ থাকলেও যন্ত্রাংশ সচল রাখতে প্রতি মাসে শুধু গ্যাস বিল পরিশোধ করতে হয় ৬ কোটি টাকা। কারখানা কর্তৃপক্ষ বলছেন, রমজানের পর গ্যাস সংযোগ পেলে কারখানা চালু করা সম্ভব হবে। গংশ্লিষ্ট সুত্র জানায়, দৈনিক ১৭০০ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন জামালপুরের যমুনা সার কারখানা ১৯৯১ সালে যাত্রা শুরু করে। এ কারখানায় উৎপাদিত সার বিসিআইসির তালিকাভুক্ত ১ হাজার ৯০০ ডিলারের মাধ্যমে জামালপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জসহ উত্তরাঞ্চলের কমান্ড এরিয়ার ২১ জেলার ১৬২ উপজেলায় কৃষকদের কাছে সরবরাহ করা হয়। নিরবচ্ছিন্ন সার উৎপাদনের জন্য কারখানায় দৈনিক ৪২-৪৩ পিএসআই গ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে গ্যাসের চাপ স্বল্পতা এবং কারখানার বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সার উৎপাদন নেমে আসে ১২০০ টনে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গ্যাসের চাপ কম থাকায় যমুনা সার কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ২৩ মাস পর ২০২৫ সালের নভেম্বরে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হলে আবারও উৎপাদনে ফিরে কারখানাটি। তবে যান্ত্রিক ত্রুটি ও গ্যাস সংকটের কারণে তিন মাসে তিনবার বন্ধ হয়েছে উৎপাদন। সর্বশেষ ১৭ ফেব্রুয়ারি তিতাস কর্তৃপক্ষ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিলে যমুনা সার কারখানার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। কারখানার তথ্যানুযায়ী, দেশে সার উৎপাদনে সবচেয়ে কম গ্যাস লাগে যমুনা সার কারখানায়। এখানে এক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন করতে খরচ হয় ১৮-২০ হাজার টাকা। আর দেশের বাইরে থেকে সার আমদানি করতে খরচ পড়ে টনপ্রতি প্রায় ১ লাখ টাকা। এ কারখানায় দৈনিক ১৩০০ থেকে ১৪০০ টন সার উৎপাদন করা যায়। এই পরিমাণ সারের বাজার মূল্য ৬ থেকে সাড়ে ৬ কোটি টাকা। নিয়মিত সার উৎপাদন করা গেলে প্রতিদিন ৩ কোটি টাকার গ্যাস বিলসহ অন্যান্য খরচ পরিশোধ করেও সরকারের দৈনিক ২ কোটি টাকা লাভ হয়। কিন্তু কারখানার প্রিজারভেশন ঠিক রাখতে কারখানা বন্ধ থাকলেও বয়লার, পাওয়ার প্লান্টসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ সচল রাখতে প্রতি মাসে ৬ কোটি টাকার ওপরে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে হয়, যা পুরোটাই কারখানার লোকসান। এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে কারখানাটির অধিকাংশ যন্ত্রাংশই অকেজো হয়ে পড়তে পারে। নষ্ট যন্ত্রাংশ পুনরায় স্থাপন করতে সরকারকে ব্যয় করতে হবে শত শত কোটি টাকা। এদিকে কারখানা বন্ধ থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে অস্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী, পরিবহনের চালক-হেলপার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত অন্তত ৪ হাজার মানুষ। যমুনা সার কারখানার সিবিএ সভাপতি শফিকুল ইসলাম বলেন, কারখানা বন্ধ থাকলে বিভিন্ন যন্ত্রাংশে মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ছাড়া এর ওপর নির্ভরশীল বহু কর্মচারী, শ্রমিক, চালক, ব্যবসায়ী বেকার হয়ে পড়েন। যমুনা সার কারখানার বিভাগীয় প্রধান মো. ফজলুল হক বলেন, ১৭ ফেব্রুয়ারি তিতাস কর্তৃপক্ষ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দিলে সার উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তবে রোজার পর আবারও উৎপাদনে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

২০ রোজার মধ্যে বেতন-ভাতা দাবি পোশাক শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

২০ রোজার মধ্যে বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করার দাবি জানিয়েছেন পোশাক শ্রমিক নেতারা। তারা জানিয়েছেন, এ সময়ের মধ্যে বেতন-বোনাস না দিলে শ্রমিকরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক সমাবেশে এসব কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের নেতারা।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. এম এম আকাশ জানান, শ্রমিকরা দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলেও তাদের ন্যায্য অধিকার বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে। কৃষকদের ঋণ মওকুফের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, 'শ্রমিকরাও ন্যায্য অধিকার পাওয়ার আশায় আছেন। ঈদের আগে বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।'

শ্রম সংস্কার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ঈদের আগে সব শ্রমিকের বেতন ও বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা মালিকপক্ষ ও সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। মালিকরা যদি তা না দেন, তাহলে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে শ্রমিকরাও পরিবার নিয়ে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।'

সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে শ্রমিক নেতা কাজী রুহুল আমিন বলেন, 'শ্রমিকরা উৎপাদন সচল রেখে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে চায়। কিন্তু, সময়মতো বেতন ও বোনাস না পেলে বাধ্য হয়েই রাজপথে নামতে হবে। শ্রমিকদের আন্দোলনের দায় তাদের নয়, দায় মালিকদের অবহেলার। বেতন পরিশোধে ব্যর্থ মালিকদের বিরুদ্ধে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

সমাবেশ সঞ্চালনা করেন শ্রমিক নেতা কে এম মিন্টু ঘোষ। এ সময় আরও বক্তব্য দেন জাতীয় নারী শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি সাহিদা পারভীন শিখা, শ্রমিক নেতা ইকবাল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, জালাল হাওলাদার, সাইফুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। সমাবেশ শেষে শ্রমিকদের লাল পতাকা মিছিল জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বর থেকে শুরু হয়ে পল্টন এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

প্রথম আলো
শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

শোভন কাজ

হাতে তৈরি জুতার কারখানায় অন্য রকম ব্যস্ততা

রাজশাহীর কালুহাটি

হাতে তৈরি চামড়ার স্যান্ডেলের চাহিদা বাড়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক কারখানা আবার চালু হয়েছে।

শফিকুল ইসলাম, *রাজশাহী*

গ্রামে ঢুকতেই কানে এল ঠুকঠাক শব্দ। কেউ রাবার কাটছেন, কেউ সোলের ওপর আঠা লাগাচ্ছেন। কেউ স্যান্ডেলে কোম্পানির নামের ছাপ বসাচ্ছেন, কেউবা চামড়ার ওপর সূক্ষ্ম নকশা তুলছেন। সামনে ঈদ। রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার কালুহাটি গ্রাম যেন এখন ব্যস্ত এক কর্মশালা।

বড়াল নদঘেঁষা কালুহাটি গ্রামটি স্থানীয়ভাবে 'পাদুকাপল্লি' নামে পরিচিত। মূলত হাতে তৈরি চামড়ার জুতার জন্যই গ্রামটি সুপরিচিত। ঈদ সামনে রেখে গ্রামের একাধিক কারখানায় দিন-রাত কাজ চলছে। উদ্যোক্তা ও শ্রমিকেরা বলছেন, মেশিনে তৈরি জুতার পাশাপাশি হাতে তৈরি চামড়ার স্যান্ডেলের চাহিদা বাড়ায় স্থানীয় এই শিল্প ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

গ্রামের ভেতরে ঢুকতেই চোখ গেল বাড়ির সামনে ঝোলানো সাইনবোর্ডে। নানা ধরনের দিক-চিহ্ন দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ছোট ছোট টিনশেড বা আধা পাকা ঘরেই গড়ে উঠেছে কারখানা। একেকটি ঘরে ১০ থেকে ৩০ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করছেন। একই কক্ষে বসে কেউ চামড়া কাটছেন, কেউ সেলাই করছেন, কেউ ফরমা দিয়ে ফিটিং ঠিক করছেন। শেষে রং ও ফিনিশিংয়ের কাজ।

কারখানা-সংশ্লিষ্টদের ভাষ্য, একটি স্যান্ডেল এক হাতে তৈরি হয় না। আপার, সোল, ফিটিং ও ফিনিশিং—এভাবে দুই থেকে তিনজনের হাত ঘুরে তবেই চূড়ান্ত রূপ পায় একটি জুতা।

কালুহাটিতে একসময় বছরে প্রায় ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা হতো বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। করোনার আগপর্যন্ত ৭৫টির মতো কারখানা ছিল। এখন টিকে আছে অর্ধেকের কম। করোনার ধাক্কা, বিদেশি পণ্যের আধিপত্য ও ক্রেতাসংকটে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। চলতি মৌসুমে পরিস্থিতি কিছুটা বদলাতে শুরু করেছে। অনেক কারখানা আবার চালু হয়েছে।

একটি কারখানার শ্রমিক মোহাম্মদ সম্রাট আলী প্রায় ২০ বছর ধরে এ পেশায় আছেন। এখন জুতা তৈরির প্রায় সব ধাপেই তিনি দক্ষ। জুতার ডজনভিত্তিক মজুরি পান তিনি। সম্রাট বলেন, 'কাজ করলে আয় আছে, না করলে নাই। সারা বছরই কাজ থাকে। তবে ঈদের আগে অর্ডার বেশি থাকায় আয় ভালো হয়। আগের চেয়ে হাতে তৈরি জুতার চাহিদা বেড়েছে।'

> আগে পরিস্থিতি খারাপ ছিল। এখন আল্লাহর রহমতে ভালো। ঈদের আগে তো সারা রাত কাজ চলে, এক-দুই ঘণ্টা বন্ধ থাকে।
>
> মোহাম্মদ রাজিব আলী, 'রাজ সুজ'-এর উদ্যোক্তা

শ্রমিকেরা বলছেন, চার ধাপে কাজ ভাগ করা থাকে। ধাপভেদে মজুরি নির্ধারিত হয়। কেউ সোল তৈরি করেন, কেউ আপার, কেউবা ফিনিশিং। অনেকেই ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে এ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

কাঁচামালের একটি অংশ ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসে। দক্ষ কারিগরেরা তা প্রক্রিয়াজাত করে হাতে স্যান্ডেল তৈরি করেন।

'রাজ সুজ'-এর উদ্যোক্তা মোহাম্মদ রাজিব আলী বলেন, 'আগে পরিস্থিতি খারাপ ছিল। এখন আল্লাহর রহমতে ভালো। ঈদের আগে তো সারা রাত কাজ চলে, এক-দুই ঘণ্টা বন্ধ থাকে।' হাতে তৈরি জুতার চাহিদা বেড়েছে জানিয়ে বলেন, 'মানুষজন দেশের বাইরে থেকে আসা জুতা পরা ধীরে ধীরে বাদ দিচ্ছে। চিকিৎসকেরাও পরামর্শ দেন যে চামড়ার জুতা পরতে হবে। এটা স্বাস্থ্যসম্মত। সব মিলিয়ে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ ভালো দেখছি।'

'বিজয় সুজ'-এর ব্যবস্থাপনায় থাকা রাফিউল ইসলামকে খুব ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। অনেক ক্রেতা তাঁর কারখানায় ভিড় করছেন। ব্যস্ততার মধ্যে বললেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠানের বয়স ১০ বছরের বেশি। মোটামুটিভাবে উত্তরবঙ্গে সব জেলায় তাঁদের শোরুম আছে। প্রায় ৩০ জন শ্রমিক কাজ করছেন। সবাই স্থানীয়।

'শ্রাবণী সুজ' কারখানার মালিক ইসরাইল প্রামাণিক বলেন, তাঁরা ঈদ সামনে রেখেই কাজ করেন। সারা বছর ক্রেতা কম। আগের মতো ব্যবসা নেই। তবে এবার অর্ডার আসা শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, সামনে ব্যবসা হবে।

'পায়ে পায়ে সুজ' কারখানার মালিক জয়নাল আবেদীন জুতার কারখানার একটি অংশ ভেঙে এক বছর আগে মুদিদোকান করেছিলেন। এখন সেই মুদিদোকান নেই। সেখানে তিনি জুতা বিক্রির জন্য সাজিয়ে রেখেছেন। নাটোরের নলডাঙ্গা বাজারের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ তাহমিদকে দোকানে পাওয়া গেল। তিনি ঈদের আগে জুতা কিনতে গ্রামে এসেছেন। তিনি বলেন, 'মান ভালো, দামও তুলনামূলক সাশ্রয়ী। জেন্টস, লেডিস, বাচ্চাদের সব ধরনের স্যান্ডেল পাওয়া যায়। এই জুতা ক্রেতারাও পছন্দ করে।'

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার কালুহাটি গ্রামে হাতে তৈরি জুতার কারখানায় ঈদের আগে ব্যস্ততা বেড়েছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে। ছবি : প্রথম আলো

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 27.02.2026

Clay stoves in a gas-starved city: A new livelihood born from crisis

Friday Feature

ASMA SULTANA AND **ANUSKA BANERJEE**

On a hot afternoon, a group of women can be seen sitting in front of the embankment near Sheikh Jamal School in Kamrangirchar. From a distance, it might look like a casual post-lunch gathering. But a closer look reveals that they are clearing water hyacinths along the riverbank and collecting soil into large bowls. Gradually, the soil piles up into mounds.

As the collection process nears completion, several women squat down and begin shaping clay stoves. Day fades into evening, yet with mud-stained hands and careful attention, they continue their work. These stoves are not craft items. They are survival tools – for both the buyers and the makers.

Dhaka has been experiencing a severe gas shortage this winter, causing widespread hardship for residents. Cooking has turned into a daily struggle in neighbourhoods such as Hazaribagh, Lalbagh, Shyampur, Mirpur, Kamrangirchar, and Keraniganj.

At times, it takes hours to cook a pot of rice due to extremely low gas pressure. Liquefied petroleum gas (LPG) cylinders are not a viable alternative for many households, as prices have risen sharply in recent months, putting them beyond the reach of low-income families. As a result, handmade clay stoves have become a practical solution for many households amid the prolonged gas crisis.

From riverbank to kitchen

Nurjahan Begum, in her sixties, arrives at the riverbank before sunrise each day. Grey streaks frame her face, but her movements are brisk and assured.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Clay stoves in a gas-starved city

CONTINUED FROM PAGE 3

She wades into the mud, gathers soil by hand, and carries it back to the embankment. There, she begins shaping stoves—one after another—carefully forming their mouths, bases, and air channels. The process takes hours. When finished, she arranges them in neat rows to dry under the sun.

The next morning, she starts again.

Nurjahan came to Kamrangirchar from Barishal only four months ago. She learned the trade simply by watching others. Yet stove-making here is not new; women in this area say the practice has existed for nearly a decade, resurfacing whenever fuel shortages worsen. Traditionally, demand peaked during winter, when gas pressure tends to drop. This year, however, there is no "season" anymore. The crisis has stretched across months, and the women now work almost every day to keep up with buyers.

A small trade, a crucial income

For 25-year-old Jhumur, stove-making is a second profession born of necessity. She works primarily as a tailor, but her earnings were not enough to sustain her household. About a year ago, she joined the others on the embankment.

So far, she has sold around ten stoves of her own. "Six or seven of us are working regularly now," she says. "When sales are good, more women become interested." The income is modest, but steady. And that makes all the difference. Prices vary depending on size, design and durability. For instance, small stoves sell for around Tk200, medium ones for about Tk300, larger, sturdier, and well-designed stoves can fetch up to Tk500. The cheapest variety can be bought for Tk100. Customers from different parts of the capital such as Kamrangirchar, Hazaribagh, Lalbagh, Shyampur, Keraniganj, Mirpur, Gabtoli, and other parts of Dhaka come to purchase these clay stoves.

For families living in semi-permanent housing or areas with irregular connections, installing alternatives like electric cookers is often impractical. LPG cylinders, meanwhile, can cost more than they can afford. A clay stove, by contrast, requires only firewood, scraps, or other low-cost fuel. It is simple. It is reliable. And it works. As for the stove makers, the days stretch long. Morning to evening is spent moulding, drying, stacking, and selling. In between, they return home to cook, clean, and care for their families. Nurjahan says she finds dignity in the routine. "It brings some money. People benefit. And my time is not wasted," she explains. She remembers the first day she made just four stoves. They sold quickly, earning her Tk2,000. That small success anchored her to the craft.

What began as a response to hardship has grown into a micro-economy shaped by resilience. In a gas-starved Dhaka, these humble clay stoves have become more than a workaround. They are a livelihood—fired by necessity, sustained by ingenuity.

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

সাগরে আবারও জলদস্যুদের উৎপাত, আতঙ্কে জেলেরা

আনোয়ারা উপকূল
গত ১০ দিনে জলদস্যুদের মারধরে আহত অর্ধশত মাঝিমাল্লা

জাহেদুল হক, আনোয়ারা (চট্টগ্রাম)

বৈরী আবহাওয়াসহ নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবিকার টানে বঙ্গোপসাগরে দিনের পর দিন পরে থাকেন জেলেরা। স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরে মাছ ধরায় ব্যস্ত থাকলেও শান্তি নেই তাদের। শীত মৌসুমের শেষে হঠাৎ করে সাগরে জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তারা এখন জেলেদের জন্য মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে।

রমজানের শুরু থেকে চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপকূলের বেশ কিছু মাছ ধরার ট্রলারে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় জলদস্যুদের হামলায় একজন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত অর্ধশত মাঝিমাল্লা আহত হয়েছেন। ফলে জলদস্যু আতঙ্কে অনেক জেলে সাগরে মাছ ধরতে যাচ্ছেন না।

গত বৃহস্পতিবার দুপুরে শঙ্খ নদের মোহনার গহিরা উপকূলে সাগর থেকে মাছ ধরে ফিরে আসা এফবি সিফাত নামক ট্রলারের জেলে মোহাম্মদ খোকনের সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরে ফিরে আসার পথে গত বুধবার রাতে কক্সবাজার উপকূলের অদূরে জলদস্যুরা তাদের ওপর হামলা করার চেষ্টা করে। তবে বিষয়টি টের পেয়ে ট্রলারের মাঝি আবারও গভীর সমুদ্রের দিকে ফিরিয়ে নেন ট্রলার। ট্রলারের ইঞ্জিন শক্তিশালী হওয়ায় জলদস্যুরা তাদের ধরতে পারেননি।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া উপকূলের পশ্চিমে জলদস্যুদের হামলার শিকার হয় তিনটি মাছ ধরার ট্রলার। এ ঘটনায় এফবি নাজিম উদ্দিন নামের ট্রলারের মাঝি মনির আহমদ গুলিবিদ্ধ হন। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। জলদস্যুদের মারধরে আহত হয়েছেন আরও ১০-১২ জন জেলে। এ সময় তিনটি ট্রলারের মাছসহ আনুমানিক ৮ থেকে ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায় জলদস্যুরা। গত সোমবার ভোরে আনোয়ারা উপকূল থেকে এই তিনটি ট্রলার সাগরে মাছ ধরতে যায়। উপজেলার পূর্ব গহিরা এলাকার তৈয়ব আলী, জসিম উদ্দিন ও মো. ফেরদৌসের মালিকানাধীন এই তিনটি ট্রলারে ১২ জন করে মোট ৩৬ জন মাঝিমাল্লা ছিলেন।

আহত জেলে আকবর হোসেন বলেন, 'জলদস্যুদের নির্যাতনে প্রাণ যায় অবস্থা। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরেছি এটাই বেশি। তবে এখন সাগরে যেতে ভয় হচ্ছে। কারণ এ পর্যন্ত সাগরে অন্তত ২০টিরও বেশি ট্রলার ডাকাতির শিকার হয়েছে।'

আনোয়ারা উপকূলের একাধিক জেলে জানিয়েছেন, শুষ্ক মৌসুমে একদিকে সাগরে মাছ কম ধরা পড়ছে, অন্যদিকে হঠাৎ করে বেড়ে চলেছে জলদস্যুদের আক্রমণ। এতে সাগরে যাওয়া অনিরাপদ হয়ে পড়েছে। উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আনোয়ারা উপকূলে সরকারি নিবন্ধিত ছোট-বড় মিলে ৯৭৮টি মাছ ধরার নৌযান রয়েছে। এ উপজেলায় নিবন্ধিত মৎস্যজীবী রয়েছে ৭ হাজার ৩৩৯ জন।

সদরঘাট নৌপুলিশের ওসি মিজানুর রহমান বলেন, সাগরের বিষয়টি নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড সদস্যরা দেখেন। ডাকাতির বিষয়টি তাদের অবগত করা হয়েছে।

কোস্টগার্ড সাঙ্গু স্টেশনের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার জামাল উদ্দিন বলেন, সাগরে তাদের টহল দল রয়েছে। তবে গভীর সমুদ্রে জলদস্যুতা রোধে নৌবাহিনীর জাহাজের টহল জোরদার করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়ে

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বেতন-বোনাস নিয়ে শঙ্কা বাড়ছে শ্রমিক অসন্তোষ

আসছে ঈদ

- ৫০-৬০টি পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের আশঙ্কা
- ৬০টির বেশি কারখানায় জানুয়ারির বেতন বকেয়া, ফেব্রুয়ারিতেও সংকট
- ২০ রমজানের মধ্যে বকেয়া মজুরি-বোনাস পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন
- আগামী মঙ্গলবার ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের উদ্যোগ

এম সায়েম টিপু ▷

ঈদুল ফিতর সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এবারও তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন শ্রমঘন শিল্পে বেতন ও উৎসব বোনাস পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। সময়মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন শিল্প মালিক ও শ্রমিক নেতারা। এ পরিস্থিতি সামাল দিতে আগাম প্রস্তুতি ও নজরদারি জোরদারের তাগিদ দিয়েছেন তাঁরা।

ঈদের আগে ৫০-৬০টি কারখানায় শ্রম অসন্তোষের আশঙ্কা : ঈদুল ফিতর সামনে রেখে তৈরি পোশাক খাতের ৫০ থেকে ৬০টি কারখানায় শ্রম অসন্তোষ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। বকেয়া মজুরি ও ঈদ বোনাস পরিশোধে জটিলতা তৈরি হলে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে তাঁরা মনে করছেন। নতুন সরকারের জন্য তা যেন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি না করে, সে বিষয়ে আগাম সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

পোশাক শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ঈদের আগে বেতন-বোনাস পরিশোধে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে শ্রমিকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়, যা অনেক সময় আন্দোলন বা কর্মবিরতিতে রূপ নেয়। এতে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতার আশঙ্কা থাকে। তাই সম্ভাব্য সংকট মোকাবেলায় আগাম পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

এদিকে ঈদপূর্ব পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আগামী মঙ্গলবার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটির (টিসিসি) বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে সময়মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ এবং ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলোয় বিশেষ নজরদারি জোরদারের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ঈদের আগেই বকেয়া মজুরি পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে ২০ রমজানের আগেই শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবি জানাচ্ছি।'

খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, সময় মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা গেলে সম্ভাব্য শ্রম অসন্তোষ এড়ানো সম্ভব হবে। ঈদ সামনে রেখে শিল্পাঞ্চলে স্বাভাবিক পরিস্থিতিও বজায় থাকবে।

নগদ প্রণোদনা ও সফট লোন চায় বিজিএমইএ : ঈদুল ফিতরের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধে সম্ভাব্য আর্থিক চাপ মোকাবেলায় স্বল্প সুদে ঋণ (সফট লোন) ও বকেয়া নগদ প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়ের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে সংগঠনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ও অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে।

গত মঙ্গলবার বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি এনামুল হক খান বাবলু ও সহসভাপতি শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চিঠি হস্তান্তর করেন। পরে শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, খাতটির প্রায় পাঁচ হাজার ৭০০ কোটি টাকার নগদ প্রণোদনা এখনো বকেয়া রয়েছে। ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে যাতে কারখানাগুলো সংকটে না পড়ে, সে জন্য দ্রুত এই অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়েছে।

এ ছাড়া দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ সহজ শর্তে সফট লোন চাওয়া হয়েছে। বিজিএমইএর হিসাবে খাতটির মাসিক বেতন প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। সে অনুযায়ী দুই মাসে প্রয়োজন প্রায় এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা। সংগঠনটি জানিয়েছে, সব কারখানা সমান প্রণোদনা পায় না। বিশেষ করে ওভেন ও সোয়েটার কারখানাগুলো তুলনামূলক বেশি চাপের মুখে থাকবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর প্রণোদনার অর্থ ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন এবং স্যালারি সাপোর্টের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে উত্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে বিজিএমইএ।

শ্রমিকদের উদ্বেগ বাড়ছে : গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এ অঞ্চলের (আশুলিয়া) অনেক কারখানার শ্রমিক ঈদের আগে মজুরি ও বোনাস পাওয়া নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। কিছু কারখানায় নির্বাচন ও আন্দোলনের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়াকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।' তিনি জানান, কিছু কারখানা এখনো জানুয়ারি মাসের মজুরি পরিশোধ করতে পারেনি এবং ঠিকাদারি ভিত্তিতে পরিচালিত কারখানাগুলোতে বকেয়া পরিশোধে বেশি সমস্যা দেখা দিতে পারে।

কঠিন সময় পার করছে পোশাক খাত : জানতে চাইলে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববাজারে পোশাকপণ্যের চাহিদা হ্রাস ও দরপতন, উৎপাদন ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে কঠিন সময় পার করছে। ফেব্রুয়ারি মাসে দীর্ঘ সাধারণ ছুটি ও বিভিন্ন কারণে ২৮ দিনের মাসে কার্যকর উৎপাদন কার্যদিবস কমে মাত্র ১৯ দিনে নেমে এসেছে। ফলে শিপমেন্ট ব্যাহত হচ্ছে এবং অনেক কারখানা তারল্য সংকটে পড়ছে। এ অবস্থায় ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন ও উৎসব বোনাস সময় মতো পরিশোধ করা উদ্যোক্তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তিনি বলেন, 'বহু প্রতিষ্ঠানের নগদ সহায়তার আবেদন লিয়েন ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অডিট প্রক্রিয়ার জটিলতায় আটকে রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বস্ত্র ও পোশাক খাতে প্রায় পাঁচ হাজার ৭০০ কোটি টাকার প্রণোদনা এখনো অনিষ্পন্ন রয়েছে। দ্রুত এসব অর্থ ছাড় করা হলে কারখানাগুলোর তারল্য সংকট অনেকটাই কমবে।'

বিজিএমইএ নেতারা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নগদ সহায়তা ছাড়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। একই সঙ্গে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস প্রদানে সহায়তার জন্য দুই মাসের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ ঋণ হিসেবে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ঋণ তিন মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ১২ মাসে পরিশোধের সুযোগ রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

নজরদারি বাড়াচ্ছে শিল্প পুলিশ : আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে জানান, ঈদ বোনাস ও মজুরি পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে এবং কিছু কারখানার শ্রমিকরা এরই মধ্যে বিক্ষোভ ও মিছিল করেছেন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আশুলিয়া এলাকায় এখনো ৬০টির বেশি কারখানায় জানুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়নি এবং প্রায় ৩০টি কারখানায় ফেব্রুয়ারির বেতন ও বোনাস নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। এ ছাড়া একটি সোয়েটার কারখানায় ৫৪ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘটনায় শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন, পরে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম মনে করেন, সময়মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা না গেলে ঈদের আগে শিল্পাঞ্চলে অস্থিরতা বাড়তে পারে। তাই সম্ভাব্য সংকট মোকাবেলায় আগাম সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল গার্মেন্টস ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বেতন ও মজুরি পরিশোধে অক্ষমতার কারণে ঈদের আগে বা পরে বেশ কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গত ৫ আগস্টের পর গাজীপুরে নেক্সট জেনারেশন গ্রুপের একটি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ওই কারখানার শ্রমিকরা এখনো প্রায় ১৮ কোটি টাকার বকেয়া মজুরি পাননি এবং প্রায় চার হাজার ৫০০ শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছেন।'

আজিজুল ইসলাম বলেন, 'বকেয়া মজুরির দাবিতে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারখানার শ্রমিকরা সড়কে নেমে মিছিল ও বিক্ষোভ করছেন। সময়মতো বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা না গেলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠতে পারে।'

২০ রমজানের মধ্যে বকেয়া মজুরি-বোনাস পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন : আগামী ২০ রমজানের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের সব বকেয়া মজুরি ও ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সংগঠনের সভাপতি ও সদস্যসচিব এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য পরিষদের সভাপতি মাহাতাব উদ্দিন সহিদের সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক।

নেতারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ২০ রমজানের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হতে পারে, যার দায় বর্তমান সরকারকে বহন করতে হবে। তাঁরা অভিযোগ করেন, এখনো অবৈধ ছাঁটাই, হামলা-মামলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং বকেয়া মজুরি পরিশোধে গড়িমসি বন্ধ হয়নি।

দেশ রূপান্তর

রবিবার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

আমদানির কলে বিকল কারখানা

শওকত আলী

দেশের ইউরিয়া সার কারখানাগুলোয় নিয়মিত উৎপাদন চালু থাকলে সারা বছরের চাহিদা মেটানো সম্ভব। অথচ গ্যাসসংকটের অজুহাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পাঁচটি কারখানার চারটিই বছরের ৮ থেকে ১০ মাস বন্ধ রাখা হচ্ছে; আর এই অবস্থা চলছে বছরের পর বছর। ফলে চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ করতে হচ্ছে আমদানির মাধ্যমে। এতে শুধু ইউরিয়ার পেছনে বছরে তিন হাজার কোটি টাকা বা তারও বেশি অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে সরকারের। অন্যদিকে বন্ধ থাকার কারণে কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা কমছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বিসিআইসির তথ্য অনুযায়ী, গত প্রায় ১৭ বছর ধরে নিজস্ব কারখানাগুলো বসিয়ে রেখে আমদানি-নির্ভরতা বাড়িয়েছে বিগত সরকারগুলো। এতে বছরে ২৬ লাখ টন ইউরিয়া সারের চাহিদার বিপরীতে ৮ থেকে ১১ লাখ টনের বেশি উৎপাদন করতে পারছে না কারখানাগুলো। বাকি অংশ আমদানি করতে হচ্ছে। অথচ সারা বছর কারখানা চালু রাখতে পারলে চাহিদার প্রায় পুরোটাই নিজস্ব কারখানায় উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু প্রতি বছর বোরো মৌসুমের আগে জরুরি ভিত্তিতে কারখানাগুলো চালু করে দুই-চার মাস পর আবার বন্ধ করে দেওয়াটা নিয়মে পরিণত হয়েছে।

যদিও শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসি স্থানীয় কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আমদানি-নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কারণ প্রায় চার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতাসহ স্থানীয় সার কারখানাগুলোর পরিচালন ব্যয় বহন করতে হচ্ছে কারখানা বন্ধ থাকলেও। কারখানাগুলোর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বড় পরিবহন ব্যবসা, তৈরি হয়েছে স্থানীয় কর্মসংস্থান, যা এখন ঝুঁকিতে পড়েছে।

বিসিআইসির চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'বিসিআইসি পুরনো ধারাবাহিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে কাজ করছে। সারা বছর বা অন্তত ১১ মাস কারখানা চালানো যায়, সে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কারখানা সারা বছর চালু রাখতে পারলে ইউরিয়া সারের আমদানি-নির্ভরতা আর থাকবে না। এতে শুধু খরচই কমবে না, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ওপরও চাপ কমে যাবে।'

ইউরিয়া সার

- স্থানীয় ৫টি ইউরিয়া উৎপাদনকারী কারখানার ৪টি বছরে ৮ মাসের বেশি বন্ধ থাকে
- গ্যাসসংকটের অজুহাতে স্থানীয় কারখানাগুলো বসিয়ে রাখা হচ্ছে
- নিজস্ব উৎপাদন-সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া আমদানি করতে হচ্ছে
- আমদানির ব্যয় বেশি হওয়ায় ইউরিয়া সরবরাহে বাড়তি খরচ

জানা যায়, গত নভেম্বরের শেষভাগে সার কারখানার জন্য সরকার প্রতি ঘনমিটার গ্যাসের দাম ১৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৯ দশমিক ৫০ টাকা নির্ধারণ করে। গ্যাসের নতুন দাম অনুযায়ী, এক টন ইউরিয়া উৎপাদনে গড় খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ হাজার টাকায়। আমদানি করা ইউরিয়ার খরচ প্রায় ৬৮ হাজার টাকা (পরিবহন ব্যয়সহ)। অর্থাৎ আমদানি করা সারে প্রতি টনে প্রায় ২০ হাজার টাকা বাড়তি খরচ হয়। ২৬ লাখ টন বার্ষিক চাহিদার প্রেক্ষিতে গত কয়েক বছর ধরে ১৫ থেকে ১৯ লাখ টন ইউরিয়া সার আমদানি করতে হচ্ছে। উৎপাদনের চেয়ে আমদানিতে বাড়তি যে খরচ, তাতেই সরকারকে অতিরিক্ত তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে।

বিসিআইসি জানায়, পেট্রোবাংলা যদি গ্যাসের বাড়তি দামেও সরবরাহ ঠিক রাখে, তাহলে দেশের কারখানাগুলোকে সারা বছর উৎপাদনমুখী রাখা যায়। একই সঙ্গে আমদানির পেছনে যে ব্যয়, তা একেবারে কমিয়ে আনা সম্ভব।

জানা গেছে, দশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি ঘোড়াশাল-পলাশ সার কারখানা বাদে মৌসুমের শেষভাগে এসে বাকি ৪টি কারখানার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারখানাগুলো ৮-১০ মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। অথচ সচল ৫টি ইউরিয়া সার কারখানার উৎপাদন সক্ষমতা ৩১ লাখ টন, যা দেশের চাহিদার চেয়ে বেশি। কিন্তু দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে কারখানাগুলো নিয়মিত চালু না থাকায় কমেছে উৎপাদন সক্ষমতা। বসে থাকতে থাকতে কারখানাগুলোর বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা কমে এখন ২০ লাখ টনে নেমেছে। আর গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ না পাওয়ায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কারখানাগুলোর মোট গড় উৎপাদন নেমে এসেছে ৮ থেকে ১১ লাখ টনে।

স্থানীয় কারখানা থেকেই উৎপাদন সম্ভব চাহিদার সবটুকু : শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসির তথ্য বলছে, সারা বছর কারখানাগুলো চালানো গেলে ২০ লাখ টন ইউরিয়া সার উৎপাদন সম্ভব। যদি সর্বনিম্ন নিরাপদ লোডেও (ন্যূনতম গ্যাস সরবরাহে) ১১ মাস কারখানা চালানো যায়, তাতেও অন্তত ১৮ লাখ টন সার উৎপাদন সম্ভব। এর বাইরে বাংলাদেশ ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) থেকে প্রতি বছর অন্তত সাড়ে ৫ থেকে ৬ লাখ টন সারের সরবরাহ পাওয়া যায়। যৌথ বিনিয়োগে দেশে স্থাপিত এই কারখানা থেকে সরকার আন্তর্জাতিক মূল্যে বৈদেশিক মুদ্রায় সার কেনে বিসিআইসির মাধ্যমে। তবে আমদানির ক্ষেত্রে পরিবহনের যে খরচ, তা এ ক্ষেত্রে সাশ্রয় হয়। ফলে কাফকোসহ কারখানাগুলোর মোট উৎপাদন দাঁড়ায় সাড়ে ২৩ লাখ টন থেকে ২৪ লাখ টনে। তখন আমদানির প্রয়োজন পড়ে মাত্র দুই থেকে আড়াই লাখ টন। আর যদি পুরো চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা হয়, তাহলে পুরো ২৬ লাখ টন উৎপাদন দেশেই সম্ভব। তখন আর বিদেশ থেকে ইউরিয়া সার আনার প্রয়োজনই পড়ে না।

কারখানাগুলোয় গ্যাসের সরবরাহ পাওয়ার জন্য প্রতি বছর শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসিকে চিঠি চালাচালি করতে হয়। এ বছরও এ পরিস্থিতির বদল নেই। এর মধ্যে বাড়ানো হয়েছে কারখানার প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম। তবে দাম বাড়ানোর আগে পেট্রোবাংলা এবার গ্যাস সরবরাহের একটা প্রস্তাব তুলে ধরেছে। পেট্রোবাংলার প্রস্তাব অনুযায়ী, দাম বাড়ানোর পর বাড়তি ৭ কার্গো এলএনজি আমদানি করে সার কারখানায় সরবরাহ করা হবে। ছয় মাস (অক্টোবর-মার্চ) পুরো মাত্রায় (২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট) গ্যাস সরবরাহ দেওয়া হবে। অবশিষ্ট ছয় মাসের মধ্যে (এপ্রিল-মে) ১৬৫ মিলিয়ন ঘনফুট, জুনে ১৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং জুলাই-সেপ্টেম্বরে ১৩০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস সরবরাহ করবে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ দাম বাড়ানোর ঘোষণার সময় জানান, এলএনজি আমদানি বাড়িয়ে সার কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বাড়ানো হবে বলে আশা করা যায়।

এখনো সরবরাহ পর্যাপ্ত না : জানা গেছে, দাম বাড়ানোর পরও পর্যাপ্ত গ্যাসের সরবরাহ পাচ্ছে না কারখানাগুলো। বিসিআইসির তথ্য বলছে, গ্যাসের দাম বাড়ানোর আগে পেট্রোবাংলা দুটি কোম্পানিতে গত বছরের অক্টোবরে গ্যাস সরবরাহ করে শুধুমাত্র বোরো মৌসুমের চাহিদার কথা বিবেচনায়। এতে চালু হয় মোট তিনটি কারখানা। বাকি একটি কারখানায় গ্যাস সরবরাহ করা হয় নভেম্বরে গ্যাসের দাম বাড়ানোর ঠিক পরদিন। ফলে এখন ৫টি কারখানার মধ্যে যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (জেএফসিএল), চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড (সিইউএফএল), শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (এসএফসিএল) এবং ঘোড়াশাল-পলাশ ফার্টিলাইজার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (জিপিএফপিএলসি) চালু হয়েছে। আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড বন্ধ রয়েছে। এবারও শঙ্কা রয়েছে, বোরো মৌসুমের শেষে এসেই আবার কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে।

পেট্রোবাংলার গত ২৭ জানুয়ারির গ্যাস সরবরাহের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, এই চারটি কারখানায় গ্যাসের সরবরাহ দেওয়া হয় ১২৬ দশমিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে যমুনার ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুটের চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ ছিল ২ দশমিক ৩ মিলিয়ন ঘনফুট এবং চিটাগাং ফার্টিলাইজারে ৫২ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে সরবরাহ ছিল ৯ দশমিক ৯ মিলিয়ন ঘনফুট, যা চাহিদার তুলনায় কম।

পরের দিন ২৮ জানুয়ারি চারটি কারখানায় মোট গ্যাসের সরবরাহ ছিল ১৪১ দশমিক ৮ মিলিয়ন ঘনফুট। এদিনও যমুনা ও চিটাগাং ফার্টিলাইজারে গ্যাসের সরবরাহ একেবারেই কম ছিল। গ্যাস সরবরাহের একই অবস্থা দেখা গেছে ২৯ জানুয়ারিতেও। সেদিন চারটি কারখানায় ১৪১ দশমিক ৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সরবরাহ ছিল। যদিও বিসিআইসি বলছে, চারটি কারখানার উৎপাদন পুরোদমে চালু রাখতে অন্তত ১৯৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সরবরাহ প্রয়োজন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যখন পেট্রোবাংলার ২,৩০০-২,৪০০ এমএমসিএফ গ্যাসের উৎপাদন সক্ষমতা ছিল, তখন সার কারখানাগুলোর বরাদ্দ ছিল ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, যদিও এই সরবরাহ শুধু বোরো মৌসুমের আগেই দেওয়া হতো। মাঝে বছর তিনেক আগেও যখন এলএনজিসহ প্রায় ৩ হাজার এমএমসিএফ গ্যাস সরবরাহের সক্ষমতা ছিল, তখন গ্যাসের অভাবে কারখানাগুলোকে বন্ধ করে রাখা হতো। এখনো ৪টি কারখানার জন্য যে গ্যাস দেওয়া হচ্ছে, সেটাও সর্বনিম্ন চাহিদার চেয়েও কম। ফলে চারটি কারখানার উৎপাদন ঠিকমতো চালু রাখা কষ্টকর। অথচ এলএনজিসহ দৈনিক মোট গ্যাসের সরবরাহ এখন ২ হাজার ৫৮৮ মিলিয়ন ঘনফুট। তবে যৌথ বিনিয়োগে তৈরি কাফকো সার কারখানায় দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ৫৫ মিলিয়ন ঘনফুট। কাফকোকে চুক্তি অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এর বাইরে নিয়মিত চালু রাখা হয় শুধু ঘোড়াশাল-পলাশ সার কারখানা।

সরকার গত বছরের জুলাইয়ে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. মনির হোসেন চৌধুরীকে আহ্বায়ক এবং পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) একেএম মিজানুর রহমানকে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করে। যেখানে অর্থ বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিআইসির কর্মকর্তাদের রাখা হয়।

কমিটির প্রতিবেদনে বলে, বিসিআইসির ৫টি কারখানার মধ্যে ৪টি কারখানা বছরে ৩৩০ দিন বা ১১ মাস চালু করার মাধ্যমে ১৮ লাখ টন সার উৎপাদন নিশ্চিতের সুযোগ রয়েছে। সে অনুযায়ী পেট্রোবাংলাকে দৈনিক গড়ে ১৮০

P T O

আমদানির কলে বিকল

দশমিক ৮১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু পেট্রোবাংলা এখনো সে অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না।

কমিটির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, দাম বাড়ানোর মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করে ইউরিয়া উৎপাদন বাড়ানো গেলে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, উৎপাদন মৌসুমে সারের সরবরাহ ঠিক না রাখতে পারলে তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে দুর্বল করে দিতে পারে। কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম দেশ রূপান্তরকে বলেন, '১৫-২০ বছর আগেও চাহিদার ৮০ ভাগ ইউরিয়া দেশেই উৎপাদন হতো। কিন্তু এখন চিত্র পুরো উল্টে গেছে, আমদানি বেড়েছে। নানা অজুহাতে আসলে স্থানীয় কারখানাগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে নষ্ট করা হচ্ছে। অথচ আমদানি উৎপাদনের চেয়েও বেশি ব্যয়বহুল এবং মাঝে মাঝে অনিশ্চিত।'

তিনি আরও বলেন, নিজেদের সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ালে তা বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করবে, স্থানীয় কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে। ফলে বিসিআইসির উৎপাদনের কাজে মনোযোগী হওয়া উচিত। আর সরকারের উচিত নিয়মিত গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে কারখানা সারা বছর চালু রাখা। এতে খাদ্য নিরাপত্তা ঠিক রাখতে উৎপাদন মৌসুমে ইউরিয়া সরবরাহের যে চ্যালেঞ্জ, সেটা স্থানীয় উৎপাদনেই সহজ করার সুযোগ রয়েছে।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬

বিশ্বব্যাপী চাহিদা বৃদ্ধি

জানুয়ারিতে বেড়েছে এশিয়ার কারখানাগুলোয় উৎপাদন

বণিক বার্তা ডেস্ক

বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এশিয়াজুড়ে কারখানা কার্যক্রম শক্তিশালী হয়েছে। রফতানি আদেশ বাড়ায় এ অঞ্চলের উৎপাদন খাত চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। গতকাল প্রকাশিত বেসরকারি খাতের বিভিন্ন জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন শুল্কনীতির যে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল, এ অঞ্চলের দেশগুলো তা কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এ অঞ্চলের বৃহৎ অর্থনীতিগুলোর অধিকাংশেই গতমাসে কারাখানা উৎপাদন বেড়েছে। খবর রয়টার্স।

চীনের কারখানা কার্যক্রম জানুয়ারিতে গত কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল প্রকাশিত রেটিংডগ চায়না জেনারেল ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) ডিসেম্বরে ৫০ দশমিক ১ থেকে বেড়ে ৫০ দশমিক ৩ পয়েন্ট হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরের পর এটিই দেশটির উৎপাদন খাতের সর্বোচ্চ অবস্থান। এ জরিপে চীনের রফতানি সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র উঠে এসেছে। এর মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে দুর্বল চাহিদার ধাক্কা অনেকটাই সামলে নিয়েছে দেশটি। প্রসঙ্গত, পিএমআই সূচক মান ৫০-এর নিচে থাকলে তা কারখানা কার্যক্রম সংকুচিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

এর আগে ২০২৫ সালেও রফতানির ওপর ভর করে চীনের অর্থনীতি ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছিল। বেসরকারি জরিপটি মূলত ছোট ও রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। তাই এটি সরকারি তথ্যের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে।

জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো রফতানিনির্ভর দেশগুলোয়ও কারখানা কার্যক্রম বেড়েছে। জাপানের এসঅ্যান্ডপি পিএমআই সূচক ডিসেম্বরের ৫০ থেকে বেড়ে জানুয়ারিতে ৫১ দশমিক ৫ পয়েন্ট হয়েছে। ২০২২ সালের আগস্টের পর এটিই দেশটির উৎপাদন খাতের সর্বোচ্চ অবস্থান। যুক্তরাষ্ট্র ও তাইওয়ানের মতো প্রধান বাজারগুলো থেকে রফতানি আদেশ বাড়ায় এ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের অর্থনীতিবিদ অ্যানাবেল ফিডস বলেন, '২০২৬ সালের শুরুতেই জাপানের কারখানা কার্যক্রম আবার বৃদ্ধির ধারায় ফিরেছে। দেশটির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো গত চার বছরের মধ্যে এবারই উৎপাদন ও নতুন ক্রয়াদেশ পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উল্লম্ফনের আভাস দিচ্ছে। ফলে দীর্ঘ সময় পর জাপানের শিল্প খাত আবার শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছানোর সুযোগ পেয়েছে।

একইভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার পিএমআই সূচক ডিসেম্বরে ৫০ দশমিক ১ থেকে বেড়ে জানুয়ারিতে ৫১ দশমিক ২ পয়েন্ট হয়েছে। এটি ২০২৪ সালের আগস্টের পর দেশটির সর্বোচ্চ অবস্থান।

ক্যাপিটাল ইকোনমিকসের এশিয়া অর্থনীতিবিদ শিভান ট্যান্ডন বলেন, 'গত কয়েক মাসে এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ থেকে রফতানি বেড়েছে। আমাদের ধারণা, এশিয়ার রফতানিনির্ভর কারখানাগুলোর জন্য সামনের দিনগুলোয় প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকবে।'

পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য স্থানেও কারখানা কার্যক্রমে অগ্রগতি অব্যাহত আছে। জানুয়ারিতে তাইওয়ানের পিএমআই সূচক বেড়ে ৫১ দশমিক ৭ পয়েন্ট হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় এ সূচক বেড়ে ৫২ দশমিক ৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। এছাড়া মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের কলকারখানাগুলোয়ও জানুয়ারিতে উৎপাদন বেড়েছে। তবে এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর তুলনায় ভারতের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। দেশটিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সামান্য বাড়লেও তা ব্যবসায়ীদের মধ্যে খুব বেশি আত্মবিশ্বাস জোগাতে পারেনি। এমনকি ভারতের কারখানাগুলোয় কর্মসংস্থান বাড়ার ক্ষেত্রেও এটি তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) গত মাসে ২০২৬ সালের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। মার্কিন শুল্ক নিয়ে আতঙ্ক কমে যাওয়া এবং

চীনের কারখানা কার্যক্রম জানুয়ারিতে গত কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়েছে। এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল প্রকাশিত রেটিংডগ চায়না জেনারেল ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজারস ইনডেক্স (পিএমআই) ডিসেম্বরে ৫০ দশমিক ১ থেকে বেড়ে ৫০ দশমিক ৩ পয়েন্ট হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরের পর এটিই দেশটির উৎপাদন খাতের সর্বোচ্চ অবস্থান। এ জরিপে চীনের রফতানি সক্ষমতা বৃদ্ধির চিত্র উঠে এসেছে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই খাতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ বৈশ্বিক চাহিদাকে চাঙ্গা রেখেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) গত জানুয়ারিতে ২০২৬ সালের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বাড়িয়েছে। মূলত মার্কিন শুল্ক নিয়ে যে দুশ্চিন্তা ছিল, তা কমে আসায় বিশ্ব অর্থনীতিতে স্বস্তি ফিরেছে। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই খাতে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ বৈশ্বিক বাজারে নতুন চাহিদা তৈরি করেছে।

আইএমএফ মনে করছে, এআই প্রযুক্তির এ জোয়ার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখবে। বৈশ্বিক বাজারের এ চাঙ্গা ভাবই এখন এশিয়ার কারখানাগুলোয় রফতানি আদেশ বাড়াতে সাহায্য করছে। সামগ্রিকভাবে ২০২৬ সালের প্রথম মাসেই এশিয়ার উৎপাদন খাতের এ অগ্রগতি বিশ্ব অর্থনীতির জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০ মাঘ ১৪৩২

চলতি অর্থবছরের পণ্য রপ্তানি

২০২৪-২৫ — ২,৮৯৭ কোটি ডলার

২০২৫-২৬ — ২,৮৪১ কোটি ডলার

প্রবৃদ্ধি — -১.৯৩ শতাংশ

ছয় মাস ধরে রপ্তানি কমছে

মাস	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	প্রবৃদ্ধি (%)
জুলাই	৩৮২	৪৭৭	২৪.৯০
আগস্ট	৪০৩	৩৯২	-২.৯৩
সেপ্টেম্বর	৩৮০	৩৬৩	-৪.৬১
অক্টোবর	৪১৩	৩৮২	-৭.৪৩
নভেম্বর	৪১২	৩৮৯	-৫.৫৪
ডিসেম্বর	৪৬৩	৩৯৭	-১৪.২৫
জানুয়ারি	৪৪৪	৪৪১	-০.৫০

জুলাই-জানুয়ারি, কোটি ডলারে

শীর্ষ তিন খাতের রপ্তানি

জুলাই-জানুয়ারি, কোটি ডলারে

খাত		
তৈরি পোশাক	২০২৪-২৫	২,৩৫৫
	২০২৫-২৬	২,২৯৮
	প্রবৃদ্ধি	-২.৪৩%
চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৬৭
	২০২৫-২৬	৭১
	প্রবৃদ্ধি	৫.৭১%
কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য	২০২৪-২৫	৬৭
	২০২৫-২৬	৬১
	প্রবৃদ্ধি	-৯.৮৮%

সূত্র : ইপিবি

ছয় মাস ধরে কমছে পণ্য রপ্তানি

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছর

গত মাসে অবশ্য হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটপণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি বেড়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে পণ্য রপ্তানি বেড়েছিল প্রায় ২৫ শতাংশ। এরপর আর কোনো মাসেই রপ্তানি বাড়েনি। সর্বশেষ জানুয়ারিতে রপ্তানি হয়েছে ৪৪১ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য। এটি এখন পর্যন্ত এ অর্থবছরের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মাসিক রপ্তানি হলেও গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় দশমিক ৫০ শতাংশ কম। এ নিয়ে টানা ছয় মাস বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস পণ্য রপ্তানি আয় কমছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার পণ্য রপ্তানির হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাস জুলাই-জানুয়ারিতে ২৮ দশমিক ৪১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৮৪১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। গত অর্থবছরের ১২ মাসে মোট রপ্তানি হয়েছিল ৪৮ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য।

জানুয়ারি মাসে হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, প্রকৌশল পণ্য ও চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি বেড়েছে। তবে প্রধান পণ্য তৈরি পোশাকসহ কৃষিপ্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে।

এদিকে পণ্য রপ্তানি কমলেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের আরেক গুরুত্বপূর্ণ উৎস প্রবাসী আয় বেড়েছে। সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা ডিসেম্বর মাসে ছিল ৩২২ কোটি ডলার।

ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে সর্বোচ্চ ২ হাজার ২৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ৪৩ শতাংশ কম। শুধু জানুয়ারিতে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৩৬১ কোটি ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ কম।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি খাত চামড়া। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৭১ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি মাসে পৌনে ১০ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ বেশি।

তৃতীয় বৃহত্তম খাত কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। সাত মাসে এ খাত থেকে রপ্তানি হয়েছে ৬১ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ কম। জানুয়ারিতে ৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি কমেছে ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

চতুর্থ অবস্থানে থাকা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সাত মাসে আয় হয়েছে ৪৯ কোটি ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেশি। জানুয়ারি মাসে সাড়ে ৭ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এতে হয়েছে প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশ।

পঞ্চম শীর্ষ রপ্তানি খাত হোম টেক্সটাইল আয় করেছে ৫১ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। জানুয়ারিতে রপ্তানি হয়েছে ৮ কোটি ৭১ লাখ ডলারের হোম টেক্সটাইল পণ্য, প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৩১ কোটি ডলারের চামড়াবিহীন জুতা, ৩০ কোটি ডলারের হিমায়িত খাদ্য, ১৭ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য ও ৩৭ কোটি ডলারের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

কোন দেশে কত রপ্তানি

বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশটিতে রপ্তানি হয়েছে ৫২২ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেশি।

দ্বিতীয় বৃহৎ বাজার জার্মানিতে সাত মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৮৫ কোটি ডলারের পণ্য, যা আগের বছরে ছিল ৩১৮ কোটি ডলার। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে ২৭৮ কোটি ডলার, স্পেনে ২২৫ কোটি ডলার ও নেদারল্যান্ডসে ১৪৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তৈরি পোশাকের বৈশ্বিক চাহিদা কমেছে। এ ছাড়া জাতীয় নির্বাচনে অস্থিরতা হতে পারে—এমন শঙ্কায় কিছু ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের ক্রয়াদেশের একটি অংশ অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলে সেসব ক্রয়াদেশ ফিরবে বলে আশা করা যায়।

কালের কণ্ঠ বুধবার । ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাক পাবে শুল্কমুক্ত সুবিধা

বাণিজ্য উপদেষ্টা

> চুক্তির প্রথম ধাপে শুল্ক ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে আনা হয়েছে এবং পরে ১৯ শতাংশে সমন্বয় করা হয়েছে
>
> **শেখ বশিরউদ্দীন, বাণিজ্য উপদেষ্টা**

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বহুপ্রতিক্ষিত 'অ্যাগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড (এআরটি)' চুক্তি সই হয়েছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, এই চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ব্যবহার করে তৈরি গার্মেন্টস আমেরিকার বাজারে শূন্য শুল্কে প্রবেশ করতে পারবে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় রপ্তানি সুবিধা। গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমানও উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা বলেন, 'বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৫-৮৬ শতাংশ গার্মেন্টস এই সুবিধা পাবে। বাকি ১৪-১৫ শতাংশের জন্য প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯ শতাংশ। চুক্তির প্রথম ধাপে শুল্ক ৩৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশে আনা হয়েছে এবং পরে ১৯ শতাংশে সমন্বয় করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এই বিশাল বাজারে বাংলাদেশের এক লাখ কোটি টাকার বেশি রপ্তানি হয়। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রপ্তানির সবচেয়ে বড় উদ্বৃত্ত বাজার, যেখানে গার্মেন্টসের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চুক্তিতে একটি বিশেষ শর্তও সংযোজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ সরকার এক নোটিশ দিয়ে এই চুক্তি থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। এটি বাংলাদেশের জন্য নীতিনির্ভর এবং ব্যাবসায়িক ঝুঁকি কমানোর একটি বড় পদক্ষেপ।

বাজার স্থিতিশীলতা ও নীতিগত সংস্কার : শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, সরকারের নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের কারণে বাজারে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে এবং মূল্যস্ফীতির চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। সরবরাহব্যবস্থার উন্নতির ফলে পণ্যের ঘাটতি নেই। বর্তমানে আমদানির পরিমাণ এত বেশি যে পণ্য জাহাজে এনে বন্দরেই রাখা হচ্ছে, যা সরবরাহব্যবস্থার স্থিতিশীলতার প্রমাণ। তিনি আশাবাদ প্রকাশ করেন, আসন্ন রমজানে বাজার গত বছরের তুলনায় আরো ভালো হবে।

চা-শিল্প ও টিসিবি সংস্কার : দীর্ঘদিন অবহেলিত চা-শিল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নীতিগত সহায়তার কারণে কিছু প্রাণ ফিরেছে। একই সঙ্গে টিসিবির কার্যক্রমে সংস্কারের মাধ্যমে ভর্তুকির চাপ প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা কমানো সম্ভব হয়েছে, যদিও সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়েছে।

দুর্নীতি ও বাজার অনিয়ম : টিআইবির সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এক ধাপ উন্নীত হয়ে ১৩তম হয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা জানান, বিষয়টি তিনি প্রথমবার শুনেছেন এবং এ ধরনের মূল্যায়নের উপকরণ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই।

বাজার ব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'হাসিনা নামে কেউ একজন ছিল, সেটা আমরা ভুলে যাই।' তিনি বলেন, সরকার বাজার ব্যবস্থাপনাকে বৈষম্যহীন করার চেষ্টা করেছে এবং সরবরাহব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক ও কাঠামোগত অনুসন্ধান চালানো হয়েছে, যা ভবিষ্যৎ উত্তরসূরিদের জন্যও কার্যকর হবে।

এর ফল হিসেবে ভোজ্যতেল, চিনি, চাল, ডাল, আলু, ডিমসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সামগ্রিকভাবে সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি জানান, বাজার ব্যবস্থাপনায় বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াগুলোকে সহজ ও সরলীকরণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজস্বব্যবস্থাকেও বাজারবান্ধব করতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

চ্যালেঞ্জের মুখে পোশাকশিল্প

ইইউতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছে ভারত ● বাংলাদেশের বাজারে ভাগ বসবে ● এলডিসির পর বাংলাদেশের শুল্ক হবে ১২ শতাংশের বেশি

রাশেদ হোসাইন

বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশের তৈরি পোশাকশিল্প। একক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর একক অঞ্চল হিসেবে পোশাক রপ্তানি হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে। দেশের মোট পোশাক রপ্তানির ৫০ শতাংশ ইউরোপে রপ্তানি হয়ে থাকে।

পাল্টা শুল্ক আরোপের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি কমেছে। পোশাক খাতে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিযোগী দেশ ভারত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে। ভারত বর্তমানে ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে ১২ শতাংশ শুল্ক দেয়। এ চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে এ শুল্ক শূন্যে নেমে আসবে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ লাভ করবে। ২০২৯ সালের পর বাংলাদেশ আর শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না। ইইউ-এর সঙ্গে নতুন চুক্তি না করলে বাংলাদেশের রপ্তানিতে প্রায় সাড়ে ১২ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে। ফলে বাংলাদেশ ইউরোপের বাজারে তার দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হারাবে। ব্যবসায়ীরা জানান, দেশের পোশাক খাত বর্তমানে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। শিল্পাঞ্চলগুলোতে গ্যাসের চাপ কমে যাওয়ায় অনেক কারখানার উৎপাদনক্ষমতা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। উন্নত অবকাঠামোর অভাব, ব্যাংকঋণের উচ্চ সুদের হার, আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব রয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে নতুন করে উদ্বেগের বিষয় হলো ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি। ফলে ভারতের রপ্তানি বাড়বে। বাংলাদেশের রপ্তানির বাজার ভারতের বাজারে কিছুটা হলেও যাবে। আবার ইইউ-ভিয়েতনাম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কারণে ২০২৭ সালের মধ্যে ভিয়েতনামের শুল্কও শূন্যে নেমে আসবে। এই সম্মিলিত প্রভাব বাংলাদেশের রপ্তানিতে পড়বে। এজন্য সরকারকে

ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে এগিয়ে বাংলাদেশ

শাহেদ আলী ইরশাদ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পোশাক আমদানি বাজার ২০২১ থেকে ২০২৫ সময়কালে সম্প্রসারিত হলেও গত দুই বছরে প্রবৃদ্ধির গতি স্পষ্টভাবে কমে এসেছে। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ইইউর মোট পোশাক আমদানি বেড়েছে মাত্র ২ দশমিক ১০ শতাংশ, যা বৈশ্বিক এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

ইউরোপে কমছে পোশাক রফতানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের সর্ববৃহৎ আঞ্চলিক বাজার ইউরোপে কমছে পোশাক রফতানি। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ইইউতে তৈরি পোশাক রফতানি প্রায় ৪ শতাংশ কমেছে। বাড়তি প্রতিযোগিতা ও বিশ্ববাজারে চাহিদা কম থাকায় এ পতন হয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী জুলাই থেকে জানুয়ারি সময়ে ইইউভুক্ত ২৭টি দেশে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩.৯৮ শতাংশ কমেছে।

শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাড়তি ট্যারিফের মুখে চীন ও ভারত ইউরোপমুখী হওয়ায় বাংলাদেশের সরবরাহকারীদের জন্য সেখানে মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাকের চাহিদাও কমতির দিকে।

এ ছাড়া ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি কার্যকর হওয়ায় ভবিষ্যতে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান আরও দুর্বল হতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন রফতানিকারকরা।

ইউরোপের পোশাক পণ্য আমদানির তথ্য সংরক্ষণকারী সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, গত জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ইউরোপে অ্যাপারেল বা পোশাক পণ্যের আমদানি প্রায় ৭ শতাংশ বেড়েছে।

ইপিবি বাংলাদেশের তথ্য বলছে, ইইউভুক্ত ২৭ দেশে গত সাত মাসে বাংলাদেশ ১১.৩৪ বিলিয়ন ডলারের পোশাক পণ্য রফতানি করেছে। আগের বছরের একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ১১.৮১ বিলিয়ন ডলার।

গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলোতে মিশ্র চিত্র : বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রফতানির প্রায় অর্ধেকই যায় ইউরোপের ২৭টি দেশের বাজারে। যুক্তরাজ্যসহ এই অংশ প্রায় ৬০ শতাংশ। একক দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পর সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রফতানি হয় জার্মানিতে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, গত সাত মাসে জার্মানিতে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি প্রায় ১১ শতাংশ কমেছে।

একই সময়ে ফ্রান্স, ডেনমার্ক, ইতালি ও সুইডেনের মতো বড় বাজারেও রফতানি কমেছে। তবে একই সময়ে স্পেন, নেদারল্যান্ডস ও পোল্যান্ডের মতো অন্যান্য বড় বাজারে রফতানি বেড়েছে। ইপিবির তথ্য বলছে, গত সাত মাসে একক বাজার হিসেবে সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি সামান্য কমেছে। পাশাপাশি নন-ট্রাডিশনাল মার্কেট বা অপ্রচলিত বাজারেও রফতানি প্রায় ৫ শতাংশ কমেছে। তবে একই সময়ে কানাডা ও যুক্তরাজ্যের মতো বড় বাজারে তৈরি পোশাক রফতানি বেড়েছে।

সার্বিকভাবে গত সাত মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৪৩ শতাংশ কমেছে। আলোচ্য সময়ে রফতানির পরিমাণ ছিল ২২.৯৮ বিলিয়ন ডলার।

পোশাক রফতানিতে প্রাধান্য ১১ দেশে

এদিকে প্রতি বছর বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে যে পরিমাণ তৈরি পোশাক রফতানি করছে, তার প্রায় ৮০ শতাংশই যাচ্ছে ১১টি দেশে। তবে ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও রাশিয়ার মতো অপ্রচলিত বাজার বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা হলেও নতুন বাজারে পোশাক রফতানির উদ্যোগ এগোচ্ছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নতুন বাজারে প্রবেশ করতে বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। তাই ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি না নিয়ে চালু বাজারকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন। সরকার বিশেষ সুবিধা দিলে নতুন বাজারেও বাংলাদেশের রফতানি বাড়তে পারে।

২০২৫ সালে বাংলাদেশ ৩৮ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশ বা ৩১ বিলিয়র ডলারের পণ্য যায় ১১টি দেশে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য ঘেঁটে দেখা যায়, গত বছর জাপান, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, পোলান্ড, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে গেছে মোট পোশাকের ৭৯ দশমিক ৯২ শতাংশ। আগের বছরে, অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই দেশগুলোতে যায় মোট পোশাকের ৭৯ দশমিক ২৭ শতাংশ। অবশিষ্ট ২০ শতাংশ যাচ্ছে বাকি দেশগুলোতে। ওই ২০ দেশের মধ্যে একক দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ ১৯ দশমিক ৪৩ শতাংশ যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে গত বছর পোশাক রপ্তানিতে ৪ দশমিক ৬৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এরপর জার্মানিতে যাচ্ছে মোট পোশাকের ১২ শতাংশ, যুক্তরাজ্যে ১১ দশমিক ৩২ শতাংশ ও ৯ শতাংশ যাচ্ছে স্পেনে। অবশিষ্ট ৯টি দেশে ৫ শতাংশ করে যাচ্ছে বাংলাদেশের পোশাক।

নতুন বাজারে সম্ভাবনা

এদিকে নতুন বাজারে পোশাক রফতানির সম্ভাবনা বাড়ছে। জাপান, ব্রাজিল, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মেক্সিকো, ভারত, মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও চিলিকে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির জন্য 'অপ্রচলিত বাজার' হিসেবে ধরা হতো আগে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়, ব্রাজিল ও রাশিয়া সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। হাল আমলে নতুন বাজার হিসেবে জাপানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানি বাড়ছে। চাহিদা থাকায় মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে রফতানি।

ইপিবির তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে জাপানে মোট ১১৮ কোটি ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছে। দেশের মোট পোশাক রফতানির ৩ শতাংশ জাপানে গেছে। এর মধ্যে ওভেন পোশাক রফতানি হয়েছে ৫৮ কোটি ৬১ লাখ ডলারের; নিট খাতে আয় হয়েছে ৫৯ কোটি ৪৭ লাখ ডলার। আগের বছরে জাপানে ১১১ কোটি ৮৭ লাখ ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছিল। এক বছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৫৬ শতাংশ।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) নির্বাহী সভাপতি ফজলে শামীম এহসান বলেন, 'আমরা যে পোশাক বানাই, তা জাপানের জন্য উপযুক্ত। তারা উচ্চ ও মধ্যম দামের পোশাক ব্যবহার করে। শুল্ক ঝামেলা কম বলে দেশটির সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।'

ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টারের (আইটিসি) তথ্য অনুযায়ী, জাপান বছরে ২২ দশকি ৮৬ বিলিয়ন ডলারের পোশাক আমদনি করে। এর মধ্যে বাংলাদেশ মাত্র সাড়ে ৫ শতাংশের জায়গা নিতে পেরেছে। জাপানের বাজারের বাকি অংশ চীন, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড ও ভারতের দখলে। এর মধ্যে চীনের পরের অবস্থানে রয়েছে ভিয়েতনাম। জাপানে বাংলাদেশের তৈরি ট্রাউজার, টি-শার্ট, শার্ট, ডেনিম, জ্যাকেট এবং উচ্চমানের তুলার পোশাকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। সম্ভাবনাময় এ দেশটির সঙ্গে ইকোনমিক পার্টনারশিপে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ওই চুক্তি হলে ৭ হাজার ৩৭৯টি পণ্য রফতানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উত্তরা ইপিজেডে ২০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে চীনা কম্পানি

৩ হাজার ২৫৪ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

চীনভিত্তিক (হংকং) প্রতিষ্ঠান তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইল কম্পানি লিমিটেড উত্তরা ইপিজেডে একটি তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯.৫৯ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং এর মাধ্যমে তিন হাজার ২৫৪ জন বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

গতকাল রবিবার ঢাকার বেপজা কমপ্লেক্সে এসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বেপজার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) তানভীর হোসেন এবং বিনিয়োগকারী কম্পানির পক্ষে তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইল কম্পানি লিমিটেডের মনোনীত পরিচালক জি ঝেনিউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন।

চীনা প্রতিষ্ঠানটি বার্ষিক ৭০ লাখ পিস বিভিন্ন ধরনের ওভেন ও নিট গার্মেন্টস যথা বটম, টপ, শার্ট, জিন্স, জ্যাকেট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, স্পোর্টসওয়্যার, সোয়েটার, হুডিসহ সব ধরনের জার্সি উৎপাদন করবে। কারখানাটি ২৪ হাজার বর্গমিটার জায়গার ওপর নির্মিত হবে এবং এর উৎপাদিত পণ্যসমূহ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হবে।

বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বাগত জানিয়ে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান সব ধরনের সহায়তা এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ প্রদানে বেপজার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি উল্লেখ করেন, নতুন সরকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের গুরুত্ব দিতে বিশেষভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

তিনি বলেন, আগের তুলনায় আরো দক্ষ, আধুনিক ও বিনিয়োগকারী-সহায়ক সেবা প্রদানে বেপজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। পাশাপাশি দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের পাশাপাশি দেশীয় শিল্প খাতকে শক্তিশালী করতে প্রতিষ্ঠানটিকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানসম্মত কাঁচামাল দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহের আহ্বান জানান।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

শ্রম ভিসা আবার চালুর অনুরোধ ইউএইকে

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

বাংলাদেশের জন্য শ্রম ভিসা আবার চালু করা এবং ব্যবসা ও ট্রানজিট ভিসা সহজ করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে (ইউএই) অনুরোধ জানিয়েছে সরকার। ইউএই রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আলহামুদি গতকাল মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এ অনুরোধ জানান।

ইউএই রাষ্ট্রদূত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে নবনির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে তার দেশের সম্পর্ক গভীরতর করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এই বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও কৌশলগত অংশীদারত্ব

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

শ্রম ভিসা আবার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গড়ে তোলার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। আলোচনায় ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি নিয়ে আলোচনা ত্বরান্বিত করা, বাণিজ্য, জ্বালানি, অবকাঠামো এবং পিপিপি প্রকল্পে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'সবার আগে বাংলাদেশ' নীতির অধীনে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে একটি বিস্তৃত কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক অংশীদারত্বে উন্নীত করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দেন। তিনি প্রায় ১২ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশিকে কাজের সুযোগ দেওয়ায় ইউএই সরকারের প্রশংসা করেন।

রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ আলী আলহামুদি গতকাল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলামের সঙ্গে আলাদাভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। প্রতিমন্ত্রী বিদ্যমান দ্বিপক্ষীয় কাঠামোগুলো কাজে লাগাতে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠান, দুই দেশের পারস্পরিক সুবিধার সুযোগ চিহ্নিত করা ও উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময়ের ওপর জোর দেন।

সার্ক মহাসচিব : দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) মহাসচিব মো. গোলাম সরওয়ার গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ বৈঠকে মন্ত্রী সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণে বাংলাদেশের প্রস্তুতির কথা জানান।

মন্ত্রী সার্ক সনদে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সার্বভৌম সমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জনগণের পারস্পরিক সুবিধার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকার বিষয়ে বাংলাদেশের দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শুক্রবার। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে গতি প্রত্যাশার বেশি কর্মসংস্থান

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে গতি এসেছে, নতুন বছরের প্রথম মাসে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এতে বেকারত্বের হার কমেছে। মার্কিন শ্রম দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারিতে দেশটিতে এক লাখ ৩০ হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বেকারত্বের হার কমে ৪.৩ শতাংশে নেমেছে, যা ডিসেম্বরে ছিল ৪.৪ শতাংশ।

সরকারি ব্যয় বড় পরিসরে কমানো, শুল্ক (ট্যারিফ) অনিশ্চয়তা এবং অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ জোরদারের মতো নীতিগত পরিবর্তনের কারণে গত বছর শ্রমবাজারে ধীরগতি দেখা দেয়। সর্বশেষ হিসাবে দেখা গেছে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট নতুন চাকরি সৃষ্টি হয়েছে মাত্র এক লাখ ৮১ হাজার।

এ নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও হোয়াইট হাউস বলেছে, অভিবাসননীতির কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ায় প্রতি মাসে আগের চেয়ে কমসংখ্যক নতুন চাকরির প্রয়োজন হচ্ছে। অনেক অর্থনীতিবিদও অবশ্য যুক্তির সঙ্গে একমত।

তবে একই সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অর্থনীতিতে গতি আনতে সুদের হার কমানোর জন্য মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের ওপর চাপ অব্যাহত রেখেছেন।

বিশ্লেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, জানুয়ারির কর্মসংস্থানের চিত্র বাস্তবতার তুলনায় কিছুটা বেশি শক্তিশালী মনে হতে পারে। কারণ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগত কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এতে থাকতে পারে। চাকরির শূন্যপদ সংক্রান্ত অন্যান্য সরকারি জরিপে শ্রমবাজারে দুর্বলতার ইঙ্গিত মিলেছে।

তবু জানুয়ারির এই ইতিবাচক তথ্য ফেডারেল রিজার্ভের ওপর দ্রুত সুদ কমানোর চাপ কিছুটা কমাবে বলে মনে করা হচ্ছে। মরগান স্ট্যানলি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের প্রধান অর্থনৈতিক কৌশলবিদ এলেন জেন্টনার বলেন, 'কর্মসংস্থানে এমন গতি বেকারত্ব কমাতে যথেষ্ট। এটি ফেড চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের অপেক্ষাকৃত স্থির অবস্থানকে সমর্থন করে।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারিতে বেশি মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে কাজ পাওয়ায় বেকারত্বের হার কমেছে। একই সঙ্গে মজুরিও বেড়েছে। প্রতি ঘণ্টায় গড় আয় গত এক বছরে বেড়েছে ৩.৭ শতাংশ। খাতভিত্তিক হিসাবে স্বাস্থ্যসেবা ও নির্মাণ খাতে সবচেয়ে বেশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বিপরীতে ফেডারেল সরকার ও আর্থিক খাতে চাকরি কমেছে।

জানুয়ারিতে ১ লাখ ৩০ হাজার নতুন চাকরি

বেকারত্বের হার কমে ৪.৩ শতাংশে নেমেছে

এদিকে অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ন্যান্সি ভ্যান্ডেন হাউটেন বলেন, সামগ্রিক প্রতিবেদনটি শ্রমবাজারের শক্ত অবস্থানকে কিছুটা 'অতিরঞ্জিত' করে দেখাচ্ছে। কারণ নতুন চাকরির বড় অংশই সীমিত কয়েকটি খাতে কেন্দ্রীভূত।

সাম্প্রতিক মাসগুলোর কর্মসংস্থানের তথ্যেও বড় ধরনের সংশোধন আনা হয়েছে। মার্কিন শ্রম দপ্তর জানিয়েছে, নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসে আগের হিসাবের তুলনায় ১৭ হাজার কম চাকরি হয়েছিল। এ ছাড়া ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আরো বিস্তারিত কর ও কর্মসংস্থানের তথ্য পাওয়ার পর ২০২৫ সালের উপাত্ত সংশোধন করে দেখা গেছে, এই বছরে প্রাথমিক হিসাবের চেয়ে মোট আট লাখ ৬২ হাজার কম চাকরি সৃষ্টি হয়েছে। এটি বিশ্লেষকদের প্রত্যাশার সঙ্গেই সংগতিপূর্ণ। সূত্র : এনবিসি, বিবিসি

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৬ ফাল্গুন ১৪৩২

পাঁচ বছরে ইউরোপে ১০ লাখ কর্মী পাঠানোর মাস্টারপ্ল্যান ঘোষণা

যুগান্তর প্রতিবেদন

ইউরোপের শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থান তৈরি এবং দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি পুনর্গঠনে আগামী ৫ বছরে ১০ লাখ দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির এক যুগান্তকারী 'মাস্টারপ্ল্যান ২০২৬-২০৩১' ঘোষণা করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি এবং জাতীয় রিজার্ভে অতিরিক্ত ১৫-২০ বিলিয়ন ডলার যোগ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম হলে বুধবার চারটি প্রবাসী সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই মাস্টারপ্ল্যান তুলে ধরা হয়। সংগঠনগুলো হলো—ইতালবাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতি (রোম), বাংলাদেশ প্রবাসী উন্নয়ন সমিতি (ঢাকা), বাংলাদেশ মাইগ্রেন্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ মাইগ্রেন্টস ফাউন্ডেশন (বিএমএফ)।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ইতালবাংলা সমন্বয় ও উন্নয়ন সমিতির সভাপতি শাহ মোহাম্মদ তাইফুর রহমান ছোটন। তিনি ২০২৬ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, রোমানিয়া ও অস্ট্রিয়াসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দক্ষ কর্মী পাঠানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। একই সঙ্গে দেড় কোটি প্রবাসীর রাষ্ট্রীয় অংশীদারত্ব নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে কোটাভিত্তিক সংরক্ষিত আসন এবং প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে বিপুল জনম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করায় বিএনপি ও নবনির্বাচিত সরকারকে অভিনন্দন জানানো হয়। একই সঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী ভিপি নুরুল হক নুরকে প্রবাসীদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মাইগ্রেন্ট ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী এবং বাংলাদেশ মাইগ্রেন্টস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন জয়।

সমকাল | সোমবার। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর করতে উদ্যোগ নেবে না ঢাকা

আবু হেনা মুহিব ও মেসবাহুল হক

মার্কিন শুল্ক

- বারবার শুল্ক পরিবর্তনে উদ্বিগ্ন রপ্তানিকারকরা
- সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন কাল

যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ককে অবৈধ ঘোষণা এবং পরপরই অন্য আইনে ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত বাণিজ্যচুক্তি কার্যকরে আপাতত পদক্ষেপ নেবে না বাংলাদেশ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চুক্তি কার্যকরের বিষয়ে ওয়াশিংটন থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো যোগাযোগ করা হলে তখন প্রতিক্রিয়া জানাবে ঢাকা।

এদিকে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা সার্বিক বিষয়ে করণীয় নির্ধারণে আগামীকাল মঙ্গলবার সরকারের সঙ্গে বৈঠক করবেন। রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, বারবার শুল্ক পরিবর্তনের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তারা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যচুক্তি বাতিল বা সংশোধনের কথাও বলছেন তারা।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান গতকাল সমকালকে বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি সই হলেও তা এখনও কার্যকর হয়নি। চুক্তি কার্যকর করতে দুই দেশের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন বা রেটিফিকেশন প্রয়োজন। আপাতত বাংলাদেশ 'রেটিফিকেশন' করবে না। তবে যুক্তরাষ্ট্র যদি অনুমোদন করে বাংলাদেশকে অবহিত করে, তাহলে বাংলাদেশ প্রতিক্রিয়া জানাবে। তখন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হবে– যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট 'পাল্টা শুল্ক' অবৈধ ঘোষণা করলেও তারা কীসের ভিত্তিতে অনুমোদন করল। তিনি জানান, আপাতত বাংলাদেশ এ চুক্তি নিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু করবে না। বরং যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপের অপেক্ষা করবে।

বাণিজ্য সচিব আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট রেসিপ্রোকাল ট্যারিফকে অবৈধ ঘোষণা করার পর অন্য আইনের আওতায় ইতোমধ্যে দেশটি বিশ্বের প্রায় সব দেশের পণ্যের ওপর ১৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছে। এ শুল্ক যদি সব দেশের ওপর একই হারে হয়, তাহলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কিছু করার থাকবে না। তবে দেশভেদে শুল্ক কমানোর সুযোগ থাকলে বাংলাদেশ কমানোর বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেবে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্যচুক্তি সই করে বাংলাদেশ। চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষ তাদের নিজ নিজ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে মর্মে লিখিত নোটিশ বিনিময়ের ৬০ দিন পর এটি কার্যকর হবে। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে অন্য কোনো তারিখও নির্ধারণ করা যেতে পারে বলে চুক্তিতে বলা হয়েছে। আবার যে কোনো পক্ষ লিখিত নোটিশ দিয়ে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে ৬০ দিন পর, অথবা সম্মত অন্য তারিখে অবসান কার্যকর হবে।

চুক্তির আগে সমঝোতার মাধ্যমে বাংলাদেশের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বাড়তি শুল্কহার ছিল ২০ শতাংশ, যা এখনও কার্যকর। চুক্তি কার্যকর হলে ১৯ শতাংশ হওয়ার কথা। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা ও কৃত্রিম তন্তু আমদানি করে তৈরি করা পোশাক দেশটিতে রপ্তানি করা হলে তাতে কোনো পাল্টা শুল্ক আরোপ না করার ঘোষণা দেওয়া ছিল। তবে এ সুবিধা পেতে দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যে নানা ধরনের শর্ত মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ।

চুক্তিতে নানা শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সামরিক-অসামরিক কেনাকাটা বাড়ানোসহ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য আমদানিতে শুল্ক ও অশুল্ক ব্যাপক ছাড়। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যেও যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয়টি রয়েছে। চুক্তিতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একই সঙ্গে কিছু দেশ থেকে কমানোর অঙ্গীকার করেছে। চুক্তি প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের অনেকেই একে জনস্বার্থবিরোধী এবং দেশের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কাল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে রপ্তানিকারকদের সঙ্গে বৈঠক

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান সমকালকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি এবং নতুন করে ১৫ শতাংশ শুল্কের বাস্তবতা নিয়ে মঙ্গলবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন তারা। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শুল্ক কাঠামোয় অনিশ্চয়তা। শুল্কের এ রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য কঠিন। যুক্তরাষ্ট্রে ব্র্যান্ড-ক্রেতারা শুল্কহার নিয়ে এত অনিশ্চয়তায় থাকলে কীসের ভিত্তিতে দর নির্ধারণ করবেন। শুল্ক হার যাই হোক না কেন, অনিশ্চয়তাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা।

তৈরি পোশাকের নিট ক্যাটেগরির পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম সমকালকে বলেন, সার্বিক পরিস্থিতি তারা পর্যালোচনা করেছেন। যদি অন্যদের জন্য ১৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক হয় এবং বাণিজ্যচুক্তির কারণে যদি বাংলাদেশের ১৯ শতাংশে হয়, তাহলে ক্ষতি হবে। এমনিতেই অনেক অন্যায্য শর্ত মেনে চুক্তি করা হয়েছে। যেহেতু মার্কিন সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে পাল্টা শুল্কই বাতিল হয়েছে, সেহেতু চুক্তিটি বাতিলের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ চান তারা।

বিকেএমইএর সভাপতি বলেন, বারবার শুল্ক পরিবর্তনের কারণে রপ্তানি বাণিজ্যে গত কয়েক মাসে অনাকাঙ্ক্ষিত অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মার্কিন ব্র্যান্ড, ক্রেতা এমনকি ভোক্তারাও এতে বিরক্ত। কারণ, রপ্তানি বাণিজ্যের প্রক্রিয়াটা অনেক দীর্ঘ। মাঝপথে এ রকম শুল্ক পরিবর্তন হলে গোটা প্রক্রিয়া এলোমেলো হয়ে যায়। গত এক-দেড় বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের এমন আচরণ বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থাকে বড় রকমের অনিশ্চয়তায় ফেলেছে। এমনকি এখন যে ১৫ শতাংশ শুল্কের কথা বলা হচ্ছে, তাও হয়তো যে কোনো মুহূর্তে আবার পরিবর্তন হতে পারে। এ কারণে মার্কিন ব্র্যান্ড-ক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

চুক্তি বহাল থাকার কথা বলছে মার্কিন প্রশাসন

ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, যেসব দেশের সঙ্গে ইতোমধ্যে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেসব চুক্তি 'অবিকল বহাল' থাকবে। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশ মার্কিন অবস্থান আরও পরিষ্কার করার দাবি তুলেছে। তবে রায় ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যেসব দেশের সঙ্গে আমরা বাণিজ্যচুক্তি করেছি, তারা সেসব প্রতিশ্রুতি বহাল রাখবে। চুক্তিতে নির্ধারিত উচ্চহার থাকলেও তা কার্যকর থাকবে।

রায়ের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপীয় পার্লামেন্টের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিটির প্রধান বার্ন্ড ল্যাঙ্গে এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের আচরণ পুরোপুরি 'ট্যারিফ বিশৃঙ্খলা'। কোনো কিছুই আর স্পষ্ট নয়। ইউরোপ ও অন্যান্য বাণিজ্য অংশীদারদের জন্য অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে।

রায়ের পর এশিয়ায় প্রথম বড় প্রতিক্রিয়া আসে ভারত থেকে। রয়টার্সকে ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, ভারতের একটি প্রতিনিধি দলের চলতি সপ্তাহে ওয়াশিংটনে পাঠানোর কথা ছিল। এ সফর স্থগিত করা হয়েছে।

প্রথম আলো
সামবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

২৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে হংকংয়ের কোম্পানি

বিদেশি বিনিয়োগ

উত্তরা ইপিজেডে এই বিনিয়োগে একটি পোশাক কারখানা করবে প্রতিষ্ঠানটি। এ জন্য বেপজার সঙ্গে গতকাল চুক্তি হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপন করবে হংকংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইল কোম্পানি। নীলফামারীতে অবস্থিত উত্তরা ইপিজেডে এ কারখানা স্থাপন করবে কোম্পানিটি।

কারখানাটি স্থাপনে তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ প্রায় ২ কোটি মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৪০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে) বিনিয়োগ করবে। আর কারখানাটি স্থাপিত হলে সেখানে কর্মসংস্থান হবে ৩ হাজার ২৫৪ বাংলাদেশি নাগরিকের।

এ লক্ষ্যে গতকাল রোববার বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) সঙ্গে চুক্তি করেছে কোম্পানিটি। রাজধানীর গ্রিন রোডে অবস্থিত বেপজা কার্যালয়ে বেপজার নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন ও তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইলের মনোনীত পরিচালক জি ঝেনিউ এই চুক্তিতে সই করেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বেপজা। উত্তরা ইপিজেড বেপজা নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা।

হংকংয়ের কোম্পানির সঙ্গে বেপজার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, সদস্য (প্রকৌশল) আবদুল্লাহ আল মামুন, সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) সমীর বিশ্বাস, নির্বাহী পরিচালক (জনসংযোগ) এ এস এম আনোয়ার পারভেজ প্রমুখ।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, উত্তরা ইপিজেডে ২৪ হাজার বর্গমিটার জায়গার ওপর কারখানাটি নির্মিত হবে। এ কারখানায় হংকংয়ের প্রতিষ্ঠানটি বছরে ৭০ লাখ পিস বিভিন্ন ধরনের ওভেন ও নিট গার্মেন্টস পণ্য বানাবে। এর মধ্যে রয়েছে বটম, টপ, শার্ট, জিনস, জ্যাকেট, টি-শার্ট, পোলো শার্ট, স্পোর্টসওয়্যার, সোয়েটার, হুডিসহ সব ধরনের জার্সি। উৎপাদিত এসব পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হবে।

স্থানীয় শিল্পকে শক্তিশালী করতে প্রতিষ্ঠানটিকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মানসম্মত কাঁচামাল দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহের আহ্বান জানান বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি বলেন, আগের তুলনায় আরও দক্ষ, আধুনিক ও বিনিয়োগকারী সহায়ক সেবা প্রদানে বেপজা কাজ করবে।

তিয়ানফোর্ড বাংলাদেশ মনোনীত পরিচালক জি ঝেনিউ বাংলাদেশকে বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি জানান, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে কারখানার নির্মাণকাজ শুরু হবে। আর আগামী বছর থেকে পণ্য রপ্তানির কার্যক্রম শুরু হতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

জাপানমুখী কর্মসংস্থানে প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার, আসছে সাত দিনের কর্মপরিকল্পনা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাপানে কর্মী পাঠাতে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গতকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই আগ্রহ প্রকাশ করেন তারেক রহমান। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'আনন্দময় ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্রীড়া অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ' বিষয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরই ফলোআপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গতকাল রবিবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয় সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, নবগঠিত সরকারের যে নির্বাচনি ইশতেহার রয়েছে—সেই নির্বাচনি ইশতেহারের মধ্যে ২০টি কার্যক্রম রয়েছে, যেগুলো প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সরকারের অর্থাৎ বিএনপি দলীয় ইশতেহার যেহেতু জনগণ সমর্থন দিয়েছে, সেহেতু এটি একটি জাতীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এই জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় বলে জানায় মন্ত্রণালয়।

সভায় জানানো হয়, সভায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাপানে বাংলাদেশ থেকে লোক পাঠানোর বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে জাপানে ২০৪০ সালের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ তরুণ বয়সিদের প্রয়োজন হবে। এখন আমাদের বাংলাদেশে প্রায় ২৩ লাখ অতিরিক্ত যুব শ্রমশক্তি আছে। আমরা কীভাবে তাদের দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে জাপানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো যায়, এ বিষয়গুলো নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বাংলাদেশ তার অদক্ষ শ্রমশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে কীভাবে বিদেশে পাঠানো যায়, বিদেশে শ্রমে নিয়োজিত করা যায়—এই বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বে শুধু অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করে থাকে। এই পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আমাদের বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ এবং আধা দক্ষ শ্রমিক রপ্তানির ওপর জোর দিতে হবে।

বিশেষ করে জাপানে যেহেতু এখন তাদের যুবকশ্রেণি কমে যাচ্ছে, সে কারণে যেসব ট্রেডে তাদের লোক দরকার, সেসব ট্রেড অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এবং ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগে ৩৩টি টিটিসিতে ট্রেড রিলেটেড প্রশিক্ষণ সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এখন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে জাপানের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আরো ২০টি যোগ করে মোট ৫৩ টিটিসিতে জাপানি ভাষা শিক্ষা এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেওয়াও হচ্ছে। জাপানি ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য যদিও শিক্ষকের অপ্রতুলতা রয়েছে। কীভাবে আরো বেশি পরিমাণে জাপানি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরো বেশি শিক্ষক নিয়োগ করা যায়—এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জাপানি ভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমাদের যে ২০০ বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, বিদেশে শ্রমিকের প্রেরণকারী এজেন্সি রয়েছে, সেগুলোর কাছ থেকে আরো কী ধরনের সহযোগিতা পাওয়া যায়, তা নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া কীভাবে শ্রমবাজারের বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া যায়, যাতে করে অন্যান্য দেশের আগেই জাপানের শ্রম বাজারে আমরা আমাদের শ্রমশক্তি রপ্তানি করতে পারি, এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং কতগুলো কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

এগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটা পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীর কাছে আগামী সাত দিনের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কর্মকর্তাদের মধ্যে এসব কার্যক্রম বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। আগামী দুই দিন পরেই সেটার ফলোআপ আবার পুনরায় গ্রহণ করা হবে বলে মন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেন। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আগামী দুই কর্ম দিবস পরেই আবার বসা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

এ ছাড়া জাপানে জনশক্তি প্রেরণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে যেসব স্টেক হোল্ডার রয়েছে এবং শিক্ষক, ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে, শিক্ষকদের নিয়োজিত করার বিষয়ে যেসব অংশীজন রয়েছে, এসব স্টেকহোল্ডার বা অংশীজনদের নিয়ে পরশু একটা মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে আজকের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সবার মতামতের ভিত্তিতে একটা পূর্ণাঙ্গ কর্মপত্র বা সুপারিশমালা প্রণয়ন করে বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের যাতে সফল বাস্তবায়ন হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সুপারিশগুলো পাঠানো হবে বলে সভায় জানানো হয়। জাপানে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে সব কর্মকর্তাকে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক আহ্বান জানান।

ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সৈয়দপুরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ও কারচুপি কারখানা

কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও পুঁজিসংকট

■ মো. আমিরুজ্জামান, সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাতা

উত্তরের ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র নীলফামারীর সৈয়দপুরে ক্ষুদ্র গার্মেন্টস কারখানা ও কারচুপির কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে আসছে। কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও পুঁজিসংকটে এখানে ২৫০ কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী কর্মহীন প্রায় বেকার হয়ে পড়েছে। অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে মহাসংকটে পড়েছেন।

সৈয়দপুরের রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র গার্মেন্টস মালিক শিল্প সমিতি সূত্রে জানা গেছে, গত দুই বছরে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে এখনকার ছোট-বড় ১০০ পোশাককারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৭০টি স্থায়ী ও ৩০টি অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন ৫ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী। এছাড়া সুতা ও অন্যান্য উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি এবং পুঁজি-সংকটের কারণে এ উপজেলার প্রায় ১৫০ কারচুপি শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার হয়ে পড়েছেন এ উপজেলার ৫ সহস্রাধিক কারিগর। পরিবার নিয়ে তারা এখন মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

সৈয়দপুর এক্সপোর্টেবল স্মল গার্মেন্টস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইএসজিওএ) জানিয়েছে, সৈয়দপুরে ঝুট কাপড়ের ব্যবসা শুরু হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। ২০০২ সাল থেকে এর বিস্তার আরো বাড়তে থাকে। ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকার পোশাককারখানা থেকে ঝুট কাপড় সংগ্রহ করেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা। তা দিয়ে তৈরি হয় ট্রাউজার, শর্টস, জ্যাকেট, টি-শার্ট, জিন্সসহ বিভিন্ন পোশাক। ব্যবসায়ীদের মতে, এসব পোশাকের চাহিদা বাংলাদেশে যতটা, তার চেয়ে বেশি ভারত, নেপাল ও ভুটানে। এখানে ক্ষুদ্র তৈরি পোশাকশিল্প কারখানা প্রায় ৪০০। আর এর সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার পরিবার। ইএসজিওএ আরো জানায়, ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গত ১৭ মে এক আদেশে বলা হয়েছে তৈরি পোশাক ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এখন থেকে কেবল কলকাতা সমুদ্রবন্দর দিয়েই আমদানি করা যাবে। এতে করে রপ্তানি কমেছে। ব্যবসায়ীরা জানান, আগে সৈয়দপুর থেকে বেনাপোল, সোনামসজিদ ও সোনাহাট স্থলবন্দর দিয়ে পোশাক রপ্তানি করা হতো। আগে যে পরিমাণ পোশাক ভারতে রপ্তানিতে খরচ হতো ২০ হাজার টাকা, এখন কলকাতা সমুদ্রবন্দর দিয়ে তা রপ্তানির খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার।

সৈয়দপুর থেকে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান বিদেশে পোশাক রপ্তানি করে, তাদের মধ্যে অন্যতম ইনভেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির মালিক হুমায়ুন কবির বলেন, 'ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে এখন স্থলপথে কোনো পণ্য রপ্তানি সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতা সমুদ্রবন্দর দিয়ে রপ্তানি করতে গিয়ে খরচ বেড়েছে অন্তত তিন গুণ। সেই সঙ্গে সময় ও ভোগান্তিও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের রপ্তানি অন্তত ৫০ শতাংশ কমে গেছে।' সৈয়দপুর রপ্তানিমুখী ক্ষুদ্র গার্মেন্টস মালিক শিল্প সমিতির সভাপতি আকতার হোসেন খান বলেন, সৈয়দপুরের পাড়া-মহল্লায় ছড়িয়ে আছে শত শত কারখানা। এখানে ঝুট কাপড় থেকে নানা ধরনের পোশাক তৈরি হয়। যার কিছু ভারতে যায়। কিন্তু ভারত সরকারের স্থলবন্দর-সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এ শিল্পকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তারা বিপাকে পড়েছেন। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দুই দেশের সরকারকেই ভাবতে হবে। সংকট সমাধান হলেই সৈয়দপুরের অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে।

এদিকে সৈয়দপুর কারচুপি শিল্পসূত্রে জানা গেছে, উপজেলার শহর ও গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠে তিন শতাধিক কারচুপি কারখানা। এসব কারখানায় কাঠের ফ্রেমে শাড়ি, পাঞ্জাবি, ওড়নাসহ বিভিন্ন ধরনের পোশাকে কারচুপি ও নকশার কাজ করেন প্রায় ১০ হাজার নারী-পুরুষ। এছাড়া বাড়িতেও কাজ করেন কেউ কেউ। স্কুল-কলেজের ছাত্রীরাও পড়াশোনার ফাঁকে এ কাজ করে বাড়তি আয় করেন। এখানকার কারিগরদের নিপুণ হাতে তৈরি মনকাড়া ডিজাইনের এসব পোশাক স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে চলে যায় রাজধানীসহ দেশের বড় বড় বিপণিকেন্দ্রে। তবে পুঁজি-সংকটের কারণে সম্প্রতি ১৫০ কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন মালিকেরা।

সৈয়দপুর শহরের রসুলপুর এলাকার বাসিন্দা রোজিনা বেগম জানান, স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি একটি কারচুপির কারখানায় কাজ নেন। সম্প্রতি সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এখন কীভাবে সংসার চলবে জানি না।

সূত্র : জনাসাপ ব্যাংক ও ট্রেডিং ইকোনমিকস

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। ১২ ফাল্গুন ১৪৩২। ৭ রমজান ১৪৪৭

ঈদে বেতন-বোনাস দিতে স্বল্প সুদে ঋণ চান পোশাক মালিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ঈদুল ফিতরের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধে সম্ভাব্য চাপ মোকাবেলায় বকেয়া নগদ প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড় এবং দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ স্বল্প সুদে ঋণ (সফট লোন) চেয়েছে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের কাছে চিঠি দিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল মঙ্গলবার বিজিএমইএর দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল (সিনিয়র সহসভাপতি এনামুল হক খান বাবলু এবং সহসভাপতি শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী) গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে চিঠি তুলে দেয়।

সাক্ষাৎ শেষে শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, তৈরি পোশাক খাতটির প্রায় পাঁচ হাজার ৭০০ কোটি টাকার নগদ প্রণোদনা এখনো বকেয়া রয়েছে। ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস দিতে যাতে কারখানাগুলো সমস্যায় না পড়ে, সে জন্য দ্রুত এ অর্থ ছাড়ের অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা সহজ শর্তে সফট লোন চাওয়া হয়েছে।

বিজিএমইএর হিসাবে, খাতটির এক মাসের মোট বেতন ব্যয় প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। সে হিসাবে দুই মাসে প্রয়োজন হবে আনুমানিক এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ টাকা সফট লোন হিসেবে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান সংগঠনটির এই নেতা।

তিনি বলেন, সব কারখানা সমানভাবে প্রণোদনা পায় না। বিশেষ করে ওভেন ও সোয়েটার কারখানাগুলো তুলনামূলক কম প্রণোদনা পায়। ফলে এসব কারখানার জন্য বেতন পরিশোধে চাপ আরো বেশি হবে। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারি ও মার্চ—এই দুই মাসে ৬০ দিনের মধ্যে প্রায় ২৫ দিন সরকারি ছুটি ও নির্বাচনী কার্যক্রমে বন্ধ ছিল। ফলে ৩৫ দিন কাজ করে ৬০ দিনের বেতন দেওয়া অনেক কারখানার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

গভর্নর প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড়ের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান শিহাব উদ্দোজা চৌধুরী।

বকেয়া নগদ প্রণোদনার অর্থ দ্রুত ছাড় এবং দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ স্বল্প সুদে ঋণ চেয়েছে বিজিএমইএ

দুই মাসে বেতন বাবদ প্রয়োজন হবে প্রায় এক হাজার ৪০০ কোটি টাকা

তৈরি পোশাক খাতে নগদ প্রণোদনা বকেয়া প্রায় ৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা

স্যালারি সাপোর্টের বিষয়ে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়কে জানাতে পরামর্শ দিয়েছেন। গভর্নর কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করেননি এবং প্রস্তাবগুলো ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন বলে দাবি বিজিএমইএর।

প্রণোদনা বিতরণে বর্তমান 'ফার্স্ট ইন, ফার্স্ট আউট' পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) বঞ্চিত হতে পারে—এমন আশঙ্কা তুলে ধরে বিজিএমইএ বলেছে, এসএমইর জন্য আলাদা বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আলাদা তহবিল গঠনের প্রস্তাব দিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

বিজিএমইএর সহসভাপতি বলেন, বাজেট থেকে যে অর্থ বরাদ্দ আসবে, তার মধ্যে প্রথমে এসএমই খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে। এরপর অবশিষ্ট অর্থ অন্য কারখানাগুলোকে দেওয়া যেতে পারে। গভর্নর বিষয়টি ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। আগামী প্রণোদনা বিতরণ থেকেই এটি কার্যকর হতে পারে বলেও আশা প্রকাশ করেন।

সরকারি প্রণোদনার অর্থ সরকারই বরাদ্দ দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যাওয়ার কারণ কী, এমন প্রশ্নের জবাবে বিজিএমইএ জানায়, তারা আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে এবং অর্থমন্ত্রী ও অর্থসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেছে। পাশাপাশি নীতিগত সমন্বয়ের জন্য গভর্নরের সঙ্গেও বৈঠক করা হয়েছে, যা তাদের নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ।

প্রতিবছর ঈদের আগে কেন এ ধরনের ঋণ চাহিদা তৈরি হয়—এ প্রশ্নে সংগঠনটির নেতারা বলেন, এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, আন্দোলন, শ্রমিক অসন্তোষ ও নির্বাচনী পরিস্থিতির প্রভাব শিল্পে পড়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্কনীতির প্রভাবেও রপ্তানি খাত চাপে রয়েছে বলে দাবি করেন তাঁরা। সাত মাস ধরে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক ধারায় রয়েছে, এ অবস্থায় শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে দ্রুত সহায়তা প্রয়োজন বলে মত তাঁদের।

বিজিএমইএ বলছে, তারা কেবল জমে থাকা প্রণোদনার অর্থ ও যৌক্তিক ভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদি সহায়তা চেয়েছে। গভর্নরের সঙ্গে বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে এবং প্রস্তাবগুলো ইতিবাচকভাবে বিবেচনার আশ্বাস পাওয়া গেছে।

THE FINANCIAL EXPRESS

February 25, 2026

Bangladesh loses top spot in global shipbreaking as imports of scrapped vessels drop 32pc

Imports fall to 88 ships in 2025 from 130 a year earlier

India imports 111 vessels, takes global lead

MONIRA MUNNI

Bangladesh lost its position as the world's top shipbreaking destination in 2025 as imports of scrapped vessels declined by over 32 per cent amid regulatory pressures, economic challenges and stricter international standards.

According to data released by the NGO Shipbreaking Platform (NSP), Bangladesh imported 88 scrapped ships weighing 2.68 million tonnes last year -- a sharp decline from 130 ships in 2024.

Conversely, India emerged as the top shipbreaking destination last year, importing 111 vessels totalling 3.36 million tonnes.

The downturn reflects a volatile trend for the Bangladeshi sector. After peaking at 254 ships in 2021, imports fell to 122 in 2022 before a brief recovery to 170 in 2023. The country brought in 144 ships in 2020.

The 2025 figures represent the lowest intake in recent years.

Local ship-breakers said the decline started in late 2019 due to the Covid-19 pandemic and shutdowns.

Although business rebounded in 2021 on pent-up demand, the dollar crisis and high interest rates have again slowed trade, they added.

Industry insiders also blamed the enforcement of the Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (HKC), under which non-compliant yards cannot import ships.

On the other hand, many yards fail to obtain green certification due to funding shortages, as banks remain reluctant to invest in a sector classified as "red" by the environment ministry.

According to the Shipbreaking platform, Turkey imported 49 scrapped ships in 2025, followed by Pakistan with 15, the European Union with 14 and the rest of the world with 44.

When asked, Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA) president Amzad Hossain Chowdhury said that to become HKC-compliant, yards require an investment of Tk 300 million to Tk 1.0 billion, depending on size, to upgrade facilities and obtain green certification.

Banks provide loans to import ships but avoid financing yard upgrades because of the 'red' categorisation, he added, reiterating his call to reclassify the sector from "red" to "orange".

He also sought support from the government in this regard.

Hossainul Arefin, an executive committee member of the BSBRA, said the 'red' categorisation has created various bottlenecks. Obtaining the numerous required certifications and approvals now take months, during which time shipbreakers accrue significant bank interest, he added.

On safety issue, Amzad Hossain Chowdhury said that 23 yards are now compliant -- 17 fully under the HKC and six provisionally certified -- while another 20 are in the process of getting certification.

Despite industry assurances of improved safety and fewer accidents, rights groups remain concerned about worker safety and environmental hazards linked to shipbreaking.

The platform said 321 ocean-going commercial vessels were sold for scrap globally in 2025, of which 214 large ships were dismantled on the beaches of Bangladesh, India and Pakistan -- accounting for more than 85 per cent of global tonnage dismantled.

"Bangladesh and India remain the shipping industry's first choices for scrapping, despite the documented grave consequences beaching ships has on workers, local communities and fragile coastal ecosystems," said the platform.

At least 11 workers died and 62 were injured in South Asia in 2025 due to unsafe practices, it added.

One major incident occurred at Ziri Subedar yard in Chattogram, where an oil-tank explosion injured eight workers during dismantling of the Banglar Jyoti, a vessel owned by the government of Bangladesh, said the platform in a statement.

Bangladesh has approved 17 yards under the HKC, which entered into force in June 2025, but serious accidents still occur and reporting remains opaque, the group said.

In India, no yards are officially authorised under the convention, though more than 100 shipbreaking plots in Alang-Sosiya hold private Statements of Compliance, it added.

The platform warned that the low number of ships that have been scrapped these past years due to favourable operating rates hides a growing backlog of aging tonnage that is expected to head for the breaking yards in the coming years.

"The many vessels that will be heading for scrap, including the dark fleet, must be recycled at safe, transparent, and fully regulated facilities -- away from beaching practices," said Nicola Mulinaris, Senior Communication and Policy Advisor, NGO Shipbreaking Platform.

Existing facilities that already meet these standards, including ship recycling yards in the European Union, continue to operate at significant under-capacity, underscoring that safe alternatives do exist but remain systematically overlooked by the shipping sector, he noted.

munni_fe@yahoo.com

বণিক বার্তা শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৬ ■ ফাল্গুন ১৪, ১৪৩২

বন্ধ কারখানা চালু ও সুদহার কমানোর আভাস নতুন গভর্নরের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রায় তিন বছর ধরে চলা এ নীতির প্রভাবে ঋণের সুদহার উঠেছে ১৪-১৫ শতাংশে। এ পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ বাড়াতে সুদহার কমানোর আভাস দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকারখানা ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান চালুর নির্দেশনাও দিয়েছেন। গভর্নর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পর গতকাল এ পদে যোগদান করে শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি নির্দেশনা দিয়েছেন বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে জানানো হয়েছে।

বুধবার গভর্নর পদে নিয়োগ পাওয়া মোস্তাকুর রহমান গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকে আসেন। তিন ডেপুটি গভর্নরসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে স্বাগত জানান। গাড়ি থেকে নেমে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে প্রবেশের সময় গণমাধ্যম কর্মীরা তার কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চান। তিনি বলেন, 'এসেছি; আগে কাজ শুরু করি; তারপর কথা বলা যাবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আমরা একটু কম কথা বলব।'

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, এমন উচ্চ সুদের হারের বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে

—মো. মোস্তাকুর রহমান
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশ করে নতুন গভর্নর ডেপুটি গভর্নর, বিএফআইইউ প্রধান ও প্রধান অর্থনীতিবিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর নির্বাহী পরিচালকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তিনি। বৈঠক শেষে দুপুরের পর মোস্তাকুর রহমান সচিবালয়ে যান। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বের হওয়ার সময়ও তিনি গণমাধ্যম কর্মীদের এড়িয়ে যান। আবার সচিবালয়ে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে গভর্নরের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'নতুন গভর্নর দায়িত্ব নেয়ার পর ডেপুটি গভর্নর ও নির্বাহী পরিচালকদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করেছেন। বৈঠকে দেশের ব্যাংক খাতসহ অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গভর্নর বলেছেন, অর্থনীতিকে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানমুখী করতে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। একই সঙ্গে চলমান সংস্কারকাজ অব্যাহত থাকবে।'

নতুন গভর্নর অন্তর্বর্তী সরকার ও সদ্য সাবেক গভর্নরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এখন লক্ষ্য হচ্ছে সেই স্থিতিশীলতাকে ভিত্তি করে অর্থনীতিতে গতি ফিরিয়ে আনা। বিশেষ করে গত দেড় বছরে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প-কারখানাগুলো আবার চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিগত সহায়তা, প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সুবিধা ও ব্যাংক খাতে সমন্বয় জোরদার করবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।'

গভর্নর বলেন, 'মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, এমন উচ্চ সুদের হারের বিষয়টি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া পুরোপুরি নিয়মভিত্তিক ও বৈষম্যহীন করা হবে। কাজের গতি বাড়াতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো হবে।'

সরকারের অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় জোরদার করার বিষয়েও গুরুত্ব দিয়েছেন গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেছেন, সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব। বাংলাদেশ ব্যাংকের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। নতুন গভর্নর গণমাধ্যমে বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে সংযমী থাকবেন বলেও জানান মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। তিনি বলেন, গভর্নর করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তাই কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা সংযমী হব। তবে তথ্যপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হবে।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানানো হয়, নতুন গভর্নর কাজে যোগ দিয়ে ১১টি বিষয়ে নির্দেশনা দিয়েছেন। এর মধ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রেখে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বন্ধ কলকারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চালু, উচ্চ সুদহার পর্যালোচনা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলো রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা ও মবের মুখে গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বিদায় নেন। ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট গভর্নর পদে চার বছরের জন্য এ অর্থনীতিবিদকে নিয়োগ দিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবারই তার অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করে মোস্তাকুর রহমানকে নতুন গভর্নর পদে নিয়োগ দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১৪তম গভর্নর হিসেবে যোগদানকারী মোস্তাকুর রহমান পেশায় একজন ব্যবসায়ী।

সময়ের আলো শনিবার। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কমছে পোশাক রফতানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ৩.৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে

- ২০২৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৭.৮৮ বিলিয়ন ডলার
- যা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ১.৭৪ শতাংশ কম

শুল্ক নিয়ে টানাপড়েনের মধ্যেই মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের রফতানি কমছে। অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলের (ওটেক্সা) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানির পরিমাণ ছিল ৭৭.৮৮ বিলিয়ন ডলার। যা ২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় ১.৭৪ শতাংশ কম। এ ছাড়া পরিমাণের দিক থেকে স্কয়ার মিটার ইকুইভ্যালেন্ট (এসএমই) হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি ৩.৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে গড় ইউনিট মূল্য ২.০৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা চাহিদা কমে যাওয়ার মধ্যেও মূল্য চাপ অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

সামগ্রিক বাজার মন্দার বিপরীতে ২০২৫ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.২০ বিলিয়ন ডলারে, যা এ পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বার্ষিক রেকর্ড। এটি ২০২৪ সালের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ের তুলনায় ১১.৭১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি। শুধু ডিসেম্বর ২০২৫ মাসেই বাংলাদেশ থেকে আমদানি আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ৩.৩৩ শতাংশ বেড়েছে।

২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট পোশাক আমদানিতে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব দাঁড়িয়েছে ১০.৫৩ শতাংশ, যা আমেরিকান ক্রেতাদের জন্য অন্যতম শীর্ষ সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করেছে।

২০২৫ সালে মার্কিন বাজারে অন্য প্রধান সরবরাহকারীদের মধ্যে ভিয়েতনামের অংশ ছিল ২১.৫০ শতাংশ এবং চীনের ১৩.৬৬ শতাংশ। এ ছাড়া ভারতের ৬.৩৫ শতাংশ, কম্বোডিয়ার ৬.২০ শতাংশ এবং ইন্দোনেশিয়ার ৫.৯৮ শতাংশ।

চীন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক বাজারে ক্রমেই অবস্থান হারাচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম মূল্য প্রবৃদ্ধি, ইউনিট, মূল্য পরিবর্তন এবং পরিমাণগত পারফরম্যান্সে প্রায় একই ধারা প্রদর্শন করেছে। তবে ভিয়েতনাম এখনও সামগ্রিকভাবে অনেক বড় বাজার অংশীদারত্ব ধরে রেখেছে।

তথ্যে আরও দেখা যায়, ২০২৫ সালের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন পোশাক বাজারের প্রবৃদ্ধি ছিল দুর্বল। বছরের শেষ তিন মাসে পারস্পরিক শুল্ক-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা এবং ভোক্তাদের কম চাহিদার কারণে আমদানি প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল।

এমন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের শক্তিশালী রফতানি পারফরম্যান্স, বৈশ্বিক পোশাক সরবরাহ চেইনে দেশটির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, পণ্যের বৈচিত্র্য এবং ক্রমবর্ধমান কমপ্লায়েন্স সক্ষমতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক এবং ডেনিম এক্সপোর্ট লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, পারস্পরিক শুল্ক এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাসের অনিশ্চিত পরিবেশেও বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে ভালো করেছে।

তিনি বলেন, 'চীন স্পষ্টভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক বাজারে অবস্থান হারাচ্ছে আর বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম মূল্য, ইউনিট মূল্য এবং পরিমাণ বৃদ্ধিতে একই ধারা দেখাচ্ছে, যদিও ভিয়েতনাম এখনও অনেক বড় অংশীদারত্ব ধরে রেখেছে।'

দেশ রূপান্তর বুধবার, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬.

শ্রমিকদের জন্য ঋণ সহায়তা চান পোশাকশিল্প মালিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

বৈশ্বিক মন্দা ও রপ্তানি আয় কমে যাওয়ায় দেশের তৈরি পোশাক খাতে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বিশেষ ঋণ সহায়তা চেয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি-বিজিএমইএ। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে দেওয়া এক চিঠিতে আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস ও মার্চ মাসের অগ্রিম মজুরি পরিশোধের জন্য এই সুবিধা চাওয়া হয়।

চিঠিতে অন্তত ৪০০ কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং রপ্তানি আদেশ কমে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে দুই মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সহজ শর্তে ঋণের দাবি জানানো হয়েছে। বিজিএমইএ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনামুল হক খানের সই করা চিঠিতে বলা হয়, ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তন, বৈশ্বিক মন্দা এবং শুল্ক যুদ্ধের কারণে রপ্তানি আয় কমে যাচ্ছে। এর ফলস্বরূপ, কার্যাদেশ কমেছে এবং প্রায় ৪০০ প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তার পরিমাণও কমানো হয়েছে। তৈরি পোশাকের ইউনিট মূল্য কমেছে এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সময়ে ৬০ দিনের মধ্যে ২৫ দিন কারখানা বন্ধ থাকবে। এ ছাড়া, ডেফার্ড শিপমেন্ট এবং অর্ডার পিছিয়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দরে শ্রমিকরা শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছে। এসব কারণে তৈরি পোশাকশিল্পে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা চায় সংগঠনটি।

চিঠিতে ইনামুল হক খান উল্লেখ করেছেন, 'ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। আর্থিক সংকটের কারণে এই কাজটি করা সম্ভব হচ্ছে না।'

চিঠিতে আরও বলা হয়, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে তৈরি পোশাক রপ্তানি আয় ২.৪৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং রপ্তানি কার্যক্রমের মন্থরতায় তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর উৎপাদন সক্ষমতা ক্রমেই কমে আসছে। এর মধ্যে, ২০২৫ সালের নভেম্বরে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলার পরিমাণ ১২.৯০ শতাংশ কমেছে, যা আরও চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় ৪০০টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আর্থিকভাবে বিপদে পড়েছে। এর কারণ, রপ্তানির ধীরগতি, ডেফার্ড শিপমেন্ট এবং অর্ডার পিছিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন খরচও বেড়ে গেছে। বিশেষত, কারখানাগুলো শ্রমিকদের বেতন, ইউটিলিটি বিল, পরিবহন খরচ এবং ব্যাংক সুদের পরিশোধে চরম চাপের মধ্যে পড়েছে।

বিজিএমইএর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, আগামী ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস এবং মার্চ মাসের অগ্রিম মজুরি পরিশোধের জন্য বিশেষ সুবিধায় ঋণ চান তারা। তাদের দাবি, ৩ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ ১২ মাসে পরিশোধযোগ্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা হোক, যাতে প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিক চাপের মাঝে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করতে পারে এবং উৎপাদন কার্যক্রম চালু থাকে।

চিঠিতে বিজিএমইএ আরও উল্লেখ করেছে, গত এক বছরে রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পোশাক কারখানাগুলো ক্ষতির মুখে পড়েছে। এই অবস্থা উত্তরণে সরকারের সহযোগিতা ছাড়া এই শিল্পকে সচল রাখা সম্ভব নয়। বিজিএমইএর দাবি, বাংলাদেশ ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা দিলে পোশাক শিল্পের সংকট দূর করা সম্ভব হবে এবং ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ করা যাবে।

কালের কণ্ঠ শুক্রবার। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

লিবিয়া থেকে ফিরলেন ১৭৫ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

লিবিয়া থেকে আরো ১৭৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরেছেন। লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তাঁরা দেশে এসেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় বেনগাজির গানফুদা ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি ৩০ জন এবং বেনাগাজি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী দুস্থ, অসহায় ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ১৪৫ জন স্বেচ্ছায় দেশে প্রত্যাবাসনেচ্ছু অনিয়মিত বাংলাদেশি নাগরিককে বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটযোগে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশির ভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশ্যে মানবপাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন বলে জানা গেছে। তাঁদের অনেকে লিবিয়ায় বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে তাঁদের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে বিনিময় করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Thursday 27 February 2026

রেমিট্যান্সে জোয়ার: ফেব্রুয়ারির ২৫ দিনেই এলো ২.৭৯ বিলিয়ন ডলার

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

চলতি ফেব্রুয়ারির প্রথম ২৫ দিনেই প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে ২৭৯ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার (২.৭৯ বিলিয়ন ডলার)- যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। ২০২৫ সালের ১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশে এসেছিল ২২৮ কোটি ১০ লাখ ডলার। শুধু ২৫ ফেব্রুয়ারি একদিনেই প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ১০ কোটি ৮০ লাখ ডলার। মাসের শেষ দিকে এসে এই ধারাবাহিক প্রবাহ রেমিট্যান্সে ইতিবাচক গতি বজায় থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের (জুলাই-২৫ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত) প্রথম প্রায় আট মাসে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২২২২ কোটি ৫০ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে (জুলাই ২০২৪ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) এসেছিল ১৮২৪ কোটি ২০ লাখ ডলার।

সে হিসাবে চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, এ ধরনের দ্বি-অঙ্কের প্রবৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

বিশ্লেষকদের মতে, কয়েকটি কারণে প্রবাসী আয় প্রবাহে এই ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে: ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রণোদনা ও সহজ প্রক্রিয়া, হুন্ডির বিরুদ্ধে নজরদারি জোরদার, বিনিময় হার তুলনামূলক বাজারমুখী হওয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ। ফলে প্রবাসীরা এখন বেশি হারে বৈধ পথে অর্থ পাঠাতে আগ্রহী হচ্ছেন।

চলতি ফেব্রুয়ারির প্রথম ২৫ দিনেই প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে ২৭৯ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলার (২.৭৯ বিলিয়ন ডলার)- যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। ২০২৫ সালের ১ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশে এসেছিল ২২৮ কোটি ১০ লাখ ডলার

রেমিট্যান্স বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম প্রধান উৎস। রফতানি আয়ের পাশাপাশি প্রবাসী আয় বাড়লে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ শক্তিশালী হয়, আমদানি ব্যয় মেটানো সহজ হয় এবং ডলারের বাজারে চাপ কমে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ধারাবাহিকভাবে ২০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি বজায় থাকায় সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক বার্তা যাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, আমদানি ব্যালেন্স ও মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে রেমিট্যান্স বড় ভূমিকা রাখছে।

যদি এ প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তবে চলতি অর্থবছর শেষে রেমিট্যান্সে নতুন রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বৈদেশিক শ্রমবাজারের স্থিতিশীলতা, প্রণোদনা নীতি এবং ডলার বিনিময় হারড় এই তিনটি বিষয়ই ভবিষ্যৎ প্রবাহ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারির ২৫ দিন পর্যন্ত প্রবাসী আয় প্রবাহ দেশের অর্থনীতির জন্য একটি স্বস্তির বার্তা দিচ্ছে।

রোববার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬ ■ মাঘ ১৮, ১৪৩২ বণিক বার্তা

নওগাঁয় ট্রাকচাপায় পাঁচ কৃষক নিহত

তিন জেলায় আরো চারজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নওগাঁয় ডাম্প ট্রাকচাপায় পাঁচ কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোর সাড়ে ৪টার দিকে মহাদেবপুর-পত্নীতলা আঞ্চলিক সড়কের শিবপুর পাঠকাঠি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া বগুড়ায় নসিমনের ধাক্কায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বরিশাল ও মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নওগাঁ: হলুদ বিক্রি করতে গতকাল ভোরে পত্নীতলার নূরপূর থেকে ব্যাটারিচালিত ভ্যানে মহাদেবপুর হাটে যাচ্ছিলেন পাঁচ আদিবাসী কৃষক। পাঠকাঠি এলাকায় পৌঁছলে একটি ডাম্প ট্রাক তাদের চাপা দেয়।

মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ইমরুল কায়েস জানান, ফায়ার সার্ভিস দুই দফায় পাঁচজনকে হাসপাতালে এনেছে। তাদের মধ্যে চারজন আগেই মারা গেছেন। অন্যজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। তবে তার কিছুক্ষণ পর তিনিও মারা যান। নিহতরা হলেন উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের নূরপুর গ্রামের মৃত কোকো পাহানের ছেলে বীরেন পাহান (৩৫), মৃত নরেন পাহানের ছেলে উজ্জল পাহান (৩৮), ঋটু পাহানের ছেলে বিপুল পাহান (২৫) ও বিপ্লব পাহান (২২), মৃত মাংরা উরাওয়ের ছেলে সঞ্জু উরাও (৪৫)।

বগুড়া: নন্দীগ্রামে নসিমনের ধাক্কায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার মাঝগ্রাম ইউনিয়নের দারিয়াপুর পালপাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন দারিয়াপুর উত্তর মণ্ডলপাড়ার ইব্রাহিম আলীর ছেলে আজিজার রহমান (৫৫) ও একই উপজেলার দামরুল এলাকার নাজিম উদ্দিনের ছেলে সুইট হোসেন (৫৫)। বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানার ওসি মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বরিশাল: নসিমনচাপায় বরিশালে এক শিশু নিহত হয়েছে। তিন বছর বয়সী ওই শিশুর নাম তুরফা। সে গরঙ্গল বোরাদী গ্রামের হাকিম ব্যাপারীর মেয়ে।

মেহেরপুর: জেলার গাংনীতে ইঞ্জিনচালিত পাওয়ার ট্রিলারের ধাক্কায় কালু মণ্ডল (৬০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কে বাঁশবাড়িয়া বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কালু মণ্ডল ধানখোলা ইউনিয়নের নিত্যানন্দনপুর গ্রামের হস্ব মণ্ডলের ছেলে।

সমকাল
রোববার
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ‖ ১৮ মাঘ ১৪৩

রাজধানীর ওয়ারী

গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধ ৮

■ সমকাল প্রতিবেদক

রাজধানীর ওয়ারী এলাকার র‌্যাঙ্কিন স্ট্রিটে পাস্তা ক্লাব রেস্টুরেন্টে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ৮ জন দগ্ধ হয়েছেন। গত শুক্রবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধদের দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। ছয়জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে রাতেই বাসায় ফেরেন।

জানা যায়, রাত সাড়ে ১০টার দিকে তৃতীয় তলায় রেস্টুরেন্টের রান্না ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে আটজন দগ্ধ হন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার শাহ আলম, কর্মচারী ইউনুস, সৌরভ, মেহেদী, মোস্তফা ও আবির সামান্য দগ্ধ হওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে রাতেই চলে যান। কামরুল ইসলাম ও জসিমকে ভর্তি করা হয়।

যুগান্তর | রোববার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১৮ মাঘ ১৪৩২

মহাদেবপুরে ট্রাকচাপায় নিহত পাঁচ

যুগান্তর ডেস্ক

নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলায় ডাম্প ট্রাকচাপায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। শনিবার দুর্ঘটনার পর থেকে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আরও পাঁচ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৮ জনের। তাদের মধ্যে বগুড়ার নন্দীগ্রামে দুইজন, কুমিল্লার চান্দিনায় দুইজন, শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে দুইজন, সিলেটের গোলাপগঞ্জে যুবক ও বরিশালের গৌরনদীতে শিশু রয়েছে। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

বগুড়া : মোটরসাইকেল ও শ্যালো ইঞ্জিনচালিত ভটভটির সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—নন্দীগ্রামের থালতা মাজগ্রাম ইউনিয়নের মৃত ইব্রাহিম মন্ডলের ছেলে আনসার সদস্য আজিজার রহমান এবং একই গ্রামের নাজিম উদ্দিন মন্ডলের ছেলে কৃষক চাঁন মিয়া সুইট। শনিবার বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলার থালতা মাজগ্রাম ইউনিয়নের দারিয়াপুর পালপাড়া সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

হানি

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) : ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—অটোচালক নকলা ধনাকুশার শফিকুল ইসলাম ও অটোরিকশার যাত্রী নালিতাবাড়ী উপজেলার তালুকপাড়ার আরিফ হোসেন। শনিবার সন্ধ্যায় নালিতাবাড়ী-নকলা সড়কের বাইটকামারি এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২০ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 3 February 2026

চকরিয়ায় বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, চকরিয়া (কক্সবাজার)

কক্সবাজারের চকরিয়ায় একটি বাণিজ্যিক মার্কেটের নির্মাণাধিন তিনতলা ভবনের পলেস্তারার কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ২ নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর বারোটার দিকে উপজেলার খুটাখালী বাজারে ঘটেছে এ মর্মান্তিক ঘটনা। খুটাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুর রহমান দুই নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের গর্জনতলী গ্রামের আবু তাহেরে ছেলে লাল মুহিত উদ্দিন সাগর (৩৩), একই এলাকার মোহাম্মদ জোহারের ছেলে মোহাম্মদ উসমান (১৮)।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী লোকজন জানান, গতকাল সোমবার সকালে খুটাখালী বাজারে একটি তিন তলা ভবনের পলেস্তারার কাজ করছিলেন ৩ জন নির্মাণশ্রমিক। ওই ভবনের একেবারে লাগোয়া ১১ হাজার ভোল্টের একটি বৈদ্যুতিক লাইন গেছে।

ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
২০ মাঘ ১৪৩২, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বগুড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে শ্রমিক নিহত

আহত ৪

■ স্টাফ রিপোর্টার, বগুড়া

বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি হিমাগারের ছাদ ধসে আমিনুল ইসলাম (৩৫) নামে এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো অন্তত চার জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। আহতদের বগুড়া শহিদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার চামরুল ইউনিয়নের খনিহারা এলাকায় পল্লী মঙ্গল সমিতির ডোবা জমিতে নির্মাণাধীন ম্যাক ফেয়ার নামের হিমাগারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুপচাঁচিয়া ফায়ার সার্ভিসের লিডার মইনুল ইসলাম জানান, সন্ধ্যার পর হিমাগারটির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। এ সময় হঠাৎ ছাদটি ধসে পড়ে। এতে চার জন শ্রমিক গুরুতর আহত হলেও, তারা নিরাপদে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন। তবে আমিনুল ইসলাম কাঁচা ঢালাই ও রডের নিচে চাপা পড়েন। তিনি আরো জানান, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে।

দুপচাঁচিয়া থানার ওসি আফজাল হোসেন বলেন, নির্মাণাধীন হিমাগারের ছাদ ধসে এক শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২২ মাঘ ১৪৩২

হানিফ ফ্লাইওভারে বৃদ্ধ খিলগাঁওয়ে যুবক নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর ওয়ারী থানাধীন মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে অজ্ঞাত গাড়িচাপায় বৃদ্ধ এবং খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া এলাকায় প্রাইভেট কারচাপায় অটোরিকশাচালক যুবক প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া চার স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও চারজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে পিরোজপুরে দোকানি, মৌলভীবাজারে পথচারী, চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থী এবং বগুড়ায় বাইসাইকেল আরোহী ছিলেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ঢাকা : নিহত বৃদ্ধের নাম আব্দুল মজিদ। তার গ্রামের বাড়ি শরীয়তপুরে। তিনি পরিবারের সঙ্গে স্বামীবাগ এলাকায় থাকতেন। তার বাবার নাম ইয়াকুব মাতব্বর। মজিদ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলেন। বুধবার ভোরে নামাজের কথা বলে বাসা থেকে বের হন তিনি। পরে হানিফ ফ্লাইওভারে গাড়িচাপায় গুরুতর আহত হন। স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে মেরাদিয়া এলাকায় নিহত অটোরিকশা চালকের নাম শাহিন। সোমবার রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় শাহিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শাহিন হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার সাতাউক গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে। তিনি খিলগাঁওয়ের মেরাদিয়া পোড়াবাড়ি এলাকায় বসবাস করতেন।

শিক্ষার্থীসহ চার স্থানে ঝরল আরও ৪ প্রাণ

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : মঠবাড়িয়াড়িয়ায় মাইক্রো বাসচাপায় চা দোকানি গণপতি বেপারীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে মঠবাড়িয়া-তুষখালী সড়কের তুষখালী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চা দোকানি স্থানীয় তুষখালী গ্রামের ঠাকুর চাঁদ কুলুর ছেলে।

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) : কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পথচারী আঞ্জব আলী নিহত হয়েছেন। তিনি শমশেরনগর ইউনিয়নের ভালাইরদেউল গ্রামের বাসিন্দা। মঙ্গলবার বিকালে শমশেরনগর মোকামবাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : দামুড়হুদা উপজেলার বারাদী গ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী সুজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার দুপুরে উপজেলার বারাদী সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন মদনা-পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নেরবারাদী গ্রামের রকিবুলের ছেলে এবং বাড়াদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র।

বগুড়া : দুপচাঁচিয়ায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী এমরান হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বাজারদীঘি এলাকায় বগুড়া-নওগাঁ সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এমরান উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নের নলঘড়িয়া গ্রামের আলেফের ছেলে। তিনি মঙ্গলবার রাতে উপজেলার চৌমুহনী থেকে বাইসাইকেলে দুপচাঁচিয়া সদরের দিকে আসার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বগুড়ায় ডাব চুরির সময় গাছ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

■ শেরপুর (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়ার শেরপুরে ডাব চুরি করার সময় গাছ থেকে পড়ে সজিব প্রামাণিক (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে স্থানীয়রা তার মরদেহ ডাবগাছের নিচে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। নিহত সজিব প্রামাণিক উলিপুর এলাকার ফজলু ওরফে ফজুর ছেলে।

জানা যায়, নিহত সজিব একই এলাকার আশরাফুল ইসলামের বাড়ির ডাব গাছ থেকে ডাব চুরি করার সময় গাছ থেকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের মা (পালক) মাসুদা জানান, রাত আনুমানিক ৩টার দিকে সজিব বাড়িতে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। পরে ভোরে তার মৃত্যুর খবর পান। নিহতের ভাই সোহেল রানা বলেন, রাত ৩টা পর্যন্ত সজিব বাড়িতে ছিল। সকালে জানতে পারি, সে ডাব চুরি করতে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে মারা গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে তার মরদেহের পাশে ডাব পাড়ার সরঞ্জাম পড়ে থাকতে দেখি। স্থানীয়রা জানান, সজিব পেশায় অটোরিকশা চালক ছিলেন এবং তিনি নিয়মিত নেশা করতেন। এ বিষয়ে শেরপুর থানার ওসি ইব্রাহীম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আগুনে পুড়ল শ্রমিকদের ৪০টি ঘর

শ্রীপুরে অগ্নিকাণ্ডে ৪০টি বসতঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। ওইসব ঘরে থাকা সবাই নিঃস্ব হয়ে গেছেন। পরিবারগুলোর প্রত্যেকে স্থানীয় পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। অগ্নিকাণ্ডের সময় তারা কর্মস্থলে থাকায় কেউ হতাহত হননি। মাওনার খোকন মিয়ার মালিকানাধীন টিনশেড বাড়িতে গতকাল এ ঘটনা ঘটে। মাওনা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন মাস্টার খাইরুল আলম বলেন, প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগে। **–শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি**

সময়ের আলো | রোববার। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মালয়েশিয়ায় ক্রেনচাপা পড়ে বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত

সময়ের আলো ডেস্ক

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের জালান পেরাকে গতরাতে একটি 'স্পাইডার লিফট' ক্রেনের নিচে চাপা পড়ে এক বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি নিজেই ওই ক্রেনটি পরিচালনা করছিলেন। কুয়ালালামপুর ট্রাফিক তদন্ত ও প্রয়োগ বিভাগের প্রধান এসিপি মোহদ জামজুরি মোহদ ইসা জানান, রাত ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে ওই ৩২ বছর বয়সি শ্রমিক রাস্তার পাশে একটি ভবনের সাইনবোর্ড মেরামতের কাজ করছিলেন। খবর মালয় মেইলের।

তিনি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালানো ক্রেনটি সম্ভবত ফুটপাথের ধার ঘেঁষে ধাক্কা খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায়। এরপর সেটি শ্রমিকটিকে এবং পাশে থাকা দুটি গাড়ি– একটি প্রোটন পারসোনা ও একটি বিএমডব্লিউ ৫২৩আই– চাপা দেয়।

মোহদ জামজুরি জানান, গাড়ি দুটির চালক ও যাত্রীরা অক্ষত থাকলেও, ক্রেন অপারেটরকে ঘটনাস্থলেই কুয়ালালামপুর হাসপাতালের এক সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, কোনো ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ওই ক্রেনের মালিক তা শনাক্ত করতে, কুয়ালালামপুর সিটি হল থেকে কাজের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না তা যাচাই করতে এবং ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করতে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

ঘটনাটি সড়ক পরিবহন আইন ১৯৮৭-এর ৪১(১) ধারায় তদন্তাধীন। এ বিষয়ে কারও কাছে তথ্য থাকলে টুন এইচএস লি ট্রাফিক পুলিশ স্টেশন (০৩-২০৭১ ৯৯৯৯) বা নিকটবর্তী যেকোনো পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সমকাল ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পীরগঞ্জে বাবা-ছেলেসহ ঝরল ৩ প্রাণ, আহত ১২

■ সমকাল ডেস্ক

রংপুরের পীরগঞ্জে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৪টার দিকে পীরগঞ্জ ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন– রংপুরের হারাগাছ এলাকার আব্দুর রাজ্জাক (৫০), তাঁর ছেলে আরাফাত সানি সানভী (২২) ও রাহিমা আক্তার মুন্নি (৩৫)। এর মধ্যে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারানো মুন্নি গাজীপুর জেলার বাসিন্দা।

দিনাজপুরে কাভার্ডভ্যান দুর্ঘটনায় নিহত ১

দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে কাভার্ডভ্যান দুর্ঘটনায় মখলেছুর রহমান (৩৬) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকেলে দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ফুলবাড়ী উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মখলেছুর রহমান দিনাজপুর সদর উপজেলার ৩ নম্বর ফাজিলপুর ইউনিয়নের ঝানজিরা উত্তর হরিরামপুর গ্রামের শাহাজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি ফুলবাড়ী উপজেলার প্রাণবন্ধ মিলস লিমিটেডের কাভার্ডভ্যান চালক ছিলেন।

(সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য)

প্রথম আলো
শনিবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাত জেলায় সড়কে নিহত ১১

সড়ক দুর্ঘটনা

প্রথম আলো ডেস্ক

দেশের সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত এগারজন নিহত হয়েছেন।

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে গত বৃহস্পতিবার রাতে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন তূর্জয় মাঝি (২৮), হোসাইন মোহাম্মদ সাকিব (২৭) ও মো. সানিয়াত (২৯)।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় গতকাল শুক্রবার সকালে ট্রাক ও অটোভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক দম্পতি নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন জালাল উদ্দীন (৬৫) ও তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগমের (৫৫)।

রংপুরের পীরগঞ্জে একই দিন বগুড়া-রংপুর মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিকল ট্রাকের পেছনে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে এক নারীসহ দুজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিরা হলেন গাজীপুরের রাহিমা আক্তার, মুন্নি (৩৫) এবং রংপুরের হারাগাছ এলাকার আবদুর রাজ্জাক (৫০)।

কক্সবাজারের টেকনাফে শুক্রবার সকালে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ইজিবাইকের সংঘর্ষে চালক সাবের মিয়া নিহত এবং অন্তত ৮ যাত্রী আহত হয়েছেন। শরীয়তপুরের জাজিরায় দ্রুতগতির একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে পপি রানী পাল (২৮) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফরিদপুরের মধুখালীতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক পার হওয়ার সময় কাভার্ড ভ্যানের চাপায় জয়নাল মোল্লা (৮৫) নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। একই রাতে সিলেটের ওসমানীনগরে মহাসড়কে এক পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণ হারান মাসুম আহমদ (২১) নামের এক যুবক।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নারী পোশাক শ্রমিকসহ তিনজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দিনাজপুরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানচালকের সহকারী ও রিকশাভ্যান আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া গাজীপুরে ট্রাকচাপায় এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যা থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত এসব দুর্ঘটনা ঘটে। প্রতিনিধিদের খবর–

দিনাজপুর : ঘোড়াঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে কার্ভডভ্যানের সংঘর্ষে আল-আমিন (৪০) নামে ভ্যানচালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় কার্ভাড ভ্যানের চালক আমিনুল ইসলাম (৪২) গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে ঘোড়াঘাট পৌরসভার আজাদমোড় এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের সামনের মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় দিনাজপুর-ফুলবাড়ী মহাসড়কের চিরিরবন্দরে বাসের ধাক্কায় আরোহী রফিকুল ইসলাম (৫০) নামে এক রিকশাভ্যান আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। চিরিরবন্দরের পুনট্টি ইউনিয়নের আমতলী বাজারের ১৩ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। আল-আমিনের বাড়ি ঘোড়াঘাট উপজেলার সৈয়দপুর ওয়াবদা মোড় এবং রফিকুলের বাড়ি পার্বতীপুর উপজেলার উত্তর শালন্দর গ্রামে। **গাজীপুর :** ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় গতকাল সকালে ট্রাকের চাপায় এক নারী পোশাক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। নিহত মনিকা খাতুন (৩২) সাতক্ষীরার আশাশুনি থানার ফটিকখালী গ্রামের রনি ইসলামের স্ত্রী।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ট্রাকের চাকা বিস্ফোরণে নিহত অটোচালক

নীলফামারী প্রতিনিধি

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলায় ট্রাকের চাকা বিস্ফোরণে আব্দুল মজিদ (৫০) নামে এক অটোচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোতে থাকা শিক্ষার্থী দুই ভাইবোন স্নেহা (১২) ও রিহান (১৫) আহত হয়েছে। এদের মধ্য স্নেহার মাথার আঘাতের কারণে তাকে রংপুর মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়। অটোতে থাকা তাদের মা রেবা আক্তার (৩৫) ও বড় ছেলে রিহান সুস্থ রয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ৯টায় উপজেলার দুন্দিবাড়ি সাইটেরপাড় এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত অটোচালকের বাড়ি উপজেলার বালাগ্রাম ক্রাবেরপাড় গ্রামে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আব্দুল মজিদের ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে রেবা ও তার দুই সন্তানদের স্কুলে রেখে আসার জন্য যাচ্ছিলেন। এ সময় জলঢাকা-ডোমার সড়কের ওই স্থানে একটি মালবোঝাই ট্রাক ওভারটেক করার সময় ট্রাকের পেছনের চাকা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে অটোটি সড়কে ছিটকে পড়ে উল্টে যায়। এ সময় অটোর চালক ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

জলঢাকা থানার ওসি মো. নাজমুল আলম বলেন, অটোচালকের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৪ মাঘ ১৪৩২

রায়গঞ্জে নিহত স্বামী-স্ত্রী পীরগঞ্জে বাবা-ছেলে

যুগান্তর ডেস্ক

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে অটোভ্যান-ট্রাক সংঘর্ষে বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রী এবং রংপুরের পীরগঞ্জে বাস দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। শুক্রবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া পাঁচ স্থানে ঝরেছে আরও ৯ প্রাণ। তাদের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ ও গাজীপুরে চার যুবক, কক্সবাজারে নারীসহ তিনজন, পাবনায় শিশু এবং নাটোরে বৃদ্ধা রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–**

কক্সবাজার ও টেকনাফ: টেকনাফে যাত্রীবাহী বাস চাপায় অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও আট যাত্রী। শুক্রবার সকালে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নাটমোড়াপাড়া এলাকায় কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—হ্নীলা ইউনিয়নের লেদা এলাকার লোকমান হাকিমের ছেলে সাবের হোসেন (লালু), যিনি অটোরিকশার চালক ছিলেন এবং পশ্চিম ফুলডেইল এলাকার আবুল হোসেনের মেয়ে মুনতাহা আক্তার। এদিকে মিনি বাস-ডাম্পার-টমটম সংঘর্ষে যুবক ছাবের মিয়া প্রকাশ লালু নিহত হয়েছেন। তিনি পশ্চিম লেদা এলাকার লোকমান হাকিমের ছেলে। এসময় আরও ৯ জন আহত হয়। শুক্রবার সকালে টেকনাফের হ্নীলা ইউনিয়নের নাটমোড়াপাড়া এলাকায় টেকনাফ-কক্সবাজার মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সেতুর সাটার ভেঙে শ্রমিক নিহত

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা বন্দরের ফোর লেন সড়কের আন্দারমানিক নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতুর ট্রাভেলার ফার্ম (লোহার সাটার) ভেঙে এক শ্রমিক নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে আন্দারমানিক সেতুর লালুয়া অংশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম রাসেল হাওলাদার (৩২)। আহতরা হলেন- রঞ্জু (৩৫), রাকিবুল হাসান (৩৫) ও আলম (৪০)। এদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রঞ্জু ও রাকিবুলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল সেবাচিম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত রাসেল টিয়াখালী ইউনিয়নের অঙ্কুপাড়া গ্রামের শাহ আলম হাওলাদারের ছেলে। স্থানীয়রা জানায়, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে চেইন ছিঁড়ে শ্রমিকরা নদীতে পড়ে যায়। ওসি রবিউল ইসলাম বলেন, আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

যুগান্তর | রোববার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ২৫ মাঘ ১৪৩২

তিন জেলায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় মোটরসাইকেলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই ছাত্র ও এক পুলিশসহ চারজন নিহত হয়েছে। শনিবার কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে সপ্তম শ্রেণির দুই ছাত্র, মাগুরায় পুলিশ কনস্টেবল এবং নীলফামারীর জলঢাকায় এক কিশোর নিহত হয়। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় মানিকগঞ্জের সিংগাইরে এক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি এবং নাটোরের সিংড়ায় কিশোর নিহত হয়। এ সম্পর্কে প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিংড়া (নাটোর) : সিংড়ায় বালিবাহী গাড়ির চাপায় কিশোর জিসাস (১৪) নিহত হয়েছে। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কলম ইউনিয়নের সূর্যপুর গ্রামের কাঁচা রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। উপজেলার কালীগঞ্জ গ্রামের ইসরাফিল ইসলামের ছেলে জিসাস সূর্যপুর গ্রামে নানাবাড়িতে থেকে বালিবাহী গাড়ির হেলপারের কাজ করত।

সময়ের আলো | মঙ্গলবার। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

৩ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানি

সময়ের আলো ডেস্ক

দেশের তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। বিস্তারিত জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার নিমতলা আন্ডারপাসের ওপর অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় কাঁচামালবাহী একটি পিকআপের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন। রোববার রাত ২টার দিকে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত চালক সুজন (৩৭) যশোরের কোতোয়ালি থানার বলিয়াডাঙ্গা গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে এবং নিহত সহকারী ইছারুল খুলনার ডুমুরিয়া এলাকার জীবনের ছেলে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যশোর থেকে কাঁচামাল নিয়ে পিকআপটি ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। পথে নিমতলা আন্ডারপাসের ওপর পৌঁছালে ঢাকামুখী অজ্ঞাত একটি গাড়ি পিকআপটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক সুজন মারা যান। খবর পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত ইছারুলকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন জানান, ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে গেছে। দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ এবং নিহতদের মরদেহ হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ১ ফাল্গুন ১৪৩২

সড়কে আমেরিকা প্রবাসীসহ নিহত ২

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় আমেরিকা প্রবাসী ওমর ফারুক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার সকালে টিকাটুলিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফারুকের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার আজগর হাওলাদারকান্দি গ্রামে। বাবার নাম গোলাম কুদ্দুস।

ওমর ফারুকের বোন শিরিন আক্তার বলেন, ২৮ জানুয়ারি তার ভাই দেশে আসেন। টিকাটুলির সুপার হোটেলে উঠেছিলেন। ২০ ফেব্রুয়ারি তার আমেরিকা ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। এরমধ্যে কীভাবে দুর্ঘটনার শিকার হলেন, সেটি জানি না। জানতে পেরেছেন, এক সিএনজিচালিত অটোচালক ফারুককে রক্তাক্ত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল (ঢামেক) হাসপাতালে রেখে পালিয়ে গেছে। টিকাটুলি মোড় এলাকায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ওই চালক তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এদিকে ঢাকার ধামরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় তরুণ দিলশানের প্রাণ গেছে। শুক্রবার উপজেলার দধিঘাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ২৭ মাঘ ১৪৩২

বাড্ডায় কারখানায় আগুনে পুড়ে মালিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বাড্ডায় ম্যাট্রেস তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কারখানা মালিক কালিমুজ্জামান শরীফ কালিমের (৪০) মৃত্যু হয়েছে। রোববার বিকালে তার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সোমবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে। কালিমুজ্জামান বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার হিজলা গ্রামের নাছির উদ্দীন শরিফের ছেলে। স্ত্রী রিতু ও তিন বছরের ছেলে আবু রায়হান শরীফসহ সাঁতারকুল মুন্সিবাড়ি খালপাড় এলাকায় ভাড়া থাকতেন। বাড্ডা থানার এসআই নাজিম উদ্দিন বলেন, রোববার ভোর ৬টায় কারখানার ভেতরে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় সাড়ে ৭টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন কয়েকজনের আহত ছাড়া কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, ওইদিন বিকালে পুড়ে যাওয়া মালামাল সরানোর সময় একটি লাশ পাওয়া যায়। সেটি পুরোপুরিভাবে পোড়া ছিল। স্বজনরা সেটা কারখানা মালিক কালিমুজ্জামানের লাশ বলে শনাক্ত করেন।

সমকাল | শুক্রবার। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাত জেলায় ৭ জনের মৃত্যু

সমকাল ডেস্ক

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোট চলাকালে দেশের সাত জেলায় ভোটকেন্দ্র ও এর আশপাশে সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ জেলাগুলো হলো– ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, মানিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সাতক্ষীরা ও গাইবান্ধা। তাদের মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে অসুস্থতায়। আরেকজন অসুস্থতায় মারা গেলেও ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

চট্টগ্রাম

নগরীতে ভোট দিতে গিয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মনু মিয়া (৬২) নামের এক ভোটারের মৃত্যু হয়েছে। সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম মহানগরীর কাজীর দেউড়ি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। মনু মিয়া একটি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে কাজ করতেন।

যুগান্তর | রোববার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ২৫ মাঘ ১৪৩২

যাত্রাবাড়ীতে পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরণে শ্রমিক আহত

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ঘাস কাটতে গিয়ে পরিত্যক্ত ককটেল বিস্ফোরণে এক শ্রমিক আহত হয়েছেন। শনিবার বিকালে কোনাবাড়ি মিনি কক্সবাজার এলাকার পাশের মাঠে ঘাস কাটার সময় আহত মো. আজিম পাইক (২৭) জোসনা ডেইরি ফার্মের শ্রমিক। তাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল, পরে সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়া হয়। ঢামেকে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, ঢামেকের বার্ন ইউনিটের জরুরি বিভাগে আহত শ্রমিকের চিকিৎসা চলছে। তার অবস্থা গুরুতর নয়।

দেশ রূপান্তর | শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গাজীপুরে ঝুট গুদাম চট্টগ্রামে জুতার কারখানায় আগুন

চট্টগ্রাম ব্যুরো ও গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ ঈদগা ময়দানের পাশে ঝুট গুদামে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ আগুন লাগে।

এলাকাবাসী জানায়, আমবাগ ঈদগা মাঠে পশ্চিম পাশে একটি ঝুট গুদামে আগুন লাগে। আগুন মুহূর্তেই পুরো গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে তারা দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় রাত ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

চট্টগ্রামে জুতার কারখানায় আগুন : চট্টগ্রাম নগরের পূর্ব মাদারবাড়ীতে একটি জুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে আটজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দুপুর আড়াইটার দিকে পূর্ব মাদারবাড়ী হাজি নছু মালুম লেনে জুতার কারখানাটিতে এ আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায়। আহতদের মধ্যে তিনজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর | রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২ ফাল্গুন ১৪৩২

বাবার মোটরসাইকেল থেকে পড়ে শিশুর প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

ফেনীর সোনাগাজীতে বাবার মোটরসাইকেল থেকে পড়ে চার বছর বয়সি শিশুকন্যা নিহত হয়েছে। আরও চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে পাঁচজনের। তাদের মধ্যে টাঙ্গাইলে ২ কলেজছাত্র, জয়পুরহাটে মোটরসাইকেল চালক, নরসিংদীর ঘোড়াশালে ট্রাক চালকের সহকারী ও বরিশালের বাকেরগঞ্জে এক যুবক রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ-

পলাশ (নরসিংদী) : কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় নিহত আকাশ মিয়া জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার শেখ সাদি এলাকার লিটন মিয়ার ছেলে। শনিবার ঘোড়াশাল বাইপাস সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর | সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৩ ফাল্গুন ১৪৩২

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৬ মাঘ ১৪৩২
Dhaka : Monday 9 February 2026

করিমগঞ্জে গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, করিমগঞ্জ (কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে গাছ কাটার সময় উপর থেকে নিচে নামতে গিয়ে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার দুপুর ১২টার দিকে করিমগঞ্জ উপজেলার নোয়াবাদ ইউনিয়নের সিন্দিপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মাহবুব মিয়া (৪০)। তিনি উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের দক্ষিণ সুধী গ্রামের সুলাইমান মিয়ার ছেলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত শ্রমিক নোয়াবাদ ইউনিয়নের সিন্দিপ গ্রামের এক ব্যক্তির বাড়িতে গাছ কাটার কাজ করছিলেন। শনিবার দুপুরে একটি গাছ থেকে নামার চেষ্টা করলে অসাবধানতাবশত মাটিতে পড়ে যান তিনি।

পুলিশ ফায়ার ফাইটারসহ ১১ জেলায় সড়কে নিহত ১৩

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জেলায় পুলিশ সদস্য ও ফায়ার ফাইটারসহ ১৩ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে দুজন, কুমিল্লার দাউদকান্দিতে দুজন, বগুড়ার শেরপুরে ফায়ার ফাইটার, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে পুলিশ কনস্টেবল, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় একজন, সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় একজন, জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে ভ্যানচালক, চাঁদপুরে একজন, মাগুরার মহম্মদপুরে যুবক, ভোলায় শিশু এবং সিরাজগঞ্জে গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

কালিহাতী : টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে প্রাইভেটকার ও যাত্রীবাহী ভ্যানের সংঘর্ষে ভ্যানচালক আমির আলী ও ভ্যানযাত্রী শরিফ নিহত হয়েছে। তারা দুজনই কালিহাতীর গোহালিয়াবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা। রোববার ঢাকা-যমুনা সেতু মহসড়কের কালিহাতীর জোকারচর এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলায় রোববার দুর্ঘটনাকবলিত দুই বাস। খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের বিশ্বরোড মোড় এলাকায় যুগান্তর

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে আসামি গ্রেফতার করে থানায় ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল নজরুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। টাঙ্গাইলের গোপালপুরের নগদাশিমুল গ্রামের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম হোসেনপুর থানায় কর্মরত ছিলেন। রোববার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। শনিবার রাতে হোসেনপুর-নান্দাইল সড়কে জলসিঁড়ি পরিবহণের একটি বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন তিনি।

দাউদকান্দি (কুমিল্লা) : যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন— অটোরিকশাচালক ফারুক ও বাসের যাত্রী মিজানুর রহমান। রোববার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি উপজেলার জিংলাতলী এলাকায় চট্টগ্রামমুখী লেনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বগুড়া : বগুড়ার শেরপুরে দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় বাসের ধাক্কায় স্টেশনে ঢুকে পড়া মিনি ট্রাকের চাপায় ফায়ার ফাইটার আহসান হাবিব নিহত হয়েছেন। তিনি গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার ধনারুহা গ্রামের আবেদার রহমানের ছেলে। শনিবার রাতে শেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) : রাঙ্গুনিয়া উপজেলার চন্দ ঘোনা-কদমতলি ইউনিয়নে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত খাইরুল বাশার উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা। রোববার চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের চন্দ ঘোনা হাজীপাড়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বড়লেখা (মৌলভীবাজার) : ট্রাকের ধাক্কায় নিহত মাওলানা নাজমুল ইসলাম যুগান্তরের কুলাউড়া উপজেলা প্রতিনিধি আজিজুল ইসলামের ভাই। রোববার প্রাইভেটকারযোগে সিলেটে যাওয়ার পথে সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জয়পুরহাট : মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত আব্দুল হান্নান ক্ষেতলাল উপজেলার আয়মাপুর গ্রামের আব্দুল গণি মন্ডলের ছেলে। রোববার জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার গোপীনাথপুর হিমাগারে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

চাঁদপুর : অ্যাম্বুলেন্স, ভ্যান ও মাছ বহনকারী সিএনজিচালিত অটোরিকশার ত্রিমুখী সংঘর্ষে নিহত কামাল হোসেন কচুয়া উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের বাসিন্দা। রোববার ভোরে চাঁদপুর শহরের ওয়্যারলেস মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

মহম্মদপুর (মাগুরা) : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিহত ইয়াকুব শেখ মহম্মদপুর উপজেলার বড়রিয়া গ্রামের সিদ্দিক শেখের ছেলে। রোববার উপজেলার যশপুর ঈদগাহের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ভোলা : মালবাহী নসিমনচাপায় নিহত আলিফা দৌলতখান উপজেলার চরপাতা গ্রামের নোমানের মেয়ে। শনিবার সন্ধ্যায় ভোলা-বরিশাল ফেরিঘাট সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সিরাজগঞ্জ : বাসচাপায় নিহত আঁখি খাতুন সিরাজগঞ্জ শহরের জুবলী রোডের ফারুক হোসেনের স্ত্রী। রোববার পৌর এলাকার বিয়ারা ঘাট এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাগেরহাট : বাগেরহাটের ফকিরহাটে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ১৫ যাত্রী আহত হয়েছেন। রোববার খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট বিশ্বরোড মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

যুগান্তর
রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gmai

টঙ্গীবাড়ীতে ভবনে পা পিছলে শ্রমিকের মৃত্যু

টঙ্গীবাড়ী (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

টঙ্গীবাড়ীতে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে মোহাম্মদ মিজান (৩০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার উপজেলার যশলংয়ে শহীদ খানের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মিজান কুড়িগ্রাম-জেলার সিতাইঝার গ্রামের বাচ্চু ঘটকের ছেলে। স্থানীয়রা জানান, শহীদ খানের চারতলা নির্মাণাধীন ভবনের কাজের সময় পা পিছলে নিচে পড়ে যায় মিজান। তাকে উদ্ধার করে মুন্সীগঞ্জ সদর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

MONDAY FEBRUARY 16, 2026
FALGUN 3, 1432 BS
The Daily Star

5 killed, 12 hurt in road accidents

STAR REPORT

Five people were killed and 12 others injured in road accidents across three districts over the last two days, according to reports from our correspondents.

In Cumilla, two people were killed and seven others injured after a passenger bus plunged into a ditch beside the Dhaka–Chattogram highway in Daudkandi area yesterday.

The accident occurred around 3:50pm in Jingatali area when a Chattogram-bound Econo Paribahan bus lost control, collided with an auto-rickshaw, and skidded off the road, said Daudkandi Highway Police Station Officer-in-Charge Iqbal Bahar Majumder.

The deceased were identified as auto-rickshaw driver Faruk, 42, of Bahadurkhola village in Daudkandi, and bus passenger Mizanur Rahman, 48, of Chuadanga Sadar upazila.

Dr Habibur Rahman, upazila health officer at Daudkandi Upazila Health Complex, said five injured passengers were referred to Dhaka, while two others received primary care.

The bus driver and his assistant fled the scene, police said.

In Tangail, two people were killed in a head-on collision between a private car and a battery-run rickshaw-van on the Dhaka–Tangail–Jamuna Bridge highway in Kalihati upazila yesterday.

Sharif Uddin, 41, was declared dead at Tangail General Hospital, while rickshaw-van driver Mohammad Amir Ali, 40, died on the way to Dhaka, said Shariful Islam, sub-inspector of Jamuna Bridge East Police Station.

In Kishoreganj, constable Nazrul Islam, 52, was killed and five others, including three policemen, were injured after a CNG-run auto-rickshaw carrying police personnel collided head-on with a bus in Padorgati area of Hossainpur upazila on Saturday, said Hossainpur Police Station OC Muhammad Rashedul Islam.

Nazrul was returning to the police station with an accused when the crash occurred. The accused and the auto-rickshaw driver were among the injured.

প্রথম আলো
সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৩ ফাল্গুন ১৪৩২

রেললাইনে সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট, কিছুক্ষণ পর ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

প্রতিনিধি, *কুমিল্লা*

কুমিল্লার লালমাই উপজেলার রেললাইনে সেলফি তুলে সেখানে দাঁড়িয়েই ফেসবুকে পোস্ট করেন এক তরুণ। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। গতকাল রোববার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে লালমাইয়ের বাগমারা দুধ বাজারের বাইপাস এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই তরুণের নাম মহি উদ্দিন (৩২)। তাঁর বাড়ি বরুড়া উপজেলার পশ্চিম চেঙ্গাহাটা গ্রামে। তিনি ছিলেন একজন অটোরিকশাচালক।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, মহি উদ্দিন তাঁর অটোরিকশা নিয়ে বাগমারা বাজারে যান। সকাল সাড়ে সাতটার দিকে তিনি রেললাইনে দাঁড়িয়ে একটি সেলফি তোলেন। সেখানে দাঁড়িয়েই সেলফিটি তাঁর ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেন। এ সময় ঢাকাগামী একটি ট্রেন চলে এলে তিনি সরে পড়ার আগেই কাটা পড়েন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

'দুই শিশুসন্তান কাকে বাবা ডাকবে'

মহি উদ্দিনের দুটি শিশুসন্তান রয়েছে। বড় ছেলের বয়স চার, ছোটটির বয়স দুই। দুই শিশুসন্তান নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী।

মহি উদ্দিনের ভাই মো. শাহাদাত হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমার ভাই অটোরিকশা চালিয়ে পুরো সংসার চালাত। এখন তার সংসার কীভাবে চলবে, আমরা ভেবে কূল পাচ্ছি না। তার দুটি শিশুসন্তান কাকে বাবা ডাকবে?'

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৪ ফাল্গুন ১৪৩২

রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে সড়কে নিহত ৬

যুগান্তর ডেস্ক

রাজধানীর শ্যামপুর ও মুগদায় সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। রোববার রাতে এ দুর্ঘটনা দুটি ঘটে। রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে সড়কে এক অটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া রংপুরের পীরগাছায় শিক্ষক, কুড়িগ্রামে ট্রাকচাপায় সাবেক সেনাসদস্য ও নেত্রকোনার মদনে কিশোর নিহত হয়েছে। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর—

ঢাকা : সড়কে নিহতরা হলেন- শ্যামপুরে আব্দুর রহিম (৪৫) ও মুগদায় নয়ন মনি (৪৬)। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ দুটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক মহিউদ্দিন জানিয়েছেন, রোববার রাতে পোস্তগোলা ব্রিজের পাশে রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন রহিম। পথচারীরা দেখতে পেয়ে থানায় সংবাদ দিলে সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত পৌনে ৩টায় তার মৃত্যু হয়। তিনি সিরাজগঞ্জের তারাশ উপজেলার উত্তর মথুরাপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে। অপরদিকে ওই দিন সন্ধ্যায় মুগদা হাসপাতালের পাশে স্টাফ বাসের ধাক্কায় নিহত হন গার্মেন্টকর্মী নয়ন মনি। নিহতের স্বামী হামিদ জানিয়েছেন, নয়ন মনি মুগদার একটি গার্মেন্টে চাকরি করত। গার্মেন্টের স্টাফ বাসে চড়ে মুগদা হাসপাতালের সামনে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় ওই বাসেরই ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে মুগদা হাসপাতাল নেওয়া হলে চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় বাসসহ চালককে আটক করা হয়েছে।

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : সড়কে নিহত অটোচালকের নাম মোশারফ মোল্লা (৩৫)। রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নের গণপত্যা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোশারফ সদর উপজেলার বাণীবহ ইউনিয়নের বারতাপুকুরচালা গ্রামের বাতেন মোল্লার ছেলে। ধারণা করা হচ্ছে, মোশারফ সড়কের পাশে খালি অটো রেখে রাস্তা পার হচ্ছিল। এ সময় দ্রুত গতির যানবাহন তাকে সড়কে পিষে রেখে যায়।

পীরগাছা (রংপুর) : মোকসেদ রোববার রাত ৯টার দিকে উপজেলার ছাওলা ইউনিয়নের পশ্চিম ব্রাহ্মণীকুন্ডায় ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি একই ইউনিয়নের রতনপুর-ধাপগাছ গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে এবং দামুর চাকলা বাজারস্থ দেওয়ান সালেহ আহমেদ দাখিল মাদ্রাসার ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন।

কুড়িগ্রাম : ট্রাক চাপায় নিহত সাবেক সেনাসদস্যের নাম নজরুল ইসলাম। এ ঘটনায় ট্রাক চালককে লালমনিরহাট থেকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব। ট্রাক চালকের নাম হাবিবুর রহমান। তিনি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার নুরুজ্জামান মিয়ার ছেলে।

মদন (নেত্রকোনা) : রাস্তা পারাপারের সময় অটোরিকশার চাপায় নিহত প্রদীপ মদন পৌর সদরের বাড়ি ভাদেরা গ্রামের সুজন নাগের ছেলে। সোমবার মদন-কেন্দুয়া সড়কে মদন পৌরসদরে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৪ ফাল্গুন ১৪৩২, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় রামগঞ্জের একই পরিবারের চার জনসহ নিহত ৫

■ রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

রামগঞ্জ : নিহত মিজানুর রহমান (বাঁয়ে), মধ্যখানে বড় মেয়ে মোহনা ও কোলে দেড় বছর বয়সি ছোট মেয়ে সুবাহ এবং গাড়িচালক বাবর (ডানে) —ইত্তেফাক

সৌদি আরবের আবহা শহরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের পাঁচরুখি গ্রামের অসিম উদ্দিন ব্যাপারী বাড়ির একই পরিবারের দুই শিশু—মোহনা (১৩), দেড় বছর বয়সি শিশু সুবাহ, তাদের মা মেহের আফরোজ সুমী (৩০) ও বাবা মিজানুর রহমান (৪২) ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন নিহতের পরিবারের লোকজন। একই ঘটনায় এই পরিবারের আরেক কন্যা ফাইজা আক্তার (১১) মুমূর্ষু অবস্থায় হসপিটালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এছাড়া একই দুর্ঘটনায় গাড়িচালক রামগঞ্জ উপজেলার ভোলাকোট ইউনিয়নের বিষ্ণুপুর পাটোয়ারী বাড়ির আবুল হোসেন পাটোয়ারী খোকার ছেলে হোসেন মোহাম্মদ জিলানী প্রকাশ বাবর (৩০) মারা যান। গত রবিবার সৌদি আরব সময় রাত ৩টা ও বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় সৌদি আরবের আবহা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বড় ভাই স্থানীয় টিউরী বাজারের ব্যবসায়ী বাহারুল আলম জানান, আমার ছোট ভাই মিজানুর রহমান দীর্ঘদিন থেকে সৌদি আরবের আবহা শহরে হোটেল ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। গত ৩ ফেব্রুয়ারি তার ছোট ভাই মিজানুর রহমান তার স্ত্রী মেহের আফরোজ সুমী, তিন কন্যা—মোহনা, ফাইজা ও ছোট মেয়ে সুবাহকে পবিত্র ওমরাহ হজ পালন করতে গিয়ে সৌদি আরবে যান। রবিবার রাত প্রায় ৩টায় ওমরাহ পালন শেষে বাসায় ফেরার পথে আবহা এলাকায় দুর্ঘটনায় পতিত হন তারা। নিহত মিজানুর রহমানের আত্মীয়দের সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৪ ফাল্গুন ১৪৩২

কাওরান বাজারে কাঠপট্টি ও পুরান ঢাকায় জুতা কারখানায় আগুন

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর কাওরান বাজারের কাঠপট্টি ও আশপাশের কিছু স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাত ১০টা ২৮ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। তাৎক্ষণিক আগুন নেভাতে ছুটে যান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ফায়ার সার্ভিসের ১১টি ইউনিটের চেষ্টায় সোমবার রাত ১২টা ৩৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা তালহা বিন জসিম যুগান্তরকে আগুনের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে তাৎক্ষণিক জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার শাহজাহান ইসলাম বলেন, ৫টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আরও হ্যাটসিহ মোট ১১টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভাতে কাজ করে। রাত ১২টা ৩৮ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেননি তিনি। জানা গেছে, কাওরান বাজার কাঠপট্টিতে ১টি পাঁচতলা ভবনের (এল আকৃতির) বিভিন্ন ফ্লোরে (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম কোনো কোনো অংশে) আগুন লাগে। ভবনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভাষ্যমতে, দ্বিতীয় থেকে পঞ্চমতলায় হাগিজ ডায়াপারের গোডাউন রয়েছে। আশপাশে কাঠের গোডাউন রয়েছে।

যুগান্তরের তেজগাঁও (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, কাওরান বাজার টিসিবির ভবনের পাশেই কাঠপট্টির একটি একতলা ভবনে আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের একটি গুদামে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ভবনটির জানলা দিয়ে পানি ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন।

পুরান ঢাকায় জুতার কারখানায় আগুন : রাজধানীর পুরান ঢাকার আগা সাদেক সড়কে একটি জুতার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট। সোমবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেল থেকে জানানো হয়েছে, আগা সাদেক সড়কের আগামসি লেনের সাততলা ভবনের চতুর্থতলার একটি জুতার কারখানায় সোমবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের চেষ্টায় রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

সংবাদ
মঙ্গলবার ৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Tuesday 17 February 2026

টাঙ্গাইলে প্রাইভেটকার-ভ্যান সংঘর্ষে নিহত ২

প্রতিনিধি, কালিহাতী (টাঙ্গাইল)

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে প্রাইভেটকার ও ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছেন।

গত রোববার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের জোকারচর গোহালিয়া বাড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী একটি প্রাইভেটকার জোকারচর এলাকায় পৌঁছালে রাস্তা পারাপারের সময় একটি ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানচালক ও এক যাত্রী সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শরীফ উদ্দিনকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য আমির আলীকে ঢাকায় নেয়ার পথে তিনিও মারা যান।

নিহতরা হলেন- কালিহাতী উপজেলার গোহালিয়া বাড়ি এলাকার আমজাদ আলীর ছেলে মো. আমির আলী ভ্যানচালক (৪০), এবং একই এলাকার মান্নানের ছেলে শরীফ উদ্দিন (৪১)।

বিষয়টি নিশ্চিত করে যমুনা সেতু পূর্ব থানার এসআই শরিফুল ইসলাম বলেন, ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী একটি প্রাইভেটকার জোকারচর এলাকায় পৌঁছালে রাস্তা পারাপারের সময় একটি ভ্যানকে সজোরে ধাক্কা দেয়। পরে আহতদের মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠালে তারা রাস্তায় মৃত্যুবরণ করেন।

সংবাদ
বুধবার ২৮ মাঘ ১৪৩২
: Wednesday 11 February 2026

বাগেরহাট

রাস্তায় প্রাণ গেল ভ্যানচালকের, আহত ৪

জেলা বার্তা পরিবেশক, বাগেরহাট

বাগেরহাট-পিরোজপুর সড়কে জ্বালানিবোঝাই ট্রলির সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ভ্যানচালক। এ সময় ট্রলিচালকসহ ৪ জন ভ্যানযাত্রী আহত হয়েছেন। নিহত ভ্যানচালক মো. কামরুল ইসলাম (৩৭) বাগেরহাট সদর উপজেলার গোটাপাড়া ইউনিয়নের ভাতশালা গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে। আর এ ঘটনাটি ঘটেছে গত সোমবার বিকেলে বাগেরহাট সদর উপজেলার দড়াটানা ব্রিজ-সংলগ্ন চিংড়ি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামনে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই পাশে থানা সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক ভ্যানচালক কামরুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে রনি হাওলাদার নামের একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। অপর আহত ভ্যানযাত্রী শরীফুল ডাকুয়া, সোহেল মৃধা ও আউয়াল সরদারকে বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ সড়ক দুর্ঘটনার খবর জানিয়ে বাগেরহাট সদর মডেল থানার ওসি মো. মাসুম খান বলেন, জ্বালানি কাঠবোঝাই একটি ট্রলি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা ব্যাটারিচালিত ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

বণিক বার্তা
বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৬

পাবনা ও রাজশাহীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৬

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ পাবনা ও রাজশাহী

পাবনায় দুই বাসের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন দুই বাসের অন্তত অর্ধশত যাত্রী। গতকাল সকাল ৭টার দিকে সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা থানার শোলাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাজশাহীতে ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় নছিমনের দুই যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন।

পাবনার মাধপুর হাইওয়ে থানার ওসি মুস্তাফিজার রহমান জানান, সকালে শাহজাদপুর ট্রাভেলসের একটি বাস পাবনা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল। পথে শোলাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী মাছরাঙা এক্সপ্রেস পরিবহনের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান মাছরাঙা এক্সপ্রেসের হেলপার মেহেদি হাসান জিহাদ (২৮)। আহতদের সাঁথিয়া ও পাবনার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহজাদপুর ট্রাভেলসের চালক কামাল হোসেন (৪২), পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পর আলমগীর হোসেন (৩৬) এবং পাবনা থেকে রাজশাহী নেয়ার পথে আলেফ উদ্দিন (৩৫) মারা যান।

নিহত কামাল হোসেন পাবনা সদর উপজেলার বলরামপুর গ্রামের আব্দুল প্রামাণিকের ছেলে, আলেফ উদ্দিন রাজাপুর গ্রামের মাজন আলীর ছেলে, মেহেদি হাসান জিহাদ পাবনা পৌর সদরের শিবরামপুর মহল্লার চমন মোল্লার ছেলে ও আলমগীর হোসেন আটঘরিয়া উপজেলার নরজান গ্রামের খোরশেদ আলীর ছেলে।

অন্যদিকে রাজশাহীর পুঠিয়ায় বালিবাহী ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় নছিমনে থাকা দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ট্রাকচালক ও তার সহকারী। গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গন্ডগোহালী নিমতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মুরগি ব্যবসায়ী নাইম ও হালিম। আহতরা হলেন ট্রাকচালক মিন্টু ও তার সহকারী স্বাধীন আলী।

সংবাদ
বুধবার ২৮ মাঘ ১৪৩২
Wednesday 11 February 2026

শ্রীনগরে গাড়ির ধাক্কায় চালক ও হেলপার নিহত

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় অজ্ঞাত একটি গাড়ির পেছন থেকে ধাক্কায় একটি পিকআপের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাত ২টার দিকে উপজেলার নিমতলা আন্ডারপাস এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন পিকআপের চালক সুজন (৩৭)। তিনি যশোর জেলার রাজারহাট থানার বালিয়াডাঙ্গা এলাকার মিজানুর রহমানের ছেলে। অপরজন হলেন পিকআপের হেলপার ইছারুল (২৫)। তিনি খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জীবন মিয়ার ছেলে। বর্তমানে তিনি যশোরে বসবাস করতেন।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, যশোর থেকে সবজি নিয়ে ঢাকাগামী পিকআপটিকে একটি অজ্ঞাত গাড়ি পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক সুজন নিহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় হেলপার ইছারুলকে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সময়ের আলো
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাস খাদে পড়ে আহত ৩৫

■ ভাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়কে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মাদারীপুরগামী সার্বিক পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে ২৫ জনের অবস্থা গুরুতর। মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার চুমুরদী ইউনিয়নের আড়ুয়া মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে বেপরোয়া গতির বাসটি ছিটকে রাস্তার পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে যায়। এতে আহত হন ৩৫ জন যাত্রী।

খবর পেয়ে ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি টিম ও ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, ৩০ জনের বেশি যাত্রীই আঘাত পেয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাহাত নামক একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলম জানান, এ পর্যন্ত ৩০ জন আহত রোগী ভর্তি হয়েছেন। দুর্ঘটনাকবলিত বাসের হেলপারের দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাকেসহ কয়েকজন রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর ও ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ভাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আবু জাফর জানান, ঢাকা থেকে মাদারীপুরগামী সার্বিক পরিবহনের একটি বাস ঘটনাস্থল অতিক্রম করার সময় বরিশাল থেকে ঢাকাগামী সুপারি বহনকারী একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি ছিটকে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এ ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে আমরা ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠিয়েছি।

যুগান্তর
বুধবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৮ মাঘ ১৪৩২

সাঁথিয়ায় দুই বাসের সংঘর্ষে নিহত ৪

যুগান্তর ডেস্ক

পাবনার সাঁথিয়ায় দুই বাসের সংঘর্ষে চারজন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সোয়া ৭টার দিকে উপজেলার আতাইকুলা থানার শোলাবাড়িয়া ব্রিজের কাছে পাবনা-ঢাকা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া রাজশাহীর পুঠিয়ায় ভটভটি-ট্রাক সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। এদিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নারীসহ ৩৫ জন আহত হয়েছেন।

ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সাঁথিয়া (পাবনা) : নিহতরা হলেন—পাবনা সদর উপজেলার বলরামপুর গ্রামের আব্দুল প্রামানিকের ছেলে কামাল হোসেন, পাবনা পৌর সদরের শিবরামপুর মহল্লার চমন মোল্লার ছেলে মেহেদি হাসান জিহাদ, আটঘরিয়া উপজেলার নরজান গ্রামের খোরশেদ আলীর ছেলে আলমগীর হোসেন ও পাবনা সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মাজন আলীর ছেলে আলেফ উদ্দিন। নিহতদের মধ্যে কামাল শাহজাদপুর ট্রাভেলসের চালক ও জিহাদ মাছরাঙার এক্সপ্রেসের হেলপার ছিলেন। বাকি দুজন মাছরাঙার এক্সপ্রেসের যাত্রী। সকালে যাত্রীবাহী শাহজাদপুর ট্রাভেলস পাবনা থেকে ঢাকায় যাচ্ছিল। ওই স্থানে পৌঁছলে যাত্রীবাহী মাছরাঙা এক্সপ্রেসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে মারা যান হেলপার জিহাদ। দুর্ঘটনার পর বাস দুটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করে সাঁথিয়া ও পাবনার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কামাল, পাবনা জেনারেল হাসপাতালে আলমগীর ও পাবনা থেকে রাজশাহী নেওয়ার পথে আলেফ মারা যায়। পাবনা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) জাহিদুল ইসলাম জানান, পুঠিয়ায় আহত ৩ জনকে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ২ জনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৯ মাঘ ১৪৩২

সেনা কর্মকর্তা-প্রিসাইডিং অফিসারসহ নিহত ১০

মুলাদী (বরিশাল) : মুলাদীতে টমটম উলটে যুবক শাহরিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার মুলাদী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের চরডিক্রী হাওলাদার বাড়ী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শাহরিয়ার উপজেলার গাছুয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড হোসনাবাদ গ্রামের আলমাছ ব্যাপারীর ছেলে। তিনি মুলাদী বন্দরের একটি দোকানে সিমেন্ট পরিবহনের কাজ করতেন।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধা সদর উপজেলায় নসিমন উলটে দুই নারীসহ তিন নির্বাচনি কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। বুধবার গাইবান্ধা-সুন্দরগঞ্জ সড়কের হাসেমবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) : ভাঙ্গায় বাস উলটে দুজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। বুধবার দুপুরে উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা উপজেলার সুয়াদি এলাকার সিসিপিএল পেট্রোল পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা থেকে নড়াইলগামী বাস নড়াইল এক্সপ্রেস পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে প্রবেশ করতেছিল। আর পিকআপ চলে আসায় তাৎক্ষণিক ব্রেক চাপলে বাসটি উলটে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের ফরিদপুর ও ঢাকা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত দুজনের একজন বাস সুপারভাইজার শরিফুল ইসলাম। তাৎক্ষণিকভাবে অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে ভাঙ্গা উপজেলার কৈড়ুবী এলাকায় দুপুরে দুই বাসের সংঘর্ষ হয়। ঢাকাগামী বাস সাকুরা পরিবহন বরিশালগামী বাস ইউনিক পরিবহণের সঙ্গে সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের ভাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চকরিয়া (কক্সবাজার) : চকরিয়ায় বাস চাপায় ইজিবাইক চালক তারেক নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়া উপজেলার খুটাখালী ইউনিয়নের গ্রামীন ব্যাংক রাস্তামাথা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারেক পার্শ্ববর্তী ঈদগাঁও উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নের আউলিয়াবাদ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৬ ফাল্গুন ১৪৩২

সেনা সদস্যসহ সড়কে নিহত ১০

যুগান্তর ডেস্ক

ময়মনসিংহের ফুলপুরে সেনাবাহিনীর ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। বুধবার শেরপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বালিয়া মোড় এলাকায় কাকলি রাইস মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ফরিদপুরে দুই বন্ধু, সিলেটে দুই তরুণ, সুনামগঞ্জে বৃদ্ধা এবং নওগাঁয় মাইক্রোবাসচালক ও বগুড়ায় গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ময়মনসিংহ ও ফুলপুর : নিহতরা হলেন সেনাবাহিনীর ট্রাক চালক সার্জেন্ট রেজাউল ও বাসচালক আব্দুল বাসেত। দুর্ঘটনায় সেনাবাহিনীর থ্রি টন ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। আহতদের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে সার্জেন্ট রেজাউল করিম এবং বাসচালক আব্দুল বাসেত মারা যান। আহত ১৫ জনের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৬ নং ওয়ার্ডে ৯ জনকে এবং ময়মনসিংহ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে আহত বাকি ৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে।

মধুখালী (ফরিদপুর) : মধুখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে কিশোর তানভীর ইসলাম ও তার বন্ধু আবিদ হাসান মুন্না। ফরিদপুর চিনিকলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারালে তারা দুর্ঘটনার শিকার হন। মুন্না মধুখালী পৌর সদরের পশ্চিম গাড়াখোলা এলাকার আরিফ হোসেনের ছেলে। আর তানভীর একই মহল্লার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

বিয়ানীবাজার (সিলেট) : সড়ক দুর্ঘটনায় বিয়ানীবাজারের দুই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল ও দুপুরে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিজ বাড়ি বিয়ানীবাজারের তেলপাড়া ইউনিয়নের মাটিজুরা থেকে সিলেট শহরে যাওয়ার পথে হিলালপুরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় তরুণ ফাহাদ ও তিলপাড়ার আঙ্গিরগঞ্জ বাজারের কাছে দুর্ঘটনায় যুবক কামাল নিহত হন। ফাহাদ আব্দুর রউফের ছেলে আর কামাল ভরাউট গ্রামের বক্তিয়ার মিয়ার ছেলে।

দিরাই (সুনামগঞ্জ) : দিরাইয়ে অটোরিকশা উলটে বৃদ্ধা পারুল বালার মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয় অন্তত চারজন। বুধবার উপজেলার ললৌয়ারচর গ্রামের সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পারুল শাল্লা উপজেলার বোলানগর গ্রামের সুকেশ দাসের স্ত্রী।

মহাদেবপুর (নওগাঁ) : সড়ক দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাস চালক আব্দুস সামাদের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার নওগাঁ-মহাদেবপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের চৌদ্দ মাইল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মাইক্রোবাসে থাকা নারীসহ ৫ জন গুরুতর আহত হন। সামাদ ধামইরহাটের ফতেপুর গ্রামের ইসমাইল হোসেনের ছেলে।

বগুড়া : সোনাতলায় ট্রলির চাকায় পিষ্ট হয়ে গৃহবধূ রায়হানা বেগমের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকালে উপজেলার জোড়গাছা ইউনিয়নের নওদাবগা গ্রামে নিজ বাড়ির সামনে রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রায়হানা উপজেলার জোড়গাছা ইউনিয়নের নওদাবগা গ্রামের শিপলু মিয়ার স্ত্রী।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার । ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সড়কে তিন জেলায় চারজনের প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের খবর– **পাবনা :** গতকাল সকালে আটঘরিয়া উপজেলায় মালবোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই চালক কায়ুম (২০) নিহত হন। এদিকে সদর উপজেলার চকজয়েনপুর এলাকায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনায় অনু (৪২) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : নবীনগর উপজেলার কনিকাড়ায় মঙ্গলবার রাতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় খায়ের মিয়া নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। **ঝিনাইদহ :** মহেশপুরে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দশম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলা সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আবির হোসেন (১৫) মহেশপুর উপজেলার মথুরানগর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।

সময়ের আলো | বৃহস্পতিবার। ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

তিন জেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত ৫

- চাঁদপুরে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে মা-ছেলের করুণ মৃত্যু, মুহূর্তেই দুজনের শরীরে আগুন লেগে যায়
- শেরপুরে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহত হন ২ কৃষক

সময়ের আলো ডেস্ক

চাঁদপুর, শেরপুর ও বরিশালে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিন কৃষকসহ মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বিস্তারিত জানিয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর প্রতিনিধিরা–

চাঁদপুর : চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মা আমেনা বেগম রিনা (৬৫) এবং তার ছেলে এনামুল হক রাসেল খানের (৩৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার দক্ষিণ নলুয়া গ্রামের খানবাড়িতে ঘটনাটি ঘটে। আকস্মিক এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

স্থানীয়রা জানান, বাড়ির প্রায় ৫০০ গজ উত্তরে নতুন ভিটবাড়িতে সেচের জন্য শ্যালোমেশিনে পানি তোলার প্রস্তুতি চলছিল। এ জন্য রাস্তার পাশে স্থাপিত বিদ্যুতের খুঁটির তার থেকে সরাসরি সংযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেন এনামুল হক রাসেল। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে আমেনা বেগম রিনাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের শরীরে আগুন ধরে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে সহকারী পুলিশ সুপার (মতলব সার্কেল) জাবির হুসনাইন সানীব ও মতলব দক্ষিণ থানার ওসি মো. হাফিজুর রহমান মানিক দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মতলব দক্ষিণ থানার ওসি মো. হাফিজুর রহমান মানিক জানান, প্রাথমিকভাবে এটি একটি দুর্ঘটনা বলে মনে হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মরদেহ স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শেরপুর : শেরপুরের নকলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নকলা উপজেলার বানেশ্বরদী ইউনিয়নের পোলাদেশী পশ্চিমপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– পোলাদেশী গ্রামের কুবেদ আলীর ছেলে আঙ্গুর মিয়া (৫০) এবং একই গ্রামের মিরাজ আলীর ছেলে মিন্টু মিয়া (৫৫)। একই ঘটনায় ছামিদুল হক (৫০) নামে আরেকজন আহত হয়েছেন। তিনি ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নকলা থানার ওসি রিপন চন্দ্র গোপ বলেন, এই ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে হস্তান্তরের কথাও জানান ওসি রিপন চন্দ্র গোপ। নিহতের পরিবার ও স্থানীয় লোকজন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে কৃষক ছামিদুল হক নিজের চাষকৃত বোরো জমিতে সেচ দিতে যান। এক পর্যায়ে বৈদ্যুতিক পাম্পের সুইচ অন করতে গিয়ে তিনি বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে পড়েন। এ সময় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রতিবেশী কৃষক আঙ্গুর মিয়া ও মিন্টু মিয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মালিহা নুজহাত আঙ্গুর মিয়া ও মিন্টু মিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন এবং গুরুতর আহত ছামিদুল হককে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

বরিশাল : বরিশালের উজিরপুরে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার উপজেলার পশ্চিম কেশবকাঠি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। উজিরপুর মডেল থানার ওসি রকিবুল ইসলাম বলেন, ইঁদুরের হাত থেকে ক্ষেতের ফসল বাঁচাতে বৈদ্যুতিক ফাঁদ পেতেছিলেন কৃষক সত্যরঞ্জন ডাকুয়া। কিন্তু সোমবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ফাঁদের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই তিনি ক্ষেতে চলে যান। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তার মৃত্যু হয়।

সড়কপথে দুর্ঘটনা

FRIDAY FEBRUARY 20, 2026
FALGUN 7, 1432 BS
The Daily Star

Three killed in road accidents

STAR REPORT

Three people were killed and at least six others injured in two separate road accidents on expressways in Shariatpur and Munshiganj yesterday, according to reports from our correspondents.

In Shariatpur, two transport workers were killed and at least five passengers injured when a Gopalganj-bound Kotalipara Star Express bus rammed a stationary Khan Paribahan coach around 4:00pm at Jamaddar intersection on the Dhaka-Bhanga Expressway near the South Plaza of the Padma Bridge.

Akash Sardar, 31, a bus helper from Gopalganj Sadar, died on the spot, and supervisor Yunus Mollah, 40, died after being taken to a hospital.

Sub-Inspector Md Abdus Salam of Shibchar Highway Police Station said the Star Express hit the parked bus from behind and mounted the divider. Traffic was disrupted briefly. Police seized the buses.

In Munshiganj, Shawkat Bepari, 23, a helper of a trucker of Jazira upazila in Shariatpur, was killed after a Mawa-bound truck hit a broken-down vehicle around 6:00am near Srinagar Ferry Ghat underpass on the Dhaka-Mawa Expressway.

Another helper, Md Imran Mondal, 24, was injured and referred to Dhaka for treatment, fire service officials said.

বণিক বার্তা
শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৬

দশ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের ১০ স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২৮ জন। এর মধ্যে মাদারীপুর ও শরীয়তপুরে চারজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া রাজধানীর শাহবাগ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ ও মাগুরায় আরো আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

মানিকগঞ্জ : ঘিওরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খুঁটিতে ধাক্কা লেগে এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তার সঙ্গে থাকা আরেক যুবক। গতকাল সকাল ৯টার দিকে বরংগাইল-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক সড়কের বটতলা নতুন ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আশিক (২২) কলিয়া কারিগরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার মামুদনগর গ্রামের মওলা মিয়ার ছেলে। আহত আলামিন (৩২) ঝিনাইদহের শৈলকুপা থানার উত্তর কচুয়া গ্রামের মো. ফজল মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় টাইলস মিস্ত্রি ছিলেন।

যুগান্তর | শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৭ ফাল্গুন ১৪৩২

যাত্রীবাহী ভ্যানে বাসের ধাক্কা ছাত্র নিহত, হাসপাতালে ৫

যুগান্তর ডেস্ক

দিনাজপুরে বাসের ধাক্কায় যাত্রাবাহী ভ্যানে থাকা এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা চার ঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। বৃহস্পতিবার চিরিরবন্দর উপজেলার আমতলী বাজারের সিএন্ডবি নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সিরাজগঞ্জে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে যুবক হৃদয় হোসেন প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিকে মুন্সীগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দুর্ঘটনায় ছয় স্থানে আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকায় ফুল বিক্রেতা নারী, মাগুরা ও বাগেরহাটে দুই মোটরসাইকেল আরোহী, জয়পুরহাটে ব্যবসায়ী, মানিকগঞ্জে তরুণ এবং মাদারীপুরে দুই বাসযাত্রী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ফকিরহাট (বাগেরহাট) : ফকিরহাটে কার্গো ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মোটরসাইকেল চালক যুবক হাসিব মোল্লা নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের ফকিরহাট বিশ্বরোড মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। হাসিব উপজেলার বারাশিয়া গ্রামের মো. কাশেম মোল্লার ছেলে।

হাজারীবাগ (ঢাকা) : রাজধানীর শাহবাগে দুই মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ফুল বিক্রেতা মুক্তা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা নার্সিং কলেজ গেটের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুক্তা যশোর সদর উপজেলার নোয়াপাড়া এলাকার ইজার আলীর মেয়ে। বর্তমানে তিনি পরিবারের সঙ্গে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের রনি মার্কেট এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) : শ্রীনগরে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগর উপজেলার মাসুরগাঁও পুরোনো ফেরিঘাট এলাকায় থেমে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের হেলপার শওকত ব্যাপারীর প্রাণ যায়। শওকত শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার কাজিরহাট গ্রামের দবির ব্যাপারীর ছেলে। অপরদিকে বৃহস্পতিবার বিকালে ঢাকা দোহার সড়কের শ্রীনগর উপজেলার বাঘড়া তালুকদার বাড়ি এলাকায় দুটি মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেলের ২ চালক নিহত হন। নিহতরা হলেন—শ্রীনগর উপজেলার বাঘড়া কাঁঠালবাড়ি গ্রামের আব্দুর রহমান ও দোহার উপজেলার জুবলি গ্রামের মৃত্যু জব্বারের ছেলে জলিল। এলাকাবাসী জানায় বেওরোয়া গতির কারণে এ দুর্ঘটন ঘটে।

প্রথম আলো
শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ট্রাকচাপায় নিহত অটোরিকশাচালক

রাজধানীর আজিমপুরে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালক আমজাদ হোসেন (৬০) নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

যুগান্তর | শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৮ ফাল্গুন ১৪৩২

ট্রাকচাপায় বাবা-ছেলে নিহত, জনরোষে পুলিশ

মানিকগঞ্জ : মানিকগঞ্জের অরঙ্গবাদ এলাকায় পিকআপ-ড্যাম্পট্রাক সংঘর্ষে যুবক গিয়াস উদ্দিনের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার

দৈনিক ইত্তেফাক ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার ও গত বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

মাগুরা প্রতিনিধি : মাগুরায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক ট্রাক চালক নিহত হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে মাগুরা-যশোর সড়কের মাগুরা সদর উপজেলার কেচুয়াডুবি নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাক চালক হলেন আকাশ (২৫)। তিনি মাগুরা সদর উপজেলার কুকিলা গ্রামের সবুর মন্ডলের ছেলে। লাশ মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালের অস্থায়ী মর্গে পাঠানো হয়েছে। মাগুরা হাইওয়ে থানার ওসি রোকনুজ্জামান জানান, কেচুয়াডুবি নামক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক ট্রাক চালকের মৃত্যু হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের হয়েছে।

সমকাল শনিবার। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ট্রাকচাপায় বাবা-ছেলেসহ সড়কে ঝরল ১২ প্রাণ

সড়ক দুর্ঘটনা

বগুড়ায় লাশ নিয়ে বিক্ষোভ

■ সমকাল ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজধানীর আজিমপুরে অটোরিকশা চালক, জামালপুরে বাবা-ছেলে, বগুড়ার শাজাহানপুরে গৃহবধূ, দিনাজপুরের বিরামপুরে দুই মোটরসাইকেল আরোহীর প্রাণ গেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়কে প্রাণ গেছে আরও সাতজনের।

জামালপুরে ট্রাকে পিষ্ট বাবা-ছেলে

মানিকগঞ্জে পিকআপ চালক নিহত

মানিকগঞ্জের অরঙ্গবাদ বাসস্ট্যান্ডের কাছে গতকাল ডাম্ব ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে পিকআপ চালক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম গিয়াস উদ্দিন (৪৫)। তিনি সাটুরিয়া উপজেলার উত্তর আয়নাপুর গ্রামে সাহেব আলীর ছেলে। আহত হেলপারের নাম মাহবুব হোসেন।

রাজধানীতে প্রাণ গেল অটোরিকশাচালকের

রাজধানীর আজিমপুর এলাকায় ট্রাকচাপায় আমজাদ হোসেন (৪৫) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে আজিমপুর এতিমখানার পাশের রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁর অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। তখন বেপরোয়া গতির একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। তাদের বাড়ি ঢাকার দোহার উপজেলার জৈনকি গ্রামে।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

সৌদিতে পৃথক দুর্ঘটনায় নিহত ২ বাংলাদেশি

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

সৌদি আরবে পৃথক দুর্ঘটনায় কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার দুই প্রবাসী নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রিয়াদ শহরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন সাফির উদ্দিন (৫৭)। এর আগে বুধবার সকালে মক্কা নগরীতে পাঁচতলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন হৃদয় মিয়া (২২) নামে এক যুবক। নিহত সাফির উদ্দিন কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রাম ইউনিয়নের খিলাকান্দি গ্রামের মৃত রইছ উদ্দিনের ছেলে। অন্যদিকে হৃদয় মিয়া একই উপজেলার লোহাজুরী ইউনিয়নের পূর্ব বাহেরচর গ্রামের জামাল মিয়ার একমাত্র সন্তান।

সাফিরের আত্মীয় দিদারুল আলম রাসেল জানান, প্রায় ২০ বছর আগে সাফির উদ্দিন সৌদি আরবে যান। সেখানে তিনি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার মসজিদে ইফতার শেষে বাসায় ফেরার পথে পেছন থেকে একটি লরি তাকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে তার রুমমেট মোবাইল ফোনে দুর্ঘটনার সংবাদটি বাড়িতে জানান। নিহত সাফির উদ্দিনের স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে নিহত হৃদয় মিয়ার মামা মনির ফরাজী জানান, এক বছর আগে হৃদয় সৌদি আরবে যান। সেখানে তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বুধবার সকালে পাঁচতলা ভবনের ছাদে রঙের কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। হৃদয়ের ফুপাতো ভাই বিল্লাহ মিয়া মোবাইল ফোনে এ মৃত্যু সংবাদ পরিবারকে জানান। সাফির উদ্দিন ও হৃদয় মিয়ার মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বজন ও এলাকাবাসী সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারিতে গ্রামের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন রবিবার ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কুষ্টিয়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৫

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ২টার দিকে কুষ্টিয়া বাইপাস সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন খাজানগরের মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৬৫) ও কমেলা খাতুন (৬২), আমেনা খাতুনের মেয়েজামাই সিএনজি অটোরিকশাচালক জাকারিয়া সরকার (৪০), খাজানগরের আবদুল মালেকের ছেলে আশরাফুল (২৮) ও অজ্ঞাত এক নারী।

আমেনা ও কমেলা তাঁদের মেয়ের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর থেকে কুষ্টিয়ার খাজানগরে নিজেদের বাড়ি আসছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সিএনজি অটোরিকশাটি শহরের ত্রিমোহনী থেকে বাইপাস হয়ে খাজানগরের দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত থেকে আসা একটি গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা খায়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত আরও দুজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদেরও মৃত ঘোষণা করেন।খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশ ও কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করেন। দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকচালক পলাতক। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিক দগ্ধ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি গ্যারেজে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রশান্ত মনিদাস (১৭) নামে এক মটরশ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকালে উপজেলার পশ্চিম চান্দরা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রশান্ত মনিদাস সকাল ৯টার দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে কালিয়াকৈর উপজেলার পশ্চিম চান্দরা এলাকায় জাহাঙ্গীর আলমের গ্যারেজে একটি কাভার্ড ভ্যানের ছাদে উঠে পানি দিয়ে পরিষ্কার করছিলেন। এ সময় গ্যারেজের ওপরে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের তারের সংস্পর্শে এলে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে পাঠিয়েছে এলাকাবাসী।

ইত্তেফাক ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় এক জনের মৃত্যু

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের মুলিবাড়ী চেকপোস্ট এলাকায় ট্রাকচাপায় এক অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জয়নুদ্দিন শেখ (৫০) সদর উপজেলার সায়দাবাদ এলাকার আব্দুস সাত্তার মন্ডলের ছেলে। ট্রাকের ধাক্কায় তার ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। যমুনা সেতু পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। পুলিশ এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মৌলভীবাজারে পিকআপ-অটো সংঘর্ষে তিনজন নিহত

প্রতিদিন ডেস্ক

মৌলভীবাজারে পিকআপ ও অটোরিকশা সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। যশোর, ঝিনাইদহ, বরিশাল ও গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। প্রতিনিধিদের খবর– **মৌলভীবাজার :** শুক্রবার রাতে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভৈরববাজারে পিকআপ ও অটোরিকশা সংঘর্ষে চালকসহ তিনজন নিহত হন। তাদের পরিচয় জানা যায়নি। **যশোর :** গতকাল সন্ধ্যায় চৌগাছা-যশোর সড়কের আফরা এলাকায় দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে হুমায়ুন কবির রিপন (৪৫) নামে এক সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় অপর মোটরসাইকেলের অপর তিন আরোহী গুরুতর হয়েছেন। **ঝিনাইদহ :** গতকাল দুপুরে শহরের ধোপাঘাটা নতুন ব্রিজে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী সমু বিশ্বাস (৩০) নিহত হয়েছেন। তিনি মাগুরা সদর উপজেলার শত্রুজিৎপুর গ্রামের সুভাস চন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে। এর আগে শুক্রবার রাতে শহরের পবহাটি কলাহাটা এলাকায় ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে টোটন হোসেন (২৫) ও শান্ত মিয়া (২৪) নামে দুই যুবক নিহত হন। **বরিশাল :** গৌরনদীতে বাসের ধাক্কায় তৈয়ব আলী (৫১) নামের এক মাহেন্দ্রাচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার বাটাজোর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। তৈয়ব ঢাকা খিলক্ষেতের কুড়াতলী জোয়ার সাহারা এলাকার বাসিন্দা। **গোপালগঞ্জ :** গোপালগঞ্জের ভুমদিয়ায় গতকাল সকালে বাসচাপায় অজ্ঞাত (৬৫) এক নারী নিহত হয়েছেন। ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভুমদিয়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস তাকে চাপা দেয়। **কিশোরগঞ্জ :** বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে সদর উপজেলার বৌলাই নাকভাঙ্গা মোড়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ৯ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Sunday 22 February 2026

শ্রীমঙ্গল-মৌলভীবাজার সড়কে সংঘর্ষে নিহত ৩

প্রতিনিধি, শ্রীমঙ্গল

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের শ্রীমঙ্গল ও মৌলভীবাজার সড়কের মধ্যবর্তী ভৈরব বাজার এলাকায় সিএনজি অটোরিকশা ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিএনজিচালকসহ তিনজন নিহত হয়েছেন।

গত শুক্রবার রাত প্রায় সাড়ে ১টার দিকে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কদ্দপুরের শাহপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের তীব্রতায় সিএনজি অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক মারা যান।

নিহতদের মধ্যে দুজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা হলেন– কমলগঞ্জ উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের কালেঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা আলী নুর এবং মৌলভীবাজার পৌরসভার দরগা মহল্লার বাসিন্দা মৃত ওয়াহিদুর রহমানের ছোট ছেলে রেহান আহমদ (২৫)। অপর এক যাত্রীর পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মধ্যরাতে দ্রুতগতিতে চলা পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ভয়াবহ এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গুরুতর আহত দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে পাঠান।

মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক আরিফ জানান, হাসপাতালে আনার আগেই আহত দুই যাত্রীর মৃত্যু হয়। নিহতদের মরদেহ বর্তমানে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঘটনাটি এলাকায় শোকের ছায়া ফেলেছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে সংশ্লিষ্টরা কাজ করছেন বলে জানা গেছে।

যুগান্তর
রোববার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৯ ফাল্গুন ১৪৩২

কুষ্টিয়ায় লরি-অটো সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত পাঁচ

যুগান্তর ডেস্ক

কুষ্টিয়া শহরের বাইপাস সড়কে গ্যাসবাহী লরির সঙ্গে যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ দুই পরিবারের পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আরও তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন পাঁচজন। তাদের মধ্যে মৌলভীবাজারে তিনজন, নওগাঁর নিয়ামতপুরে ব্যবসায়ী ও ঢাকার সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী রয়েছেন। স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ–

কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়া শহরের বাইপাস সড়কের ফিলিং স্টেশনের সামনে শনিবার দুপুর ২টার দিকে দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলেন–অটোরিকশা চালক জাকারিয়া, তার দুই শাশুড়ি আমেনা, কমেলা এবং আশরাফুল ও তার স্ত্রী শিরিন আক্তার। তারা কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর গ্রামের বাসিন্দা। রাজশাহীর বাঘা উপজেলায় তাদের বাড়ি রয়েছে। চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ বলেন, বটতৈল মোড় থেকে গ্যাসবাহী লরিটি ত্রিমোহনীর দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বাঘা থেকে ছেড়ে আসা সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান এবং কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে দুজনের মৃত্যু হয়। আমেনা ও কমেলার পুত্রবধূ শাহনাজ বলেন, বাঘা উপজেলায় আমাদের বাড়ি রয়েছে। শাশুড়িরা প্রায়ই সেখানে বেড়াতে যান। ফেরার পথে তারা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশের পরিদর্শক জয়দেব জানান, ঘটনাস্থলে তিনজনের এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি জব্দ করা হয়েছে। ট্রাকচালক পলাতক রয়েছেন।

দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে যান জেলা প্রশাসক ইকবাল হাসান। তিনি দুর্ঘটনায় নিহত প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা অনুদানের ঘোষণা দিয়ে বলেন, এগুলো দিয়ে অন্তত দাফন কাজটা হোক। এরপর বিআরটিএ থেকে দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য ৫ লাখ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

মৌলভীবাজার : পিকআপের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—মৌলভীবাজার পৌরসভার কলাপাড়া এলাকার রেহান, পিকআপচালক ■ এরপর

কুষ্টিয়ায় লরি-অটো সংঘর্ষে স্বামী-স্ত্রীসহ নিহত পাঁচ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রুবেল এবং সদর উপজেলার কালেঙ্গা এলাকার অটোরিকশাচালক আলী নুর। শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে মৌলভীবাজারের শেখবাড়ি সংলগ্ন শাহপুর সিনেমা হল এলাকায় ঢাকা-মৌলভীবাজার সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, পিকআপের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে সিএনজিচালিত অটোরিকশা দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এ ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ২ জন নিহত হন। স্থানীয়রা গুরুতর আহত আরও একজনকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতাল নিলে চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) : ভটভটি উলটে নিহত গরু ব্যবসায়ী মাহবুব পাড়ইল ইউনিয়নের খড়িকাডাঙ্গা গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে। শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার বীরজোয়ান-খড়িকাডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের বীরজোয়ান কাজীকুড়ি নামক এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

ঢাকা উত্তর : উলটো দিক থেকে আসা অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হাসান আলভী পুলক আর্মি ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের বিবিএ'র ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। বৃহস্পতিবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার অংশে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলক মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন, উলটো দিক থেকে আসা অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে তিনি মোটরসাইকেলসহ কাত হয়ে পড়ে যান। এ সময় দ্রুতগামী ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দেশ রূপান্তর শনিবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

আজিমপুরে ট্রাকচাপায় মৃত্যু অটোরিকশাচালকের

ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর লালবাগ থানাধীন আজিমপুর এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় আমজাদ হোসেন (৪৫) নামের এক অটোরিকশাচালক মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আমজাদের ছেলে সাকিব জানান, তার বাসা থেকে ভোরে অটোরিকশা চালিয়ে যাওয়ার সময় অটোরিকশাটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাঝ রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এ সময় পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে ঢাকা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত আমজাদ ঢাকার দোহারের জৈনকি এলাকার মৃত শেখ ধলা মিয়ার ছেলে। বর্তমানে ফার্মগেট এলাকায় থাকতেন। তার দুই ছেলে রয়েছে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

যুগান্তর মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১১ ফাল্গুন ১৪৩২

দাউদকান্দিতে গাড়ির পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিহত ২

আরও তিন জেলায় ৩ প্রাণহানি

যুগান্তর ডেস্ক

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া থেকে বিদেশগামী যাত্রী নিয়ে ঢাকায় যাওয়ার পথে সড়কে মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আরও ৩ জেলায় সড়কে প্রাণ গেছে ৩ জনের। তাদের মধ্যে নীলফামারীর জলঢাকায় শিশু, শরীয়তপুরের ডামুড্যায় যুবক ও দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে একজন রয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো সংবাদ—

দাউদকান্দি ও ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) : বিদেশগামী যাত্রী নিয়ে চলন্ত গাড়ির পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় নিহতরা হলেন—ব্রাহ্মণপাড়া এলাকার মাইক্রোবাস চালক শাহিন ও যাত্রী ইব্রাহিম হোসেন। সোমবার ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দির মালিখিল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় ইব্রাহিমের বাবা জয়নাল আবেদীনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, ভোরে শাহীন মিয়া চান্দলা হুরারপাড় এলাকা থেকে ভাড়ায় এক বিদেশগামী যাত্রীসহ আরও ৬-৭ জনকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেন। পথে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অজ্ঞাত গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে মাইক্রোবাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।

সমকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

কক্সবাজারে গ্যাস পাম্পে বিস্ফোরণ, আতঙ্ক

■ কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজার শহরের কলাতলীতে একটি এলপিজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) পাম্পে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। আগুন ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের ঘরবাড়িতে। বুধবার রাত ৯টার দিকে কলাতলীর হোটেল-মোটেল জোনের পূর্বদিকে আদর্শ গ্রামে ওই পাম্পে বিস্ফোরণ হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট ও সেনাবাহিনী।

ওই পাম্পটির নাম এন আলম এলপিজি গ্যাস পাম্প। সেটি সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে। বিস্ফোরণের পর আগুনে ১০ থেকে ১২ জন দগ্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তাদের একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) অলক বিশ্বাস গতকাল রাতে জানান, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট আগুন নেভানোর কাজ করছে। আগুন এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে।

এলপিজি গ্যাস পাম্পটি কলাতলী বাইপাস সড়কের আদর্শ গ্রামে চন্দ্রিমা হাউজিং সোসাইটির প্রবেশমুখে। এই সড়ক দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দূরপাল্লার পরিবহনগুলো শহরে প্রবেশ করে। গ্যাস পাম্পের আশপাশে রয়েছে অন্তত পাঁচ শতাধিক বসতবাড়ি। কিছুটা দূরে (পশ্চিমে) কলাতলী হোটেল-মোটেল জোন, সেখানে রয়েছে দুই শতাধিক বহুতল ভবন। আর পূর্বপাশে রয়েছে পুলিশ লাইন্স, জেলা কারাগারসহ একাধিক আবাসিক ভবন। গ্যাস পাম্প থেকে ছড়ানো আগুন রাত ১১টার মধ্যে কলাতলী-আদর্শ গ্রামসহ দুই কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে আশপাশের বাসিন্দারা এদিক-ওদিক ছুটতে থাকেন। নারীরা আশ্রয় নেন পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায়।

পুলিশ ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সন্ধ্যার পর পাম্পের ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস নির্গত (লিকেজ) হয়ে আগুন ধরে যায়। পাম্পের কর্মচারীরা বালু ও পানি ছিটিয়ে তা বন্ধ করেন। কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং পুনরায় আগুন ধরে যায়। সেই আগুন চারদিকে ছড়াতে থাকে।

কক্সবাজার হোটেল রিসোর্ট মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মুকিম খান জানান, এন আলম এলপিজি গ্যাস পাম্পটি কয়েক দিন আগে চালু করা হয়। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পাম্পের ট্যাঙ্ক থেকে গ্যাস নির্গত হয়ে আগুন ধরে গেলে কর্মচারীরা তা নিভিয়ে ফেলেন। এরপর ট্যাঙ্কে জমে থাকা গ্যাস ছেড়ে দেন। রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওই গ্যাস ট্যাঙ্কে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং পুনরায় আগুন ধরে যায়। নাশকতার উদ্দেশ্যে কেউ পরিকল্পিতভাবে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

মুকিম খান বলেন, আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। রাত ৮টা থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকায় কলাতলী হোটেল-মোটেল জোন এলাকার অন্তত দুই শতাধিক হোটেল-রেস্তোরাঁ অন্ধকারে রয়েছে।

আদর্শ গ্রামের বাসিন্দা কলিম উল্যাহ জানান, চার দিন আগে নতুন গ্যাস পাম্পটি উদ্বোধন করা হয়। সেখানে কয়েকটি ট্যাঙ্কে অন্তত ৪০-৫০ হাজার লিটার গ্যাস মজুত করা হয়েছিল। রাতের বিস্ফোরণে সব গ্যাস নির্গত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে। ঘরবাড়িতে থাকা সিলিন্ডার থেমে থেমে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটছিল।

আমার অনেক সপন বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪

প্রতিদিন ডেস্ক

গাইবান্ধা, সিলেট ও হবিগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় চারজন নিহত হয়েছেন। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **গাইবান্ধা :** সাদুল্লাপুরে কাভার্টভ্যানচাপায় অটোরিকশা চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচ যাত্রী। গাইবান্ধা-সাদুল্লাপুর সড়কে উপজেলা সদরের সাহানা ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গতকাল দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সাদুল্লাপুর উপজেলার তরফ বাজিত গ্রামের বেলাল হোসেনের ছেলে অটোচালক আল আমিন মিয়া (৩৫) ও গাইবান্ধা শহরের পূর্বপাড়ার নারায়ণ চন্দ্রের ছেলে দ্বীপ গৌতম চন্দ্র (৬০)। আহতদের মধ্যে দুজনকে রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। **সিলেট :** চোরাকারবারিদের পিকআপের ধাক্কায় এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। সোমবার রাত ৯টার দিকে গোয়াইনঘাট-সারিঘাট সড়কের পুকাশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জসিম উদ্দিন (১৮) গোয়াইনঘাট উপজেলার ঘোষগ্রামের আবদুল হকের ছেলে ও গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। **হবিগঞ্জ :** শায়েস্তাগঞ্জ সড়কের রতনপুর এলাকার পদ্মা ব্রিক ফিল্ডের সামনে সোমবার রাতে মোটরসাইকেল-ট্রাক্টর সংঘর্ষে পায়েল গোপ (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিশাল গোপ নামে আরও একজন আহত হয়েছেন।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১০ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Monday 23 February 2026

কুষ্টিয়ায় ট্রাক-সিএনজি মুখোমুখি সংঘর্ষে জামাই-শাশুড়িসহ নিহত ৫

জেলা বার্তা পরিবেশক, কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া শহরের বাইপাস সড়কে গ্যাস সিলিন্ডারবাহী ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে জামাই-শাশুড়িসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে শহরের বাইপাসের কুষ্টিয়া স্টোর পেট্রোল পাম্পের সামনে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে যাত্রীবোঝাই একটি অটোরিকশা শহরের কবুরহাট এলাকা থেকে বাইপাস সড়ক দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী গ্যাস সিলিন্ডারবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন আরও দুজন। স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল-এ নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতরা হলেন, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার খাজানগর এলাকার মৃত সিরাজুল ইসলামের দুই স্ত্রী আমেনা খাতুন (৬৫) ও কমেলা খাতুন (৬২), আমেনা খাতুনের মেয়ের জামাই ও সিএনজিচালক জাকারিয়া (৪০), একই এলাকার আশরাফুল (৪৫) এবং তার স্ত্রী শিরিনা (৩০)। নিহত সিএনজিচালক জাকারিয়ার বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর এলাকায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। দুর্ঘটনার পর বাইপাস সড়কে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু ওবায়েদ টনা জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোরিকশা জব্দ করা হয়েছে। তবে ট্রাকচালক ঘটনার পরপরই পালিয়ে যাওয়ায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

এদিকে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেন জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে নিহতদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন,তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাশের ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ হস্তান্তরের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসক প্রত্যেক নিহতের পরিবারের জন্য ৫ লাখ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন, যা বিআরটিএর মাধ্যমে পরিশোধের সহায়তা করবেন বলে তিনি জানান।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

২৪ ঘণ্টায় সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে বাস-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মা-মেয়ে নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ঢাকা, জামালপুর, গোপালগঞ্জ, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরে স্কুলছাত্রসহ আটজনের প্রাণ গেছে। প্রতিনিধিদের তথ্যে বিস্তারিত—

হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের মুকসুদপুর উপজেলার নিশিতলা নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাফসান মুকসুদপুর উপজেলা সদরের মো. জাহিদুর রহমানের ছেলে।

গাইবান্ধা : সাদুল্লাপুর উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় ব্যাটারিচালিত ইজি বাইকচালকসহ দুজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ২টার দিকে উপজেলার তালুকমন্দুয়ার এলাকায় শাহানা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন ব্যাটারিচালিত ইজি বাইকের চালক আল-আমিন ও ব্যবসায়ী গৌতম চন্দ্র সাহা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ : শিবগঞ্জ উপজেলায় সোনামসজিদ স্থলবন্দর মহাসড়কে ট্রাকের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে ভ্যানচালক লিয়াকত আলী নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ছত্রাজিতপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিরামপুর (দিনাজপুর) : বিরামপুরে অটোরিকশা থেকে ছিটকে পড়ে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার শিবপুর-কেটরা আঞ্চলিক সড়কের ভেলারপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মেহেনাজ পারভীন শিবপুর এলাকার তোজাম মোল্লার স্ত্রী।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) : ভালুকায় ট্রাকচাপায় অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলা নিহত হয়েছে। পৌরসভার কাঁঠালী এলাকায় উর্বি সিএনজি পাম্পের সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে গত সোমবার রাত ৮টার দিকে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সড়কে ঝরল দুই শিক্ষার্থীসহ চার প্রাণ

প্রতিদিন ডেস্ক

দিনাজপুর ও গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই শিক্ষার্থীসহ চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে বিস্তারিত-

গাজীপুর : কালীগঞ্জ উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার উপজেলার গলান দর্জিবাড়ি এলাকার ঢাকা বাইপাস সড়কে ঘটনাটি ঘটে। নিহতরা হলো- নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার জিন্দা গ্রামের মঞ্জুর আকন্দের ছেলে নৌশির আকন্দ (১৬) ও মো. মোশারফের ছেলে মিহাদ (১৬)। তারা জিন্দা পার্কের ভেতরে অবস্থিত লিটল অ্যাঞ্জেলস সেমিনারি স্কুলের শিক্ষার্থী। জানা যায়, মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয় তিন তরুণ। ঢাকা বাইপাস সড়কে একটি ট্রাককে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এতে নৌশির ও মিহাদ সড়কে ছিটকে পড়ে। তখন অন্য একটি ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। তবে মোটরসাইকেল চালক আজিজুল অক্ষত রয়ে যায়। হাইওয়ে পুলিশের কাঞ্চন ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. সোহেল রানা জানান, পুলিশ লাশ দুটি উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। **দিনাজপুর :** ফুলবাড়ী উপজেলার দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কে ট্রাক চাপায় আইনুল সরকার নামে এক ভ্যান চালক ও মোছা. রুমা খাতুন নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরেক নারী আহত হয়েছেন। গতকাল উপজেলার আলাদীপুর ইউনিয়নের বলিহরপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ী থানার ওসি আব্দুল লতিব শাহ বলেন, সকালে মহাসড়কে একটি ভ্যানকে চাপা দেয় একটি ট্রাক। এতে চালক ও এক যাত্রী নিহত হন। তাদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।

হবিগঞ্জ : বানিয়াচং থানা থেকে আসামি নিয়ে হবিগঞ্জে সদরে আসার পথে পুলিশের পিকআপ ভ্যান খাদে পড়ে ৬ জন আহত হয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার॥ ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গরুবোঝাই ভ্যান খাদে, নিহত ২

প্রতিদিন ডেস্ক

সাতক্ষীরায় গরুবোঝাই ইঞ্জিনভ্যান খাদে পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া কিশোরগঞ্জ ও গাজীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে দুজনের। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

সাতক্ষীরা : সাতক্ষীরা-খুলনা মহাসড়কে গরুবোঝাই একটি ইঞ্জিনভ্যান খাদে পড়ে চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। মহাসড়কের পাটকেলঘাটা থানা এলাকার কুমিরার বালিগাদার মোড়ে গতকাল এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইঞ্জিনভ্যান চালকের নাম ইশার আলী (৫৮)। তিনি সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ধুলিহর এলাকার বাসিন্দা। হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান আরেকজন। তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। **কিশোরগঞ্জ :** পাকুন্দিয়ায় গতকাল মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে নাছির উদ্দীন (১৬) নামের এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে।

গাজীপুর : সিটি করপোরেশনের ভোগড়া বাসন সড়ক এলাকায় নিহত হয়েছেন সাইমন (১৮) নামে এক ওয়ার্কশপ কর্মী।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

যশোরে আফিল ব্রিকসে আগুন আহত ৩

যশোর ব্যুরো

যশোর সদর উপজেলার হাটবিলা-জামতলা এলাকায় অবস্থিত আফিল গ্রুপের মালিকানাধীন 'আফিল ব্রিকস'-এ আগুন লেগেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।

যশোর জেলা ফায়ার সার্ভিসের উপ-পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম জানান, বৃহস্পতিবার ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে ব্রিকসের ২ নম্বর শেডে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন পুরো শেডে ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ায় একে একে যশোর সদর, বাঘারপাড়া, নওয়াপাড়া ও মনিরামপুর স্টেশন থেকে সাতটি ইউনিট উদ্ধার কাজে যোগ দেয়। ফায়ার সার্ভিস কর্মী, কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয় জনতা মিলে প্রায় ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

শ্যামনগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কৃষকের মৃত্যু

শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) **প্রতিনিধি** ▷

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে নিজ খামারে সেচ দেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর আলম মিন্টু (৫০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে পদ্মপুকুর ইউনিয়নের গড়কুমারপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তিনি ওই গ্রামে সহিলউদ্দীন সানার ছেলে। জানা যায়, জাহাঙ্গীর দুপুরের দিকে নিজ ঘেরে সেচ দেওয়ার সময় বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে আহত হন। উদ্ধার করে শ্যামনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

দেশ রূপান্তর

শনিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২ আহত ২৮

রূপান্তর ডেস্ক

বরিশালের বাবুগঞ্জে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালক নিহত ও অন্তত ২০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার নতুনহাট এলাকায় বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুর ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, বরগুনার পাথরঘাটা থেকে ঢাকাগামী ইসলাম পরিবহনের একটি বাস সেতু পার হয়ে নতুনহাট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বরিশালগামী লাবিবা পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইসলাম পরিবহনের চালক কবির হোসেন (৪০) গুরুতর আহত হন। তাকে দ্রুত শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে স্ক্র্যাপবোঝাই একটি লরির চাপায় নুরুল আলম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নিজামপুর কলেজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নুরুল আলম উপজেলার হাইতকান্দি ইউনিয়নের পূর্ব হাইতকান্দি গ্রামের বাসিন্দা এবং মৃত আলী আহমদ মিস্ত্রির ছেলে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে তিনি মহাসড়কের এক পাশ থেকে অন্য পাশে পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ঢাকামুখী লেনে দ্রুতগতিতে আসা বিএসআরএমের স্ক্র্যাপবাহী একটি লরি তাকে চাপা দেয়। গুরুতর আঘাতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে পুলিশ সদস্যদের বহন করা একটি পিকআপ খাদে পড়ে ৮ জন আহত হয়েছেন। অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আব্দুর রহিম জোনায়েদ সাকিকে প্রটোকল দেওয়ার জন্য জেলা পুলিশ লাইনস থেকে পিকআপটি যাচ্ছিল। বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি ইউনিয়নের ভেলানগর গ্রামে সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এ সময় গাড়িতে থাকা জুয়েল মিয়া ও শরিফ নামে দুই পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। এ ছাড়া মহিউদ্দিন, মেহেদী হাসান, এএসআই নিজাম, জহির রায়হান, আব্দুল সালাম ও মাইনুল হাসান নামে ছয়জন আহত হন। তাদের বাঞ্ছারামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় নায়েক জুয়েল মিয়া ও শরিফকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় রাজারবাগে পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২

পুলিশ কর্মকর্তাসহ সড়কে নিহত ৯

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ও আগের দিন এসব প্রাণহানি ঘটে। তাদের মধ্যে সিলেটে পুলিশ কর্মকর্তা, গাজীপুরে পথচারী, বরিশালে দুই চালক, চট্টগ্রামে অটোচালকসহ দুজন, পাবনায় অটোবাইকচালক এবং কিশোরগঞ্জে শিক্ষার্থী ও জয়পুরহাটে যুবক রয়েছেন। ব্যুরো, **স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

বরিশাল, বাবুগঞ্জ ও গৌরনদী : বরিশালে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন চালক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার রাতে বাবুগঞ্জের নতুনহাট এলাকায় দুই বাসের সংঘর্ষে চালক কবির নিহত হয়েছেন। আর শুক্রবার দুপুরে গৌরনদীর মাহিলাড়া এলাকায় অ্যাম্বুলেন্স-ট্রলির সংঘর্ষে চালক নাইমুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্সচালক নাইমুল ফেনীর বাসিন্দা।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পৃথক স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু

আহত ২২

■ বাবুগঞ্জ (বরিশাল) সংবাদদাতা

বাবুগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর সেতুর উত্তর পাশের ঢালে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জন নিহত এবং অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তি একটি বাসের চালক, নাম কবির হোসেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, পাথরঘাটা থেকে ঢাকাগামী একটি বাসের সঙ্গে ঢাকা থেকে বরিশালগামী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে একটি বাসের চালক রাসেলের মৃত্যু হয় এবং দুই বাসের অন্তত ২০ যাত্রী আহত হন। বাবুগঞ্জ থানার ওসি শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম জানান, চালকের লাশ বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।

কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা জানান, কাহালু উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম হরিশ চন্দ্র প্রামাণিক (৩৫)। দুর্ঘটনায় তার সঙ্গে থাকা ভ্যানচালকসহ দুই জন আহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ২টার সময় বগুড়া-নওগাঁ আঞ্চলিক সড়কের কাহালু উপজেলার নারহট্ট ইউনিয়নের পাগলাপীর নামক বাসস্ট্যান্ডের সামান্য পূর্বে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাহালু থানার এসআই সুজন চন্দ্র দেবনাথ জানান, হরিশ চন্দ্রের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে হরিশের লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২

কালিয়াকৈরে সেচ দিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন কৃষক

আশুলিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে চোরের মৃত্যু

যুগান্তর ডেস্ক

কালিয়াকৈরে জমিতে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আশুলিয়ায় বৈদ্যুতিক তার চুরির সময় চোরের মৃত্যু হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **গাজীপুরের কালিয়াকৈরে** কৃষি জমিতে পানি দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নেজামুল হক বাঘা (৬০) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার মধ্যপাড়া ইউনিয়নের পলাশতলী এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত নেজামুল ওই এলাকায় নুরুল করিম বাঘার ছেলে। জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে নেজামুল হক বাঘা তার বৈদ্যুতিক পাম্প থেকে কৃষি জমিতে পানি দিতে যান। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলেও কৃষিজমি থেকে বাড়ি ফেরেননি। পরে পরিবারের লোকজন কৃষি জমিতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন বাঘা বৈদ্যুতিক তার পেঁচিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তার বুক হাত পা পুড়ে গেছে। মধ্যপাড়া ইউপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আহসান উদ্দিন জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিটে বাঘার মৃত্যু হয়েছে। **সাভারের আশুলিয়ায়** বৈদ্যুতিক তার চুরি করতে এসে শর্টসার্কিট হয়ে চোর নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে আশুলিয়ার নরসিংহপুর বুড়িপাড়া এলাকায় নীট এশিয়া কারখানার পাশেই ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ফরিদ (কালন) পিরোজপুরের ইন্দুরকানীর বাসিন্দা। এসআই মাহমুদুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক

বাংলাদেশ প্রতিদিন

শনিবার ॥ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

সড়কে শিশুসহ সাত প্রাণহানি

প্রতিদিন ডেস্ক

চট্টগ্রামে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক শিশুসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বরিশাল, কুড়িগ্রাম ও গাজীপুরে সড়কে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

চট্টগ্রাম : গতকাল ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হওয়ার সময় লরিচাপায় মারা যান নুরুল আলম (৬৫)। এদিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক এলাকার লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও মিনি ট্রাকের সংঘর্ষে আনিক বড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঁশখালীতে বালুভর্তি ডাম্প ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ইশফা আক্তার (৫) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইশফা বাবার সঙ্গে ইফতারি ক্রয় করতে যাওয়ার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। **বরিশাল :** বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের গৌরনদীতে গতকাল দুপুরে ট্রাক্টর-অ্যাম্বুলেন্স সংঘর্ষ হয়। এতে অ্যাম্বুলেন্স চালক নাইমুল আলম (২৮) নিহত ও সাতজন আহত হন। এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে বাবুগঞ্জে দুটি বাসের সংঘর্ষে একটি বাসের চালক নিহত হয়েছেন। **কুড়িগ্রাম :** বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় আজিজুর রহমান (৬৩) নামে সাবেক এক স্বাস্থ্যকর্মীর মৃত্যু হয়েছে।

টঙ্গী (গাজীপুর) : শালীকচূড়া গাজীপুরা এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় কল্যাণময় দেবনাথ (৪৬) নামে গ্রামীণফোনের এক কর্মকর্তার মৃত্যু হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ট্রলারের ধাক্কায় নদীতে জেলে, নিজের জালেই মিলল লাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে মাছ ধরতে গিয়ে ট্রলারের ধাক্কায় নদীতে পড়ে ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল (৪৫) নামে এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রায় আধা ঘণ্টা পর নিজের ফেলা জালে আটকে থাকা অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার ভাটোপাড়া ফুলতলা ঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো সেদিনও ছেলেকে নিয়ে নৌকায় পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান ধীরেন্দ্রনাথ। রাত ৮টার দিকে একটি ট্রলার তাদের নৌকাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে নৌকাটি দুলে ওঠে এবং ধীরেন্দ্রনাথ ও তার ছেলে নদীতে পড়ে যান। তার ছেলে সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হলেও ধীরেন্দ্রনাথ নদীর স্রোতে তলিয়ে যান। ঘটনার পরপরই আশপাশের জেলেরা তাকে খোঁজাখুঁজি করেন। খবর পেয়ে নৌ পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে অভিযান চালান। একপর্যায়ে নিজের জালে আটকে থাকা অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়। গোদাগাড়ী নৌ পুলিশের ওসি তৌহিদুর রহমান জানান, ট্রলারের ধাক্কাতেই এ দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Friday 27 February 2026

ঘাটাইলে ট্রাক-অটো সংঘর্ষে নিহত ২

প্রতিনিধি, ঘাটাইল

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটো চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরো ৩ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল বিকাল ৫টায় উপজেলার সাগরদিঘী আমতৈল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ধলাপাড়া ইউনিয়নের গাংগাইর গ্রামের মরহুম মাইন উদ্দিনের ছেলে মোয়াজ্জেম হোসেন খুকু (৭০)।

তাৎক্ষণিকভাবে আরেকজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকালে যাত্রী নিয়ে একটি অটোরিকশা সাগরদিঘী বাজারে যাচ্ছিল। পথে আমতৈল নামক স্থানে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বড় ট্রাক অটোরিকশাটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি উল্টে যায় এবং ঘটনাস্থলেই এক যাত্রী নিহত হন।

পরে গুরুতর আহত অবস্থায় চালক মোয়াজ্জেম হোসেন খুকুকে সাগরদিঘী ট্রমা হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাগরদিঘী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. আজিজুল হক বলেন, ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে আরো একজন মারা গেছেন। ঘাতক ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার । ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কক্সবাজারে বিস্ফোরণে দগ্ধ ছয়জন চমেক হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

কক্সবাজারের একটি ফিলিং স্টেশনের গ্যাস পাম্পে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ ছয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁরা এখন চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন আইসিইউতে এবং তিনজন বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে ভর্তি আছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকে হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট থেকে জানা যায়, দগ্ধদের মধ্যে আবু তাহেরের শ্বাসনালিসহ শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। এ ছাড়া অন্য পাঁচজনের মধ্যে আব্দুর রহিমের ৫০ শতাংশ, মোহাম্মদ সিরাজের ৪০ শতাংশ, মোহাম্মদ সাকিবের ৩০ শতাংশ, মোহাম্মদ মোতাহের ২০ শতাংশ এবং আবুল কাসেমের ২০ শতাংশ শরীর পুড়ে গেছে। আহতদের বয়স ২৭ থেকে ৪৫ বছর। গত বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ৩টার দিকে চিকিৎসার জন্য তাঁদের চমেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সমকাল বৃহস্পতিবার। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নরসিংদীতে আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষ, গুলিতে স্কুলছাত্র নিহত

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

- রামুতে বিএনপি নেতার মরদেহ উদ্ধার
- জকিগঞ্জে হাওরে মিলল প্রবাসীর মুখপোড়া লাশ
- দাউদকান্দিতে হাঁস চুরির অপবাদ দিয়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

সমকাল ডেস্ক

নরসিংদীর রায়পুরায় আধিপত্য বিস্তার ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে সংঘর্ষের সময় গুলিতে মুস্তাকিম মিয়া (১৩) নামে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। গতকাল বুধবার ভোর ৬টার দিকে উপজেলার শ্রীনগর ইউনিয়নের সায়দাবাদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মুস্তাকিম ওই এলাকার প্রবাসী মাসুদ রানার ছেলে এবং স্থানীয় একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র।

জকিগঞ্জে হাওরে প্রবাসীর লাশ

যুক্তরাজ্য থেকে দেশে ফেরার দুই দিন পর সিলেট নগরীর আম্বরখানা এলাকার বাসা থেকে জকিগঞ্জের উদ্দেশে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন প্রবাসী বোরহান উদ্দিন শফি। চার দিন পর গত মঙ্গলবার জকিগঞ্জের সুলতানপুর ইউনিয়নের কোনারবন্দ হাওর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়েছে। শফির মুখ পোড়া এবং গলায় দড়ি প্যাঁচানো ছিল।

প্রহরীর মরদেহ ৪ দিন পর উদ্ধার

সাগরে বালু উত্তোলনকারী যন্ত্র ড্রেজারের তেল চুরিতে বাধা দেওয়ায় মো. সালাউদ্দিন (৪৫) নামে এক নিরাপত্তা প্রহরীকে গত ৩১ জানুয়ারি পিটিয়ে সাগরে ফেলে দেয় একটি সন্ত্রাসী চক্র। চার দিন পর মঙ্গলবার বিকেলে ওই প্রহরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা। সীতাকুণ্ড উপজেলার বাড়বকুণ্ড ইউনিয়নের মান্দারীটোলা এলাকার জেএমআই-সংলগ্ন সাগর উপকূলীয় এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় পুলিশ একজনকে আটক করেছে। তবে তার নাম প্রকাশ করেনি।

NEW AGE
SUNDAY, FEBRUARY 1, 2026,

Auto-rickshaw driver stabbed dead by 'teen gang' in Feni

United News of Bangladesh · Feni

DRIVER of a battery-run rickshaw was stabbed to death allegedly by some teen gang members in the Nazir Road area in Feni town on Friday night.

The deceased was Masud Hasan Mahid, 19, eldest son of Noyon of Joypur village under Titash in Cumilla. Masud had been living with his family in a rented house in Feni town.

Another teenage boy Irfan, 15, who suffered injuries in the attack, was sent to Chittagong Medical College Hospital for treatment.

According to police and witnesses, Masud worked with his father at an ice factory and also drove a 'tomtom'.

On Friday evening, he went out with his tomtom when a group of teenagers called him over.

An argument followed and Masud was attacked with a sharp weapon.

Both Masud and the injured Irfan were taken to Feni General Hospital where doctors declared Masud dead.

Masud's father Noyon, said, 'My son worked with me at the ice factory. He had been unwell for a few days and went out with his tomtom on Friday. Later I heard he was attacked and sent to the hospital. When I arrived, I saw he was dead. I want justice for my son's murder.'

The deceased's younger brother alleged, 'Yafi, Rahat, Shanto, Maruf and Niloy killed my brother. They had even attacked him before, injuring his head. I know them all and demand their immediate arrest and trial.'

Feni General Hospital emergency doctor Ruhul Mohosen Sujan said that Masud had died before arriving at the hospital.

He had deep wounds on his left shoulder and chest.

Rahat, one of the suspected attackers, has been detained by police.

Feni model police station officer-in-charge Gazi Muhammad Fauzul Azim said that police reached the scene immediately and investigation was under way.

সময়ের আলো শুক্রবার। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

বিরামপুরে রাস্তার পাশে পড়ে ছিল চালকের মরদেহ

ঝিনাইদহে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

● বিরামপুর ও ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় রাস্তার ওপর থেকে এক অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের ধানজুড়ি ও সন্দলপুর গ্রামের মধ্যবর্তী পাকা রাস্তার পাশে বন বিভাগের জমিতে মরদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে তারা বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তি পেশায় অটোচালক ছিলেন। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। বিরামপুর থানার ওসি (তদন্ত) মো. আতাউর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে। এ বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত কার্যক্রম চলছে। ময়নাতদন্তের জন্য প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি। নিহত চালক মো. বাবুল বিজুল মাগুরাপাড়া গ্রামের মৃত কছির উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে। তিনি পৌর শহরের বেগমপুর গ্রামে ঘরজামাই হিসেবে বসবাস করতেন। পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির পরনে ছিল লুঙ্গি ও সাদা-কালো রঙের সোয়েটার। তার এক পায়ে জুতা ছিল।

এদিকে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের জসিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি নিখোঁজ হওয়ার ১২ ঘণ্টা পর তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ

বুধবার রাত ১২টার দিকে উপজেলার টেংরাখালির মাঠের একটি ভুট্টাক্ষেত থেকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত জসিম উদ্দিন দৌলতপুর গ্রামের মোক্তার আলীর ছেলে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া হাসান জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি হত্যাকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর তদন্তসাপেক্ষে বিস্তারিত জানা যাবে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি। নিহতের প্রতিবেশী জহিরুল ইসলাম জহির জানান, মরদেহের গলায় ফাঁসের দাগ ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। স্থানীয়দের ধারণা, তাকে মারধর করে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরের দিকে ঘাস কাটার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন জসিম উদ্দিন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২০ মাঘ ১৪৩২

রাজধানীর উত্তরায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এমডি শফিকুর রহমানের বাসায় পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার শিশুটির পা, পিঠ, গলা ও হাতে দগদগে ক্ষত সংগৃহীত

ধনীর ঘরে শিশুর নরক!

স্ত্রীসহ বিমানের এমডি শফিকুর কারাগারে

যুগান্তর প্রতিবেদন

শফিকুর রহমান

জীবিকার তাগিদে মাত্র ১১ বছর বয়সেই বিত্তবান ব্যক্তির বাড়িতে গৃহকর্মী হিসাবে পাঠানো হয়েছিল শিশু ময়নাকে (ছদ্মনাম)। আশা ছিল সামান্যই—দুমুঠো ভাত আর একটু নিরাপদ জীবন। কিন্তু সেই আশাই পরিণত হয় বিভীষিকায়। দিনের পর দিন তার ওপর চলে পৈশাচিক নির্যাতন। ধনাঢ্য মনিবের বাড়িতে শিশুটির বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। তার ছোট শরীরজুড়ে ক্ষত আর ক্ষত, যা দেখলে গা শিউরে ওঠে।

পুলিশ জানায়, খুন্তি গরম করে শিশুটির শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করায় হাত ও পায়ের হাড় ফেটে যায়। গলা, হাত ও পায়ের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় নির্যাতনের কালচে দাগ। গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় মামলা হলে গ্রেফতার করা হয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের প্রভাবশালী ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শফিকুর রহমান ও তার স্ত্রী বিথীকে। সোমবার তাদের আদালতে তোলা হলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজু আহমেদ আসামিদের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেন প্রসিকিউশন বিভাগের এসআই তাহমিনা আক্তার।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, শফিকুর রহমানের নিজেরও সন্তান আছে। দুর্নীতির টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েরা বিদেশে আয়েশি জীবনযাপন করছে। অথচ ১১ বছরের এই ছোট্ট শিশুকে কী অমানবিক নির্যাতন করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, রোববার রাতে উত্তরার ৯ নম্বর সেক্টর থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার এসআই রোমের মিয়া আসামিদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। অপরদিকে

ধনীর ঘরে শিশুর নরক!

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন জামিন চেয়ে আবেদন করেন। জামিন শুনানিতে তিনি আসামিদের নির্দোষ দাবি করেন। তিনি বলেন, শফিকুর রহমান একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি অধিকাংশ সময় সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকেন। এসব ঘটনার সঙ্গে তিনি বা তার স্ত্রী কোনোভাবেই জড়িত নন। শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

তবে রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের তীব্র বিরোধিতা করে। প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে এসআই তাহমিনা আক্তার বলেন, পেটের দায়ে ১১ বছরের শিশুটিকে তার পরিবার কাজে দিয়েছিল। ওই বাসায় যাওয়ার পর থেকেই তাকে নিয়মিত নির্যাতন করা হয়েছে। তার শরীরের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে শিশুটির বাবা, হোটেল কর্মচারী গোলাম মোস্তফা এ ঘটনায় মামলা করেন। মামলার এজাহারে তিনি উল্লেখ করেন, শফিকুর রহমানের বাসার নিরাপত্তাকর্মী জাহাঙ্গীর তাকে জানায়, বাসায় শিশু দেখাশোনার জন্য একটি ছোট মেয়ে প্রয়োজন। পরে আলোচনার পর গত বছরের জুন মাসে ময়নাকে ওই বাসায় কাজে দেন তিনি। শর্ত ছিল—মেয়ের সব খরচ ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেবে গৃহকর্তৃপক্ষ। সবশেষ গত বছরের ২ নভেম্বর মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় দেখে আসেন গোলাম মোস্তফা। এরপর দীর্ঘ সময় মেয়ের সঙ্গে আর দেখা করতে দেওয়া হয়নি। চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি বিথী ফোন করে জানায়, ময়না অসুস্থ তাকে নিয়ে যেতে। সন্ধ্যায় মেয়েকে নিয়ে আসার সময় গোলাম মোস্তফা দেখেন, ময়নার দুই হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম। মেয়েটি ঠিকমতো কথাও বলতে পারছিল না। পরে তাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার সময় ময়না জানায়, ২ নভেম্বরের পর থেকে বিভিন্ন সময় তাকে মারধর করা হয়েছে, এমনকি গরম বস্তু দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৩ মাঘ ১৪৩২

'আর্থিক অনটনে আত্মহত্যা'

পল্লবীতে বাসা থেকে শিশুসহ চারজনের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, মিরপুর ও ঢামেক প্রতিনিধি

রাজধানীর পল্লবীতে একটি বাসা থেকে দুই শিশুসহ একই পরিবারের চারজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পল্লবী থানার মিরপুর-১১ নম্বরের ওয়াপদা এলাকার একটি বাসা থেকে অটোরিকশা চালক মাসুম (৩৫), তার স্ত্রী সুমি (৩০), তাদের সন্তান মিনহাজ (৪) ও আসহাবের (২) লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও স্বজনদের ধারণা—আর্থিক অনটনে স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করার পর মাসুম আত্মহত্যা করেছেন। অন্যদিকে পৃথক ঘটনায় ডেমরা ও মহাখালী এলাকা থেকে শিক্ষার্থীসহ দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তারাও আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম প্রিভেনশন) মহিদুল ইসলাম বলেন, অটোরিকশাচালক মাসুমের গলায় দাগ রয়েছে। তবে স্ত্রী ও দুই শিশুর শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে—প্রথমে স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে পরে মাসুম আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়না তদন্তের পর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। ময়না তদন্তের জন্য লাশগুলো হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ঘটনার তদন্তে পুলিশের পাশাপাশি সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট কাজ করছে।

মাসুমের ফুপাতো ভাই মান্না জানান, আর্থিক সংকটে সংসার চালাতে মাসুম হিমশিম খাচ্ছিলেন। বেনারসি শাড়ির কারচুপি করার পাশাপাশি তিনি (মাসুম) রিকশাও চালাতেন। কারও সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি ধার্মিকও ছিলেন। মান্না আরও জানান, ধারণা করছি—অভাব সইতে না পেরে মাসুমের স্ত্রী সুমি খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দুই সন্তানকে খাইয়ে হত্যা করেছেন। এরপর সেও বিষ মেশানো খাবার খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আর মাসুম গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

এদিকে বুধবার রাতে রাজধানীর মহাখালীর ভাড়া বাসা থেকে কলেজ শিক্ষার্থী ইশতাক আহমেদের (২১) লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার বাবা আফজাল হোসেন জানান, মহাখালীর কাঁচাবাজার বাসায় সবার অগোচরে ফ্যানের সঙ্গে কাপড় পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ইশতাক ঝুলছিল। তাকে ঝুলতে দেখে পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কী কারণে সে এমনটি করেছে, এ ব্যাপারে কিছু জানতে পারেনি। তাদের গ্রামের বাড়ি চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলায়। ইশতাক তেজগাঁও কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ভর্তির চেষ্টা করছিল। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. ফারুক বলেন, হাসপাতালের মর্গে লাশ রাখা হয়েছে।

এছাড়া একই দিন রাতে রাজধানীর ডেমরা থেকে মারিয়া আক্তার শ্রাবণী (২৬) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সুবেদ মিয়ার মেয়ে শ্রাবণী ডেমরা বাঁশেরপুল আমিন বাগে থাকতেন। তার স্বামীর নাম ইমন। শ্রাবণীর খালা জাহানারা জানান, দাম্পত্য কলহ নিয়ে ইমন ও শ্রাবণীর মধ্যে মামলা পর্যন্ত হয়েছে। সম্প্রতি ইমন কারাগার থেকে জামিনে বের হয়েছে। ইমন-শ্রাবণী দম্পতির দেড় বছরের এক ছেলে রয়েছে। মঙ্গলবার ফেসবুকের মাধ্যমে শ্রাবণী জানতে পারে ইমন আরেকটি বিয়ে করেছে। এতে মানসিকভাবে সে ভেঙে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে—এসব কারণে শ্রাবণী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) সুজন চন্দ্র রায় জানান, ময়না তদন্তের জন্য লাশ বৃহস্পতিবার সকালে ঢামেক মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলা হলেও তদন্ত শেষে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন

যুগান্তর
শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৩ মাঘ ১৪৩২

কোম্পানীগঞ্জ সীমান্তে ঝুলে ছিল প্রবাসীর লাশ, গ্রেফতার ৩

কোম্পানীগঞ্জ (সিলেট) প্রতিনিধি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে নিখোঁজের ২ দিন পর উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় এক প্রবাসীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার কমলাঘাট সীমান্তে একটি ঝোপের ভেতর থেকে লাশ উদ্ধারের পর এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

নিহত ইমরান আহমদ (২৪) উপজেলার লামনিগাঁও গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে। তিনি কিরগিজস্তান প্রবাসী ছিলেন। এর আগে রোববার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি নিখোঁজ হন।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, ডিসেম্বরে প্রবাস থেকে দেশে ফেরেন ইমরান আহমদ। পরিবারের পছন্দে জানুয়ারিতে তিনি বিয়ে করেন। রোববার সকালে সিলেটের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। মঙ্গলবার সীমান্তে ঝোপের মধ্যে লাশ দেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। রাত ১০টার দিকে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

নিহতের বাবার দাবি, পরিকল্পিতভাবে তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় তিনি বাদী হয়ে আটজনের নাম উল্লেখ করে থানায় মামলা করেছেন।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি মো. সফিকুল ইসলাম খান বলেন, তদন্ত চলছে।

সংবাদ
শনিবার ২৪ মাঘ ১৪৩২
Saturday 7 February 2026

নারায়ণগঞ্জে বিউটি পার্লার থেকে মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ শহরে একটি বিউটি পার্লারের টয়লেট থেকে কামরুন নাহার ইতি নামে এক নারী উদ্যোক্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বিকেলে আমলাপাড়া এলাকার 'পরী বিউটি পার্লার' থেকে মরদেহটি উদ্ধারের কথা জানান সদর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ আব্দুল হালিম।

নিহত ৩৮ বছর বয়সী ইতি আব্দুর রাজ্জাকের কন্যা। তিনি এনায়েতনগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে স্বামী আনোয়ার হোসেন সেন্টুর সঙ্গে থাকতেন।

ওসি আব্দুল হালিম বলেন, বিউটি পার্লারের মালিক ছিলেন ওই নারী। গত ২৭ জানুয়ারি থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। তার ভাই মো. আলিফ এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছিলেন।

গতকাল দুপুরে পার্লারের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশের একটি দল দরজা ভেঙে টয়লেটের ভেতর থেকে নিহত নারীর মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয় বলেও জানান ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

'নিহতের শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ঘটনাটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে না। কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা ফরেনসিক এবং ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর জানা যাবে।'

আব্দুল হালিম বলেন, এ বিষয়ে নিহতের স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আনা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

যুগান্তর
শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৪ মাঘ ১৪৩২

কুমিল্লায় নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা

কুমিল্লা ব্যুরো

কুমিল্লায় মারুফ মিয়া নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়। এর আগে বুধবার শহরতলির নোয়াপাড়া এলাকায় তাকে পেটানো হয়। নিহত মারুফ মিয়া (২২) নেত্রকোনা জেলা সদরের মগুয়া গ্রামের আওলাদ হোসেন মুন্সীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নোয়াপাড়া এলাকায় নির্মাণাধীন একটি আবাসিক ভবনে শ্রমিকের কাজ করতেন মারুফসহ একদল শ্রমিক। বুধবার দুপুরে এলাকার বখাটে যুবকদের সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় মারুফসহ চারজনকে পিটিয়ে আহত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মারুফকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শুক্রবার তার মৃত্যু হয়েছে।

শ্রমিক শামসুল হক বলেন, 'আমরা নেত্রকোনার বাসিন্দা। এখানে নির্মাণ শ্রমিকের কাজ করছি। আমাদের কাছে মাদক রয়েছে এমন অভিযোগ করে তিনজন বখাটে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। তারা মারুফকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। আমরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা তাকে অপহরণেরও চেষ্টা করে।'

কোতোয়ালি মডেল থানার এসআই মিল্টন বলেন, 'আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে কেউ মুখ খুলছে না। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

চালক হত্যা ইজিবাইক ছিনতাই

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে সুফিয়ান চৌধুরী (২০) নামে এক চালককে হত্যার পর ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত সুফিয়ান বাগেরহাটের মোলাহাট উপজেলার সিংগাতী গ্রামের শুকুর চৌধুরী ছেলে। তিনি গোপালগঞ্জ সদরে পরিবার নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন। গোপীনাথপুর পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোমেনুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার সকালে ইজিবাইক নিয়ে বাসা থেকে বের হন সুফিয়ান। রাতে আর ফেরেননি। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। স্থানীয়রা রাতে গোপীনাথপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সড়কের ওপর তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যার হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক সুফিয়ানকে মৃত ঘোষণা করেন। স্বজনরা হাসপাতালে গিয়ে শনাক্ত করে লাশ। গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আফতাব জিলানী বলেন, রাতে ওই যুবককে হাসপাতালে আনা হয়। এখানে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

যুগান্তর
শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,
২৪ মাঘ ১৪৩২

বন্দরে উদ্ধার লাশের পরিচয় মিলেছে

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দর উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নের লাউসার থেকে উদ্ধার করা অজ্ঞাত লাশের পরিচয় মিলেছে। যুবকের নাম আরমান (২০)। তিনি কক্সবাজার চকোরিয়া উপজেলার মধ্য কোনাগড়া গ্রামের মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে। পেশায় একজন দিনমজুর। নিহতের বড় ভাই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফোরকান ও মামা মোস্তাক আহমেদ পরিচয় নিশ্চিত করে জানান, প্রায় তিন মাস আগে আরমান কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে আসে। মাঝেমধ্যে ফোনে কথা বললেও সে কোথায় থাকে বা কী কাজ করে তা গোপন রাখে আরমান। সবশেষ শবেবরাতের দিন বড় ভাই ফোরকানের সঙ্গে ফোনে কথা বলার পর আর যোগাযোগ হয়নি। পরে পুলিশের মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে শুক্রবার বন্দর থানায় এসে আরমানের লাশ শনাক্ত করেন তারা।

ইত্তেফাক
৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পূর্ব সুন্দরবনে চার জেলে আটক

■ শরণখোলা (বাগেরহাট) সংবাদদাতা

পূর্ব সুন্দরবনে নিষিদ্ধ সময়ে কাঁকড়া ধরার ঘটনায় বনরক্ষীদের হাতে আটক হয়েছে চার জন। জব্দ করা হয়েছে ৮০ কেজি কাঁকড়াসহ একটি ট্রলার ও নৌকা। আটককৃতদের শুক্রবার দুপুরে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে। আটক ব্যক্তিরা হচ্ছেন, রফিক মোল্লা (৪৮), রউফ মোল্লা (৪৫), আলামিন শেখ (৩১) ও আছাদুল শেখ (৩০)।

বন বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের জ্ঞানপাড়া বিশেষ টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে বনরক্ষীরা বৃহস্পতিবার বিকালে সুন্দরবন-সংলগ্ন ছুলিয়ার খালের মুখে একটি ট্রলার ও একটি ডিঙ্গি নৌকা আটক করেন। তিনি বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাদের শুক্রবার দুপুরে বাগেরহাট আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিয়েবিচ্ছেদের ক্ষোভে ছুরিকাঘাতে হত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে প্রিয়তা আক্তার (২২) নামে এক পোশাকশ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় স্থানীয়রা সাবেক স্বামী আনারুল হককে (২৬) আটক করে পুলিশে দিয়েছে। গতকাল দুপুরে উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ধনুয়া (হনু মার্কেট) এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের স্বজনরা জানান, বিয়েবিচ্ছেদের ক্ষোভে এ ঘটনা ঘটিয়েছে আনারুল। প্রিয়তা আক্তার ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার রাহেলা গ্রামের দুলাল মিয়ার মেয়ে। আনারুল হক একই জেলার ফুলপুর উপজেলার ডাইলের বাজার গ্রামের আক্রাম হোসেনের ছেলে। নিহতের বড় বোন বিলকিছ আক্তার বলেন, প্রায় পাঁচ বছর আগে আনারুল হকের সঙ্গে প্রিয়তার বিয়ে হয়। তাদের একটি ছেলে (৩) রয়েছে। এসআই তাজুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাঙ্গুনিয়ায় কৃষককে গলা কেটে হত্যা

■ রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের সারাসিয়া এলাকায় মোহাম্মদ সুমন (৩৬) নামের এক কৃষককে গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। নিহত সুমন ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সারাসিয়া গ্রামের মৃত রেজাউল করিমের ছেলে। শুক্রবার ভোরে কে বা কাহারা তাকে হত্যা করেছে। এলাকাবাসীর সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার পুলিশ গতকাল শুক্রবার স্থানীয় খাজা গরিবে নেওয়াজ দরগাহ গেইটের পূর্বপাশে থেকে ভোর ৬টার দিকে তার গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানা সূত্র জানায়, ভোর ৪টা থেকে ৫টার দিকে দুর্বৃত্তরা গলা কেটে তাকে হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে থানায় জিডি নং ১৬০ রুজু করা হয়েছে।

যুগান্তর
রোববার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৫ মাঘ ১৪৩২

শ্রীনগরে গলায় তার প্যাঁচানো বিকাশ এজেন্টের লাশ উদ্ধার

শ্রীনগর (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি

শ্রীনগরে গলায় তার প্যাঁচানো অবস্থায় ইমরান মোড়ল (২৫) বিকাশ এজেন্টের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত আটটার দিকে শ্রীনগর উপজেলার বাঘড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মোড়ল বাড়িতে নিজঘর থেকে ইমরানের লাশটি উদ্ধার করে শ্রীনগর থানা পুলিশ। ইমরান মধ্য বাঘড়ার মানিক মোড়লের ছেলে। পরিবারের দাবি ইমরানকে হত্যা করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ইমরানের বাবা প্রবাসী। মা ঢাকা বেড়াতে যায়। ইমরানের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীও তার বাবার বাড়িতে গেছেন। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ইমরানের সঙ্গে সর্বশেষ কথা হয় স্ত্রী আয়শা আক্তারের। শুক্রবার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল তার। সকালে ইমরানকে বেশ কয়েকবার ফোন করে ফোন বন্ধ পায় আয়শা। পরে বিষয়টি আয়শা তার শাশুড়িকে জানান। শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে এসে মা-চাচারা পাকা ঘরের লোহার গেটের তালা খুলে রুমে প্রবেশ করে মেঝেতে ইমরানের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় ইমরানের গলায় মোবাইল চার্জারের তার প্যাঁচানো ছিল।

স্থানীয়রা জানান, ইমরান ২০২৫ সালে সৌদি থেকে দেশে আসে। বালাশুর বাজার বিকাশ-নগদের দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করে। ধারণা করা হচ্ছে ইমরানকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার পর বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্টের মোবাইল নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। বাঘড়া পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ ও শ্রীনগর থানার সাব-ইন্সপেক্টর হাবিবুর রহমান জানান, গলায় তার প্যাঁচানো লাশ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ দুজনকে আটক করেছে।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কোস্ট গার্ডের অভিযান কক্সবাজারে ৩৪ জেলে আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক

গত ৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোস্ট গার্ড জাহাজ জয় বাংলা কর্তৃক কক্সবাজারসংলগ্ন গভীর সমুদ্র এলাকায় পৃথক দুটি বিশেষ অভিযান চালিয়ে দুটি অবৈধ আর্টিসনাল ট্রলিং বোট জব্দ করা হয়। এ সময় ৩১ লাখ টাকা মূল্যের ১২টি ট্রলিং জাল ও এক হাজার কেজি সামুদ্রিক মাছসহ ৩৪ জেলেকে আটক করা হয়। পরে চট্টগ্রামের সামুদ্রিক মৎস্য পরিদর্শকের উপস্থিতিতে জব্দকৃত আর্টিসনাল ট্রলিং বোট থেকে ট্রলিং সরঞ্জামাদি অপসারণ করা এবং মুচলেকা দিয়ে মালিকপক্ষের কাছে বোটটি হস্তান্তর করা হয়।

সময়ের আলো
সোমবার। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

ঘরে পড়ে ছিল ভ্যানচালকের রক্তাক্ত মরদেহ

● নড়াইল প্রতিনিধি

নড়াইলে জাহাঙ্গীর হোসেন সানা (৫৪) নামে এক ভ্যানচালকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার দুপুরে সদর উপজেলার শাহাবাদ ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নড়াইল সদর থানার ওসি গুলি মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, জাহাঙ্গীর নামে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার রহস্য উদঘাটনে পুলিশের একাধিক তদন্ত দল কাজ শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ এখনও কাউকে আটক করতে পারেনি। তবে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, জাহাঙ্গীর হোসেন পেশায় একজন ভ্যানচালক ছিলেন। শুক্রবার প্রতিদিনের মতো কাজ শেষে রাতে বাড়িতে ফেরেন তিনি। এরপর শনিবার তাকে আর এলাকায় দেখা যায়নি। রোববার বেলা ১১টার দিকে তার ঘরের দরজা খোলা দেখে এবং ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

অজ্ঞান করে অটোরিকশা ছিনতাই চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর পান্থপথ এলাকায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে মিজানুর রহমান (৫৫) নামে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েন তিনি। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, এক স্বজন মৃত্যুসনদ নিয়ে থানায় গেলে বিষয়টি জানতে পারে পুলিশ। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গেছে, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার সৈয়দ আলী হাওলাদারের ছেলে মিজানুর

হাওলাদার। বর্তমানে আদাবর এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। মিজানুর রহমানের স্ত্রী সালমা জানান, মিজানুর ভাড়ায় অটোরিকশা চালাতেন। শুক্রবার কাজে বের হয়ে আর বাসায় ফেরেননি। পরে জানতে পারি, পথচারীরা তাকে পান্থপথ এলাকা থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে ভর্তি করেছে। সেখানে গিয়ে তাকে অচেতন অবস্থায় পাই। পরে তার মৃত্যু হয়। সালমা আরও জানান, ঘটনার পর অটোরিকশাটি পাওয়া যায়নি। তেজগাঁও থানার ওসি ক্যশৈনু বলেন, ঘটনাটি আমরা আগে জানতে পারিনি। তাদের এক স্বজন থানায় এসে ঘটনাটি জানান। এরপর ঢামেক হাসপাতালে পুলিশের টিম পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া যাবে ওই চালক অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়েছিলেন কি না। এ ঘটনায় মামলা নেওয়া হবে এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে। ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৩০ মাঘ ১৪৩২

প্রার্থীর কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা, ভিডিও করায় সাংবাদিককে মারধর

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী প্রবেশের সময় বিএনপি নেতাকর্মীরা বাধা দেওয়ার ভিডিও করায় সংগ্রামের সাংবাদিক জুবায়ের হোসেন হামলার শিকার হয়েছেন। হামলাকারীরা দায়িত্বরত আনসার সদস্যদের লাঠি কেড়ে নিয়ে সাংবাদিককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে প্রিসাইডিং অফিসার সাইফুল ইসলাম জানান। আহত সাংবাদিক জুবায়ের হোসেন বলেন, আমি আমার বৈধ পর্যবেক্ষক কার্ড দেখানোর পরও আনসার সদস্যদের লাঠি কেড়ে নিয়ে বিএনপি কর্মী কাজী হীরা আমাকে ব্যাপক মারধর করে শার্ট ও পর্যবেক্ষক কার্ড ছিঁড়ে ফেলে। উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এসময় এগিয়ে না এসে দূরে সরে যায়। এ ঘটনার পরে নিরাপদ নির্বিঘ্নে ভোটদানের শঙ্কা প্রকাশ করে প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেন নাটোর-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নাটোরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম বলেন, যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল গিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক রহিম নেওয়াজ বলেন, আমি এ বিষয়ে এখনো কোনো কিছু শুনিনি। ঘটনা জেনে পরে জানাতে পারব।

সমকাল | রোববার । ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাজশাহীতে দিনমজুরকে গুলি করে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

রাজশাহী নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে গোলাম মোস্তফা (৫০) নামে এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাতে খোঁজাপুর কবরস্থানের প্রাচীর সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া ছয় জেলায় পাঁচজন পুরুষ ও এক নারী হত্যার শিকার হয়েছেন। তিন জেলায় উদ্ধার করা হয়েছে শিশুসহ তিনজনের মরদেহ।

রাজশাহীতে নিহত গোলাম মোস্তফা নগরীর মতিহার থানার ডাঁসমারী এলাকার তইমুর উদ্দিনের ছেলে। নিহতের স্বজন জানান, শনিবার রাত ৮টার দিকে এশার নামাজ পড়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন গোলাম মোস্তফা। খোঁজাপুর কবরস্থানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয়রা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

ঢাকার আশুলিয়া থেকে নিখোঁজের চার দিন পর আসাদুল ইসলাম (৩০) নামের এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার বিকেলে বিরুলিয়া ইউনিয়নের রুস্তমপুর এলাকার একটি পুকুর থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে নিখোঁজের দুই দিন পর গতকাল বাড়ির পাশের সুপারি বাগানের বালুর স্তূপ থেকে সোহাগ হোসেন নামের এক অটোচালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার মুড়িয়াউক ইউনিয়নের মুড়িয়াউক গ্রামে

ছেলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে বাবাকে কুপিয়ে হত্যা

ভোলার চরফ্যাসনে ছেলের সঙ্গে মাদকের টাকা দিয়ে দ্বন্দ্বে আবদুর রহিম ভুট্টু নামের এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে আমজাদ, বেল্লাল ও সম্রাট নামে তিন যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতে শশীভূষণ থানার রসুলপুর ইউনিয়নের কলেরহাট এলাকায় তাঁকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। তিনি পেশায় কৃষক।

(সংশ্লিষ্ট নিজস্ব প্রতিবেদক, ব্যুরো ও প্রতিনিধির পাঠানো তথ্য)

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

শুঁটকিপল্লি থেকে ছয় জেলে অপহরণ

বাগেরহাট প্রতিনিধি

সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের শেলার চর থেকে ছয় জেলেকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার গভীর রাতে বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর সদস্যরা শেলার চর ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির জেলে ও শুঁটকিপল্লি থেকে তাঁদের তুলে নিয়ে যান। এ ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে শেলার চরসহ শুঁটকি উৎপাদনকারী অন্যান্য চরের জেলেদের মাঝে। অপহৃত জেলেরা হলেন খাইরুল ইসলাম (৩৫), ফারুক হোসেন (২৮), শামসুল ইসলাম (২৫), সফরুল ইসলাম (৩২), মারুফ হোসেন (২৮) ও মিলন (৩০)। এঁদের বাড়ি খুলনার কয়রা এবং বাগেরহাটের রামপাল ও মোরেলগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বলে জানিয়েছে বন বিভাগ।

বনদস্যুদের হানা সুন্দরবনে

পূর্ব সুন্দরবনের দুবলার চরের শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্রের বিশেষ টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিল্টন রায় গতকাল বিকালে মুঠোফোনে জানান, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে শেলার চরের জেলেপল্লিতে হানা দেন বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনীর অস্ত্রধারী দস্যুরা। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ছয় জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যান। এ সময় জেলেদের একটি ট্রলারও নিয়ে গেছেন দস্যুরা। ওই বন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শেলার চরে চলতি মৌসুমে ৮০১ জেলে নিয়মিত শুঁটকি তৈরির কাজ করছেন। তবে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন উপলক্ষে অধিকাংশ জেলে ও মহাজন নিজ নিজ এলাকায় ভোট দিতে যান। এ কারণে শুঁটকিপল্লি জনশূন্য। পাহারাদার হিসেবে চরে অল্পসংখ্যক জেলে অবস্থান করায় দস্যুরা এ সুযোগটা নিয়েছেন। অপহৃত জেলেরা কোন মহাজন বা বহদ্দারের, তা জানাতে পারেননি তিনি। আরিফুল হক মিঠু নামে শেলার চরের এক মহাজন জানান, 'এতদিন সাগর বা সুন্দরবনে মাছ ধরার সময় বনদস্যুরা মুক্তিপণ দাবিতে নির্যাতন, চাঁদা আদায় এবং জেলেদের অপহরণ করে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন দস্যুরা বনরক্ষীদের টহল ফাঁড়িসংলগ্ন জেলেপল্লিতে ঢুকে পড়েছে। ছয় জেলে অপহরণের খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে শুঁটকি চরের জেলেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।' সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শরীফুল ইসলাম জেলে অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'ঘটনাটি আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখছি না। ঘটনার পর থেকে শেলার চরে অবস্থানরত জেলেদের নিরাপত্তায় ফাঁড়ির বনরক্ষীদের টহল কার্যক্রম জোরদারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপহৃত জেলেদের উদ্ধারে অভিযান পরিচালনার জন্য কোস্টগার্ডকে অবহিত করা হয়েছে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিছানায় স্বামীর গলা কাটা লাশ, স্ত্রী পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা

খুলনার রূপসায় মোহর আলী (৪৫) নামে এক দোকান কর্মচারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে উপজেলার জয়পুর গ্রামে ঘরের বিছানা থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে নিহতের স্ত্রী পলাতক রয়েছে। স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার রাতে মোহর আলী দোকান থেকে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর পাশে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে তার লাশ পাওয়া যায়। নিহতের ছেলে শিমুল হোসেন জানান, তার মা হোসনে আরা বেগম ভোরে তাদের রুমের দরজা নক করে দরজা খোলা রাখার কথা বলে বের হয়ে যান। সাড়ে ৬টা নাগাদ তার দুলাভাইয়ের ডাক চিৎকারে উঠে বাবার রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান। মাকে খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে তারা পুলিশে খবর দেয়। বাড়ি থেকে হোসনে আরা তার কাপড় ও মোবাইল নিয়ে গেছে। রূপসা থানার ওসি মীর রাজ্জাক বলেন, 'লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ উদঘাটন ও জড়িতদের গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।'

যুগান্তর | রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিয়েতে দাওয়াত না দেওয়ায় দিরাইয়ে কৃষক খুন

দিরাই (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

দিরাইয়ে বিয়ের দাওয়াত না দেওয়ায় সৃষ্ট বিরোধে হামলায় আঙ্গুর মিয়া নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার ধল পূর্ব আশ্রম গ্রামের মৃত সাদুল্লাহর ছেলে। জানা যায়, শুক্রবার বিয়ের দাওয়াত দেওয়া না দেওয়া নিয়ে আনহার মিয়া ও আজিজুল হকসহ নিহত আঙ্গুর মিয়ার লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরপর শনিবার আনহার মিয়া পার্শ্ববর্তী কনের বাড়িতে বিয়ের মালামাল আনতে গেলে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে আঙ্গুর মিয়া গুরুতর আহত হন। পরে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। জানা যায়, ধল পূর্ব আশ্রম গ্রামের মৃত ছিদ্দিক মিয়ার ছেলে সৌমিকের সঙ্গে একই গ্রামের আজিজুল হকের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়।

বিয়েতে আজিজুল হকের চাচাত ভাই আনহার মিয়াসহ কিছু আত্মীয়ের অমত থাকায় তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জেরে একপক্ষকে দাওয়াত না দিয়ে শনিবার বিয়ের দিন ধার্য করা হয়। এ নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। নিহত আঙ্গুর মিয়া ও আনহার মিয়া চাচা-ভাতিজা বলে জানা গেছে।

যুগান্তর শনিবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১ ফাল্গুন ১৪৩২

বগুড়ায় বাবার গ্যারেজে কিশোর মেকানিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ায় মো. আলিফ (১৫) নামে কিশোর মেকানিককে নৃশংসভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে শহরে নিশিন্দারা ট্যাংকের সেতুর কাছে গ্যারেজের ঘরে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ লাশ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। উপশহর পুলিশ ফাঁড়ির এসআই রমজান আলী জানান, তাৎক্ষণিক এ হত্যাকাণ্ডের কারণ নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পুলিশ ও স্বজনরা জানায়, আলিফ বগুড়া শহরের বৃন্দাবনপাড়ার মাইক্রোবাসচালক ও মেকানিক রিপনের ছেলে। আলিফ তার বাবার সঙ্গে শহরে নিশিন্দারা ট্যাংকের সেতুর কাছে গ্যারেজে গাড়ি মেরামত ও পরিষ্কারের কাজ করত। জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে রিপন বৃহস্পতিবার সারা দিন ব্যস্ত ছিল। রাতে আরিফ গ্যারেজের ঘরে বিছানায় ঘুমায়। শুক্রবার সকালে গ্যারেজে গাড়ির কাজ করেছে। সকাল ৮টায় ফুফুর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেছে। বেলা ১১টায় রিপন ছেলে আলিফকে খাবার দিতে গ্যারেজে যান। তিনি সেখানে গিয়ে ঘরের বিছানায় আলিফের রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান। দ্রুত বগুড়া শজিমেক হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপশহর পুলিশ ফাঁড়ির এসআই রমজান আলী জানান, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আলিফকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। তার গলা, বুক, হাতসহ বিভিন্ন স্থানে ১১টি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পরিবার ও আশপাশের কেউ কিছু বলতে পারছে না।

শুক্রবার দুপুরে ময়নাতদন্ত শেষে আরিফের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৩ ফাল্গুন ১৪৩২ যুগান্তর

গাজীপুরে শ্রমিক সাভারে রিকশাচালকের লাশ উদ্ধার

কালিয়াকৈরে মিলল কাটা হাত

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। কালিয়াকৈরে মহাসড়কের পাশ থেকে এক ব্যক্তির কাটা হাত উদ্ধার করা হয়েছে। সাভার পুলিশ এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে। যুগান্তর প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

গাজীপুর মহানগরের বাসন থানাধীন কলমিয়া সরকার বাড়ি এলাকায় এক পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার বিকাল ৪টায় নিজ ঘর থেকে এ লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শরীফা (৩৮) দুই ছেলে ও এক কন্যার জননী। তার স্বামীর গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চন্ডিগড় ইউনিয়নে। তিনি বাসন থানার সরকার বাড়ি এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন।

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রা সিপি গেট এলাকা থেকে রোববার সকালে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির কাটা হাত উদ্ধার করেছে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে, হাতটি কোনো পুরুষের। ওই কাটা হাত নিয়ে নানা রহস্য ও এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

নিখোঁজের চার দিন পরে সাভারে এক অটোরিকশাচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে সাভারের বিরুলিয়ার ঢাকা বোট ক্লাবের পাশের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়,গত চার দিন আগে ওই অটোরিকশা চালককে শ্বাসরোধে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। সকালে পুকুরের মধ্যে তার মৃতদেহ দেখে সাভার মডেল পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করে। হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া অটোরিকশাচালকের নাম আসাদুজ্জামান (২৮) তিনি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অভিদিয়ানুরপুরের আজিয়ার রহমানের ছেলে। হত্যাকারীদের আটকের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২ ফাল্গুন ১৪৩২

রায়পুরে অটোচালককে হত্যার পর বালুচাপা

কাউনিয়া জীবননগরে দুজনের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

রায়পুরে নিখোঁজের দুই দিন পর শনিবার বালুর স্তূপ থেকে অটোচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া কাউনিয়ায় অজ্ঞাত ব্যক্তি ও জীবননগরে যুবকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে** সোনাপুর ইউনিয়নে নিখোঁজের দুই দিন পর শনিবার বাড়ির পাশের সুপারি বাগানের বালুর স্তূপ থেকে সোহাগ হোসেন নামে এক অটোচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি একই এলাকার লালগাজি মিজি বাড়ির-তাজল ইসলামের ছেলে। পরিবার জানায়, বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন সোহাগ। তার সঙ্গে কারও বিরোধ নেই। কে বা কারা খুন করেছে বলতে পারছে না। তবে সে অনলাইনে জুয়ায় আসক্ত ছিল। এ কারণে হত্যা করা হতে পারে। সোহাগের স্ত্রী শাহিনুর বেগম ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ওসি শাহিন মিয়া বলেন, এ ঘটনায় হত্যা মামলার প্রস্তুতি ও ঘাতকদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। **রংপুরের কাউনিয়ায়** হারাগাছ পৌরসভার দরদি উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে সতী নদী থেকে শনিবার অজ্ঞাত এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নদীতে তার লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। ধারণা করা হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। **চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে** কালা গ্রামের গাঙপাড়ায় ভৈরব নদ থেকে শনিবার শিমুল নামে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নদের কচুরিপানার ভেতর লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয় স্থানীয়রা। শিমুল উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের ধোপাখালী গ্রামের খলিলুর রহমানের ছেলে। জানা গেছে, এক সপ্তাহ আগে শিমুল বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। এরপর আত্মীয়-স্বজনরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। শনিবার স্থানীয় এক ব্যক্তি ভৈরব নদের মধ্যে কচুরিপানার ভেতর তার লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। ওসি সোলায়মান সেখ জানান, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এ ঘটনায় জীবননগর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

সোহাগ হোসেন

যুগান্তর রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২ ফাল্গুন ১৪৩২

বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ

বগুড়ায় বখাটের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ায় বড় বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ফাহিম হোসেন (১৯) নামে এক ঢালাই শ্রমিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার সকালে মাটিডালি বিমান মোড়ে সদর উপজেলা পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। দুপুরে ফাহিমের লাশ নিয়ে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের মাটিডালি এলাকায় প্রায় ২৫ মিনিট অবরোধ করেন স্বজন ও স্থানীয়রা। এ সময় মহাসড়কের উভয়পাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

ফাহিম স্থানীয় ছাত্রদলের সদস্য ছিলেন। জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুর রশিদ সন্ধান জানিয়েছেন, ফাহিম বগুড়া পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের সদস্য ছিলেন। তিনি হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। বগুড়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) আতোয়ার রহমান জানান, ঘাতকদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

পুলিশ ও স্বজনরা জানায়, ফাহিম বগুড়া সদরের দক্ষিণ নওদপাড়া গ্রামের আবদুর রশিদের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি ঢালাই কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন। তার বড় বোনকে মাটিডালি বাজার এলাকার আবদুল হান্নানের ছেলে তনয় (১৯) দীর্ঘদিন ধরে উত্ত্যক্ত করে আসছিল। প্রায় ছয় মাস আগে বোনের পারিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়া হলেও তনয় তাকে উত্ত্যক্ত করা বন্ধ করেনি। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে মারামারিও হয়। ফাহিম বোনকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় তনয় তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। একটি মামলায় তনয় গ্রেফতার হলেও সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পায়। শনিবার সকাল ৯টার দিকে ফাহিম বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন। মাটিডালি বিমান মোড়ে সদর উপজেলা পরিষদের সামনে তাকে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায় তনয় ও তার সহযোগীরা। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ ও পরে রফাতউল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়। বগুড়া সদর থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) মাহফুজ আলম বলেন, ফাহিম হোসেনের লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শজিমেক হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তনয় ও অন্যদের গ্রেফতারে অভিযানে চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাগরে মাছ ধরা নৌকায় ভারতীয় নৌবাহিনীর গুলি

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ার ইলিয়াছ কোম্পানির মালিকানাধীন আলিফ-২ নামে একটি মাছ ধরার নৌকায় ভারতীয় নৌবাহিনীর গুলির ঘটনায় এক মাল্লা আহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবন-সংলগ্ন সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশ সীমানার ভিতরে মাছ ধরা অবস্থায় ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ নৌকাটিকে লক্ষ্য করে প্রায় ১৭ থেকে ১৮ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এতে সোহেল মাঝির নৌকার এক নাইয়া শাহাদাত হোসেন পায়ে গুলিবিদ্ধ হন। তাকে গতকাল সকালে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এ বিষয়ে নৌকার মালিক ইলিয়াছ কোম্পানি বাংলাদেশ প্রতিদিনকে সত্যতা স্বীকার করে জানান, ঘটনার সময় নৌকাটিতে প্রায় ২৮ মাঝি-মাল্লা অবস্থান করছিলেন।
এদিকে ঘটনার পর থেকেই জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

সুন্দরবন থেকে ট্রলারসহ তিন জেলে অপহরণ

বরগুনা প্রতিনিধি

বঙ্গোপসাগরের সুন্দরবনসংলগ্ন কটকা এলাকা থেকে মাছ শিকার করার সময় গত শনিবার রাতে মাসুম মিয়ার মালিকানাধীন একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলারসহ তিন জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে জলদস্যু ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনী। গতকাল সোমবার দুপুরে বরগুনার জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। অপহৃতরা হলো, উপজেলার সদর ইউনিয়নের রুহিতা এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে রাজু, আব্দুল মালেকের ছেলে মাহবুব হোসেন ও রাজন।
ট্রলার মালিকের বরাত দিয়ে গোলাম মোস্তফা চৌধুরী জানান, কয়েক দিন আগে পাথরঘাটা উপজেলার মাসুম মিয়ার একটি ট্রলার নিয়ে তিন জেলে সুন্দরবনে মাছ শিকার করতে যান। গত শনিবার রাতে সেখানে মাছ শিকারের সময় হঠাৎ জলদস্যু ছোট জাহাঙ্গীর বাহিনী ট্রলারসহ তাদের ধরে নিয়ে যায়। তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মুক্তিপণ দিতে না পারায় দফায় দফায় মারধর করা হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

মুন্সিগঞ্জ

অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার, চারজন গ্রেপ্তার

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার রমজানবেগ এলাকার কাশবন থেকে গত রোববার রাতে সাকিল খালাসী (২৪) নামের এক অটোরিকশার চালকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে গত ২৭ জানুয়ারি রিকশা নিয়ে বের হয়ে নিখোঁজ হন ওই চালক। তিনি মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার চরহায়দ্রাবাদ এলাকার শাহীন খালাসীর ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে অটোরিকশা ছিনতাই, হত্যাকাণ্ড ও গ্রেপ্তারের বিষয়টি জানান মুন্সিগঞ্জ পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম। পুলিশ সুপার জানান, ২৭ জানুয়ারি সাকিল অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। সেদিন রাজন শেখ (২৫), ইমরান সরকার (১৯), শরীফ সুলতান ওরফে আফসু (২৫) নামের তিনজন সাকিলের রিকশার যাত্রী হন। তাঁরা সাকিলকে নিয়ে বিভিন্ন স্থান ঘোরাঘুরি করেন। এরপর রাতে জোর করে রমজানবেগ এলাকার নির্জন কাশবন নিয়ে যান। সেখানে গলায় মাফলার পেঁচিয়ে হত্যা করে সেখানে ফেলে যান। দীর্ঘদিন লাশটি সেখানে পড়ে ছিল। রোববার রাতে স্থানীয় লোকজন মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানান। স্বজনেরা মরদেহের পরনে থাকা প্যান্ট, শার্ট ও কোমরের বেল্ট দেখে সাকিলকে শনাক্ত করেন।

প্রতিনিধি, মুন্সিগঞ্জ

যুগান্তর
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বন্দরে গার্মেন্ট কর্মীকে পাচারের চেষ্টা

বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

বন্দরে কিশোরী এক গার্মেন্টকর্মীকে পাচারের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় রোববার দুপুর থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। গার্মেন্টকর্মীর বাদী হয়ে পাচারকারী আক্তার হোসেনের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ করেন। অভিযোগে উল্লেখ করেন, তার মেয়ে স্থানীয় একটি মিনি গার্মেন্টে কাজ করে। সে কাজে যাওয়া-আসার পথে বন্দরের পূর্ব কুশিয়ারা এলাকার মৃত সাহাবুদ্দিন মিয়ার ছেলে আক্তার হোসেন বেশী বেতনে কাজ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ২ ফেব্রুয়ারি বন্দরের লাঙ্গলবন্দ বাজারের কাছে একটি খালি ঘরে নিয়ে হাত বেঁধে মেয়েকে আটকে রাখে। এরপর আক্তার পাচারকারী চক্রের কাছে ফোন করে। এ সময় তার মেয়ে কৌশলে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে চিৎকার দেয়। চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দেয়। এদিকে কৌশলে পাচারকারী পালিয়ে যায়। পরে তিনি (গার্মেন্টকর্মীর বাবা) এলাকায় বিচার চাইলে রোববার পাচারকারী আক্তার হোসেন ভাড়াটিয়া জাকির ও গার্মেন্টের কিশোরীকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 17 February 2026

নাফ নদীতে আরাকান আর্মির হাতে আটক ৭৩ জেলের মুক্তি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, কক্সবাজার

মায়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির কাছে 'জিম্মি থাকা' ৭৩ জেলেকে ফেরত এনেছে বিজিবি।
যাদের বিভিন্ন সময় টেকনাফের নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আছে আরাকান আর্মির সদস্যদের বিরুদ্ধে। গতকাল বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে টেকনাফের জালিয়াপাড়া ট্রানজিট ঘাট দিয়ে তাদের ফেরত আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজিবির রামু সেক্টরের কামান্ডার কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ।
ফেরত আসা জেলেদের মধ্যে ৭ জন রোহিঙ্গাও আছেন, অন্যরা বাংলাদেশি।

আরাকান আর্মির সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনার পর তাদের ফেরত আনা সম্ভব হয় জানিয়ে কর্নেল মহিউদ্দিন বলেন, আরাকান আর্মি দাবি করেছে এসব জেলে জলসীমা অতিক্রম করে মায়ানমারে প্রবেশ করায় আটক করা হয়েছিল।

এই জেলেদের ফেরত আনতে গতকাল দুপুরে বিজিবির একটি প্রতিনিধিদল একই ঘাট থেকে নাফ নদীর শূন্য রেখার উদ্দেশে যাত্রা করে।

সেখানে বিজিবির কাছে জেলেদের হস্তান্তর করে আরাকান আর্মি।

এরপর জেলেদের টেকনাফ-মায়ানমার ট্রানজিট জেটি ঘাটে ফেরত আনা হয়। ফেরত আনা জেলেদের জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের মাধ্যমে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

স্থানীয়দের দাবি, বিভিন্ন সময় নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগর থেকে ট্রলারসহ ধরে নিয়ে যাওয়া অন্তত ২০০ জেলে আরাকান আর্মির হাতে জিম্মি রয়েছে।

এ বিষয়ে কর্নেল মহিউদ্দিন বলেন, অন্য জেলেদের ফেরত আনতে বিজিবির পক্ষে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য, এদের মধ্যে ৭৩ জনকে ফেরত আনা হলো।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৪ ফাল্গুন ১৪৩২

নিখোঁজ অটোচালকের লাশ উদ্ধার

মুন্সীগঞ্জে গ্রেফতার ৪

যুগান্তর প্রতিবেদন, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রমজানবেগ এলাকার মিলিটারি চরের কাঁশবন থেকে নিখোঁজের ২০ দিন পর অটোচালক সাকিলের অর্ধগলিত লাশ রোববার রাতে উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৪ জনকে গ্রেফতার ও ছিনতাই অটোরিকশার খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয়। আটকরা হলো— রাজন শেখ, ইমরান সরকার, শরীফ সুলতান ওরফে আফসু, মো. ইউসুফ গাজী এদের মধ্যে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী হলো মো. শরীফ ওরফে আফসু। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছে। সোমবার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম জানান, আসামি শরীফ ওরফে আফসু জুয়া খেলে তার ফুফাত ভাই সুরুজের কাছে ঋণী হয়। সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করতে বন্ধু রাজন এবং ইমরানকে নিয়ে অটো ছিনতাইয়ের প্লান করে। টার্গেট করা হয় আসামির পূর্ব পরিচিত অটোচালক সাকিলকে। ২৭ জানুয়ারি আসামিরা অটোচালক সাকিলকে ভাড়া করে। এরপর তারা সাকিলকে বিভিন্ন স্থান ঘুরে নির্জন চরে নিয়ে গলায় মাফলার পেঁচিয়ে হত্যা করে। হত্যার পর সাকিলের লাশ কাঁশবনে ফেলে যায় তিন বন্ধু। এরপর অটোটি তারা খণ্ডিত করে এক আসামির কাছে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়। এছাড়াও ভিকটিম সাকিলের ফোনটিও ২ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয় আসামিরা। স্বজনরা লাশের গায়ে থাকা প্যান্ট, শার্ট ও কোমরের বেল্ট দেখে সাকিলকে শনাক্ত করেন। এ ঘটনায় নিহত সাকিলের বাবা শাহীন খালাসি হত্যা মামলা করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও নিহত অটো চালকের ব্যবহৃত ফোনের সূত্র এই আসামিদের আটক ও খণ্ডিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

সংবাদ
মঙ্গলবার ৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Tuesday 17 February 2026

মুন্সীগঞ্জে চালককে হত্যা করে অটো ছিনতাই, ৪ জন গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার রমজানবেগ এলাকার মিলিটারি চকের কাশবন থেকে নিখোঁজের ২০ দিন পর অটোরিকশাচালক সাকিল (২৪)-এর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি স্থানীয়দের খবরের ভিত্তিতে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

গতকাল মুন্সীগঞ্জ জেলা পুলিশ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মো. মেনহাজুল আলম পিপিএম জানান, জুয়া খেলে ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য শরীফ সুলতান ওরফে আফসু (২৫) পরিকল্পিতভাবে অটো ছিনতাইয়ের ছক করেন। তার সঙ্গে যুক্ত ছিল রাজন শেখ (২৫), ইমরান সরকার (১৯) এবং মো. ইউসুফ গাজী (৬০)। গত ২৭ জানুয়ারি তারা পরিচিত চালক সাকিলকে ভাড়া করে নির্জন চরে নিয়ে যায় এবং গলায় মাফলার পেঁচিয়ে হত্যা করে। পরে মরদেহ কাশবনে ফেলে রেখে অটোরিকশাটি খণ্ডিত করে ২০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়।

ভিকটিমের মোবাইল ফোনও ২ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় চার আসামিকে গ্রেপ্তার এবং অটোরিকশার খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় নিহতের পিতা শাহীন খালাসি মুন্সীগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

এদিকে সাকিল হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের আটকের খবরে স্থানীয়রা পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার মোঃ মেনহাজুল আলম পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হুমাইউন কবির, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ফিরোজ কবির মুন্সীগঞ্জ সার্কেল অফিসার মো. বিল্লাল হোসেন, পিপিএম এবং মুন্সীগঞ্জ থানার ওসি মো. মমিনুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সংবাদকর্মীরা।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৪ ফাল্গুন ১৪৩২

সাভারে চালকসহ দুজনের লাশ উদ্ধার

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভারে অজ্ঞাত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভারের বিপিএটিসির উল্টা পাশ থেকে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, দুপুরে সেখানে অজ্ঞাত এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে স্থানীয়রা সাভার মডেল থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে সাভার মডেল থানার ওসি আরমান আলী বলেন, কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তদন্ত করা হচ্ছে ও তার নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। অপর দিকে নিখোঁজের চার দিন পরে সাভারে এক অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে সাভারের বিরুলিয়ার ঢাকা বোট ক্লাবের পাশের একটি পুকুর থেকে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানায়, গত চার দিন আগে ওই অটোরিকশা চালককে শ্বাসরোধে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া অটোরিকশাচালকের নাম আসাদুজ্জামান (২৮) তিনি রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অতিদিয়ানুরপুর গ্রামের আজিয়ার রহমানের ছেলে। স্বজনরা তার লাশ শনাক্ত করে।

যুগান্তর
বুধবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

লক্ষ্মীপুরে দুর্বৃত্তের আগুনে দগ্ধ মৎস্য খামারির মৃত্যু

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি

লক্ষ্মীপুরে মৎস্য খামারে দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে দগ্ধ আব্বাস উদ্দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এর আগে বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাতে সদর উপজেলার চররমনী মোহন ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের জিতু অ্যাগ্রো মৎস্য খামারে তিনি দগ্ধ হন। পরদিন তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। আব্বাস উদ্দিন চররমনী মোহন এলাকার মৃত হোসেনের ছেলে ও জিতু অ্যাগ্রো মৎস্য খামারের মালিক। তিনি লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড জামায়াতের সদস্য ছিলেন বলে দাবি করেছেন তার বড় ছেলে এলাহি প্রিন্স। প্রিন্স জানায়, তার মা ও বাবা খামারেই থাকতেন। তার মা সুলতানা রাজিয়া লাকি লক্ষ্মীপুর পৌর ৬নং ওয়ার্ড মহিলা দলের সভাপতি। ভোটের আগের রাতে দুর্বৃত্তরা বাইরে থেকে খামারের ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় তার হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে পুড়ে দগ্ধ হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাজধানীর জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।

যুগান্তর
বুধবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৫ ফাল্গুন ১৪৩২

রায়পুর দশমিনা মাগুরায় তিন লাশ উদ্ধার

যুগান্তর ডেস্ক

মাগুরা সদরের বাল্য গ্রামে লিচু বাগান থেকে মঙ্গলবার এক কৃষি শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়া রায়পুরে শিক্ষার্থী ও দশমিনায় নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান : **মাগুরা** সদরের বাল্য গ্রামে লিচু বাগান থেকে মঙ্গলবার নজির মণ্ডল নামে এক কৃষি শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপজেলার রাঘবদাইড় ইউনিয়নের দক্ষিণ মির্জাপুর গ্রামের ফটিক মণ্ডলের ছেলে। স্বজনরা জানায়, নজির মণ্ডল আর্থিক সংকটে ছিলেন। বিভিন্ন লোকের কাছে তার লক্ষাধিক টাকা দেনা ছিল। এসআই মো. মোক্তার হোসেন বলেন, শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্নও নেই। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তার মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। **লক্ষ্মীপুরের রায়পুর** থানা সংলগ্ন মাষ্টারপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে সোমবার রাতে জয়ন্ত পাল (২০) নামে এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের পাইকপাড়া গ্রামের পাল বাড়ির কিশোর পালের ছেলে ও রায়পুর রুস্তম আলী ডিগ্রি কলেজের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী। স্থানীয়রা জানান, জয়ন্ত চৌমুহনি বাজারে ডাকঢোলের কাজ শিখতেন। কয়কদিন আগে মালিকের ৩৫ হাজার টাকা নিয়ে যায়। দোকান মালিক তার মা-বাবার কাছে অভিযোগ করেন। এতে জয়ন্ত অভিমান করে আত্মহত্যা করে। **পটুয়াখালীর দশমিনায়** আলীপুরা ইউনিয়নের পূর্ব আলীপুরা গ্রামে নিজ ঘর থেকে মঙ্গলবার তহমিনা নামে এক সৌদি প্রবাসী নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি ওই এলাকার মৃত আলতাফ সরদারের মেয়ে। সকালে বাড়ির লোকজন তহমিনাকে তার নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলতে দেখে পুলিশে খবর দেন।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৪ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Tuesday 17 February 2026

সিরাজগঞ্জে ভোট দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ দিনমজুর

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-২ আসনের সদর উপজেলার কাওয়াখোলা ইউনিয়নের মুজিবকেল্লা ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে দুই পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে হতদরিদ্র দিনমজুর আব্দুল মোতালেব। বর্তমানে তিনি সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল সোমবার সকালে সরেজমিন হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, সদর উপজেলার কাওয়াখোলা ইউনিয়নের বড় কয়রা গ্রামের বাসিন্দা মোতালেবের দুই পা ব্যান্ডেজে মোড়ানো। ইতোমধ্যে দুটি অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তিনি নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন। তবে স্বাভাবিকভাবে আবার হাঁটতে পারবেন কিনা অনিশ্চয়তা এখনো কাটেনি।

আহত মোতালেবের স্ত্রী হালিমা খাতুন বলেন, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে ভোট দিতে যান তিনি। কিন্তু ভোট দিয়ে কেন্দ্র থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই পুলিশের ছোড়া গুলিতে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি আরো বলেন, ভোট দিতে গিয়ে এমন হবে, কখনো ভাবিনি। আমাদের সংসার চলবে কিভাবে, কী হবে এখন আমাদের।

জানা গেছে, দায়িত্বরত কনস্টেবল ওহাব আলীর শটগান থেকে হঠাৎ মিস ফায়ার হয়ে ছোড়া গুলিই মোতালেবের দুই পা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। ঘটনার পর তাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। ভোটের দিন সেই দিনই থমকে গেছে এক দিনমজুরের জীবন সংগ্রামের পথ।

ইতোমধ্যে ঘটনার তিন দিন পর জেলা প্রশাসক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম হাসপাতালে গিয়ে তার খোঁজ নিয়েছেন। চিকিৎসা সহায়তা, আর্থিক সহযোগিতা ও গৃহনির্মাণে মানবিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার শিমুল তালুকদারকে বারবার ফোন করলেও সে ফোন রিসিভ করেননি।

সিরাজগঞ্জ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. নাজরান রউফ বলেন, গুলির ঘটনার পর ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কনস্টেবল ওহাব আলীকে পুলিশ সুপারের নির্দেশে তাৎক্ষনিক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও চলছে। তদন্তের পর নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে গুলির ঘটনাটি ভুলবশত, নাকি ইচ্ছাকৃত।

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, স্থানীয়ভাবে জেনেছি, ওই দিন সকাল ১১ টার দিকে ভোট দিয়ে এসে মোতালেব কেন্দ্রের বাইরে পুলিশের পাশে বসে ছিলেন। ওই সময় পুলিশ সদস্য তার বন্দুক পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ একটি বুলেট মোতালেবের দুই পা ভেদ করে বেরিয়ে যায়। এটি দায়িত্ব অবহেলা নাকি, অজ্ঞতা, জেলা পুলিশ থেকে তদন্ত চলছে।

সমকাল মঙ্গলবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সোনারগাঁয়ে যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

■ সমকাল ডেস্ক

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে নাঈম মিয়া (২২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত রোববার রাতে উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের পরমেশ্বরদী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

নাঈম মিয়া পরমেশ্বরদী গ্রামের আব্দুল হেকিমের ছেলে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার সোনারগাঁ থানায় নিহতের বড় ভাই নাসিমুল ইসলাম মামলা করেছেন। পুলিশ আবুল হোসেন নামে সন্দেহভাজন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

জানা গেছে, নিহত নাঈম পেশায় রাজমিস্ত্রি। পাশাপাশি সুদের ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত। সোনারগাঁ থানার ওসি মহিবুল্লা জানান, নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, হত্যাকারীদের সঙ্গে লেনদেনের দ্বন্দ্বের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে। হত্যায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে।

দেশ রূপান্তর বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

ছুরিকাঘাতে শ্রমিকের মৃত্যু

সাভার (ঢাকা) সংবাদদাতা

সাভারে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে আনিসা খাতুন (২৫) নামে এক পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সাবেক স্বামী মোতালেব হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দুপুরে সাভার মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মজিবুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে সাভারের তেঁতুলঝড়া ইউনিয়নের বাগবাড়ি এলাকার মাসুদ কামালের বাড়ির সামনে রাস্তায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত আনিসা খাতুন একটি পোশাক কারখানায় অপারেটর পদে চাকরি করতেন।

বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ দৈনিক ইত্তেফাক

নাফ নদী থেকে ৫ জেলেকে নিয়ে গেল আরাকান আর্মি

■ টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

নাফ নদী থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার পাঁচ বাংলাদেশি জেলেকে ট্রলারসহ ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আরাকান আর্মি। মঙ্গলবার রাতে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ সংলগ্ন নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহনা নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় বলে জানা গেছে। আটককৃত জেলেরা হলেন—শাহ আলম, আবুল হোসেন, মো. আব্বাস, আব্দুল সাহেদ, এবং মো. ইউনুস। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ট্রলার মালিক শাহপরীর দ্বীপের বাসিন্দা মোহাম্মদ উল্লাহ। চট্টগ্রাম জোনের কোস্ট গার্ডের লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আকিব জানান, পাঁচ জেলেকে আরাকান আর্মি ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তারা শুনেছেন। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে এবং বিজিবির সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। জেলেদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সুন্দরবনে এবার ২০ জেলে অপহৃত

মহিদুল ইসলাম, শরণখোলা (বাগেরহাট) ▷

তিন দিনের ব্যবধানে বঙ্গোপসাগরের পৃথক দুটি স্থান থেকে দুবলার শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্রের আরো ২০ জেলেকে অপহরণ করেছে জলদস্যুরা। মুক্তিপণের দাবিতে গত সোমবার রাতে নারিকেলবাড়িয়া ও আমবাড়িয়ার খাড়িসংলগ্ন সাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ২০টি ট্রলার থেকে ওই জেলেদের তুলে নেয় বন ও জলদস্যু সুমন এবং জাহাঙ্গীর বাহিনীর দস্যুরা। অপহৃতরা পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের দুবলার শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্রের আওতাধীন আলোরকোল ও নারিকেলবাড়িয়া শুঁটকি পল্লীর জেলে বলে জানিয়েছে বন বিভাগ।

এর আগে গত শুক্রবার রাতে শেলারচর শুঁটকি পল্লীতে হানা দিয়ে ছয় জেলেকে তুলে নিয়ে যায় বনদস্যু করিম শরীফ বাহিনী। অপহৃত সেই জেলেদের চার দিনেও মুক্তি মেলেনি। কিন্তু এরই মধ্যে ফের জেলে অপহরণের ঘটনায় গোটা সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলে এবং দুবলার শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্রের জেলে-মহাজনদের মধ্যে দস্যু আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পূর্ব সুন্দরবনের দুবলার শুঁটকি উৎপাদন কেন্দ্রের বিশেষ টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ফরেস্ট রেঞ্জার) মিল্টন রায় মুঠোফোনে জানান, সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টা-১টার দিকে বঙ্গোপসাগরের পৃথক স্থানে আলোরকোল ও নারিকেলবাড়িয়া শুঁটকি পল্লীর জেলেরা মাছ ধরছিলেন। এমন সময় জলদস্যু সুমন ও জাহাঙ্গীর বাহিনীর দস্যুরা দুটি স্থানে মাছ ধরারত ২০টি ট্রলার থেকে একজন করে ২০ জেলেকে তুলে নিয়ে যায়। এ সময় জেলেদের কাছে মোবাইল নম্বর দিয়ে যায় দস্যুরা।

উদ্ধার হয়নি আরো ৬ জেলে

দুবলা ফিশারমেন গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'অপহরণের ভয়ে জেলেরা সাগরে যেতে চাচ্ছে না। দস্যুদের চাঁদা আর মুক্তিপণের টাকা দিতে দিতে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে অনেক ব্যবসায়ীর। এমনকি পেশা ছেড়ে দেওয়ারও চিন্তা-ভাবনা করছেন অনেক ব্যবসায়ী।'

পূর্ব সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক (এসিএফ) মো. শরীফুল ইসলাম ২০ জেলে অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সুন্দরবন ও শুঁটকি পল্লীগুলোর জেলেদের নিরাপত্তায় বনরক্ষীদের টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সাগরে অবস্থানরত জেলেদের নিরাপত্তা এবং অপহৃত জেলেদের উদ্ধারে কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর সহযোগিতার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৬ ফাল্গুন ১৪৩২

টঙ্গীতে আবাসিক হোটেল থেকে লাশ উদ্ধার

টঙ্গী পূর্ব (গাজীপুর) প্রতিনিধি

টঙ্গীতে আবাসিক হোটেল থেকে রাসেল (৪১) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশ। বুধবার বিকাল চারটার দিকে টঙ্গী রেলওয়ে স্টেশন এলাকার হোটেল বিক্রমপুর (আবাসিক) থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। রাসেল কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জের নয়কান্দি ভুঁইয়াপাড়ার রাজা মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় একজন বাবুর্চি। হোটেল ম্যানেজার জাহিদ হোসেন কাজল বলেন, মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটার দিকে হোটেলে এসে ২য় তলার ২৪ নম্বর কক্ষে ওঠেন রাসেল। বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে হোটেলের পরিচ্ছন্নতাকর্মী রুম পরিষ্কার করতে গেলে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। হোটেল কর্তৃপক্ষ তার রুম থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ রুমের দরজা ভেঙে রাসেলকে মৃত অবস্থায় বিছানার ওপর পড়ে থাকতে দেখে। টঙ্গী পূর্ব থানার ওসি মেহেদী হাসান বলেন, লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন তিনি। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ফরিদপুরে সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ফরিদপুর

ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় সাংবাদিক নেতার বিরুদ্ধে আরেক সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে নগরকান্দা থানায় দুটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে নগরকান্দা বাজারে শাহিন মিয়ার চায়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে। যে সাংবাদিককে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে, তাঁর নাম মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ওরফে বাবুর (৪৯)। তিনি দৈনিক *যুগান্তর* পত্রিকার নগরকান্দা উপজেলা প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

যে সাংবাদিক নেতার বিরুদ্ধে সাংবাদিক মিজানুরকে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে, তাঁর নাম লিয়াকত আলী। তিনি নগরকান্দা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক।

নগরকান্দা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে এ ব্যাপারে সাংবাদিক মিজানুর আগে থানায় জিডি করেন ওই সাংবাদিক নেতার বিরুদ্ধে। পরে সাংবাদিক নেতা পাল্টা আরেকটি জিডি করেন মিজানুরের বিরুদ্ধে।

সাংবাদিক মিজানুরের লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার নগরকান্দা পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও *যুগান্তর*-এর সাংবাদিক মিজানুর গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে নগরকান্দা বাজারে শাহিন মিয়ার চায়ের দোকানে বসে চা পান করছিলেন। এ সময় পূর্ববিরোধের জের ধরে একই উপজেলার মিরাকান্দা গ্রামের বাসিন্দা মো. লিয়াকত আলী (৫৫) সেখানে এসে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর ওপর হামলা চালান।

মিজানুর অভিযোগ করেন, লিয়াকত একটি কাঠের বাটাম দিয়ে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করলে তিনি হাত দিয়ে তা ঠেকানোর চেষ্টা করেন। এতে তাঁর বাঁ হাতে আঘাত লাগে এবং তিনি রক্তাক্ত জখম হন। এ সময় তিনি (মিজানুর রহমান) চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। ঘটনার পর আহত মিজানুর নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

তবে সাংবাদিক নেতা লিয়াকত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, সাংবাদিক মিজানুর তাঁকে অশালীন ভাষায় গালাগালি করলে তিনি গালাগালি থেকে বিরত থাকতে বললে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।

লিয়াকত আলী দাবি করে বলেন, তিনি কাউকে আঘাত করেননি।

নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসুল সামদানী আজাদ বলেন, 'সাংবাদিক মিজানুরের লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। এরপর লিয়াকত আলীও পাল্টা আরেকটি অভিযোগ দিয়েছেন। দুটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সংবাদ

ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৬ ফাল্গুন ১৪৩২

Dhaka : Thursday 19 February 2026

বঙ্গোপসাগরে বনদস্যুদের হাতে ২০ জেলে অপহরণ

প্রতিনিধি, শরণখোলা

বঙ্গোপসাগরে পৃথক দুটি স্থান থেকে ২০ জেলেকে অপহরণ করেছে বনদস্যুরা গত সোমবার রাতে সুন্দরবন উপকূলের নারিকেলবাড়ীয়া ও আমবাড়ীয়ার সাগরের খাড়ি এলাকায় মুক্তিপণের দাবিতে এ অপহরণের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে বনদস্যুদের চারটি গ্রুপ সুন্দরবন ও সুন্দরবন সংলগ্ন বঙ্গোপসাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবনের শুঁটকি পল্লী দুবলা ফরেস্ট টহল ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেষ্ট রেঞ্জার মিন্টনরায় মঙ্গলবার দুপুরে মোবাইল ফোনে এ তথ্য নিশ্চিত করে আরও জানান, গত সোমবার রাতে অজ্ঞাত পরিচয় বনদস্যু বাহিনীর সদস্যরা প্রথমে সুন্দরবনে দুবলার উপকূলের নারিকেলবাড়ীয়া এলাকার সাগরে মাছ ধরা জেলে বহরে হানা দেয়। বনদস্যুরা ৮টি ট্রলার থেকে ৮ জেলেকে তাদের ট্রলারে তুলে নিয়ে যায়। অপহৃত জেলেরা হচ্ছেন, হরিদাস বিশ্বাস, গোপাল বিশ্বাস, রমেশ বিশ্বাস, প্রশান্ত বিশ্বাস, শংকর বিশ্বাস, তুষার বিশ্বাস, মনিরুল ও উজ্জল কুমার বিশ্বাস। এদের বাড়ি খুলনার পাইকগাছা এলাকায়। এই ৮ জেলেকে অপহরণের পরপরই সুন্দরবনে দুবলার উপকূলের আমবাড়ীয়ার খাড়ি এলাকার সাগরে মাছ ধরা জেলে বহরে হানা দেয় বনদস্যুরা। এখান থেকে বনদস্যু সুমন জাহাঙ্গীর বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রের মুখে ১২টি ট্রলার থেকে আলোরকোল শুঁটকি পল্লীর ১২ জেলেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃত জেলেরা হচ্ছে, কালিদাস বিশ্বাস, কাশেম মোড়ল, সাধন বিশ্বাস, শিবপদ বিশ্বাস, রশিদ সরদার, প্রকাশ বিশ্বাস, ইয়াসিন মোড়ল, শিমুল, রুপ কুমার বিশ্বাস, গণেশ বিশ্বাস, উত্তম বিশ্বাস ও বাটু বিশ্বাস। এ সব জেলেদের বাড়ী খুলনার পাইকগাছা, কয়রা ও আশাশুনি এলাকায়।

সুন্দরবনের দুবলা ফিসার ম্যান গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা কামাল উদ্দিন আহমেদ জানান, বর্তমানে চারটি বনদস্যু গ্রুপ সুন্দরবন ও সাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা মুক্তিপনের দাবিতে প্রতিনিয়ত জেলেদের অপহরণ করছে। এদের দাপটে জেলেদের মাঝে চরম আতংক দেখা দিয়েছে। দ্রুত বনদস্যুদের দমনের দাবি জানান এই মৎস্য ব্যবসায়ী নেতা। সুন্দরবনের শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) শরীফুল ইসলাম ২০ জেলে অপহরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, জেলেদের নিরাপত্তায় কোস্ট গার্ড ও র‌্যাবের সহয়তা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বনরক্ষীদের টহল কার্যক্রম আরও জোরদারের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

শুক্রবার। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বরিশালে বিএনপিকর্মীসহ তিন জেলায় তিন খুন

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

বরিশালে এক বিএনপিকর্মীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ঝিনাইদহে দুলাভাইয়ের মারধরে মারা গেছেন শ্যালক। পাবনায় পূর্ববিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বরিশাল : সদর উপজেলার শিবপাশা বাদামতলা পুলসংলগ্ন এলাকায় বুধবার রাতে বিএনপির এক কর্মীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী (৬০) নামের ওই কর্মীর লাশ ওই রাতেই ডোবা থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত দেলোয়ার উত্তর কড়াপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং স্থানীয় বৌশের হাটের ইজারাদার ছিলেন। এর কয়েক বছর আগে একইভাবে তাঁর বাবা নজির হোসেন চৌধুরীকেও হত্যা করা হয়েছিল। স্থানীয় লোকজন জানায়, রাতের বেলা বাজারের হিসাব-নিকাশ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালায়। পথচারীরা বাইসাইকেল ও মাফলার দেখে সন্দেহ হলে পাশের ডোবায় লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়।

রায়পাশা-কড়াপুর ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান মিন্টু বলেন, দেলোয়ারের সঙ্গে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এই বিরোধের জেরেই এর আগে তাঁর বাবা নজির চৌধুরীকেও হত্যা করা হয়েছিল। এবার ছেলেকে হত্যা করা হলো। ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আজাদী হাসনাত ফিরোজ বলেন, দেলোয়ারকে মাথার দুই পাশে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে। তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে।

ঝিনাইদহ : শৈলকুপায় জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে দুলাভাইয়ের মারধরে কেসমত আলী (৫৬) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জয়ন্তীনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানায়, কেসমত আলীর সঙ্গে কয়েক বছর ধরে তাঁর দুলাভাই নবিছদ্দিনের জমি নিয়ে বিরোধ। গতকাল সকালে এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার এক পর্যায়ে নবিছদ্দিন এবং তাঁর পরিবারের লোকজন কেসমত আলীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে তাঁকে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়ার সময় উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রাম থেকে অভিযুক্ত নবিছদ্দিনসহ তাঁর ছেলে রফিকুলকে আটক করা হয়েছে।

পাবনা : সাঁথিয়ায় পূর্ববিরোধের জেরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আব্দুল গফুর (৭০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে উপজেলার নন্দনপুর ইউনিয়নের খয়েরবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সাঁথিয়া থানার ওসি রফিকুল ইসলাম।

FRIDAY FEBRUARY 20, 2026
FALGUN 7, 1432 BS
The Daily Star

Raped, tortured and jailed

Bangladeshi migrant returns from Saudi Arabia pregnant

MD ABBAS

When Rima, not her real name, left for Saudi Arabia ahead of Eid-ul-Azha last year, she believed she had secured a company job with a monthly salary of 1,000 riyals, with food and accommodation included.

Instead, she says she was sold, starved, raped, and jailed.

Now six months pregnant, the 32-year-old returned to Bangladesh on February 9 and is staying at the Brac Migration Programme's learning centre at Ashkona Hajj Camp in Uttara after seeking help from airport authorities.

"I did not go abroad for money. I had no debt. I just wanted a decent job," Rima told The Daily Star.

"If they could not give me work, they could have sent me back. Why did they destroy my life?"

Rima said a local broker in Dhaka arranged her visa, promising a company job.

She does not know how much was paid for her recruitment, as all the costs were borne by the Bangladeshi woman for whom she works as domestic help.

After arriving in Saudi Arabia with two other women, she was kept in an office for three days without proper food before being sent to a household.

"They locked the fridge. Even rice was under lock and key. They gave me one piece of flatbread and an egg for the whole day. I worked 24 hours," she said.

When she asked to return to the office, her employer allegedly told her they had paid 10,000 riyals to "buy" her and would not let her go.

After months of abuse, Rima fled to Madinah and later to Makkah, hoping to surrender to the police and be deported.

She was detained briefly but released. Later, she said, she was deceived again by a Bangladeshi woman who promised her work but forced her into prostitution without pay.

"When I refused to continue prostitution and wanted the money, they locked me in a room and tortured and raped me," she said.

She also alleged that a driver associated with her employer raped her before handing her over to the police.

Rima was later jailed for five months on theft charges filed by her employer.

"In jail, they beat me and gave me electric shocks. I kept saying I stole nothing," she said, showing marks on her arms. During detention, medical tests revealed she was pregnant.

"I have no parents. I grew up in an orphanage. Where will I go now?" she asked. "I survived to return home. But how will I live with this child? Who will accept me?"

With no family to receive her at Hazrat Shahjalal International Airport, she sought help from the Armed Police Battalion and was referred to Brac.

According to Brac Migration Programme data, at least six women have returned from Saudi Arabia while pregnant after facing abuse.

Separate data show that at least 157 migrant workers returned to Bangladesh over the past six years after experiencing sexual or physical assault abroad.

Shariful Hasan, associate director at the Brac Migration Programme and the Brac Youth Platform, said the actual number of survivors may be higher, as many do not report abuse due to fear and social stigma.

Referring to Rima's case, Shairful questioned the role of the Bangladesh embassy in Saudi Arabia.

"She went with hope. She wanted to live a little better. Instead, she was raped and tortured in her employer's house," he said.

Shairful said the embassy should have taken stronger action before issuing her travel pass.

"Before giving her a travel pass, the embassy heard her story. Why did they not request the Saudi authorities to investigate? Why was the employer not summoned? Why was enforcement not involved?" he asked.

He also questioned whether the incident was reported to the relevant ministry and what steps were taken.

"They go because they are vulnerable. Once there, they become even more vulnerable. And yet we do not see the state fighting for them from the embassy level," Shariful said.

Criticising what he described as a tendency to quietly send abused women home, he added, "When crimes go unpunished, the abuse continues. Another woman becomes a victim."

"We often reduce it to numbers... But this is not about numbers. Human rights violations cannot be measured statistically. Each case is a life," he said.

He urged the government to investigate the case thoroughly, including the roles of recruitment agencies and embassy officials, and to adopt a clear standard operating procedure to protect migrant workers.

"If one woman is tortured in Saudi Arabia, it is an injury to all of Bangladesh. Justice must be visible. Accountability must be real," he added.

যুগান্তর
শুক্রবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৭ ফাল্গুন ১৪৩২

পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধ

মুরাদনগরে নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেফতার ১

মুরাদনগর (কুমিল্লা) প্রতিনিধি

কুমিল্লার মুরাদনগরে পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে রুবেল ইসলাম নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আক্কাশ আলী ওরফে আকাশ নামের আরেক নির্মাণ শ্রমিককে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহত রুবেল চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার বেলপুকুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের একমাত্র ছেলে। অভিযুক্ত আক্কাশ আলী একই উপজেলার চন্দনা উজিরপুর গ্রামের সাহাদাতের ছেলে।

জানা গেছে, কাজের সূত্রে রুবেল ও আকাশসহ আরও কয়েকজন শ্রমিক গুঞ্জুর গ্রামে একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন। মঙ্গলবার পাওনা টাকা নিয়ে দুজনের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে অভিযুক্ত আকাশ লোহার তৈরি বস্তু দিয়ে রুবেলের মাথায় আঘাত করে গুরুতর জখম করেন। ঘটনার সময় সহকর্মী কামাল মিয়া আকাশকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখেন। পরে ঘরে ঢুকে রুবেলকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাকে পার্শ্ববর্তী দেবিদ্বার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় বুধবার রাতে রুবেলের বাবা সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে মুরাদনগর থানায় হত্যা মামলা করেন। সাইফুল ইসলাম বলেন, দুই মাস আগে সংসারের সচ্ছলতার আশায় ছেলেকে কাজের জন্য মুরাদনগরে পাঠিয়েছিলাম। এখন সে লাশ হয়ে ফিরেছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মুরাদনগর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্বাস কবির চৌধুরী জানান, স্থানীয়দের সহযোগিতায় বুধবার রাতে গুঞ্জুর গ্রাম থেকে অভিযুক্ত আকাশকে আটক করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের কথা স্বীকার করেছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টাকা নিয়ে বিরোধে নির্মাণশ্রমিক খুন

কুমিল্লার মুরাদনগরে পাওনা টাকার বিরোধে রুবেল ইসলাম নামের এক নির্মাণশ্রমিক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় আক্কাশ আলী আকাশ নামের আরেক শ্রমিককে গ্রেপ্তারের পর গতকাল কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। নিহত রুবেল ইসলাম (২৮) নাচোল উপজেলার বেলপুকুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের একমাত্র ছেলে। আর আক্কাশ আলী (২৭) একই উপজেলার চন্দনা উজিরপুর গ্রামের শাহাদাতের ছেলে। পুলিশ জানায়, কাজের সূত্রে রুবেল, আকাশসহ কয়েকজন শ্রমিক মুরাদনগর উপজেলার নবীপুর পূর্ব ইউনিয়নের গুঞ্জুর গ্রামের বেলতলী বাজার এলাকায় একটি বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস করতেন। পুলিশ কর্মকর্তা আব্বাস কবির চৌধুরী বলেন, অভিযুক্ত আকাশকে আটক করা হয়। -কুমিল্লা প্রতিনি

যুগান্তর | সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১০ ফাল্গুন ১৪৩২

আশুলিয়ায় গৃহকর্মীকে নির্যাতন চিকিৎসক দম্পতি গ্রেফতার

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভারের আশুলিয়ায় ১০ বছরের এক গৃহকর্মীকে নির্যাতন করা হয়েছে। রোজা রাখা অবস্থায় গরম খুন্তি দিয়ে তার শরীরে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। এই অভিযোগে গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক দম্পতিকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন—ডা. জাহিদুল ইসলাম ও তার স্ত্রী ডা. মারিয়া সুলতানা। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মাত্র কয়েকদিন আগে রাজধানীর উত্তরায় শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সাফিকুর রহমানের স্ত্রী বিথী আক্তারকে গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার রাতে আশুলিয়ার নিরিবিলি এলাকার ফাল্গুনী হাউজিংয়ের একটি ভাড়া বাসা থেকে অভিযুক্ত চিকিৎসক দম্পতিকে আটক করে আশুলিয়া থানা পুলিশ। ভুক্তভোগী গৃহকর্মীর নাম সামিয়া আক্তার। সে পাবনার আমিনপুরের রজব আলীর মেয়ে।

সামিয়ার অভিযোগ, ১১ মাস ধরে চিকিৎসক দম্পতির বাসায় গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করছে সে। প্রথম মাসে আদর-যত্ন করলেও পরের মাস থেকেই তার ওপর নির্যাতন শুরু হয়। কোনো কাজে উলটাপালটা হলেই স্বামী-স্ত্রী মিলেই অমানবিক নির্যাতন করত গৃহকর্মী শিশুর ওপর। গরম খুন্তি দিয়ে তার জিহ্বায় ছ্যাঁকা দেওয়াসহ নানা নির্যাতন করা হয়।

গৃহকর্মী জানায়, কোনো খাবার না বলে খেলেই তার ওপর অমানবিক নির্যাতন করা হতো। সে জানায়, তার পরিবারের লোকজন জোর করে এই বাসায় টাকার বিনিময় তাকে রেখে যায়। তার বাবার সঙ্গে কথা বলবে কিনা—জিজ্ঞেস করলে সে বলে আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব না, তারা আমার কেউ না।

আশুলিয়া থানার পরিদর্শক (ওসি) রুবেল হাওলাদার যুগান্তরকে বলেন, খবর পাওয়ার পরপরই শনিবার সন্ধ্যায় শিশু গৃহকর্মীকে উদ্ধার করে আশুলিয়া থানা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। রজব আলী চিকিৎসক দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

যুগান্তর | রোববার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ৯ ফাল্গুন ১৪৩২

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতন

বিমানের সাবেক এমডির স্ত্রী বিথীর দায় স্বীকার

যুগান্তর প্রতিবেদন

শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শফিকুর রহমানের স্ত্রী বিথী আদালতে দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন। শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসমাইল হোসেন তার জবানবন্দি রেকর্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন।

এ বিষয়ে ডিএমপির প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক তাহমিনা আক্তার বলেন, রিমান্ড শেষে আসামি বিথীকে আদালতে হাজির করা হয়। তিনি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে সম্মত হওয়ায় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক রোবেল মিয়া তার জবানবন্দি রেকর্ড করার আবেদন করেন। পরে জবানবন্দি রেকর্ড শেষে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতারের পর আসামি সাফিকুর রহমান ও তার স্ত্রী বিথীসহ চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়। পরে গত ৮ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক রোবেল মিয়া তাদের সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সাফিকুরের পাঁচ দিন ও তার স্ত্রী বিথীর সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। ওইদিন গৃহকর্মী রুপালী খাতুনের পাঁচ দিন ও মোছা. সুফিয়া বেগমের ছয় দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা হয়। রিমান্ড শেষে ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) রুপালীকে কারাগারে পাঠানো হয়। পরে ২০ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) জবানবন্দি দিতে অস্বীকৃতি জানানোয় বিমানের সাবেক এমডি সাফিকুরকে কারাগারে পাঠানো হয়। একইসঙ্গে দায় স্বীকারের পর গৃহকর্মী সুফিয়া বেগমকে কারাগারে পাঠানো হয়।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, উত্তরা ৯নং সেক্টরের শফিকুর রহমানের বাসার নিরাপত্তাকর্মী জাহাঙ্গীর মোহনার বাবা গোলাম মোস্তফাকে জানায় ওই বাসায় বাচ্চা দেখাশোনার জন্য ছোট মেয়ে খুঁজছে। পরে তাদের সাথে দেখা করেন মোস্তফা। তারা জানায়, যাকে রাখবে বিবাহসহ যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। এতে সম্মত হওয়ার পর গত বছরের জুন মাসে মোহনাকে ওই বাসায় কাজ দেন মোস্তফা। সর্বশেষ গত বছরের ২ নভেম্বর ওই বাসায় মোহনাকে সুস্থ অবস্থায় দেখে আসেন বাবা। তবে এরপর আর মোহনাকে পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয়নি আসামিরা। গত ৩১ জানুয়ারি বিথী মোস্তফাকে ফোন করে জানান, মোহনা অসুস্থ। তাকে নিয়ে যেতে। পরে মোহনাকে আনতে যান গোলাম মোস্তফা। সন্ধ্যা ৭টার দিকে গোলাম মোস্তফার কাছে মোহনাকে বুঝে দেওয়া হয়। তখন মোস্তফা দেখতে পান, মোহনার দুই হাতসহ শরীরের বিভিন্নস্থানে গুরুতর জখম। মোহনা ভালোভাবে কথাও বলতে পারে না। পরে তিনি মোহনাকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান।

দেশ রূপান্তর
রবিবার, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

চাঁদা না দেওয়ায় লেগুনার চালককে পিটিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে চাঁদা না দেওয়ায় লেগুনাচালক নুরে আলম ওরফে খায়রুল ইসলাম (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার যাত্রাবাড়ী সুফিয়া গার্মেন্টসের সামনে এ ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার মৃত্যু হয়। নিহত লেগুনাচালক নুরে আলম শরীয়তপুরের শফিপুর সদরের মোয়াজ্জেম সরদারের ছেলে। তিনি মাতুয়াইল এলাকায় পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকতেন।

পুলিশ জানায়, চাঁদা নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে নুরে আলমকে মারধর করে যাত্রাবাড়ী মোড়ের কয়েকজন চালক। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়, পরে অবস্থার অবনতি হলে ঢামেকে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তিনি মারা যান।

নিহতের খালাতো ভাই ওমর ফারুক বলেন, 'হৃদয় নামে এক চালক রোডে গাড়ি চালাতে গেলে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় নুরে আলমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওর তিন বছরের একটি শিশুসন্তান রয়েছে। তাকে কী বুঝ দেব এখন। জড়িতদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চাই।'

ডিএমপির যাত্রাবাড়ী থানার ওসি মোহাম্মদ রাজু বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'সম্প্রতি নুরে আলমের সঙ্গে অন্য এক লেগুনাচালকের ঝগড়া হয়। সেই শত্রুতার জেরে তাকে মারধর করে হত্যা করা হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি। ওই ঘটনায় নিহতের পরিবার থানায় একটি হত্যা মামলা করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।'

যুগান্তর
রোববার ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আদাবরে শ্রমিকদের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা

প্রতিবাদে থানা ঘেরাও

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর আদাবর থানার মনসুরাবাদে শনিবার রাতে এমব্রয়ডারি কারখানার শ্রমিকদের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলার ঘটনা ঘটে। এতে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। এর প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ শ্রমিক ও মালিকপক্ষ আদাবর থানা ঘেরাও করে। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ৯টার দিকে রোহান খান রাসেল ওরফে 'কালা রাসেল'-এর নেতৃত্বে ৮ থেকে ১০ জন কিশোর গ্যাং সদস্য দুই শ্রমিকের মোবাইল ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। এ সময় তাদের ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা এগিয়ে আসেন। এতে হামলাকারীরা সরে গেলেও কিছু সময় পর সংঘবদ্ধ হয়ে ফের হামলা চালায়। আহত দুই শ্রমিকের মধ্যে একজনকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত ১১টার দিকে এলাকার শ্রমিক ও মালিকরা একত্রিত হয়ে আদাবর থানার সামনে অবস্থান নেন। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আদাবর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) অপূর্ব দাস যুগান্তরকে বলেন, মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা থানার সামনে জড়ো হয়েছিলেন। তাদের অভিযোগ গুরুত্বসহকারে নেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এমব্রয়ডারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান জহির যুগান্তরকে বলেন, শনিবার রাতে আমার কারখানার শ্রমিকদের বেতন দেওয়া হয়েছে। বেতনের টাকা ও মোবাইল ছিনতাইয়ের উদ্দেশেই কিশোর গ্যাং শ্রমিকদের ওপর হামলা চালায়। তিনি জানান, এ ঘটনায় কিশোর গ্যাংয়ের হোতা রোহান খান রাসেলকে প্রধান আসামি করে ছয়জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১৫ থেকে ২০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। সোমবার। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কক্সবাজারে ডেকে নেওয়া ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

আরো ৬ জেলায় ২ হত্যা ৪ লাশ উদ্ধার

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

কক্সবাজারের চকরিয়ায় বাড়ি থেকে ডেকে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এক কসাইয়ের হাত-পা ও মুখ বাঁধা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ধানক্ষেত থেকে অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বড় ভাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনায় এক ব্যক্তি মারা গেছেন। গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেপটিক ট্যাংক থেকে এক স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলস্টেশন থেকে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ভোলার দৌলতখানে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে পুকুর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কাকারা ইউনিয়নে পূর্বশত্রুতার জেরে বাড়ি থেকে ডেকে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মোহাম্মদ মুজিব (৪০) নামের এক কসাইয়ের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার রাত ১১টার দিকে উপজেলার চিরিঙ্গা-কাকারা সড়কের কাকারা ইউনিয়নের হযরত

কক্সবাজারে ডেকে নেওয়া ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা লাশ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শাহ ওমর মাজারের পশ্চিমে সেবাখোলা সংলগ্ন তামাকক্ষেত থেকে হাত-পা বাঁধা ও মুখে স্কচটেপ লাগানো অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।

মুজিব কাকারা ইউনিয়নের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কসাইপাড়ার মৃত ফকির মোহাম্মদের ছেলে। পরিবারের দাবি, জমি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে তাঁকে ডেকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজন মোহাম্মদ আরিফ (২৮) নামের একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

চকরিয়া থানার ওসি মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদনে শরীরে রক্তাক্ত জখমের চিহ্ন না থাকলেও গলায় ফোলা দাগ পাওয়া গেছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বেগমগঞ্জে অটোরিকশাচালককে হত্যা করে ছিনতাই

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সীবাড়ি ব্রিজসংলগ্ন একটি ধানক্ষেত থেকে মো. আবদুল আহাদ (১৭) নামের এক অটোরিকশাচালকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত আহাদ চট্টগ্রামের ওসমানিয়া ফ্যাক্টরি এলাকার নুরুল আলমের ছেলে। সেনি শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিল এবং ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাত।

বেগমগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. হবিবুর রহমান বলেন, 'ধারণা করা হচ্ছে, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যে আহাদকে শ্বাসরোধে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা লাশ ফেলে যায়। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর মরদেহ ২৫০ শয্যা নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। অটোরিকশাটির এখনো সন্ধান মেলেনি।

রামগঞ্জে ৫ টাকা নিয়ে বিরোধে ছোট ভাই নিহত

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার করপাড়া ইউনিয়নের উত্তর বদরপুর এলাকায় বিদ্যুৎ বিলের পাঁচ টাকা নিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে হাতাহাতির ঘটনায় আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। শনিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের অভিযোগ, বিল পরিশোধ নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় ভাই খোরশেদ আলমসহ কয়েকজন আলমগীরকে মারধর করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রামগঞ্জ থানার ওসি ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, হাতাহাতির ঘটনার পর আলমগীর মারা যান। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হবে।

গোবিন্দগঞ্জে সেপটিক ট্যাংক থেকে স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার তালুককানুপুর ইউনিয়নের সমসপাড়া চৌধুরীপাড়া গ্রামে রবিবার বিকেলে সেপটিক ট্যাংক থেকে নুরমা (১৬) নামের এক স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সে স্থানীয় তালতলা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তার বাবা নজরুল ইসলাম জানান, দুপুরে নিখোঁজ হওয়ার পর বিকেলে প্রতিবেশীর বাড়ির সেপটিক ট্যাংক থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

গোবিন্দগঞ্জ থানার ওসি মোজাম্মেল হক বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

আখাউড়া রেলস্টেশন এলাকায় বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া রেলস্টেশন এলাকায় রবিবার দুপুরে এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাঁর নাম মো. মুন্নাফ (৬৮)। বাড়ি ঢাকার দোহার উপজেলার মালিকান্দা গ্রামে।

আখাউড়া রেলওয়ে থানার ওসি এস এম শফিকুল ইসলাম জানান, স্টেশনের প্রবেশমুখের পকেট গেটের সামনে লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা খবর দেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দৌলতখানে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ভোলার দৌলতখান উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নে রবিবার দুপুরে বসতঘর থেকে রুমা বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি উপজেলার দক্ষিণ জয়নগর ইউনিয়নের কাশেম মাস্টারের মেয়ে ও লোকমানের স্ত্রী।

পরিবারের অভিযোগ, স্বামী লোকমান তাঁকে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে প্রচার করছেন।

দৌলতখান থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সিকদার বলেন, মরদেহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রাখা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালিয়াকৈরে পুকুরে অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার লতিফপুর জোড়া ব্রিজসংলগ্ন একটি পুকুর থেকে রবিবার সকালে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (৪০) ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা পুকুরে মরদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দিলে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। তাঁর পরনে নেভি ব্লু রঙের কলারওয়ালা হাফহাতা গেঞ্জি ছিল।

কালিয়াকৈর থানার ওসি খন্দকার নাছির উদ্দিন বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

যুগান্তর
শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৮ ফাল্গুন ১৪৩২

যাত্রাবাড়ীতে লেগুনাচালক খুন

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পূর্বশত্রুতার জেরে লেগুনাচালক নূরে আলম ওরফে খাইরুল ইসলামকে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার রাতে যাত্রাবাড়ী থানার পার্শ্ববর্তী সুফিয়া গার্মেন্টের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

যাত্রাবাড়ী থানার ওসি রাজু বলেন, লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দুদিন আগে চিটাগং রোডে খাইরুল ইসলামের সঙ্গে কয়েকজনের কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে। খাইরুল ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৮ ফাল্গুন ১৪৩২, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টেকনাফে সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া পাচারের চেষ্টা, ৫৫ জন উদ্ধার, আটক ৫

■ টেকনাফ (কক্সবাজার) সংবাদদাতা

কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে পাঁচ মানব পাচারকারী আটক, পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি রেখে সমুদ্র দিয়ে মালয়েশিয়া পাচারকালে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ৫৫ জনকে উদ্ধার করা হয়। গতকাল শুক্রবার বিকালে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, সাগর পথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে নারী ও শিশুসহ বিপুলসংখ্যক ব্যক্তি টেকনাফের বাহারছড়া সমুদ্র এলাকায় অবস্থান করছে। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট বাহারছড়া, শাহপরী ও স্টেশন টেকনাফ কর্তৃক উক্ত এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান চলাকালীন আভিযানিক দল একটি সন্দেহজনক বোটকে থামার সংকেত প্রদান করলে সংকেত অমান্য করে বোটটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অতঃপর আভিযানিক দল বোটটি ধাওয়া করে টেকনাফের বাহারছড়ার কচ্ছপিয়া সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় আটক করতে সক্ষম হয়।

পরে আটককৃত বোটে তল্লাশি চালিয়ে মালয়েশিয়ায় পাচারকালে নারী ও শিশুসহ ৫৫ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার এবং পাঁচ জন মানব পাচারকারীকে আটক করা হয়।

উদ্ধারকারীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, কয়েকটি সংঘবদ্ধ পাচারকারী চক্র বিদেশে উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন, উচ্চ বেতনের চাকরি এবং অল্প খরচে বিদেশ যাত্রার প্রলোভন দেখিয়ে টেকনাফসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের মালয়েশিয়ায় গমনে উদ্বুদ্ধ করে সাগর পথে পাচারের পরিকল্পনা করছিল। উদ্ধারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মানব পাচারকারীদের পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মানব পাচার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান।

সংবাদ
সোমবার ১০ ফাল্গুন ১৪৩২
: Monday 23 February 2026

কর্ণফুলীতে সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা আটক ২

প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার টোল প্লাজা-সংলগ্ন এলাকায় একদল সন্ত্রাসী সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকীর ব্যক্তিগত প্রাইভেট কারে শহরে আসার পথে গতিরোধ করে হামলা চালায় এসময় পুলিশ হামলার মূলহোতা আব্দুল আজিজসহ ২ জনকে আটক করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানায়, সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকী কর্ণফুলী থানার ইউনুচ মার্কেটের বাসা থেকে শহরে আসার পথে বেলা ১টার দিকে আব্দুল আজিজসহ ৭/৮ জনের একটি গ্রুপ প্রাইভেট কার থামিয়ে গাড়ির চাবি, মানিব্যাগসহ নগদ ৩০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকীকে অপহরণ করার চেষ্টা করে। কর্ণফুলী থানা-পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকীকে উদ্ধার করে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। আহত সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকী দৈনিক বিজয় চট্টগ্রাম ব্যুরোপ্রধান হিসেবে কর্মরত। সে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য।

হামলার বিষয়ে সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকী জানান, সন্ত্রাসীরা পরিকল্পিতভাবে আমার ওপর হামলা চালিয়েছে যারা হামলা চালিয়েছে তারা সবাই সাতকানিয়া উপজেলার বাসিন্দা। তারা চেয়েছিল আমাকে অপহরণ করে তুলে নিয়ে আমার প্রাইভেট কারসহ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের তৎপরতায় তা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে কর্ণফুলী থানার অফিসার ইনচার্জ শাহিনুর আলম জানান, সাংবাদিকের ওপর হামলার ঘটনায় বিষয়টি পুলিশ জানার সাথে সাথে ঘটনাস্থল পৌঁছে পুলিশ সেখান থেকে আহত সাংবাদিককে উদ্ধার করে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে প্রাথমিকভাবে ২ জনকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে, এ ঘটনায় সাংবাদিক ইমতিয়াজ ফারুকীর পক্ষ থেকে থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বেগমগঞ্জে চালককে হত্যা অটোরিকশা ছিনতাই

প্রতিদিন ডেস্ক

নোয়াখালীতে প্রতিবন্ধী এক চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। ময়মনসিংহে জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে তিতাস নদীতে পাওয়া গেছে যুবকের ভাসমান লাশ। প্রতিনিধিদের খবর–

নোয়াখালী : বেগমগঞ্জে শারীরিক প্রতিবন্ধী এক চালককে হত্যা করে তার অটোরিকশা ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা। উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে ধানখেত থেকে মুখে স্কচটেপ মোড়ানো অবস্থায় গতকাল তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত আবদুল আহাদ (১৭) চট্টগ্রামের ওসমানিয়া ফ্যাক্টরি এলাকার নুরুল আলমের ছেলে।

ময়মনসিংহ : জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সুলতান মিয়া (৪৭) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। সদর উপজেলার তারাগাঁও গ্রামে শনিবার রাতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি নাজমুস সাকিব জানান, রাত ৮টার দিকে ৯৯৯-এ খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। স্থানীয় সূত্র জানায়, সুলতান মিয়া তাঁর একটি জমি বিক্রি করেছিলেন। সেই জমি নিজেদের দাবি করে চাচাতো ভাই মিরাজ আলী বিক্রিতে বাধা দেন। এ নিয়ে দুই পরিবারে বিরোধ চলছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় মিরাজ আলী ও তাঁর ছেলেরা সুলতান মিয়ার ওপর হামলা চালায়।

বাঞ্ছারামপুর : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে তিতাস নদীতে ভাসমান অবস্থায় এক যুবকের লাশ পাওয়া গেছে। গতকাল উপজেলার থানা ঘাট-সংলগ্ন নদী থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহতের নাম মোহাম্মদ আলী (২৮)। তিনি উপজেলার হোসেনপুর গ্রামের নজরুল মিয়ার ছেলে। তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
সোমবার ॥ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বেতনের দিন ওত পেতে থাকে ছিনতাইকারীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

চাঁদাবাজি আর ছিনতাইয়ের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে রাজধানীর আদাবর। এই এলাকার শ্যামলী লিংক রোড থেকে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত অন্তত ২০টি গার্মেন্ট এবং অ্যামব্রয়ডারি ফ্যাক্টরি রয়েছে। মাস শেষে বেতনের দিন আতঙ্কে থাকতে হয় এসব কারখানার শ্রমিকদের। কারখানার বেতনের দিনই রাস্তায় ওত পেতে থাকে ছিনতাইকারীরা। শুধু শ্রমিকরাই নয়, সাধারণ পথচারীদেরও চাপাতির ভয়ে থাকতে হয়। এখানে চাপাতির ভয় দেখিয়ে ছিনতাই-চাঁদাবাজি নিত্যদিনের ঘটনা।

শনিবার রাতে আবির অ্যামব্রয়ডারি ফ্যাক্টরিতে ঢুকে এক কর্মীকে কুপিয়ে আহত করেছে চাঁদাবাজরা। এ ঘটনায় ক্ষোভে রাস্তায় নেমে আসেন ব্যবসায়ীরা। পরে আদাবর থানায় মামলা করেন ওই প্রতিষ্ঠানের

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ব্যবসায়ী। জানতে চাইলে গতকাল আদাবর থানার সামনে রিপন নামে এক গার্মেন্ট কর্মী বলেন, ওই এলাকার গার্মেন্ট এবং অ্যামব্রয়ডারি ফ্যাক্টরিতে মাসের ৮ থেকে ১০ তারিখ বেতন হয়। এই বেতনের টাকা নিয়ে ফ্যাক্টরি থেকে বের হলে রাস্তায় নারীদের বেশি টার্গেট করে ছিনতাইকারীরা। চাপাতি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে বেতনের টাকাসহ সব নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ সদস্য জানান, এই চাঁদাবাজদের ধরতে বেশ কয়েকবার অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। যারা তাদের চিনেন তাদের সহযোগিতা চাওয়া হয়। কিন্তু অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে কেউই থাকে না এবং সহযোগিতা করে না। সুমন নামে আরেক শ্রমিক বলেন, পুলিশের পোশাক আছে, তারা রাষ্ট্রীয় বাহিনী। তারা অভিযানে গেলে চাঁদাবাজরা তাদের কিছু বলার সাহস পায় না। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখলে চিহ্নিত করে রাখে। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আমাদের ওপর হামলা চালানোর আশঙ্কা থাকে।

সময়ের আলো
সোমবার। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

নিরাপত্তাকর্মী হত্যা

● সীতাকুণ্ড প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের দক্ষিণ মাহমুদাবাদ এলাকায় নিরাপত্তাকর্মী ছালাউদ্দিন হত্যা মামলার অন্যতম পলাতক আসামি মো. হৃদয়কে (২৬) গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৭। শনিবার বিকালে নগরীর পাহাড়তলী থানার বিটেক বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। গ্রেফতারকৃত হৃদয় সীতাকুণ্ড উপজেলার মান্দারীটোলা এলাকার হারুনের ছেলে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাউজানে গুলি করে যুবদলকর্মী ও হাজারীবাগে ছুরি মেরে ছাত্রী হত্যা

- ফরিদপুরে পায়ুপথে বায়ু ঢুকিয়ে কিশোর শ্রমিককে হত্যা
- কিশোরগঞ্জে বখাটেদের হামলায় প্রবাসীর ছেলে নিহত
- বগুড়ায় চালককে খুন করে অটোভ্যান ছিনতাই
- রাজশাহীতে ছুরি মেরে যুবক হত্যা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

মো. মুজিব

চট্টগ্রামের রাউজানে যুবদলকর্মীকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ঢাকার হাজারীবাগে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে এক স্কুলছাত্রী নিহত হয়েছে। ফরিদপুরে জনতা জুটমিলে পায়ুপথে হাওয়া দিয়ে এক কিশোর শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে। কিশোরগঞ্জে বখাটেদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন প্রবাসীর ছেলে। বগুড়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই করেছে দুর্বৃত্তরা এবং মাদক নিরাময় কেন্দ্রে এক ব্যাংক কর্মকর্তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। রাজশাহীতে ছুরিকাঘাতে মারা গেছেন এক যুবক।

এ ছাড়া ঝিনাইদহ ও চট্টগ্রামে দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। কালের কণ্ঠের সংশ্লিষ্ট অফিস, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

মিরসরাই (চট্টগ্রাম) : দুর্গাপুর ইউনিয়নের ঠাকুরদীঘি বাজারের কাছে কৃষিজমি থেকে গতকাল সকালে পা বাঁধা এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত ছদিকুর রহমান (৪২) ওরফে চৌধুরী মিয়া পূর্ব দুর্গাপুর গ্রামের মৃত আমিনুল হকের ছেলে।

স্বজনরা জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে ছদিকুর রহমান নিখোঁজ ছিলেন। পরদিন সকালে কৃষকরা জমিতে কাজ করতে গিয়ে পা বাঁধা ও রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর লাশ পড়ে থাকতে দেখেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১১ ফাল্গুন ১৪৩২

সমুদ্রে ডাকাতের হামলায় পাথরঘাটার দুই জেলে গুলিবিদ্ধ

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি

পাথরঘাটা থেকে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ডাকাতের হামলায় দুই জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে রোববার মংলা বয়ার পশ্চিম দিকে পাথরঘাটার থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগর এলাকায়। সোমবার সকালে গুলিবিদ্ধ নূর আলম খানকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি উপজেলা সদর ইউনিয়নের বড় টেংরা হাজির খাল ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। অপর গুলিবিদ্ধ শাহজাহান একই ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। নূর আলম খান জানান, মংলা বয়ার পশ্চিম দিকে তারা মাছ ধরছিলেন। সকাল ৬টার দিকে হঠাৎ একটি ট্রলার তাদের দিকে ধাওয়া করে। এক পর্যায়ে ডাকাত দল তাদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ে। এতে তিনি এবং একই ট্রলারে থাকা শাহজাহান চোখে গুলিবিদ্ধ হন।

যুগান্তর | বুধবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১২ ফাল্গুন ১৪৩২

বন্দরের অর্ধশত শ্রমিক ৮ মাস ধরে ভারতের কারাগারে

আতাউর রহমান, বন্দর *(নারায়ণগঞ্জ)*

ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু সেই স্বপ্ন এখন রূপ নিয়েছে দুঃস্বপ্নে। উচ্চ বেতনের প্রলোভনে পড়ে দালালের মাধ্যমে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে এখন ভারতের কারাগারে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার অন্তত অর্ধশত শ্রমিক। এদের মধ্যে বেশিরভাগই গার্মেন্টি কর্মী। নিখোঁজের দীর্ঘ ৮ মাস পর কারও কারও সন্ধান মিললেও, বিদেশের মাটিতে কারাবন্দি থাকার খবরে পরিবারগুলোতে বিরাজ করছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় এক বছর আগে বন্দরসহ নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকার দক্ষ পোশাক শ্রমিক এবং বেকার লোকদের টার্গেট করে একটি অসাধু পাচারকারী চক্র। মাসে মোটা অংকের বেতন ও উন্নত জীবনযাত্রার প্রলোভন দেখিয়ে ফুসলিয়ে তাদের অবৈধ পথে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর থেকেই তাদের সঙ্গে পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ সময় কোনো খবর না পেয়ে নিখোঁজদের সন্ধানে এখন দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন স্বজনরা।

উচ্চ বেতনের প্রলোভনে পাচার

বন্দরের পদুঘর, কুশিয়ারা, তিনগাঁসহ বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে হৃদয়বিদারক দৃশ্য। কারও স্বামী, কারও সন্তান আবার কারও বাবা নিখোঁজ। বন্দরের পদুঘর বাড়িখালি গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে তিন সন্তানের জনক নূরনবী, কুশিয়ারা গ্রামের আজিজুল হাকিমের ছেলে দুই সন্তানের জনক শামীম ও আবদুল কুদ্দুসের ছেলে দিদার হোসেনসহ অর্ধশত শ্রমিক পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন। ভারতের চেন্নাইয়ের কারাগারে বন্দি নূরনবী, দিদার ও শামীম দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশে তাদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানাতে পেরেছেন ভারতে তাদের জেল জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা।

নিখোঁজ নূরনবীর স্ত্রী বিলকিস বেগম সাংবাদিক দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, তার স্বামীকে ভালো বেতনের প্রলোভন দিয়ে ভারতে নিয়ে যায় দালালরা। তিনি ৭ মাস ধরে চেন্নাই কারাগারে আটক আছেন বলে জানতে পেরেছেন। তবে কি কারণে আটক রাখা হয়েছে তারা এর কিছুই জানেন না। স্বামী ছিলেন একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। শাশুড়ি এবং দুই সন্তান নিয়ে অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। তাই স্বামীকে দেশে ফিরিয়ে আনার আকুতি জানান বিলকিস। নিখোঁজ শামীমের স্ত্রী নিপা জানান, কাজের সন্ধানে দালালের মাধ্যমে ভারত গিয়ে তার স্বামী এক বছর ধরে একটি কারাগারে বন্দি আছেন। তিনি সেখানে অনেক কষ্টে আছেন। তার ওপর অনেক অত্যাচার চলছে। তিন সন্তান নিয়ে তারও চলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে বলে জানান। নতুন সরকারের কাছে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানান নিপা। দিদার হোসেনের স্ত্রী খাদিজা জানান, ওরা বলেছিল ভালো কাজ দেবে। এখন শুনছি পুলিশে ধরছে, জেলে আছে। আমরা না খেয়ে দিন কাটাচ্ছি, আমাদের দেখার কেউ নেই। আমরা শুধু তাকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত চাই। পাচারকারী চক্রটিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে এই শ্রমিকরা বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে বন্দি রয়েছেন। আইনি জটিলতা এবং পাচারকারী চক্রের আত্মগোপনের কারণে তাদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া এখনো অনিশ্চিত। এদিকে প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে পরিবারগুলো। এ ব্যাপারে বন্দর থানার ওসি গোলাম মোক্তার আশরাফউদ্দিন জানান, বিষয়টি জানা নেই। এ ব্যাপারে থানায় কেউ কোনো অভিযোগও করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বুধবার ॥ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সীমানা বিরোধে হামলা, মৃত্যু কৃষকের

শেরপুর প্রতিনিধি

জেলার নকলায় বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে খোরশেদ (৫০) নামে এক কৃষককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন নারীকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন চিথলিয়া পূর্বপাড়ার জুলহাসের স্ত্রী জুলেখা বেগম, হাফিজুলের স্ত্রী জোস্না ও জাকিরের স্ত্রী শারমিন আক্তারকে আটক করেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে উপজেলার গনপদ্দী ইউনিয়নের চিথলিয়া পূর্বপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র ও নিহতের ছোট ভাই বকুল মিয়া জানান, দীর্ঘদিন ধরে চাচাতো বোন জামাই জুলহাস মিয়ার সঙ্গে বাড়ির সীমানার রাস্তা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এ নিয়ে ঝগড়াকে কেন্দ্র করে আমার ভাই খোরশেদকে রাস্তায় একা পেয়ে জুলহাস মিয়ার পরিবারের লোকজন শ্বাসরোধে হত্যা করে। নকলা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আবুল কাসেম বলেন, কৃষক খোরশেদের মৃত্যুর অভিযোগ নিয়ে পুলিশ কাজ করছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিন নারীকে আটক করা হয়েছে। আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

আদাবর থানা সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় আদাবর ১৭ নম্বর রোডে অ্যামব্রয়ডারি মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রায়হান জহিরের কারখানায় হামলা চালানো হয়। ভিকটিম জহিরের ভাতিজা মারুফ হাসান সুমন জানান, রাসেল ওরফে কালা রাসেল নামের স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য তার চাচার কাছে ঈদ উপলক্ষে চাঁদা দাবি করে। তিনি তা দিতে অস্বীকার করায় সন্ধ্যায় রাসেলের নেতৃত্বে ৮-১০ জন কিশোর গ্যাং সদস্য তার কারখানায় হামলা চালায়। এ সময় কারখানার দুই শ্রমিককে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে।

এরপরই হামলার ঘটনায় বিচার দাবিতে রাত ১১টায় আদাবর থানা ঘেরাও করেন অ্যামব্রয়ডারি মালিক ও শ্রমিকরা। তারা থানার সামনের সড়কে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। পরে সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) ফজলুর রহমান জানান, কিশোর গ্যাং এবং চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কারখানায় হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত রোহান খান রাসেল, মারুফ, হাসান, রায়হান এবং রোমানসহ অন্তত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে শীর্ষ সন্ত্রাসী নবীর কোনো যোগসাজশ আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) বলছে, রাজধানীর আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় নিরাপদ আস্তানা বানিয়েছে আদাবরের শীর্ষ সন্ত্রাসীরা। ঢাকায় কোনো অপরাধ সংগঠনের পর পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গত বছরের সেপ্টেম্বরে এসব আস্তানায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী বেলচা মনিরসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যরা হলেন- রাকিব হাওলাদার ওরফে ছোট রাকিব, গোলাম রব্বানি ওরফে সাহস, মনির হোসেন ওরফে গুজা মনির ও আকাশ খাঁ। জানা যায়, আদাবরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে গত বছরের ১৬ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৪টায় রিপন ওরফে নিপুকে তার নিজ বাড়িতে বেলচা মনির ও তার গ্রুপের সদস্যরা সামুরাই দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। তাৎক্ষণিক তাকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে ওইদিন বিকালে মারা যায়।

সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

দেশ রূপান্তর

নোয়াখালীতে প্রতিবন্ধী চালক ময়মনসিংহে যুবক খুন

নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে প্রতিবন্ধী এক অটোরিকশাচালককে হত্যা করে ধানক্ষেতে লাশ ফেলে রাখে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রবিবার দুপুরে উপজেলা কুতুবপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সীবাড়ির পেছনের একটি ধানক্ষেত থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত আবদুল আহাদ (২৪) একই ইউনিয়নের নুরুল আলমের ছেলে। আহাদ শারীরিক প্রতিবন্ধী ছিলেন বলে জানা গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অটোরিকশা ছিনতাইয়ের উদ্দেশ্যেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে মুন্সীবাড়ির পেছনের ধানক্ষেতে একটি মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী। পরে স্থানীয়রা কাছে গিয়ে লাশটি নিখোঁজ অটোরিকশাচালক আহাদের বলে শনাক্ত করে। এ সময় তার মুখে-গলায় টেপ প্যাঁচানো ছিল। এ বিষয়ে বেগমগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান বলেন, 'খবর পাওয়ার পরপরই আমি নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। হত্যার কারণ ও নেপথ্যে কারা রয়েছে- তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।'

এদিকে ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে সুলতান মিয়া (৪৬) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার খাগডহর ইউনিয়নের তারাগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে রাত সাড়ে ৮টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সুলতান মিয়া তারাগাঁও গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিক্রি করা একটি জমির মালিকানা নিয়ে সুলতান মিয়ার সঙ্গে একই গোষ্ঠীর চাচাতো ভাই মিরাজ আলীর বিরোধ চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, মিরাজ আলী ওই জমির মালিকানা দাবি করে বিক্রিতে বাধা দেন। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যায় জমি নিয়ে আবারও কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে মিরাজ আলী ও তার ছেলেরা সুলতান মিয়াকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন বলে অভিযোগ। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি নাজমুস সাকিব বলেন, 'খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে এবং আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।'

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বন্দরে গুলি চালিয়ে বিকাশ এজেন্টের ৩ লাখ টাকা ছিনতাই

■ বন্দর (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের বন্দর ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে বিকাশের এজেন্ট কর্মী রনির (২৫) কাছ থেকে ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ছিনতাইকারী চক্র। গতকাল রবিবার সকালে বন্দর থানার মদনগঞ্জ টু মদনপুর সড়কের লক্ষণখোলা অক্সিজেন ফ্যাক্টরি সামনে এ ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে বন্দর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

বিকাশের এজেন্ট কর্মী তথ্য সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করে দোকানে দোকানে দেওয়ার জন্য মোটরসাইকেল যাওয়ার পথে বন্দরে মদনপুর টু মদনগঞ্জ সড়কের লক্ষণখোলা অক্সিজেন ফ্যাক্টরি সামনে পৌঁছলে কয়েক জন ছিনতাইকারী মোটরসাইকেলযোগে এসে তার পথরোধ করে। পরে পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় দেখানোর একপর্যায়ে ছিনতাইকারী চক্র মারধর ও ফাঁকা গুলি চালিয়ে ব্যাগে রক্ষিত নগদ ৩ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আদাবরে কারখানায় হামলা থানা ঘেরাও, গ্রেফতার ৫

মোহাম্মদপুরে 'চাঁদাবাজ' ফারুককে ধরে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে মাইকিং পুলিশের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

রাজধানীর আদাবরে চাঁদাবাজির অভিযোগ ঘিরে একটি এমব্রয়ডারি কারখানায় সশস্ত্র হামলার পর উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শ্রমিকদের ওপর সামুরাই, চাপাতি ও ছুরি নিয়ে হামলার ঘটনায় দুই জন গুরুতর জখম হন। এর জেরে শনিবার মধ্যরাতে থানায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধান আসামিসহ পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল রবিবার আদাবর থানার ওসি মো. জিয়াউর রহমান জানান, কারখানার মালিক মুস্তাফিজুর রহমান আট জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আট থেকে ১০ জনকে আসামি করে মামলা করেছেন। এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে। গ্রেফতারকৃতদের গতকাল আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, মুনসুরাবাদ ১২ নম্বর সড়কে অবস্থিত কারখানাটিতে শনিবার রাত পৌনে ১০টার দিকে কাজ শেষে বের হওয়া শ্রমিকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে অভিযুক্তরা। আতঙ্কে শ্রমিকরা কারখানায় ফিরে গেলে হামলাকারীরা সামুরাই, চাপাতি ও ছুরি নিয়ে ভেতরে ঢুকে আবারও টাকা-পয়সা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় শ্রমিক তোফায়েল ও হাফিজ আহমেদ বাধা দিলে তাদের কুপিয়ে জখম করা হয়। পরে হামলাকারীরা ভয়ভীতি দেখিয়ে পালিয়ে যায়। আহত দুজনকে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ঘটনার বিচার দাবিতে মধ্যরাতে শ্রমিকরা আদাবর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রধান আসামি রোহান খান রাসেল (৩০), মারুফ (৩৫), হাসান (২৩), মো. রায়হান (২২) ও মো. রোমানকে (২৪) গ্রেফতার করে। পুলিশ বলছে, গ্রেফতারদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং পলাতকদের ধরতে একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।

চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে মাইকিং পুলিশের : মোহাম্মদপুর থানার বসিলা সিটি হাউজিং ও বসিলা ৪০ ফিট এলাকায় একাধিক ব্যবসায়ীকে চাঁদার দাবিতে হুমকি দেওয়া স্থানীয় চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ ফারুক ওরফে কালা ফারুককে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। পরে এলাকায় এনে তাকে নিয়ে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে মাইকিং করে পুলিশ। গতকাল রবিবার ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানার কলাতিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন।

মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ চাঁদাবাজকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় নিজ হাতে মাইকিং করেন। মাইকিংয়ে ওসি বলেন, আপনারা কাউকে চাঁদা দিবেন না এই দেখেন চাঁদাবাজকে ধরেছি। কোথাও চাঁদাবাজ পেলে তাকে ধরে আমাদের খবর দেবেন।

সমকাল ■ বৃহস্পতিবার। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

মুখে হাওয়া মেশিন ঢুকিয়ে শ্রমিক হত্যা, মায়ের সামনে যুবক খুন

■ সমকাল ডেস্ক

» গতকাল বুধবার ও মঙ্গলবার সারাদেশে অন্তত ৪ হত্যাকাণ্ড

» সৌদি আরব যাওয়া হলো না কিশোরগঞ্জের তরুণের

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে মুখে হাওয়া মেশিন ঢুকিয়ে সজীব শরীফ নামে এক মিল শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদিকে রাজশাহীতে পূর্বশত্রুতার জের ধরে মায়ের সামনে ছুরিকাঘাতে মো. সাব্বির নামের এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া বুধবার ও মঙ্গলবার দেশের আরও কয়েকটি স্থানে একাধিক খুনের ঘটনা ঘটেছে।

পরিবারের জমি কেনায় হত্যা

নিহত সাব্বির রাজশাহী মহানগরীর শাহ মখদুম থানার পবা রাইস মিলপাড়ার মো. শাহিনের ছেলে। বুধবার দুপুরে একই মহল্লার আমিরুল ইসলামের ছেলে মাদকাসক্ত মো. জাসন (২৫) এই হত্যাকাণ্ড ঘটান। স্থানীয়রা জানান, জাসনের মা শিরিন বেগম তার আধা কাঠা জমি নিহত সাব্বিরের বাবা শাহিনের কাছে বিক্রি করেছেন। এই জমি কেনার কারণেই জাসন সাব্বিরের পরিবারের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। ক্ষোভে গত মঙ্গলবার তিনি শাহিনকে মারধর করেন। এ নিয়ে বুধবার দুপুরে বাড়ির সামনে সাব্বিরের মা বুলবুলির সঙ্গে প্রতিবেশী জাসনের মা শিরিনের ঝগড়া চলছিল। ওই সময় সাব্বির নামাজ পড়তে মসজিদে যাচ্ছিলেন। এ সময় জাসন ছাদ থেকে নেমে সাব্বিরের বুকে ছুরিকাঘাত করে। প্রত্যক্ষদর্শী সাব্বিরের খালা তামান্না জানান, সাব্বিরের বুকে ছুরিকাঘাত করে জাসন ছুরি ঘুরাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাব্বিরকে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে তারা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুখে হাওয়া মেশিন ঢুকিয়ে হত্যা

বোয়ালমারীর সাতৈর ইউনিয়নের ডোবরায় অবস্থিত জনতা জুট মিলের শ্রমিক ছিল মো. সজীব শরীফ (১৩)। গত সোমবার রাত ১০টার দিকে জনতা জুট মিল ছুটি হওয়ার আগমুহূর্তে সজীব ও তার সহকর্মী রিহাদ হাওয়া মেশিন দিয়ে মিলের আঙ্গিনা পরিষ্কার করছিল। এক পর্যায়ে রিহাদ দুষ্টুমি করে সজীবের মুখে হাওয়া দেয়। এতে সজীব অসুস্থ হয়ে পড়ে। শুরুতে তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সজীবের অস্ত্রোপচার করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ২টার দিকে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সৌদি যাচ্ছিলেন, বখাটের হাতে খুন

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার গোবিন্দপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামের সাদিকুল ইসলামের ছেলে শুভ মিয়া (২২)। চলতি রমজানেই বাবার কর্মস্থল সৌদি আরব যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শুভ। গত মঙ্গলবার রাতে এলাকার বখাটেদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হন তিনি।

শুভর চাচা খায়রুল ইসলাম, প্রতিবেশী হাদিউল ইসলামসহ এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শুভদের বাড়িতে বখাটেরা ঢিল ছুড়তে থাকে। তারাবির নামাজ থেকে এসে শুভ ও খায়রুল ইসলাম এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। খায়রুল ঘরে চলে যাওয়ার পর বখাটেরা শুভকে একা পেয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। মুমূর্ষু অবস্থায় রাতেই শুভকে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মাছ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুলাল (৫৬) নামের এক মাছ ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে বন্দর উপজেলার কেওঢালা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুলালের ছেলে ওসমান গনি (২০) জানান, বাড়ির সীমানা প্রাচীর বেয়ে পাশের বাড়ির সাজিত (২০) এসে তাঁকে পিঠে থাপ্পড় দেয়। সেও দুষ্টুমি করে সাজিতকে থাপ্পড় দিলে সে তার পরিবারকে জানায়। তার পরিবারের লোকজন ওসমানকে এসে মারধর করছিল। এ সময় তাঁর বাবা তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাঁকেও পিটিয়ে আহত করা হয়। তাঁর বাবাকে উদ্ধার করে বন্দর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

(প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়েছেন **সংশ্লিষ্ট ব্যুরো, অফিস ও প্রতিনিধিরা**)

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাগরে সশস্ত্র জলদস্যুদের হামলায় দুই জেলে গুলিবিদ্ধ

■ পাথরঘাটা (বরগুনা) সংবাদদাতা

বঙ্গোপসাগরে সশস্ত্র জলদস্যুদের হামলায় বরগুনার পাথরঘাটার দুই জেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে পাথরঘাটা উপকূল থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে মংলা বয়ার পশ্চিম পাশে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের বড় টেংরা হাজির খাল ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মো. নুর আলম খান এবং একই ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শাহজাহান মিয়া। তারা দুলাল হাওলাদারের মালিকানাধীন একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলারে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ট্রলারটির মালিক দুলাল হাওলাদার পাথরঘাটা উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নের পশ্চিম ঘুটাবাছা গ্রামের বাসিন্দা।

গুলিবিদ্ধ নুর আলম খান জানান, তারা মংলা বয়ার পশ্চিম দিকে সাগরে জাল ফেলে মাছ ধরার অপেক্ষায় ছিলেন। এ সময় হঠাৎ একটি ট্রলার তাদের দিকে ধাওয়া করে আসতে থাকে। কাছে আসতেই তারা বুঝতে পারেন সেটি জলদস্যুদের ট্রলার। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে জেলেরা দ্রুত জাল কেটে দিয়ে ট্রলারটি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জলদস্যুরা ধাওয়া করে তাদের ট্রলার লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে।

নুর আলমের ধারণা, জলদস্যুরা তাদের লক্ষ্য করে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ রাউন্ড গুলি ছোড়ে । এতে তিনি পিঠে গুলিবিদ্ধ হন এবং ট্রলারে থাকা অপর জেলে শাহজাহান মিয়া চোখে গুলিবিদ্ধ হন। মাছধরা ট্রলারটিতে মোট ১৪ জন জেলে ছিলেন। নুর আলমের ভাষ্য অনুযায়ী, জলদস্যুদের ট্রলারটিতে অন্তত ১০ থেকে ১২ জন সশস্ত্র সদস্য ছিল।

ডাকাতি করতে ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে জলদস্যুরা গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা ত্যাগ করে। পরে আহত দুই জেলেকে নিয়ে ট্রলারটি উপকূলে ফিরে আসে। সোমবার সকাল ১০টার দিকে পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গোপসাগরে জলদস্যুদের তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় ট্রলার মালিক, জেলে ও তাদের পরিবারের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। জেলেরা সমুদ্রে নিরাপত্তা জোরদার এবং নিয়মিত টহলের দাবি জানিয়েছেন।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গৃহকর্মীর লাশ উদ্ধার

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় বিজিবি সদর দপ্তরের অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি বাসা থেকে বিবি হালিমা নামের ১১ বছর বয়সী এক শিশু গৃহকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বেলা তিনটার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, কোয়ার্টারের তৃতীয় তলায় ফ্ল্যাটের শৌচাগার থেকে ঝরনার পাইপের সঙ্গে ওড়না প্যাঁচানো অবস্থায় শিশুটিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। আইনি প্রক্রিয়া শেষে গতকাল সন্ধ্যায় ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বঙ্গোপসাগরে ফিশিং বোটে ডাকাতি, আহত ৩০

● আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

বঙ্গোপসাগরে ফিশিং বোটে ডাকাতি হয়েছে। এতে মনি নামের এক ফিশিং বোটের মাঝি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। আক্রান্ত তিনটি ফিশিং বোটের মাঝিমাল্লাদের সবার বাড়ি আনোয়ারা উপজেলায় রায়পুর ইউনিয়নের গহিরা গ্রামে। বুধবার ভোরে বঙ্গোপসাগরে কুতুবদিয়া চ্যানেলে ডাকাতরা তিনটি ফিশিং বোটে হামলা চালিয়ে ৩০ মাঝিমাল্লাকে জখম করে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আক্রান্ত ফিশিং বোটগুলো হলো– পূর্ব গহিরা তেলিপাড়া মো. জসিম কোম্পানি, পূর্ব গহিরা এলাকার মো. হেফাজ কোম্পানি ও মো. কাশেম কোম্পানি। গুলিবিদ্ধ ফিশিং বোটের মনি মাঝিকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মাঝিমাল্লাদের ভাষ্য মতে ডাকাতরা বাঁশখালী, কুতুবদিয়া ও মহেশখালীতে ফিশিং বোটগুলোতে হামলা চালিয়ে সব মালামাল লুটে নেয় ও মাঝিমাল্লাদের গুরুতরভাবে জখম করে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভুল চিকিৎসায় দিনমজুরের মৃত্যু!

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এক পল্লি চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসায় রতন বিশ্বাস (৪৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে ফতুল্লার লালখাঁর মোড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রতন বিশ্বাস সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানার চন্নার চর এলাকার মৃত রোমান্ত বিশ্বাসের ছেলে। তিনি লালখাঁর মোড় এলাকার একটি বাসায় ভাড়া থাকতেন। নিহতের স্ত্রী অনিতা বিশ্বাস বলেন, রতন কয়েকদিন ধরে অসুস্থ। রাতে স্থানীয় পল্লি চিকিৎসক শরিফুল ইসলামকে ডেকে বাসায় নিয়ে আসি। তিনি রতনকে একটি ইনজেকশন ও একটি স্যালাইন পুশ করেন। কিছু সময় পর রতনের অবস্থার অবনতি হলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক আবুল বাশার বলেন, বিষক্রিয়ায় রতনের মৃত্যু হয় বলে ধারণা চিকিৎসকের। লাশ ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। –নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

২৯

কমলগঞ্জে চা শ্রমিককে গলা কেটে হত্যা

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি

কমলগঞ্জ উপজেলা ইসলামপুর ইউনিয়নের চম্পারায় চা বাগানের ফ্যাক্টরির ১নং সেকশনের সামনে বুধবার সকালে এক চা শ্রমিকের গলা কাটা লাশ পাওয়া গেছে। নিহত শ্রমিক চা বাগানের শ্রমিক শুকটা শুভকরের ছেলে রতন শুভকর। জানা যায়, বুধবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যাওয়ার সময় হাত ও মুখ বাধা এবং গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত রতন শুভকরের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। এ ঘটনায় চা বাগানে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রমিকদের মাঝে উদ্বেগ বিরাজ করছে।

সময়ের আলো
শুক্রবার। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

হাত-পায়ের রগ কেটে চাচাকে খুন

কসবা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে রতন মিয়াকে (৫০) পিটিয়ে এবং হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে তার ভাতিজা ও সহযোগীরা। বুধবার কসবা পৌরসভার আড়াইবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মো. রতন মিয়া আড়াইবাড়ী গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কসবা থানার ওসি নাজনীন সুলতানা বলেন, জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অভিযুক্তরা গ্রাম্য সালিশ মেনে নিলেও পরে তা অমান্য করে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কসবা থানার ওসি নাজনীন সুলতানা আরও বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রতন মিয়ার সঙ্গে তার ভাতিজাদের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। স্থানীয়ভাবে একাধিকবার গ্রাম্য সালিশ হলেও বিরোধের স্থায়ী সমাধান হয়নি। বুধবার আনুমানিক বেলা ৩টার দিকে রতন মিয়া জমিতে কাজ করতে গেলে তার ভাতিজা রিফাত (৩২), সিফাত (২৪) এবং তাদের খালাতো ভাই উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের সামির (১৮) লাঠিসোটা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তারা প্রথমে রতন মিয়াকে লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে এবং পরে ধারালো কাঁচি দিয়ে হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়। তারা আগেই রতন মিয়াকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। বুধবার রতন জমিতে গেলে তারা তাকে মেরে রক্তাক্ত করে। বিষয়টি দূর থেকে দেখে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে গেলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

নিহতের বড় মেয়ে আইরিন ইসলাম হ্যাপি বলেন, আমার বাবা সকালে জমিতে কাজ করতে যান। তখন রিফাত আমার মাকে বলে রতন কই? রতনকে খবর দিয়ে আনো। ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আছে। আমার বাবা বাড়িতে এলে আমরা তাকে তর্কে জড়াতে নিষেধ করি। বিকালে পুনরায় জমিতে গেলে আমার চাচি তার ছেলেদের বলে, যদি মারতেই না পারিস তা হলে তোদের কেন পেটে ধরেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কলারোয়ায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে এক ব্যক্তি নিহত, চার জন আটক

■ কলারোয়া (সাতক্ষীরা) সংবাদদাতা

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে ইব্রাহিম হোসেন (২৮) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তার বড় ভাই রুহুল আমিন (৩৪)। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এ ঘটনায় একই পরিবারের চার জনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়নের সাতপোতা বেড়বাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহত দুই ভাই ঐ গ্রামের ছলেমান শেখের ছেলে। নিহত ইব্রাহিম পেশায় ভ্যানচালক। তিনি এক সন্তানের জনক এবং তার স্ত্রী বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা বলে জানা গেছে। কলারোয়া হাসপাতালের জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার ফারজানা রহমান জানান, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ইব্রাহিম হোসেনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতাল নিয়ে আসার আগেই তিনি মারা যান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কলারোয়া থানার ওসি এইচএম শাহিন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার জনকে থানায় নিয়ে আসে। তারা হলেন কেরালকাতা ইউনিয়নের বেড়বাড়ি গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে আরিফুল ইসলাম, তার স্ত্রী সাথী আক্তার, আরিফুলের পিতা মৃত আবুবক্কার গাজীর ছেলে জামাল উদ্দিন, তার স্ত্রী শাহানারা খাতুন।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
tutorial.jugantor@gmail.com

দুপচাঁচিয়ায় চালককে হত্যা করে অটোভ্যান ছিনতাই

বগুড়া ব্যুরো

দুপচাঁচিয়ায় মোজাম উদ্দিন শাহ (৫৫) নামে এক চালককে হত্যা করে তার ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ভ্যান ছিনতাই করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের বড়িয়া এলাকায় দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর সড়কের পাশে ধানখেতে এ ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দুপুরে দুপচাঁচিয়া থানার ওসি আফজাল হোসেন জানান, চালককে মাথায় আঘাত করে হত্যার পর লাশ পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, নিহত অটোভ্যান চালক মোজাম উদ্দিন শাহ বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার জিয়ানগর ইউনিয়নের ঝালঘড়িয়া গ্রামের মৃত মহির উদ্দিন শাহর ছেলে। তিনি প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার বিকালে যাত্রী পরিবহণে অটোভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা মাথায় আঘাতে হত্যার পর লাশ দুপচাঁচিয়া-আক্কেলপুর সড়কের জিয়ানগর ইউনিয়ন পরিষদের বড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন সেতুর কাছে ধানখেতের পানিতে ফেলে দেয়। এরপর তারা ভ্যানটি নিয়ে পালিয়ে যায়। বুধবার সকালে পথচারীরা লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। দুপচাঁচিয়া থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কামারখন্দে নদীর পাড়ে গাছে ঝুলন্ত কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

■ কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে স্বপন (৩৮) নামে এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কাজীপুরা গ্রামের হুড়াসাগর নদীর পাড় থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত স্বপন ঐ গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে।

কামারখন্দ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রব জানান, সকালে সরিষা কর্তনের কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় স্বপন। পরে নদীর পাড়ে গাছের সঙ্গে স্বপনের মরদেহ ঝুলছে এমন খবর পায় তার পরিবার। পরে পুলিশের কাছে এমন খবর এলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ভোর সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে তিনি গলায় গামছা পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে। পারিবারিক কলহের জেরে অভিমানে ঐ যুবক আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

কামারখন্দ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন আকন্দ জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ এম মনসুর আলী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গাজীপুরে ছুরিকাঘাতে পোশাক শ্রমিক নারীর মৃত্যু

জয়দেবপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুর সদর উপজেলায় ছুরিকাঘাতে রেশমা আক্তার (৩০) নামে এক পোশাক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ভোরে মির্জাপুর ইউনিয়নের বি. কে. বাড়ি সিকদার মার্কেট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, প্রতিদিনের মতো রেশমা আক্তার মির্জাপুর থেকে মনিপুরে কর্মস্থল মেঘা ডেনিম কারখানায় যাওয়ার পথে পেছন থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে। গুরুতর আহত অবস্থায় আশপাশের লোকজন তাকে মনিপুর আল মদিনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকালে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রেশমার বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার বেড়াকুলা গ্রামে। তিনি মো. হাকিম মিয়ার মেয়ে। পারিবারিক সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, রেশমার সাবেক দ্বিতীয় স্বামী মাসুদ মিয়া এক বছর আগে তাকে তালাক দেন। পূর্বের পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও শত্রুতার জেরে ক্ষোভবশত মাসুদই তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে থাকতে পারেন—এমনটি প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মাসুদ কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর থানার বাসিন্দা।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সোনাগাজীতে তাঁতিদল কর্মীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

- সাগরে জলদস্যুদের গুলিতে প্রাণ গেল কিশোর জেলের
- খুলনায় প্রকাশ্যে যুবককে গুলি করে হত্যা
- মৌলভীবাজারে ছুরি মেরে হত্যা যুবককে
- আরো ৫ জেলায় ৫ লাশ উদ্ধার

কক্সবাজারে সাগরে জলদস্যুদের গুলিতে মারা গেছে এক কিশোর জেলে। ফেনীর সোনাগাজীতে তাঁতিদল কর্মীকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। খুলনায় দিনের বেলায় যুবককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মৌলভীবাজারে ক্রিকেট খেলায় বাগবিতণ্ডার জেরে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন।

এ ছাড়া রংপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নরসিংদী, গাজীপুর ও ঝিনাইদহে পাওয়া গেছে চারজনের লাশ। কালের কণ্ঠের বিশেষ প্রতিনিধি, নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সোনাগাজী (ফেনী) : উপজেলার বগাদানা ইউনিয়নে স্থানীয় তাঁতিদলের কর্মী আইয়ুব নবী তারেককে (২৬) কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ইউনিয়নের গুনক গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতের বাবা কামাল উদ্দিন অভিযোগ করে বলেন, 'একই বাড়ির ওহিদুর রহমানের স্ত্রী নারু (নাহার) আগের একটি বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলে তারেককে ডেকে নেয়। সেখানে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ওহিদুর রহমানের ছেলে নাহিদ, সাঈদ, নিলয় ও স্ত্রী নারু ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে তারেকের ওপর হামলা চালায়। তাঁকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়।'

সোনাগাজী মডেল থানার ওসি কামরুজ্জামান বলেন, জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।

কক্সবাজার : বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে জলদস্যুদের গুলিতে এক কিশোর জেলে নিহত হয়েছে। গত মঙ্গলবার ভোরে কক্সবাজারের কুতুবদিয়া দ্বীপ সন্নিহিত সাগরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এফবি

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার॥ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

অটোভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

প্রতিদিন ডেস্ক

বগুড়ায় এক অটো ভ্যানচালক, বাগেরহাটে ভাতিজার হামলায় চাচা নিহতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া বরিশালে এক সৌদি প্রবাসীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। নিজস্ব প্রতিবেদক প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর- **বগুড়া :** দুপচাঁচিয়া উপজেলায় মোজাম উদ্দিন শাহ (৫৫) নামে এক অটোভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সকালে উপজেলার জিয়ানগরের বড়িয়া গ্রামের একটি ধান খেত থেকে তার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত ব্যক্তি জিয়ানগর ইউনিয়নের ঝালঘড়িয়া গ্রামের মৃত মহির উদ্দিন শাহর ছেলে। দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসেন জানান, অটোভ্যান ছিনতাইয়ের উদ্দেশে দুর্বৃত্তরা চালককে হত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর থেকে অটোভ্যান খুঁজে পাওয়া যায়নি। জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

বাগেরহাটে ভাতিজার হামলায় চাচা নিহত

বাগেরহাট : সদর উপজেলায় ঘর নির্মাণ নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজাদের মারধরে আহত হয়ে চাচা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের কালিপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। নিহত শেখ ইদ্রিস আলী (৫০) ওই গ্রামের শেখ হাশেম আলীর ছেলে। বাগেরহাট মডেল থানার ওসি মো. মাসুম খান জানান, সকালে শেখ ইদ্রিস আলী তার জমিতে ঘর নির্মাণ করতে গেলে তার ভাই সিদ্দিক শেখের ছেলে আলী শেখ, নিজাম শেখ, নাজিম উদ্দিন শেখ ও রুবেল শেখসহ কয়েকজন তাকে মারধর করেন। খুলনা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় জড়িতদের আটক করতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

বরিশাল : উজিরপুরে দুই দিন ধরে নিখোঁজ সৌদি প্রবাসীর লাশ সন্ধ্যা নদীর তীর থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত মোবারক হাওলাদার (৬০) বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার বাহেরচর গ্রামের মৃত ওয়াহেদ হাওলাদারের ছেলে। সৌদি থেকে ফিরে উজিরপুর উপজেলার মুন্ডপাশা গ্রামে বসবাস করতেন। গতকাল বিকালে তার লাশ উদ্ধার করা হয় বলে উজিরপুর মডেল থানার ওসি মুহা. রকিবুল ইসলাম জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

পায়ুপথে হাওয়া দিয়ে শিশু শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার সাতৈর ইউনিয়নের ডোবরা এলাকায় আকিজ-বাশার জনতা জুট মিলে পায়ুপথে উচ্চচাপের হাওয়া প্রবেশ করিয়ে সজীব শরীফ (১৩) নামে এক কিশোর শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে শিশুটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। মৃত্যুর খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গতকাল সকালে মিলসংলগ্ন দাদপুর গ্রামের কয়েক শ মানুষ জুট মিলের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করে এবং হত্যাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Friday 28 February 2026

নিখোঁজের ৩ দিন পর ইলেকট্রিশিয়ানের মরদেহ উদ্ধার

প্রতিনিধি, তারাগঞ্জ (রংপুর)

রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় নিখোঁজের ৩ দিন পর মনজুরুল ইসলাম (৪৯) নামের এক ইলেকট্রিশিয়ানের মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার সময় এ লাশ উদ্ধার করা হয়।

উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের রামপুরা পীরের মাজারের পূর্বদিকের কাছে আলু ক্ষেতে নরম মাটি দেখতে পায় এলাকার লোকজন। পরে সন্দেহ হলে তারাগঞ্জ থানা পুলিশকে খবর দেয়। এরপর সেখানে থানা পুলিশ গেলে সেই আলু ক্ষেতের নরম জায়গাটি খুঁড়ে লাশ দেখতে পায়ে সেখান থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ সদস্যরা। এর আগে গত বুধবার আলু ক্ষেতের পাশে থাকা তামাক ক্ষেতে রক্ত ও জুতা দেখতে পায় এলাকার লোকজন। বিষয়টি এলাকায় জানাজানি হলে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত করেছিলেন পায়ের জুতাগুলো নিখোঁজ ইলেকট্রিশিয়ান মনজুরুল ইসলামের। অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও লাশটি পাওয়া যায়নি ওই দিন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার উপজেলার কুর্শা ইউনিয়নের পশ্চিম অনন্তপুর কাজীপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান তিনি। এরপর থেকে তিনি আর বাড়িতে ফেরেননি। নিখোঁজ মনজুরুল ওই গ্রামের ফরিজ উদ্দিনের ছেলে। তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন, নিখোঁজ ইলেকট্রিশিয়ানের পরিবার নিশ্চিত করেছে ওই লাশটি মনজুরুলের। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশটি তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

FRIDAY FEBRUARY 13, 2026
MAGH 30, 1432 BS
The Daily Star

POLLS VIOLENCE

72 injured in 14 incidents

STAR REPORT

At least 72 people were injured in 14 incidents during polling across the country yesterday.

The violence disrupted voting at several centres, prompting interventions by police and army personnel. Law enforcers detained nine people in two incidents -- five in Munshiganj and four in Jhalakathi.

Several incidents occurred near polling centres. However, swift action by law enforcers allowed voting to resume at the affected centres.

In Noakhali's Hatiya, at least 31 people, including a BTV journalist, were wounded in a clash between supporters of the National Citizen Party and BNP.

Hatiya Police Station Officer-in-Charge Saiful Alam said the clash was reportedly triggered by attempts to exert influence at a polling centre.

"Several people were injured in the incident. No complaint has been filed so far," the OC said.

In Bagerhat's Sharankhola, at least 19 people were hurt in a clash between supporters of Jamaat and BNP candidates. According to police and locals, the incident took place on a road leading to a polling centre in Sonatola village.

Four of the injured were admitted to Khulna Medical College Hospital and another four to Sharankhola Upazila Health Complex, they added.

In Meherpur, clashes between BNP and Jamaat supporters left nine people injured.

In Gangni, around 10:00am, a clash broke out at the Bhatpara Government Primary School polling centre over alleged obstruction to voters. Jamaat claimed that six of its activists and supporters were injured.

In Meherpur Sadar upazila, another clash occurred at Chandpur Government Primary School polling centre.

In Rajshahi, a Jamaat activist was allegedly hacked by a BNP supporter around 3:30pm near the Mendipara polling centre.

"Police and army personnel went to the spot and brought the situation under control," said Bagmara Police Station OC Saidul Alam.

In Khulna-5, a voter named Sanjoy Saha was allegedly assaulted for casting his vote for BNP. He is undergoing treatment at Phultala Upazila Health Complex.

Phultala Police Station OC Mostafa Kamal said police could not identify the attackers and asked the victim to file a complaint.

In Chattogram-13 (Anwara-Karnaphuli), a supporter of the Bangladesh Islamic Front candidate was allegedly beaten up outside the Gundip Government Primary School polling centre, police said.

In Chattogram's Patiya, three supporters of Jamaat candidate Mohammad Faridul Alam were allegedly assaulted by BNP supporters around 11:30am outside the Purba Ratanpur Government Primary School polling centre.

Lt Md Tahmid, who was on duty in the area, said army personnel acted swiftly and dispersed those involved. "Voting was not affected."

In Munshiganj Sadar upazila, the army detained five people and recovered a firearm and several crude bombs following an explosion at Makhati Gurucharan High School polling centre, said Captain Charles, commander of the Gazaria army camp.

Sadar Police Station OC Mominul Islam said the clash occurred between supporters of BNP candidate Md Kamruzzaman and independent candidate Md Mohiuddin.

In Brahmanbaria's Sarail, voting was suspended for 10 minutes at Alinagar Government Primary School polling centre following a clash between supporters of independent candidate Rumeen Farhana and BNP alliance contender Maulana Junayed Al Habib, said the local OC.

Voting resumed after law enforcers restored order, he added.

In Rajshahi-5, a scuffle broke out between supporters of BNP nominee Nazrul Islam Mondol and independent candidate Rezaul Karim in front of Naopara Government Primary School polling centre in Durgapur upazila. No serious injuries were reported.

In Feni, at least seven people were injured in election-related violence.

According to locals and police, a supporter of Jamaat-led 11-party alliance candidate Mujibur Rahman, chief of Amar Bangladesh Party, was allegedly assaulted by BNP men at a polling centre in Lemua of Sadar upazila.

Anam Abdur Rahim, chief election agent of Manju, was injured in a separate attack allegedly by BNP activists in Dharmapur union.

Four to five supporters of Manju were also beaten up in Panchgachhia, while a local Jamaat leader was critically injured in Shorshodi union -- all allegedly by BNP supporters.

In Gopalganj, three people -- two Ansar members and a child -- were injured in a crude bomb explosion at the Reshma International School polling centre in Nichupara. The injured are Ansar members Sukanto Majumdar and Jamal Molla, and 13-year-old Amena Khanum.

In Jashore, BNP supporters allegedly attacked and injured two Jamaat men -- Abu Hena, 25, and Abdul Mannaf, 33 -- outside Talbaria Government Primary School polling centre.

In Jhalakathi, police detained four people after Jamaat candidate Fayzul Huq alleged that he was attacked by BNP supporters at Adakhola Secondary School polling centre in Rajapur upazila.

Huq claimed that three people, including his bodyguard, were injured. BNP candidate Rafiqul Islam Jamal denied the allegation, saying Huq's actions at the centre led to the scuffle.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। রবিবার। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

শ্রমিক-কর্মচারী কর্মবিরতিতে চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থা

বিদেশি কম্পানিকে এনসিটি লিজ দেওয়া নিয়ে আন্দোলন

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কড়া হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) দুবাইভিত্তিক অপারেটর 'ডিপি ওয়ার্ল্ড'কে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গতকাল শনিবার সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেছেন বন্দর শ্রমিক-কর্মচারীরা। দুই দিনের এই কর্মসূচিতে আজ রবিবারও সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ধর্মঘট পালন করা হবে।

এদিকে এনসিটি ইস্যুতে আন্দোলনের জেরে চট্টগ্রাম বন্দরের চার কর্মচারীকে পানগাঁওয়ে বদলি করা হয়েছে।

গতকাল সকাল ৮টা থেকে শুরু হওয়া এই ধর্মঘটে কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ পরিচালনাকারী এই সমুদ্রবন্দর। শ্রমিক-কর্মচারীদের আট ঘণ্টার এই কর্মবিরতির ফলে বন্দরের ভেতরে পণ্য ওঠা-নামা ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেওয়ায় কনটেইনার হ্যান্ডলিং স্বাভাবিক দিনের তুলনায় অনেক কম হয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি ২১টি অফডকে কনটেইনার পরিবহন ৩৩.৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

বন্দরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শ্রমিকদলের কর্মবিরতির কারণে বিভিন্ন কার্গো বার্থ, জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি) ও নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে (এনসিটি) স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। টার্মিনালের তিনটি জেটিতে নোঙর করা তিনটি জাহাজের পণ্য ওঠানো-নামানোর কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল। তবে জাহাজের অপারেশনাল কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল।

গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম বন্দরে সরেজমিনে দেখা গেছে, সকাল থেকেই চট্টগ্রাম বন্দরের কোনো গেটে পণ্যবাহী ট্রাক কিংবা কাভার্ড ভ্যান ছিল না। পণ্য খালাস বন্ধ থাকায় বন্দরের ভেতরে কোনো গাড়ি প্রবেশ করেনি কিংবা বের হতেও দেখা যায়নি।

শ্রমিক নেতারা জানান, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বন্দরের ভেতরের অপারেশনাল কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ ছিল। শ্রমিক-কর্মচারীরা সকালে কর্মস্থলে এসে হাজিরা খাতায় সই করলেও কোনো ধরনের কাজে অংশ নেননি। এতে কনটেইনার হ্যান্ডলিংসহ সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরে সকাল ১১টার দিকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বন্দর এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় এনসিটি বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরকারকে সরে আসার আহ্বান জানান আন্দোলনকারীরা।

চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন বলেন, 'কর্মচারীরা তাঁদের ডিউটি পয়েন্টে গিয়ে হাজিরা দিয়েছেন, কিন্তু কেউ কাজ করেননি। আমাদের আন্দোলন এটাই ছিল এবং সেটাই আমরা করছি। বাংলাদেশের অর্থনীতির কথা চিন্তা করে সরকারকে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। অন্যথায় আমরা আরো কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হব।'

তিনি বলেন, 'বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বে-টার্মিনাল বা লালদিয়ার চরে কাজ দেওয়া নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের নিজস্ব টাকায় নির্মিত এবং শতভাগ লাভজনক এনসিটি, যেখানে নতুন করে এক টাকাও বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই, সেটি কেন আমরা বিদেশিদের হাতে তুলে দেব?'

চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ থেকে কনটেইনার খালাসের পর রপ্তানিমুখী, আমদানি করা ও খালি কনটেইনারের বেশির ভাগই চলে যায় বেসরকারি ২১টি অফডকে। সেখান থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পণ্যগুলো নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে যায়। বেসরকারি অফডকগুলো নিয়ে গড়া সংগঠন বিকডার মহাসচিব রুহুল আমিন সিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ধর্মঘট ছিল আট ঘণ্টার। আমাদের হিসাবে বলা যায়, রপ্তানিমুখী কনটেইনার জাহাজীকরণ হয়নি ৯৩৩টি। স্বাভাবিক সময়ে হয় দুই হাজার ৮০০ টিইইউস (২০ ফিট দৈর্ঘ্যের একক কনটেইনার)। আর আমদানি করা কনটেইনার বন্দর থেকে অফডকে আসে এক হাজার ২০০ টিইইউস। সেখানে এসেছে ৪০০ টিইইউস। আর খালি কনটেইনার এসেছে ৮৩৪ টিইইউস। অথচ স্বাভাবিক সময়ে সেটি দুই হাজার ৫০০ টিইইউস। সব মিলিয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৩৩.৩৫ শতাংশ কনটেইনার পরিবহন করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ কাভার্ড ভ্যান, ট্রাক, প্রাইমমুভার পণ্য পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব চৌধুরী জাফর আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, বন্দর থেকে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজারের বেশি পণ্যবাহী ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, প্রাইমমুভার বেসরকারি অফডকসহ দেশের ৬৪ জেলায় পণ্য পরিবহন করে। কিন্তু গত আট ঘণ্টায় বন্দরে গাড়ি প্রবেশ করলেও বের হতে পারেনি। ফলে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কোনো গাড়ি পণ্য পরিবহন করতে পারেনি।

বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের সমন্বয়কারী মো. হুমায়ুন কবির কালের কণ্ঠকে বলেন, কর্মবিরতিতে বন্দরের ২০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নিয়েছেন। ফলে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করে আসছি। আদালতের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। রায় নিয়ে কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। এখন বন্দর কর্তৃপক্ষ বা সরকার যদি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বাধা দেয়, তাহলে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

বার্থ অপারেটরস, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরস অ্যান্ড টার্মিনাল অপারেটরস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলে ইকরাম চৌধুরী বলেন, 'শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রাখায় আমরা আমাদের নিয়োজিত জেটি শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করাতে পারিনি। বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অপারেটররাও জিসিবিতে কাজ করেননি। সকালে স্বাভাবিক দিনের তুলনায় বন্দরে কার্গো ও কনটেইনারবাহী যানবাহনের প্রবেশ কম দেখা গেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে বন্দর কর্তৃপক্ষ এক অফিস আদেশে জানিয়েছে, ২৯ জানুয়ারি সকাল প্রায় ১১টা ৩০ মিনিটে অফিস চলাকালে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে কিছু কর্মচারী বন্দর ভবন এলাকায় মিছিলে অংশগ্রহণ করেন, যা দাপ্তরিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। বন্দরে কর্মরত থেকে সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা বন্দর কর্মচারী প্রবিধানমালা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আদেশে বলা হয়, অংশগ্রহণকারী কর্মচারীরা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং এর বিরোধিতা করেছেন, যা কর্তৃপক্ষের মতে সরকারি শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। বিক্ষোভের ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকজন অংশগ্রহণকারী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমেও বক্তব্য দেন। এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, সরকারি চাকরি আইন ২০১৮, বন্দর কর্মচারী চাকরি বিধিমালা ১৯৯১ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধি অনুসারে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের নির্দেশনা দেওয়া হয় ওই আদেশে।

আট ঘণ্টার ধর্মঘটে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও স্বাভাবিক কার্যক্রমে কেমন প্রভাব পড়েছে, সেটি জানতে চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুককে একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি।

২০০৭ সালে নির্মিত হওয়া এই টার্মিনাল নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংযোজনে বন্দর কর্তৃপক্ষ ধাপে ধাপে মোট দুই হাজার ৭১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। গত বছরের ৭ জুলাই থেকে টার্মিনালটি পরিচালনা করছে নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠান চিটাগং ড্রাইডক লিমিটেড। প্রায় এক কিলোমিটার লম্বা এই টার্মিনালে একসঙ্গে চারটি সমুদ্রগামী কনটেইনার জাহাজ থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে আমদানি-রপ্তানি কনটেইনার ওঠানো-নামানো করা হয়। টার্মিনালটি নির্বাচনের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ২৫ বছর মেয়াদে পরিচালনার জন্য কনসেশন চুক্তির প্রক্রিয়া এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। এখন শেষ মুহূর্তে দর-কষাকষির প্রক্রিয়া চলছে।

বন্দরের ৪ কর্মচারী পানগাঁওয়ে বদলি : চট্টগ্রাম বন্দরের চার কর্মচারীকে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকার পানগাঁও ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনালে (আইসিটি) বদলি করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পারসোনেল অফিসার স্বাক্ষরিত এক দাপ্তরিক আদেশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইস্যুতে চলমান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার কারণে 'শাস্তিমূলক' ব্যবস্থা হিসেবে এই বদলি করা হয়েছে। ওই চার কর্মচারী হলেন—অডিট সহকারী মো. হুমায়ুন কবির (অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ), ইঞ্জিন ড্রাইভার মো. ইব্রাহিম খোকন (প্রথম শ্রেণি-নৌ বিভাগ), উচ্চ হিসাব সহকারী মো. আনোয়ারুল আজিম (অর্থ ও হিসাব বিভাগ), এস এস খালাসী মো. ফরিদুর রহমান (প্রকৌশল বিভাগ)।

জানা যায়, বদলি হওয়া এই চারজনই জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। গত ২৯ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও আন্দোলন চলছে, সেখানে তাঁরা সম্মুখ ভাগে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক বলেন, বন্দরের চারজন কর্মচারীকে তাঁদের বর্তমান বিভাগ থেকে সরিয়ে ঢাকার পানগাঁও আইসিটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি একটি নিয়মিত দাপ্তরিক প্রক্রিয়া এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমেই এই আদেশ জারি করা হয়েছে।

যুগান্তর
সোমবার ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১৯ মাঘ ১৪৩২

কালিয়াকৈরে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

আহত ১০

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে বাৎসরিক ছুটির টাকার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা। রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার চন্দ্রা পল্লি বিদ্যুৎ এলাকায় মণ্ডল গ্রুপের ট্রপিক্যাল নিটেক্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। পুলিশ কয়েক রাউন্ড সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন শ্রমিক আহত হন বলে জানা গেছে। এ সময় মহাসড়কের দুপাশে যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে সড়কে চলাচলকারীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

শ্রমিক, পুলিশ ও কারখানা সূত্রে জানা যায়, ট্রপিক্যাল নিটেক্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা মালিকপক্ষের কাছে বাৎসরিক ছুটির টাকা দাবি করে আসছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এতে কর্ণপাত করেনি। রোববার বিকালে কারখানার ভেতরে কাজ বন্ধ করে কর্মবিরতি শুরু করেন। এ সময় মালিকপক্ষের লোকজন আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর হামলা করে। এতে কয়েকজন শ্রমিক আহত হন।

এ ঘটনায় বিকাল থেকে ওই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করে। কারখানা ছুটির পর সন্ধ্যায় মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়। মালিকপক্ষের সঙ্গে বসে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা চলছে।

বণিক বার্তা
সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৬

চট্টগ্রাম বন্দরে একের পর এক কর্মীকে বদলির আদেশ

আজও ৮ ঘণ্টা কাজ বন্ধ রাখার কর্মসূচি শ্রমিক-কর্মচারীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

চলমান অস্থিরতার মধ্যে পৃথক দুটি আদেশে গতকাল একযোগে ১২ কর্মীকে বদলি করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। জরুরি দাপ্তরিক ও অপারেশনাল প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে এসব কর্মীকে বর্তমান কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে ঢাকায় বিভিন্ন দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে গত দুইদিনে বন্দরে মোট ১৬ কর্মীকে বদলি করা হলো।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পার্সোনেল অফিসার স্বাক্ষরিত অফিস আদেশগুলোতে জানানো হয়েছে, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বদলির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওই তারিখেই বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হয়ে নতুন কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা এবং কর্মচারীদের বদলির প্রতিবাদে আজ সকাল ৮টা থেকেও ৮ ঘণ্টার কর্মবিরতি ঘোষণা করেছেন বন্দর শ্রমিক ও কর্মচারীরা। 'চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

গতকাল সকাল ৮টায় কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর বন্দরের এনসিটিসহ তিন টার্মিনালে পরিচালন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। জাহাজ থেকে কনটেইনার উঠানো-নামানোর কার্যক্রমে প্রায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। বিকাল ৪টার পর শ্রমিকরা কাজে যোগ দিলেও দীর্ঘ সময় কাজ বন্ধ থাকায় বন্দরে পণ্য ডেলিভারির বিভিন্ন যানবাহনের দীর্ঘ জট সৃষ্টি হয়।

এনসিটি ব্যবস্থাপনা নিয়ে সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যেই একের পর এক বদলির আদেশ জারি হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে বন্দর অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও চট্টগ্রাম বন্দরের অডিট সহকারী মো. হুমায়ুন কবির বলেন, 'এনসিটি বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা না করে বন্দর কর্তৃপক্ষ উল্টো দমনমূলক পথে হাঁটছে। একের পর এক বদলি আদেশ আসছে। এতে পরিস্থিতি আরো জটিল হবে। এর প্রতিবাদে সোমবারও আমরা ৮ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালন করছি।'

বন্দর কর্তৃপক্ষ অবশ্য তাদের কর্মীদের বদলিকে নিয়মিত প্রশাসনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উল্লেখ করছে। চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) ওমর ফারুক বলেন, 'বন্দরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বদলির আদেশগুলো একটি স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ। দাপ্তরিক ও অপারেশনাল প্রয়োজনে যেকোনো সময় যে কাউকে বদলি করা যায়। যাদের বদলি করা হয়েছে, তারা নতুন কর্মস্থলে যোগদান করেছে কিনা সে বিষয়েও আমরা রিপোর্ট নেব।'

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৯ মাঘ ১৪৩২, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কর্মবিরতিতে অচল চট্টগ্রাম বন্দর, আজও চলবে

১৬ জনকে বদলি, বন্দরে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ

■ সালাহউদ্দিন মো. রেজা, চট্টগ্রাম অফিস

শ্রমিক-কর্মচারীদের টানা কর্মবিরতির কারণে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত কর্মবিরতির ফলে জাহাজ থেকে পণ্য খালাস, লোডিং-আনলোডিং কার্যক্রম কার্যত বন্ধ ছিল। এতে জেটি থেকে জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব হয় এবং বন্দর ইয়ার্ড থেকে কোনো পণ্য খালাস করা যায়নি। চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক দল ও বন্দর রক্ষা সংগ্রাম কমিটি টানা তৃতীয় দিনের মতো আজ সোমবারও সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পূর্ণ কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে শনিবার ও রবিবার একই সময় কর্মবিরতি পালন করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের ট্রাফিক বিভাগ বন্দর ব্যবহারকারীদের উদ্দেশে কোনো গুজবে কান না দিয়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালেও বাস্তবে শ্রমিক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ না থাকায় বন্দর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দর বার্থ অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ফজলে একরাম চৌধুরী জানান, শ্রমিক বুকিং দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও শ্রমিকরা বুকিং নিচ্ছে না। তিনি বলেন, 'শুধু শ্রমিক নয়, কর্মচারীরাও কলম বিরতিতে রয়েছেন। কোনো কাগজে স্বাক্ষর না করায় প্রশাসনিক কার্যক্রমও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে পুরো বন্দরে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।'

চট্টগ্রাম বন্দরের সবচেয়ে বড় কনটেইনার টার্মিনাল নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠান দুবাইভিত্তিক ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে গত কয়েক মাস ধরে বন্দরভিত্তিক শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) আন্দোলন করে আসছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধে তাড়াহুড়ো করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে লাভজনক টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।

এনসিটি চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ একাই সম্পন্ন করে থাকে। এটি বন্দরের সবচেয়ে লাভজনক টার্মিনালগুলোর একটি। সংশ্লিষ্টরা জানান, এনসিটি নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত এবং এখানে পর্যাপ্ত হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্টসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার আমলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এর নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন। ২০০৭ সালে নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। বন্দর সংশ্লিষ্টদের মতে, বর্তমানে এনসিটিতে নতুন করে বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই। তবে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, বন্দরের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বিদেশি অপারেটর নিয়োগ জরুরি।

এদিকে কর্মবিরতির পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আরো ১২ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে ঢাকার আইসিডি ও নারায়ণগঞ্জের পানগাঁও টার্মিনালে বদলি করেছে। এর আগে বদলি করা চার জনসহ দুই দিনে মোট ১৬ জনকে বদলি করা হলো। বদলির প্রতিবাদে আজ সোমবার শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) চট্টগ্রাম বন্দর অভিমুখে কালো পতাকা মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে। স্কপের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কালো পতাকা হাতে কর্মসূচি পালনের কথা জানানো হয়। একই সঙ্গে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে আজও পূর্ণ কর্মবিরতির ঘোষণা দেওয়া হয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) বন্দর এলাকায় এক মাসের জন্য সভা-সমাবেশ, মিছিল ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করেছে। সিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখা, যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংবাদ
বৃহস্পতিবার ২২ মাঘ ১৪৩২
: Thursday 5 February 2026

ফাঁকা টার্মিনাল। শ্রমিক-কর্মচারীদের টানা কর্মবিরতিতে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে —সংবাদ

শ্রমিক-কর্মচারীদের টানা কর্মবিরতিতে চট্টগ্রাম বন্দর পুরোপুরি অচল

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামবন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ডাকা অনিদির্ষ্টকালের কর্মবিরতিতে পুরোপুরি অচল হয়ে পড়েছে বন্দরের সব ধরনের অপারেশনাল কার্যক্রম। বহির্নোঙ্গর থেকে বন্দরের জেটিতে জাহাজ আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। জেটিতে আটকে আছে পণ্য খালাসের জন্য আসা জাহাজ। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) আরব-আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ, আন্দোলন উহ্য করতে শ্রমিক-কর্মচারীদের হয়রানি, দমনপীড়ন

আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে বদলি

বন্ধের দাবিতে গতকাল সকাল থেকে অনিদির্ষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু হয়েছে। আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৬ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে বদলির আদেশ দিয়েছে মন্ত্রণালয়।

গত মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে চট্টগ্রামবন্দর রক্ষা পরিষদের ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি দেয়া হলেও ইতোমধ্যেই অনির্দিষ্টকালের কর্মসূচি ঘোষণা করায় লাগাতার অচলাবস্থা তৈরি হল বন্দরে। টানা কর্মবিরতের কারণে গত কয়েকদিন ধরে চট্টগ্রামবন্দরে সব ধরনের অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ আছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা কেউ কাজে যোগ দেননি। বন্দরের তিনটি টার্মিনাল জিসিবি, সিসিটি ও এনসিটিসহ সব জেটিতে অপারেশাল কার্যক্রম বন্ধ আছে। তিন টার্মিনালে জাহাজ থেকে কনটেইনার ওঠানো-নামানোর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে পণ্য খালাসের জন্য আসা জাহাজগুলো ঠাঁই দাঁড়িয়ে আছে। কনটেইনার টার্মিনালগুলোতে যন্ত্রপাতির অপারেটররাও কাজে যোগ দেননি। বন্দরে পণ্য পরিবহনকারী যানবাহন প্রবেশ বন্ধ আছে। ইয়ার্ড থেকে কনটেইনার ও পণ্য খালাস হচ্ছে না। ১৯টি অফডক থেকে বন্দরে কনটেইনার পরিবহনও বন্ধ আছে।

বন্দর সূত্র জানায়, কর্মবিরতির সমর্থনে ডক শ্রমিকরাও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। এর ফলে নৌযান চলাচল বন্ধ থাকায় পাইলটরা বহির্নোঙ্গরে যেতে পারছেন না। এতে বহির্নোঙ্গর থেকে জেটিতে জাহাজ আসা বন্ধ আছে। জেটিতে এবং বহির্নোঙ্গরে অন্তত ৯টি জাহাজ পণ্য খালাসের জন্য অপেক্ষমাণ আছে বলে সূত্র জানায়।

গত ৩১ জানুয়ারি ও গত রোববার দুইদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রামবন্দরে কর্মবিরতি পালন করে বিএনপিপন্থি দুই সংগঠন চট্টগ্রামবন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল ও চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী সাবেক সিবিএ। তৃতীয়দিনে ২ ফেব্রুয়ারি 'চট্টগ্রামবন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ'র ডাকে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালিত হয়। তিন দিনই কর্মবিরতি চলাকালে বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকাংশই কাজে যোগ দেননি। এর ফলে প্রায় সব ধরনের অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে অচলাবস্থা তৈরি

শ্রমিক-কর্মচারীদের টানা কর্মবিরতিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় চট্টগ্রামবন্দরে। এ অবস্থায় সোমবার নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক অফিস আদেশে ১৫ জনকে বদলির সুপারিশ করা হয়, যাদের মধ্যে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা বিএনপিপন্থি দুই শ্রমিক নেতাও আছেন। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মো. বেলায়েত হোসেনের সই করা আদেশে দাপ্তরিক

বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস, কে খোদা তোতনকে নেতৃত্বে দিতে দেখা যাচ্ছে কর্মসূচি ঘোষণার সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামবন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের নেতারা- মো. হুমায়ুন কবীর, মোজাহের হোসেন শওকত, আনোয়ারুল আজিম রিংকু, আবুল কালাম আজাদ, আবদুর রউফ লিটন, শেখ ছানুয়ার মিয়া, শামসুর রহমান স্বপন, আকতার হোসেন, মঞ্জুরুল পারভেজ সুমনসহ আরও অনেকে। আন্দোলন প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ইব্রাহিম খোকন বলেন, এনসিটি ইজারা দেয়ার প্রক্রিয়া থেকে সরকার যাতে সরে আসে, সেজন্য এই আন্দোলন কর্মসূচি। শ্রমিক-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেলেও বিষয়টি সমাধানে সরকার থেকে কোনো উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না, বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের শান্ত করার মতো কোনো আশ্বাস এবং বক্তব্যও দিচ্ছে না এবং কেউ সান্ত্বনা পর্যন্তও দিচ্ছে না।

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের সার্বিক বিষয় জানার জন্য চট্টগ্রামবন্দর পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ ওমর ফারুকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও মোবাইলে পাওয়া যায়নি।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার । ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

চট্টগ্রাম বন্দরে অচলাবস্থা

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কর্মবিরতিতে স্থবির হয়ে পড়েছে বন্দরের কার্যক্রম। গতকাল তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

এনসিটি বিদেশিদের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কর্মবিরতি

- বাড়ছে কনটেইনারজট
- রাজস্ব আদায় প্রায় ৪০% কমেছে

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

ইঞ্জিনের গর্জন নেই, নেই পণ্যবাহী ট্রাকের চিরচেনা জট। দেশের অর্থনীতির প্রবেশদ্বার চট্টগ্রাম বন্দরের মূল তিনটি টার্মিনাল গতকাল বুধবারও ছিল জনশূন্য। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শ্রমিক-কর্মচারীদের লাগাতার কর্মবিরতিতে ভুতুড়ে নীরবতা নেমে এসেছে বন্দরজুড়ে। জেটির বিশালাকার গ্যান্ট্রি ক্রেনগুলো আকাশের দিকে মুখ করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে—তা থেকে মনে হয় পুরো বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য থমকে আছে।

গতকাল বুধবার সকালে এই বন্দরে গিয়ে দেখা যায়, বন্দরে মানুষের আনাগোনা নেই।

চট্টগ্রাম বন্দরে অচলা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

টার্মিনালের ভেতরে পণ্য ওঠানো-নামানোর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিগুলো অলস পড়ে আছে। জেটিতে থাকা ১৪টি জাহাজ পণ্য খালাস করতে না পেরে আটকা পড়েছে। অথচ বন্দরে ২৪ ঘণ্টা সচল থাকত জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি), চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ও এনসিটি। জানা গেছে, গত মঙ্গলবার থেকে নতুন জাহাজ জেটিতে ভেড়ানো সম্ভব হয়নি। এমনকি বহির্নোঙরে যাওয়ার জন্য তৈরি জাহাজগুলোও বন্দর ত্যাগ করতে পারেনি। আন্দোলনকারীরা বন্দরের প্রতিটি প্রবেশপথে শক্ত অবস্থান নিয়েছেন। এ কারণে কোনো শ্রমিক কাজে যোগ দিতে পারেননি। ফলে জেটি থেকে ইয়ার্ড—সর্বত্রই ছিল জনমানবহীন। স্বাভাবিক সময়ে বন্দরের ৪ নম্বর গেটের সামনে রপ্তানি ও আমদানি পণ্যবাহী লরি ও ট্রেইলারের দীর্ঘ সারি থাকে। গতকাল গেটের দুই পাশ ছিল তালাবদ্ধ। মাঝে মধ্যে দু-একটি ব্যক্তিগত গাড়ি যাতায়াতের জন্য ছোট দরজা খোলা হলেও পণ্যবাহী কোনো যানবাহনের দেখা মেলেনি। গতকাল পর্যন্ত জেটি ও বহির্নোঙরে ১৪২টি জাহাজ আটকা পড়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জাহাজে রয়েছে চিনি, ভোজ্যতেল ও ডালের মতো পণ্য। আমদানিকারকরা আশঙ্কা করছেন, এভাবে টার্মিনাল অচল থাকলে বাজারে সরবরাহব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে ও পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। রমজান মাসে পণ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেবে ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পণ্যের দাম বেড়ে যাবে।

বেসরকারি ডিপোগুলোয় গতকাল পর্যন্ত ১০ হাজার ৮১৭ টিইইউস (২০ ফুট দৈর্ঘ্যের সমান কনটেইনারের একক) রপ্তানি কনটেইনার আটকা ছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিদেশি জাহাজগুলো যদি পণ্য না নিয়ে বন্দর ত্যাগ করতে শুরু করে, তবে তৈরি পোশাক খাতের শত শত কোটি টাকার ক্রয়াদেশ বাতিলের আশঙ্কা তৈরি হবে। স্বাভাবিক সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার একক (টিইইউস) পণ্যবাহী কনটেইনার খালাস হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যায়। কিন্তু গত শনিবার থেকে বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মবিরতি শুরুর পর থেকে এই চিত্র বদলে গেছে। গত শনিবার কনটেইনার খালাস কমে দাঁড়ায় এক হাজার ৭৫০ টিইইউসে। গত রবি ও সোমবার তা আরো কমে এক হাজার ৬৮৪ এবং এক হাজার ২৩০ টিইইউসে ঠেকেছে। গতকাল বুধবার বন্দরে কনটেইনার ছিল ৩৭ হাজার ৩১২ টিইইউস। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস দেশের মোট রাজস্বের বিশাল অংশ জোগান দেয়। প্রতিদিন গড়ে বন্দরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা থাকে ১৭০ কোটি টাকা। কর্মবিরতির দরুন দৈনিক রাজস্ব আদায়ের হার প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে।

বন্দরের ধারণক্ষমতা যেখানে প্রায় ৫৯ হাজার কনটেইনার, সেখানে বর্তমানে জেটি, টার্মিনাল ও বহির্নোঙরে আটকা পড়েছে ৫২ হাজার ৪৯৬ টিইইউস কনটেইনার। বন্দরের বহির্নোঙর ও জেটি মিলিয়ে ১৪২টি জাহাজ অলস বসে আছে। প্রধান তিনটি টার্মিনালের জেটিতে ১৪টি জাহাজ (১০টি কনটেইনারবাহী ও চারটি খোলা পণ্যবাহী) গত মঙ্গলবার থেকে নড়তে পারেনি।

বেসরকারি ডিপো বা অফডকগুলো থেকে সাধারণত প্রতিদিন দুই হাজার ৮০০টি রপ্তানি কনটেইনার বন্দরে পাঠানো হয়। বর্তমানে তা নেমেছে এক হাজার ৪০০টিতে (৫০% হ্রাস)। ২১টি বেসরকারি ডিপোতে বর্তমানে ১০ হাজার ৮১৭ টিইইউস রপ্তানি পণ্য এবং সাত হাজার ৯১০ টিইইউস আমদানি পণ্য আটকা পড়ে আছে। সবচেয়ে বড় জট তৈরি হয়েছে খালি [illegible] গতকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৫২
কনটেইনারে, যার সংখ্যা গতকাল [illegible]
হাজার ৪৯৬টিতে। ডিপো মালিক সমিতির [illegible] (বিকডা)
মহাসচিব রুহুল আমিন শিকদার গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, আন্দোলনের তিন দিন বিকেল ৪টার পর কিছুটা কাজ করতে পেরেছি। টানা ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতির ফলে সংকট বাড়ছে। সময়মতো রপ্তানি কনটেইনার পাঠাতে না পারলে সেটি রেখে বন্দর ত্যাগ করবে বিদেশি জাহাজ। এতে তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য সংকট তৈরি করবে।

এদিকে, আন্দোলনের মুখে বন্দর কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে ৩১ শ্রমিক-কর্মচারীকে মোংলা ও পায়রা বন্দরে বদলি করেছে। তবে এতে আন্দোলন দমানোর পরিবর্তে তা আরো তীব্র হয়েছে। বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হুমায়ুন কবির বলেন, 'আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এনসিটি ইজারা বাতিল ও বদলি করা কর্মচারীদের বদলির আদেশ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত এই টার্মিনালগুলো এভাবেই জনশূন্য থাকবে।'

শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক পরিচালক খায়রুল আলম সুজন কালের কণ্ঠকে বলেন, আন্দোলনরত শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে বসে এই সংকট দ্রুত সময়ের মধ্যে সমাধান করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কারণ আন্দোলন আরো দীর্ঘ হলে দেশের অর্থনীতিতে তা আরো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তার সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ ভোক্তার ওপর।

বণিকবার্তা মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬

চট্টগ্রাম বন্দরে এবার ২৪ ঘণ্টা কর্মবিরতির ডাক শ্রমিক-কর্মচারীদের

কনটেইনারভিত্তিক আমদানি-রফতানিতে ধাক্কা সরবরাহ সংকটের ঝুঁকি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

তিনদিন ৮ ঘণ্টার কর্মবিরতির পর আজ সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এরই মধ্যে খালাস প্রক্রিয়া ধীর হয়ে বন্দরের অভ্যন্তরে কনটেইনার জমতে শুরু করেছে

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশী প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে টানা কর্মসূচি আরো জোরালো হচ্ছে। তিনদিন ৮ ঘণ্টার কর্মবিরতির পর আজ সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা। একই সঙ্গে আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা শ্রমিক-কর্মচারীদের চিহ্নিত করে চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন বন্দরে তাৎক্ষণিক বদলির ঘটনাও উত্তেজনা বাড়িয়েছে।

বন্দর ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীরা জানান, সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসছে কনটেইনারভিত্তিক আমদানি-রফতানি কার্যক্রমে। এরই মধ্যে খালাস প্রক্রিয়া ধীর হয়ে বন্দরের অভ্যন্তরে কনটেইনার জমতে শুরু করেছে। দেশে কনটেইনার পরিবহনের প্রায় ৯৯ শতাংশই পরিচালিত হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। শিল্পের কাঁচামাল, মূলধনি যন্ত্রপাতি ও বাণিজ্যিক পণ্যের বড় অংশ কনটেইনারে আমদানি হয়। একইভাবে রফতানি পণ্যের প্রায় পুরোটাই পাঠানো হয় কনটেইনারে। তারা বলছেন, দীর্ঘ কর্মসূচির ফলে বন্দরের জেটিতে কনটেইনার খালাস ও ডেলিভারি বন্ধ থাকায় বড় ধরনের সরবরাহ সংকটের ঝুঁকি তৈরি হতে হচ্ছে।

টি কে গ্রুপের গ্রুপ ডিরেক্টর মোস্তফা হায়দার বণিক বার্তাকে বলেন, 'চট্টগ্রাম বন্দর দেশের সাপ্লাই চেইনের লাইফলাইন। যারা বাল্ক পণ্য আমদানি করেন, তাদের ক্ষেত্রে প্রভাব তুলনামূলক কম। কারণ বহির্নোঙরে মাদার ভেসেল থেকে লাইটার জাহাজে পণ্য খালাস হয়ে নদীপথে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কনটেইনারভিত্তিক শিল্প-কারখানার কাঁচামাল বন্দরের জেটিতে এনে খালাস করতে হয়। এখানে কাজ বন্ধ থাকলে ডেলিভারিতে বিলম্ব হবে, পোর্ট ড্যামারেজ বাড়বে। এ মাসে কার্যদিবস মাত্র ১৬ দিন। খালাসের গতি কমে গেলে বন্দরের ভেতরে আবার কনটেইনারজট তৈরি হবে। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, একবার জট তৈরি হলে স্বাভাবিক হতে অনেক দিন সময় লাগে। এতে পুরো সাপ্লাই চেইন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সামনে রমজান ও নির্বাচন থাকায় উদ্বেগ আরো বাড়ছে।'

রফতানিকারক উদ্যোক্তাদের মতে, বন্দরের মাধ্যমে রফতানি পণ্যের সিংহভাগই তৈরি পোশাক শিল্পের। আন্দোলন দীর্ঘ হলে জেটিতে জাহাজ ভিড়তে অপেক্ষার সময় বাড়বে। ফলে সময়মতো কাঁচামাল না পেলে উৎপাদন ব্যাহত হবে।

চট্টগ্রামভিত্তিক রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান এশিয়ান গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুস সালাম বলেন, '৮ ঘণ্টার কর্মসূচি চলাকালে আমরা রাতে হলেও ডেলিভারি পাচ্ছিলাম। তাতেই কনটেইনারজট তৈরি হচ্ছিল। এখন কর্মসূচি ২৪ ঘণ্টায় গেলে রফতানিকারকরা বড় সংকটে পড়বেন। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন, সাপ্তাহিক ছুটি ও শবেবরাত মিলিয়ে কার্যদিবস খুবই কম। এদিকে চায়নায় ১৬ দিনের বড় বন্ধ ঘনিয়ে আসায় তারা আগেই কাঁচামাল পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমদানি করা কাঁচামাল সময়মতো না পেলে উৎপাদন নিশ্চিতভাবে পিছিয়ে যাবে। তখন রফতানি পণ্য নিয়ে ফিডার ভেসেল সিঙ্গাপুর বা কলম্বোতে গিয়ে মাদার ভেসেলের সংযোগ হারানোর ঝুঁকি তৈরি হবে। নতুন সিজনের কাজ শুরু হয়েছে, এ সময় কোনো বড় ব্যাঘাত একেবারেই কাম্য নয়।'

এদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের চলমান অচলাবস্থায় তৈরি পোশাক খাতের আমদানি-রফতানি কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)। সংগঠনটি বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম দ্রুত চালুর আহ্বান জানিয়েছে।

গতকাল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বরাবর পাঠানো এক চিঠিতে বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি সেলিম রহমান বলেন, 'শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মসূচির কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে তৈরি পোশাক খাতের আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম সচল রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। তৈরি পোশাক খাত সময় ও সিজননির্ভর একটি রফতানিমুখী শিল্প। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাঁচামাল আমদানি ও প্রস্তুত পণ্য রফতানি করতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির কারণে রফতানি আদেশ বাতিল হওয়া কিংবা উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে।'

অন্যদিকে আন্দোলনের মধ্যেই গতকালও ১৫ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে খুলনার মোংলা ও পটুয়াখালীর পায়রা বন্দরে বদলি করা হয়েছে। বদলির তালিকায় আন্দোলনের দুই সমন্বয়কও রয়েছেন। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব মো. বেলায়েত হোসেনের সই করা অফিস আদেশে দাপ্তরিক প্রয়োজনে বদলিপূর্বক সংযুক্তির কথা বলা হয়েছে।

এর আগে তিন দফা আদেশে এসব কর্মচারীকে ঢাকার কমলাপুর কনটেইনার ডিপো ও পানগাঁও নৌ-টার্মিনালে বদলি করা হলেও তারা সেখানে যোগ দেননি। সর্বশেষ নতুন আদেশে তাদের মোংলা ও পায়রা বন্দরে সংযুক্ত করা হলো।

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমরা কোনোভাবেই এনসিটি ইজারা দেয়ার এ সিদ্ধান্ত মেনে নেব না। মঙ্গলবার (আজ) সকাল ৮টা থেকে ২৪ ঘণ্টা কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়েছি।'

আরেক সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবির বলেন, 'কর্মসূচির অংশ হিসেবে বন্দরের ভেতরে পণ্য পরিবহন, কনটেইনার হ্যান্ডলিং ও আমদানি পণ্যের ডেলিভারি কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হবে।'

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক বণিক বার্তাকে বলেন, 'এনসিটি-সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। আর বন্দর কর্মীদের বদলির আদেশগুলো স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার অংশ।'

সময়ের আলো বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

শ্রমিকদের বেতন নিশ্চিতে স্বল্প সুদে ঋণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

শ্রমিকদের ঈদের আগে বেতন ও বোনাস সময়মতো প্রদানের জন্য ছয় মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা স্বল্প সুদে ঋণ চান রফতানিকারকরা। একই সঙ্গে রফতানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের চলমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে প্রক্রিয়াধীন নগদ সহায়তার আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির কথা জানিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) নেতারা অর্থ বিভাগের সচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদারের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে পোশাক খাতের সংকট মোকাবিলায় শিল্প রক্ষায় জরুরি নীতিগত ও আর্থিক সহায়তার এ অনুরোধ জানান।

বিজিএমইএর সহ-সভাপতি মো. শিহাব উদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সহ-সভাপতি মো. রেজোয়ান সেলিম, সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান ও পরিচালক ফয়সাল সামাদ। বৈঠকে বিজিএমইএর নেতারা এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় লিড ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রক্রিয়াধীন থাকা বকেয়া নগদ সহায়তার আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করে অর্থ ছাড়করণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের দাবি জানান। তারা বলেন, এর ফলে কারখানাগুলোর ক্যাশ ফ্লো ব্যবস্থাপনায় স্বস্তি আসবে। এ ছাড়া তারা আসন্ন ঈদ ও নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও বোনাস নিশ্চিত করতে ছয় মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ 'সফট লোন' বা স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে প্রদানসহ অন্যান্য জরুরি সহযোগিতা প্রদানের দাবি তুলে ধরেন।

বিজিএমইএ নেতারা বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ নানা প্রতিকূলতায় শিল্পটি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বকেয়া দাবিতে উত্তরায় সড়ক অবরোধ গার্মেন্ট কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর উত্তরায় দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন আমেনা গার্মেন্টস নামে এক পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বেলা ১১টার পর উত্তরা পশ্চিম থানার আমির কমপ্লেক্সের সামনে তারা দীর্ঘ দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সৃষ্ট দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন কয়েক হাজার যাত্রী ও চালক। পরে পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে তারা রাস্তা ছাড়েন। এতে দুপুর ১টার দিকে সড়কটিতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আন্দোলনরত শ্রমিকরা জানান, গত দুই মাসের বেতন বকেয়া থাকায় তারা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। গার্মেন্টস মালিকপক্ষ উপস্থিত হয়ে বেতন পরিশোধের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত তারা সড়ক ছাড়বেন না। উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রফিক আহমেদ গণমাধ্যমকে বলেন, তুরাগ থানা এলাকার আমেনা গার্মেন্টসের কর্মীরা পাওনা আদায়ের দাবিতে সড়কে নেমে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং শ্রমিকদের বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করে। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যেতে সম্মত হন। তিনি আরও বলেন, অবরোধ চলাকালে শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা বা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেনি।

বকেয়া দাবিতে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] তারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের দাবি উত্থাপন করেছেন। মহাসড়কে যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশ কাজ করছে। শ্রমিকরা সড়ক ছাড়ার পর ধীরে ধীরে যানবাহনের গতি স্বাভাবিক হয়। পুনরায় যেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় তাই শিল্পাঞ্চল পুলিশের একটি দল এলাকায় টহল দিচ্ছে।

যুগান্তর | শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৪ মাঘ ১৪৩২

ছয় দিন পর সচল চট্টগ্রাম বন্দর

১৫ শ্রমিক নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞায় ক্ষোভ

ডেমারেজ চার্জ মওকুফের দাবি বিজিএমইএ'র

চট্টগ্রাম ব্যুরো

ছয় দিন অচল থাকার পর চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কর্মবিরতি স্থগিত ঘোষণার পর শুক্রবার সকাল থেকে কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। পণ্য ওঠানামা, খালাস ও ডেলিভারিসহ হ্যান্ডলিং কার্যক্রমে বন্দরে প্রাণচাঞ্চল্য ফেরে। তবে এদিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়ায় কাজের গতি ছিল মন্থর। এরই মধ্যে দ্রুত পণ্য খালাসের জন্য কাস্টমস ও বন্দরের সব সেবা সপ্তাহের সব দিনে ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। একই সঙ্গে কর্মবিরতির কারণে আরোপিত ডেমারেজ মওকুফ চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) চিঠি দিয়েছে সংগঠনটি।

আলাপ-আলোচনা শেষে বৃহস্পতিবার দুদিনের জন্য কর্মবিরতি স্থগিত করে শ্রমিক-কর্মচারীরা। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ১৫ শ্রমিক নেতার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সম্পদের তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)। শ্রমিক নেতারা

১৫ শ্রমিক নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞায় ক্ষোভ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলছেন, এভাবে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বন্দর চেয়ারম্যান কার্যত আন্দোলন আরও উসকে দিয়েছেন। এর প্রতিবাদে আজ থেকে তারা আবারও কর্মবিরতিতে ফিরতে পারেন। চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খোকন যুগান্তরকে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের ন্যায্য দাবিতে আমরা কর্মসূচি পালন করে আসছি। বৃহস্পতিবার নৌ-উপদেষ্টা ও ব্যবসায়ীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সরকারকে সহযোগিতার অংশ হিসাবে দুদিনের জন্য কর্মবিরতি স্থগিত করেছি। কিন্তু বন্দর চেয়ারম্যান এর কয়েক ঘণ্টা না যেতেই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শ্রমিক-কর্মচারী নেতাদের ওপর নতুন করে শাস্তির খড়্গ বসিয়েছেন। এতে শ্রমিকরা আরও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রাতে (শুক্রবার) সভা করে শনিবার থেকেই তারা আবার কর্মবিরতিতে যেতে পারেন।

সূত্র জানিয়েছে, যাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, তাদের বেশির ভাগ নেতার পাসপোর্টই নেই। আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেও তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও নয়। তাই তাদের দেশত্যাগ বা অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রশ্নই আসে না।

চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) ও বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ প্রথম তিন দিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ৮ ঘণ্টা করে এবং পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। এরপর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কার্যত অচল হয়ে যায়। বহির্নোঙর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেটিতে আটকা পড়ে পণ্যবাহী জাহাজ। সরকারি-বেসরকারি অফডকগুলোতেও আমদানি ও রপ্তানি পণ্যবাহী কনটেইনারের স্তূপ জমে যায়। সারের কাঁচামাল, রপ্তানি পণ্য, এভিয়েশন ফুয়েলের মতো জ্বালানি পণ্যবাহী জাহাজ পণ্য খালাস করতে না পারায় এক প্রকার 'ডেডলক' সৃষ্টি হয়।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন নৌপরিবহণ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। বন্দর ভবনে তিনি শ্রমিকদের তোপের মুখে পড়েন। এর মধ্যেই বন্দরের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও আন্দোলনরত শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তিনি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি কীভাবে সুরাহা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করে দুই দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুক্র ও শনিবার কর্মবিরতির কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে এই ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই মূলত চট্টগ্রাম বন্দরে হ্যান্ডলিং কার্যক্রম শুরু হয়।

কিন্তু এর কয়েক ঘণ্টা না যেতেই বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ১৫ কর্মচারীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সম্পদের হিসাব অনুসন্ধান করতে আদেশ জারি করে। এই চিঠি পেয়েই আন্দোলনকারী শ্রমিক-কর্মচারীরা আবারও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তাদের অভিযোগ, বন্দর চেয়ারম্যান একগুঁয়েমি করে শ্রমিক-কর্মচারী তথা আন্দোলনকারীদের ঘায়েল করতেই একের পর এক শাস্তির খড়্গ বসাচ্ছেন। বন্দরের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত ১৬ শ্রমিককে বদলি করেন। প্রথমে কমলাপুর আইসিডি ও পানগাঁও আইসিডিতে বদলি করা হলেও এর মধ্য থেকে ১৫ জনকে পরে মোংলা ও পায়রা বন্দরে সংযুক্ত করা হয়। সেই ১৫ জনের বিরুদ্ধেই এলো নতুন আদেশ।

যাদের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা : চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক ও জাতীয়তাবাদী বন্দর শ্রমিক দলের নেতা মো. হুমায়ুন কবির, সমন্বয়ক মো. ইব্রাহিম খোকন, মো. ফরিদুর রহমান, মোহাম্মদ শফি উদ্দিন, রাশিদুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. জহিরুল ইসলাম, খন্দকার মাসুদুজ্জামান, হুমায়ুন কবির (এসএস পেইন্টার), মো. শাকিল রায়হান, মানিক মিঝি, মো. শামসু মিয়া, মো. লিয়াকত আলী, আমিনুর রসুল বুলবুল ও মো. রাব্বানী।

১৩ হাজার কনটেইনার আটকা : চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক যুগান্তরকে বলেন, 'শুক্রবার সকাল থেকে বন্দরে জাহাজ ভিড়তে শুরু করে। এর ফলে পুরোদমে কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। ৬ দিনের কর্মবিরতির ফলে ১২-১৩ হাজার একক রপ্তানি পণ্যের কনটেইনার আটকা পড়েছে। যদিও আমাদের ক্যাপাসিটি রয়েছে ৫৯ হাজারের মতো। কয়েকদিনের মধ্যে এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

ডেমারেজ চার্জ মওকুফের জন্য চিঠি : এনবিআর চেয়ারম্যানের কাছে বৃহস্পতিবার চিঠি দেন বিজিএমইএ'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সেলিম রহমান। এতে বলা হয়েছে, কর্মবিরতির কারণে ৩১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্দরের স্বাভাবিক আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এতে বর্তমানে বন্দরে অস্বাভাবিক পণ্যজটের সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি পোশাকশিল্প একটি অত্যন্ত সময়সংবেদনশীল ও সময়নির্ভর খাত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমাদের উৎপাদন সম্পন্ন করে পণ্য রপ্তানি করতে হয়। কোনো ধরনের অপারেশনাল ব্যাঘাতের কারণে যদি নির্ধারিত সময়ে বিদেশি ক্রেতার কাছে পণ্য সরবরাহ সম্ভব না হয়, তাহলে রপ্তানিকারকরা তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ অর্ডার হারানোর ঝুঁকির মুখে পড়েন। কর্মবিরতির কারণে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রমও বন্ধ রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে চলমান রপ্তানি আদেশগুলো সম্পন্ন করার জন্য দ্রুততার সঙ্গে সৃষ্ট পণ্যজট নিরসন করা জরুরি। এক্ষেত্রে দ্রুত পণ্য খালাসের নিমিত্তে কাস্টমস ও বন্দরসংক্রান্ত সব কার্যক্রম ২৪ ঘণ্টা ৭ দিন চলমান রাখা আবশ্যক।

সেলিম রহমান আরও বলেন, বন্দরে সৃষ্ট অচলাবস্থায় আমদানিকারকরা নির্ধারিত সময়ে পণ্য খালাসে ব্যর্থ হয়েছেন। এখানে আমদানিকারকদের কোনো ত্রুটি বা অবহেলা ছিল না। তাই কোনো আমদানি পণ্যের বিপরীতে ৩০ জানুয়ারির পর থেকে ডেমারেজ চার্জ আদায় করা যুক্তিযুক্ত নয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাসিকের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প

আট মাস বেতন পান না কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্যকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

কর্মীরা বেতন না পাওয়ায় বন্ধ হতে চলেছে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা। আট মাস ধরে স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক ও অন্য কর্মীরা বেতন না পেয়ে কর্মবিরতিতে গেছেন। যদিও সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষ বলছে, সরকার অর্থ বরাদ্দ দিলেই তারা বেতন পাবেন। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের পাঁচটি নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসা নেন দরিদ্র মানুষরা। নগরীর বাইরে থেকেও অনেকে চিকিৎসা নিতে আসেন। কিন্তু আট মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের কর্মীরা। এমন অবস্থায় রবিবার থেকে কর্মবিরতিতে গেছেন তারা। সকালে তারা টিকাপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সচিব নয়ন কুমার সাহা বলেন, প্রকল্পটির মেয়াদ গত বছরের জুনে শেষ হলেও দীর্ঘদিন ধরে চলমান থাকার কারণে এবং হঠাৎ করে স্বাস্থ্যসেবা বন্ধ না করতেই অনেক কর্মী দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রকল্পটি সিটি করপোরেশন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অংশীদার এনজিওগুলোর যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত হওয়ায় বিষয়টি কিছুটা জটিল হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা জানান, গত আট মাস ধরে তারা কোনো বেতন পাচ্ছেন না। ফলে পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাদের। তারা বলেন, কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দিলেও বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি। তাদের দাবি, আট মাসের বকেয়া বেতনের পরিবর্তে তাদের মাত্র তিন মাসের বেতন দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নির্ধারিত মাসিক বেতন ১৬ হাজার ৫০০ টাকা থাকলেও দেওয়া হবে মাত্র ৯ হাজার টাকা– এমন তথ্য জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সেটিও আজ পর্যন্ত দেয়নি। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. এফ এ এম আঞ্জুমান আরা বেগম বলেন, 'জুনে সারা বাংলাদেশের প্রজেক্ট শেষ হয়ে গেছে।

যুগান্তর | সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২৬ মাঘ ১৪৩২

কর্মবিরতিতে আবারও অচল চট্টগ্রাম বন্দর

এবার ১৪ কর্মচারী বরখাস্ত, ১৫ জনের বাসার বরাদ্দ বাতিল

৫ জনকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নেওয়ার অভিযোগ

আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম বন্দরে রোববার থেকে আবারও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকাল ৮টা থেকে চার দফা দাবিতে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে নেমেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক-কর্মচারীরা। চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে এ কর্মসূচি চলছে। এতে সমর্থন দিয়েছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। চলমান পরিস্থিতি নিয়ে বন্দর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এসএম মনিরুজ্জামান। তবে সেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের কোনো প্রতিনিধি যোগ দেননি। বৈঠক শেষে তিনি জানিয়েছেন, বন্দরের অপারেশনাল শ্রমিকদের কাজে কেউ বাধা দিলে ব্যবস্থা নেবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তিনি দাবি করেছেন, বন্দর সচল রয়েছে। তবে রোববার সারা দিনই বন্দরে কোনো পণ্যবাহী গাড়ি প্রবেশ বা বের হতে দেখা যায়নি। বন্দর এলাকায় বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি ছিল।

এদিন বন্দর এলাকা থেকে ৫ আন্দোলনকারীকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করা হয়েছে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ১৫ কর্মচারীর বাসার বরাদ্দ বাতিল করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চবক)। তাদের মধ্যে ১৪ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। রোববার পৃথক আদেশে এই বরখাস্ত ও বাসা বরাদ্দ বাতিল করা হয়। এর প্রতিবাদে আরও কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। রোববার রাতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, আসন্ন রমজান ও জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। তবে বন্দর কর্তৃপক্ষের শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের কারণে কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

বরখাস্তদের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবীর ও মো. ইব্রাহিম খোকনও রয়েছেন। এ দুজনের সঙ্গে

কর্মবিরতিতে আবারও অচল

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আরও ১৩ জনের বাসার বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। তারা হলেন মো. ফরিদুর রহমান, মোহাম্মদ শফি উদ্দিন, রাশিদুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. জহিরুল ইসলাম, খন্দকার মাসুদুজ্জামান, মো. হুমায়ুন কবীর (এসএস পেইন্টার), মো. শাকিল রায়হান, মানিক মিঝি, মো. শামসু মিয়া, মো. লিয়াকত আলী, আমিনুর রসুল বুলবুল ও মো. রাব্বানী।

বন্দরের চিফ পারসোনেল অফিসার স্বাক্ষরিত পৃথক আদেশে রোববার তাদের ১৪ জনকে বরখাস্ত করা হয়। বাসার বরাদ্দ বাতিল করা হয় বন্দরের পরিচালকের (প্রশাসন) সই করা এক আদেশে। এতে বলা হয়, ১৫ জন কর্মচারীকে ২ ফেব্রুয়ারি জনস্বার্থে প্রেষণে মোংলা ও পায়রা বন্দরে বদলি করে সংযুক্ত করা হয়। বদলি করার পর তাদের নিজ নিজ বিভাগ থেকে অবমুক্ত করা হয়। অবমুক্তির তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসে বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তারা এখনো বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগ দেননি। এজন্য তাদের অনুকূলে বরাদ্দ করা বাসা (যদি থাকে) বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদেশে।

এর আগে বন্দর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে দুপুর সোয়া ১২টায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বন্দর চেয়ারম্যান এসএম মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা রাষ্ট্রের কর্মচারী; আমাদের আনুগত্য থাকবে রাষ্ট্রের প্রতি। বন্দর যে আইনে চলে, সেই আইনের প্রতি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। কেউ যদি বিপথগামী হয়ে অন্য কারও আনুগত্য বেছে নেয়, সেটা কর্মকর্তা-কর্মচারী আচরণবিধির সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তিনি আরও বলেন, আমরা আইনসম্মত স্টেপ নিয়েছি। কেউ যদি অবাধ্য হয়ে আইন নিজের হাতে নিয়ে নেয়, তার মানে আমি কি আইন নিজের হাতে নেব? আমি যদি আইন নিজের হাতে নিতাম, তার জন্য যদি অন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো, তখন আপনারাই প্রশ্ন করতেন। এজন্য আমরা কখনোই বেআইনি কিছু করতে পারি না।

চেয়ারম্যান বলেন, 'যারা এসব করছে, তারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ও জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। রমজানের আগে এ ধরনের একটা কাজ করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে তারা।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'বন্দর সচল আছে। আমি ২ ঘণ্টা বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সবাই কাজে যাবে। কেউ বাধা দেবে না। বন্দরের নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) পরিচালনার ভার ডিপি ওয়ার্ল্ডকে দেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা শেষ হয়েছে কি না—এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'নেগোসিয়েশন এখনো শেষ হয়নি।'

এনসিটি জেটি বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ায় সিদ্ধান্ত বাতিল, বন্দর চেয়ারম্যানের পদত্যাগ ও আন্দোলন ঘিরে সব বদলির আদেশ বাতিলের দাবিতে গত ৩১ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতির ডাক দেয় বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। পরে তারা বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যায়। মঙ্গলবার থেকে সংগ্রাম পরিষদ লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করে। এর মধ্যে গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দরে এসে শ্রমিক-কর্মচারীদের তোপের মুখে পড়েন নৌপরিবহণ উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। তার সঙ্গে বৈঠকের পর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ দুইদিনের জন্য তাদের কর্মবিরতি স্থগিত করেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বন্দরের ১৫ জন শ্রমিক নেতার দেশত্যাগের নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের সম্পদের তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। পরে শনিবার দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ রোববার সকাল ৮টা থেকে লাগাতার ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়।

এদিকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত ৫ জন শ্রমিক নেতাকে ডিবি পরিচয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করেছেন নেতারা। যাদের তুলে নেওয়া হয়েছে তারা হলেন—শামসু মিয়া টুকু, আবুল কালাম আজাদ, রিপন, আশাবুল ও আনোয়ার হোসেন। এর মধ্যে শামসু মিয়া টুকুকে শনিবার রাতে আটক করা হয়েছে। বাকি চারজনকে রোববার সকাল ৯ থেকে ১১টার মধ্যে আটক করা হয় বলে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন। তবে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) পক্ষ থেকে রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়নি।

চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবীর যুগান্তরকে বলেন, 'উপদেষ্টা এবং আশিক চৌধুরী যেহেতু জানিয়েছে, এই সরকারের সময় আর এই চুক্তি হচ্ছে না; তাই আমরা এটা পজেটিভলি দেখছি। রাত ৯টায় আমাদের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেই বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া আমাদের ৫ নেতাকে ডিবি পরিচয়ে আটক করা হয়েছে। তবে এর মধ্যেও আমাদের আন্দোলনে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। এখনো (সন্ধ্যা ৭টায়) চট্টগ্রামে বন্দরে পিনপতন নীরবতা চলছে।'

আটকের বিষয়ে জানতে ডিসি ডিবি-বন্দর ও পশ্চিম বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, বন্দর থেকে কাউকে আটক করা হয়নি। ডিসি (ডিবি-বন্দর) কাজী আবদুর রহিম বলেন, 'এখানে আমাদের ক্রাইম ডিভিশন রয়েছে, ডিবি রয়েছে। তবে আমার অফিস থেকে বন্দরের কাউকে আটক করা হয়নি।'

সময়ের আলো
রোববার। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাংবাদিকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ

• ঢাবি প্রতিনিধি

সাংবাদিকদের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর 'ন্যাক্কারজনক' হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। সে সময় ঢাকায় কর্মরত অন্য সাংবাদিকরাও প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নেন। শনিবার দুপুরে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে তারা এ প্রতিবাদ সমাবেশ করেন।

সমাবেশে প্রথম আলোর সাংবাদিক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্র-জনতা ও সাংবাদিকদের রক্তের ওপর দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সাংবাদিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেনি বরং সাংবাদিকদের স্বাধীন সাংবাদিকতায় বাধা দিচ্ছে, তাদের ল্যাং মেরে ফেলে দিচ্ছে, তাদের ওপর হামলা করছে।

সময়ের আলো
রোববার। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

বন্ধ ৬ চিনিকল চালুর দাবিতে মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি

• নিজস্ব প্রতিবেদক

গত সরকারের আমলে বন্ধ করে দেওয়া ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল চালুর দাবি জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকল রক্ষা সংগ্রাম জাতীয় কমিটি। এই দাবিতে আগামী ৩১ মার্চ শিল্প মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির আহ্বায়ক কামরুজ্জামান ফিরোজ। এ সময় সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ঘেরাও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ ও খোলা সব চিনি কারখানায় ২৬ মার্চ পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

কর্মসূচি ঘোষণা করে কামরুজ্জামান ফিরোজ বলেন, এর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে জাতীয় গণফ্রন্ট ও জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সাক্ষাতের সময় অন্যান্য প্রসঙ্গের পাশাপাশি বন্ধ ছয়টি চিনিকল আধুনিকায়ন করে পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পরে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে চিনিকল ছয়টি চালুর ঘোষণা দেওয়া হয়।

যুগান্তর | রোববার ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২৫ মাঘ ১৪৩২

চট্টগ্রাম বন্দরে আজ থেকে ফের কর্মবিরতি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

স্থগিত ঘোষণার একদিন না যেতেই চট্টগ্রাম বন্দরে আবারও অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ। তিন দাবি আদায়ে আজ সকাল ৮টা থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। শনিবার দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. ইব্রাহীম খোকন ধর্মঘটের ডাক দিয়ে দাবিগুলো তুলে ধরেন।

এদিকে বন্দরে চলমান অচলাবস্থা দ্রুত নিরসনে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হস্তক্ষেপ কামনা করে খোলা চিঠি দিয়েছে চার সংগঠন। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইলস মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ) শনিবার এ চিঠি দেয়।

এর আগে টানা ৬ দিন কর্মবিরতি পালন করা হলেও তা ছিল শুধু নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে। এবার বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডকে এনসিটি ইজারা না দেওয়ার সুস্পষ্ট সরকারি ঘোষণা চেয়েছেন আন্দোলনকারীরা। সংবাদ সম্মেলনে তারা চট্টগ্রাম বন্দরে সৃষ্ট সংকটের জন্য বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এসএম মনিরুজ্জামানকে দায়ী করে তার অপসারণ দাবি করেছেন। বিগত আন্দোলনে যেসব কর্মচারীর বিরুদ্ধে বদলি আদেশ, চার্জশিট, সাময়িক বরখাস্ত, পদাবনতিসহ নানা শাস্তিমূলক যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করার পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ পদে পুনর্বহাল করার দাবি জানান। আন্দোলনরত শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলাসহ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্যও হুঁশিয়ার করা হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষকে।

এদিকে রমজানের আগে আবারও অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক আসায় ব্যবসায়ীরা চরম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এর আগে ৬ দিনের কর্মবিরতিতে রমজানের পণ্য ও রপ্তানি পোশাক আটকে থাকাসহ হ্যান্ডলিং কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে কমপক্ষে ২০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। এর মধ্যে কেবল রপ্তানি পোশাক খাতেই ক্ষতির পরিমাণ ৮ হাজার কোটি টাকা। বিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো এমন অভিযোগ করেছেন।

বন্দর সূত্র জানিয়েছে, টানা ৬ দিনের মধ্যে প্রথম তিন দিন ৮ ঘণ্টা এবং পরবর্তী তিন দিন অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর অচল হয়ে যায়। পণ্য হ্যান্ডলিং নেমে এসেছিল অর্ধেকে। শেষ তিন দিন বন্দর থেকে একটি কনটেইনারও বের হয়নি। একটি জেকেওনি অপারেশনাল ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। এই অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড ও বেসরকারি অফডকে হাজার হাজার কনটেইনার আটকা পড়ে। বন্দরের বহির্নোঙরে এবং বিভিন্ন জেটিতে আটকা পড়ে মাদার ভেসেল এবং লাইটার জাহাজ। পণ্য খালাস ও ডেলিভারি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিদিন কয়েকশ কোটি টাকার লোকসান হতে থাকে।

এ অবস্থায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আন্দোলন দমাতে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ১৫ জন শ্রমিক নেতাকে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমলাপুর আইসিডি, পানগাঁও, সর্বশেষ মোংলা ও পায়রা বন্দরে বদলি করে। এমন পরিস্থিতিতে নৌপরিবহণ উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসেন গত বৃহস্পতিবার। এসেই তিনি আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে পড়েন। এনসিটি ইজারা না দেওয়ার জন্য উপদেষ্টার কাছে দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। উপদেষ্টা সাখাওয়াত বন্দরের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ছাড়াও আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ঢাকায় গিয়ে আলোচনা করে সংকট নিরসনে দুদিনের মধ্যে তিনি সিদ্ধান্ত জানাবেন। কিন্তু এর কয়েক ঘণ্টা পরই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী কর্মচারী নেতা ইব্রাহিম খোকন, হুমায়ুন কবিরসহ ১৫ শ্রমিক নেতার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চাওয়ার পাশাপাশি তাদের সম্পদের হিসাব চেয়ে সংশ্লিষ্টদের চিঠি দেন। এই চিঠি পেয়ে কর্মচারীরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তারা বলেছেন, একদিকে উপদেষ্টা আলোচনা করে আশ্বাস দিচ্ছেন; অন্যদিকে বন্দর চেয়ারম্যান শ্রমিক নেতাদের ওপর শাস্তির খড়্গ বসাচ্ছেন—তা তো হয় না। এই অবস্থায় শনিবার সংবাদ সম্মেলনে আসেন শ্রমিকরা।

টানা ৬ দিনের কর্মবিরতির পর শনিবার একদিনেই ২৬টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর থেকে পণ্য হ্যান্ডলিং ও ডেলিভারি শুরু হওয়ায় আশার সঞ্চার হয়েছিল ব্যবসায়ীদের মধ্যে। কিন্তু একদিন না যেতেই আবারও অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট ব্যবসায়ীদের এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। পণ্য খালাস ও ডেলিভারি বিঘ্ন হওয়ায় আসন্ন রমজানে দেশে পণ্য মজুতের বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দেবে। যার খেসারত কেবল ব্যবসায়ী নয়, ভোক্তাদেরও দিতে হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

শুক্রবার পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরে ২৯ হাজার ৬৫১ টিইইউএস (২০ ফুট সমমানের) কনটেইনার ছিল। জেটিতেই কেবল আমদানি কনটেইনার জমেছে ৩৭ হাজার। ২১টি বেসরকারি অফডকে ১৪ হাজার কনটেইনার জমেছে। যার বেশির ভাগই রপ্তানি পণ্যের। চট্টগ্রাম বন্দরে গতকাল পর্যন্ত ১১৮টি জাহাজ অপেক্ষমাণ ছিল। যেখানে ৫০ লাখ টনের মতো পণ্য রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খান যুগান্তরকে বলেন, ন্যায্য দাবিতে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা আন্দোলন করছি। অথচ শ্রমিক নেতাদের দুর্নীতিবাজসহ নানা ট্যাগ দিয়ে জনসমক্ষে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। বন্দরের কর্মকর্তারা কলমের খোঁচায় কোথায় কী করে তাও তাদের জানা আছে। নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে এনসিটি ইজারা চুক্তি সম্পন্ন করার উদ্যোগ সন্দেহজনক ও দেশের স্বার্থবিরোধী।

প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম বন্দরের লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল এনসিটি বিদেশিদের না দেওয়ার দাবিতে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন করে আসছে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) ও চট্টগ্রাম বন্দর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল। বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী ফ্রন্ট, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও এর বিরোধিতা করে আসছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে, কারও সঙ্গে কোনো আলাপ-আলোচনা না করে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শুরু করা চুক্তির প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়েছে। এই সরকার যাওয়ার আগেই তারা চুক্তিটি করতে চায়। এমনকি বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে এসে নৌপরিবহণ উপদেষ্টা নিজেও বলেছেন, ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে চুক্তি ঠেকানো যাবে না।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সাবেক পরিচালক মাহফুজুল হক শাহ যুগান্তরকে বলেন, 'এনসিটি ইস্যু হ্যান্ডল করতে সরকার এক প্রকার ব্যর্থ হয়েছে। এনসিটি বিদেশিদের দিলে বাংলাদেশের কী লাভ, কী ক্ষতি সেই বিষয়টি তারা বোঝাতে পারেনি বলেই আমি মনে করি। তাছাড়া নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি করে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ সন্দেহ আরও বাড়িয়েছে। আবারও বন্দরে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ডাক দেশের পুরো অর্থনীতিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। টাকার অঙ্কে এই ক্ষতির হিসাব করা কঠিন। এখনো সুযোগ আছে সরকার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বসে যাতে পরিস্থিতি সামাল দেয়।'

চার সংগঠনের চিঠি : চিঠিতে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে চট্টগ্রাম বন্দরে ঘোষিত ধর্মঘট নিরসন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে প্রধান উপদেষ্টার জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ব্যবসায়ী নেতারা। এতে বলা হয়, দেশের ৯৯ শতাংশ কনটেইনার এবং ৭৮ শতাংশ সমুদ্রপথের বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নির্ভরশীল। রপ্তানি কার্যক্রম ব্যাহত হলে তৈরি পোশাকসহ সব প্রধান রপ্তানি খাত অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আসন্ন রমজানকে সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও শিল্পের কাঁচামালবাহী জাহাজে খালাস না হলে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হতে পারে, যা দ্রব্যমূল্যকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ঠেলে দেবে। বন্দরে জাহাজজট ও কার্যক্রম স্থগিতের ফলে প্রতিদিন আমদানিকারকদের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা 'ডেমারেজ চার্জ' হিসাবে পরিশোধ করতে হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি বিশাল বোঝা। এনসিটি ইজারা সংক্রান্ত বিরোধটি বর্তমানে কর্মচারী ও বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি সাংঘর্ষিক অবস্থানে পৌঁছেছে। বিশেষ করে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা ও তদন্তের উদ্যোগ পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও উত্তপ্ত করে তুলেছে বলে আমরা মনে করি।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গাজীপুর ও ভালুকায় পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

বকেয়া বেতনের দাবি ও বিকাশে টাকা তোলার জটিলতার প্রতিবাদ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিকাশে ১ হাজার টাকার বেশি লেনদেন করতে না পারা, ক্যাশ আউট জটিলতা এবং বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে সোমবার গাজীপুর মহানগরীর বড়বাড়ি এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেছে দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। অবরোধের ফলে ঐ মহাসড়কের উভয় পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। অন্যদিকে ভালুকায় বিকাশে টাকা তোলার ক্ষেত্রে জটিলতার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করেন সেখানকার এক পোশাক কারখানার শ্রমিকরা।

গাজীপুর প্রতিনিধি জানান, গাজীপুরের ইউনিক ওয়াশিং কারখানার শ্রমিকদের অভিযোগ, শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হলেও সোমবার বেতন না দিয়ে হঠাৎ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। ফলে তাদের বাড়ি ফেরা ও নির্বাচনে ভোট দিতে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। যার কারণে বাধ্য হয়ে তারা মহাসড়কে নামতে বাধ্য হন। অন্যদিকে লাবাব ফ্যাশনের শ্রমিকরা জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিকাশ লেনদেন সীমাবদ্ধ থাকায় তারা টাকা উত্তোলন করতে পারছেন না। বকেয়া টাকা নগদে পরিশোধের অনুরোধ জানালেও কর্তৃপক্ষ তা না মানায় সড়ক অবরোধ করেন তারা। তাদের দাবি, অর্থ সংকটের কারণে শ্রমিকদের বাড়ি গিয়ে দীর্ঘদিন পর ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাঠিচার্জ করে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে ওই মহাসড়কে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, বিকাশের মাধ্যমে বেতন উত্তোলনে জটিলতার প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন হামিদ টেক্সটাইল লিমিটেডের শ্রমিকরা। এতে প্রায় আধা ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কারখানার শ্রমিকদের মাসিক বেতন বিকাশ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়। তবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিকাশ থেকে একবারে ১ হাজার টাকার বেশি উত্তোলনে সাময়িক সীমা নির্ধারণ করায় শ্রমিকরা বেতন জমা থাকা সত্ত্বেও পুরো অর্থ একসঙ্গে তুলতে পারছিলেন না। এর প্রতিবাদে শ্রমিকরা মহাসড়কে নেমে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন। খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন। প্রায় ২৫ মিনিট পর শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

জ্বালানি খাতে শ্রমিক অধিকার নিয়ে উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিবেদক

সংশোধন হচ্ছে শ্রম আইন

বিদেশি বিনিয়োগকৃত জ্বালানি খাতে শ্রমিকদের আইনসম্মত অধিকার নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল (ডব্লিউপিপিএফ) থেকে এসব খাতকে অব্যাহতি দিতে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে– এমন অভিযোগ তুলেছে শেভরন বাংলাদেশ এমপ্লয়ি ইউনিয়ন।

সংগঠনটির দাবি, এই উদ্যোগ শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এবং বিচারাধীন বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপের শামিল। তাই সংশোধনের সব উদ্যোগ অবিলম্বে প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে তারা।

গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরেন শ্রমিক নেতারা। এসময় চার দফা দাবি জানানো হয়। এতে শেভরন বাংলাদেশ এমপ্লয়ি ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তফা সোহেল ইকবাল, সহসভাপতি এস এম শাহরিয়ার আবেদীন, টাল্লো বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. হারুন আল রশিদসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে শেভরন বাংলাদেশ এমপ্লয়ি ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, শেভরন পরিচালিত জালালাবাদ, বিবিয়ানা ও মৌলভীবাজার গ্যাসক্ষেত্র এবং টাল্লো (বর্তমানে ক্রিস এনার্জি) পরিচালিত বানগুরা গ্যাসক্ষেত্র দেশের মোট গ্যাস সরবরাহের বড় অংশ নিশ্চিত করছে। এসব প্রতিষ্ঠান জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অথচ সেখানে কর্মরত জাতীয় কর্মচারীদের আইনস্বীকৃত ৫ শতাংশ ডব্লিউপিপিএফ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, ২০২২ সালে শেভরন বাংলাদেশের শ্রমিকরা ২০১৩ সাল থেকে প্রাপ্য ডব্লিউপিপিএফ না পাওয়ায় হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন। ওই রিটের শুনানি শেষে গত বছরের ১০ ডিসেম্বর হাইকোর্ট শ্রমিকদের পক্ষে রায় দেয়। রায়ে তিন মাসের মধ্যে কোম্পানির নিট মুনাফার ৫ শতাংশ ডব্লিউপিপিএফ তহবিল গঠন ও পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে শ্রম মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। পরে শেভরন এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলেও আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত কোনো স্থগিতাদেশ না দিয়ে আপিলটি নিয়মিত শুনানির জন্য পাঠায়। ফলে বিষয়টি এখনো বিচারাধীন রয়েছে।

শ্রমিক নেতাদের মতে, এমন পরিস্থিতিতে শ্রম বিধিমালা সংশোধনের যেকোনো উদ্যোগ আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ এবং আদালত অবমাননার শামিল। তারা আরও বলেন, ২০২২ সালে শ্রম বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে শতভাগ রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের ডব্লিউপিপিএফ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, যা এখনো হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, নির্বাচন সামনে রেখে সংবেদনশীল সময়ে তড়িঘড়ি করে শ্রম আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শ্রমিকদের ডব্লিউপিপিএফ অধিকার খর্ব করে বিদেশি কোম্পানিগুলোকে অন্যায্য সুবিধা দেওয়ার অপচেষ্টা চলছে।

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ, যান চলাচলে বিঘ্ন

গাজীপুর

গাছা এলাকার উইন্টার উল সোয়েটার লিমিটেডের ইউনিট-৩ হারিকেন রোড কারখানার শতাধিক শ্রমিকের দুই মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া আছে।

প্রতিনিধি, গাজীপুর

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে একটি সোয়েটার কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বোর্ড বাজার এলাকায় তাঁরা এ কর্মসূচি শুরু করেন। পরে বেলা তিনটার দিকে তাঁরা সড়ক থেকে সরে যান।

গাজীপুর নগরের গাছা এলাকার উইন্টার উল সোয়েটার লিমিটেড (দায়ু বাংলাদেশ শাখা), ইউনিট-৩ হারিকেন রোড কারখানার শতাধিক শ্রমিকের দুই মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া আছে। বকেয়া পরিশোধের দাবিতে তাঁরা বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মহাসড়কে নেমে আসেন। এ সময় তাঁরা সড়কের এক পাশ বন্ধ রেখে মিছিল করলে যান চলাচলে ধীরগতির সৃষ্টি হয়। মিছিল চলাকালে শ্রমিকদের 'বেতন চাই, বেতন চাই' ও 'বকেয়া বেতন দিতে হবে'—এমন স্লোগান দিতে দেখা যায়।

গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান বলেন, শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। এতে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়নি, তবে ধীরগতিতে চলেছে। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনা করে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে বেলা তিনটার দিকে তাঁরা মহাসড়ক ছেড়ে দেন।

দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে একটি সোয়েটার কারখানার শ্রমিকেরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। গতকাল ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের বোর্ডবাজার এলাকায়। প্রথম আলো

এদিকে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের গাজীপুর মহানগর শাখার সভাপতি শফিউল আলম শ্রমিকদের বকেয়া বেতন দ্রুত পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

তবে এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যুগান্তর রোববার ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২ ফাল্গুন ১৪৩২

রায়পুরে বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি

রায়পুরে বেতন ও ঈদ ভাতার দাবিতে বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেন। শনিবার তারা এ কর্মসূচি পালন করে। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা উপজেলার রাখালিয়ায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কারখানার প্রধান ফটক ও রায়পুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। ওই সময় সড়কের দুপাশে শতাধিক গাড়ি আটকা পড়ে যাত্রীদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়।

ওই দিন শ্রমিকরা জানান, সকালে এসে দেখি গেটে তালা মারা ও নোটিশ সাঁটানো। কিন্তু কোনো পূর্ব ঘোষণা ও এক মাসের বেতন-ভাতা না দিয়েই কর্তৃপক্ষ শুক্রবার থেকে আগামী ৪৫ দিন পর্যন্ত (৩০ মার্চ ২৬ইং) কারখানা ছুটির ঘোষণা দিলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বলে জানান শ্রমিকরা। শ্রমিক ছাড়াও কারখানার স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও ছয়-সাত মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া রয়েছে।

বেঙ্গল সু ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সহকারী ম্যানেজার সাইফুল করিম বলেন, 'চাইনিজ নিউ ইয়ার এবং বায়ার কর্তৃক কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ থাকায় কারখানায় উৎপাদন সম্ভব না থাকায় তা বন্ধ রাখা হয়েছে। এ কারণে শ্রমিকদের এক মাসের বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। রোববার বিকালের মধ্যে তাদের পাওনা পরিশোধ করা হবে। ঈদের পর মালিকপক্ষ এলে এবং ব্যাংক চালু হলে সবার দাবি-দাওয়া পূরণ করে দেওয়া হবে।'

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গাজীপুরে পোশাক কারখানা লে-অফ ঘোষণা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানা হঠাৎ লে-অফ ঘোষণা করেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ। কারখানাটি হচ্ছে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের গাছা থানাধীন কলমেশ্বর এলাকার রাবাব ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড। গতকাল সকাল ৮টার দিকে কারখানার সামনে লে-অফ সংক্রান্ত নোটিস টানানো হলে শ্রমিকরা কারখানা খোলার দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

কারখানা ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ) স্বাক্ষরিত নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ক্রেতাদের অর্ডারের বিপরীতে বিভিন্ন কাঁচামাল সংগ্রহে বিলম্ব ও ব্যাঘাত ঘটায় সব অর্ডার ক্রমাগত কমে যায় ও অনেক অর্ডার বাতিল হয়ে গেছে। একই কারণে নতুন অর্ডার না পাওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১২(১) অনুযায়ী ১৮ ফেব্রুয়ারি (২০২৬) থেকে ৪ মার্চ (২০২৬) পর্যন্ত কারখানাটি লে-অফ

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ঘোষণা করা হয়েছে। লে-অফ চলাকালীন সময়ে শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১২(৮)-এর বিধান অনুযায়ী ১৬ ধারায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং এ সময় তাদের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই বলেও নোটিসে উল্লেখ করা হয়। তবে প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা এ নোটিসের আওতার বাইরে থাকবেন। গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক বিকাশ চৌধুরী জানান, কারখানার সামনে লে-অফ নোটিস টানানো হয়েছে। শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছে। কারখানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সমকাল রোববার । ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ভালুকা পৌর এলাকায় শেফার্ড জিন্স লিমিটেড কারখানাটি অনির্দিষ্টিকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা ● সমকাল

কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

■ ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

বিনা নোটিশে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শেফার্ড জিন্স লিমিটেডের শ্রমিকরা। সেই সঙ্গে কিছু শ্রমিকের এক মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন তারা।

শনিবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন কারখানাটির শ্রমিকরা। মহাসড়ক দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে রাখায় প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গত ৯ ফেব্রুয়ারি বেতন পরিশোধ করে ছুটি দেওয়ার কথা ছিল। সেদিন সকালে অধিকাংশ শ্রমিক কারখানায় গিয়ে যথারীতি কাজে যোগ দেন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানান শ্রমিকদের বেতনের টাকা আনতে জিএম হেড অফিসে গেছেন, আসতে প্রায় সন্ধ্যা হতে পারে। পরদিন বেতন দেওয়ার কথা জানিয়ে ছুটি ঘোষণা করেন। কিন্তু বেতন পরিশোধ না করায় শ্রমিকদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে কারখানার ভেতর আন্দোলন শুরু করলে কর্তৃপক্ষ চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ওই সময় ৬০ ভাগ শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করেন। ওই সময় আর টাকা না থাকায় পরদিন বাকি ৪০ ভাগ শ্রমিকের বেতন যার যার ব্যাংক হিসেবে পাঠানো হবে বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পরদিন বেতন পরিশোধ করেননি।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, কারখানাটি কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে কাজে যোগদানের জন্য এসে দেখতে পান মূল ফটকে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করার নোটিশ। পরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা।

মহাসড়ক অবরোধের খবর পেয়ে থানা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি টিম ঘটনাস্থলে হাজির হয়। শ্রমিকদের দাবির বিষয়গুলো কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে নিষ্পত্তির আশ্বাস দিয়ে অবরোধ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায় তারা। পরে বিক্ষোভকারীরা মহাসড়ক থেকে অবরোধ প্রত্যাহার করেন।

শেফার্ড জিন্স লিমিটেডের জি এম সাকিব হোসেন জানান, গত ৯ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাধারণ ছুটি ও জানুয়ারি মাসের বেতন দেওয়ার কথা ছিল। ওইদিন তিনি বেতনের টাকা নিয়ে হেড অফিস থেকে আসতে কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক কর্মরত শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে যোগ দিতে বলেন। এ সময় শ্রমিকরা তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় কর্মরত শ্রমিকদের মারধর শুরু করেন। এ সময় কর্মকর্তারা কথা বলতে গেলে উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিকরা তাদেরও মারধর করেন। এতে কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের প্রধানসহ দুজন কর্মকর্তা ও আট শ্রমিক আহত হন। তাঁর দাবি, কর্মরত শ্রমিকরাই যদি মব সৃষ্টি করে তাহলে কারখানা চালানো সম্ভব নয় বিধায় কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বকেয়া ৪০ ভাগ শ্রমিকের বেতন এই সপ্তাহের মধ্যে যার যার ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হবে।

শিল্প পুলিশ-৫ ময়মনসিংহের সহকারী পুলিশ সুপার গোপিনাথ কাঞ্জিলাল বলেন, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, ভালুকা সেনা ক্যাম্পের অধিনায়ক ও তারা দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। আজ রোববার থেকে যথারীতি কারখানা চালু থাকবে।

দৈনিক ইত্তেফাক ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাভারে বকেয়াসহ কারখানা খোলার দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারে তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধসহ বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে একটি তৈরি পোশাক কারখানার কয়েক শ শ্রমিক। এ সময় প্রায় আধঘণ্টা সড়কটিতে যান চলাচল বন্ধ থাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। গতকাল দুপুরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের উলাইল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন এইচ আর টেক্সটাইল মিলস অ্যান্ড ডাইং কারখানার শ্রমিকরা।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাভারের উলাইল এলাকার এইচ আর টেক্সটাইল মিলস অ্যান্ড ডাইং কারখানাটিতে কর্মরত শ্রমিকদের তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ প্রতিষ্ঠানটি ঘোষণা করেছে মালিকপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রমিকরা কাজের উদ্দেশ্যে কারখানার সামনে গেলে তাদের প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। এ সময় শ্রমিকরা কারখানার মূল ফটকের বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন।

খবর পেয়ে থানা ও শিল্প পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন। পরে ধীরে ধীরে মহাসড়কের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহজাহান বলেন, মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধকারীরা মহাসড়ক থেকে সরে গেছে। বর্তমানে ঐ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । বুধবার । ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

রাজধানীতে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন গার্মেন্টস শ্রমিকরা। বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবিতে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেন। পল্লবী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল কালের কণ্ঠকে এ তথ্য দেন। তিনি বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে মিরপুর-১১ নম্বরের প্রধান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পল্লবীর ৭ নম্বর সেকশনের অ্যালায়েন্স ভবনে অবস্থিত এসএম ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকরা। সড়ক অবরোধের কারণে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে জনভোগান্তির সৃষ্টি হয়। পরে মালিকপক্ষ আগামী দুই দিনের মধ্যে বেতন পরিশোধ এবং ঈদের আগে বোনাস দেওয়ার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

যুগান্তর
সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gma

বরিশালে সোনারগাঁও টেক্সটাইল

দুই শ্রমিক নেতাকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ

বরিশাল ব্যুরো

সোনারগাঁও টেক্সটাইলের দুই শ্রমিক নেতাকে ছাঁটাই করার প্রতিবাদে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেছেন আন্দোলনরত শ্রমিকরা। রোববার দিনভর নগরীর রূপাতলীর এই কারখানায় কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে তারা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এই রুটের যাত্রীরা। অবরোধের ফলে ঢাকার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। এ রিপোর্ট লেখার সময় রাত ৭টায় অবরোধ চলছিল। এ সময় তারা ছাঁটাই হওয়া দুই শ্রমিক নেতাকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিতের দাবি জানান। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের অভিযোগ, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতের অংশ হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন করায় এখানকার সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন ও সহসাধারণ সম্পাদক খুকু মনিকে ছাঁটাই করা হয়েছে, যা পুরোপুরি অমানবিক ও অগণতান্ত্রিক। রাষ্ট্র যেখানে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতের জন্য শ্রমিক সংগঠন করার অধিকার দিয়েছে, সেখানে কারখানা মালিক কীভাবে এমন আচরণ করল? দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদের কাজে ফিরিয়ে না নিলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকরা।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

পোশাক কারখানা বন্ধ ঘোষণা, শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি

গাজীপুর

প্রতিনিধি, গাজীপুর

গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানা হঠাৎ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এতে প্রায় সাত শতাধিক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। পবিত্র রমজান মাস শুরুর আগে তাঁরা বকেয়া বেতন পরিশোধসহ কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন।

কারখানাটির নাম রাবাব ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড। এটি গাজীপুর নগরের গাছা থানার কলমেশ্বর এলাকায় অবস্থিত। গতকাল বুধবার সকাল আটটার দিকে কারখানাটির সামনে লে-অফসংক্রান্ত একটি নোটিশ টানানো হয়। পরে শ্রমিকেরা কারখানা খোলার দাবিতে সেখানে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন।

কারখানা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপকের (মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগ) সই করা নোটিশে বলা হয়েছে, কয়েক মাস ধরে ক্রেতাদের অর্ডারের বিপরীতে কাঁচামাল সংগ্রহে বিলম্ব ও নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে অর্ডার কমেছে, অনেক অর্ডার বাতিল হয়েছে। একই কারণে নতুন অর্ডার না পাওয়ায় উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত কারখানাটি লে-অফ ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্প পুলিশের পরিদর্শক বিকাশ চৌধুরী বলেন, শ্রমিকেরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।

গাজীপুরে পোশাক কারখানা লে-অফ ঘোষণার পর শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি। গতকাল সকালে গাজীপুর মহানগরীর কলমেশ্বর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬,

পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর বাসন কলম্বিয়া সরকারবাড়ি এলাকায় এক পোশাক শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার বিকেল ৪টার দিকে নিজ ঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। নিহত শরীফা (৩৮) দুই ছেলে ও এক কন্যার জননী। তার স্বামীর গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার চণ্ডিগড় ইউনিয়নে। তিনি বাসন এলাকার সরকার বাড়িতে একটি বাসায় ভাড়া থেকে স্থানীয় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত শনিবার রাতে সন্তানদের ঘুমাতে বলে নিজ কক্ষে প্রবেশ করেন শরীফা। গতকাল দুপুরে ঘুম থেকে উঠে তার দুই ছেলে ঘরের ভেতর মায়ের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে বাসন থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

বাসন থানার ওসি হারুন অর রশিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরের কোনাবাড়ী আমবাগ এলাকায় হানিওয়েল গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। পুলিশ ও শ্রমিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল দুপুরে কারখানার কয়েক শ শ্রমিক কারখানার সামনে জড়ো হয়ে বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, তাদের বকেয়া বেতন সময়মতো পরিশোধ না হওয়ায় তারা মানবেতর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে শিল্প পুলিশ ও থানা পুলিশ এলাকায় দিনভর অবস্থান করে। তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের (জিএমপি) কোনাবাড়ী থানার ওসি খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ জানান, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের আশ্বাস দিলে সন্ধ্যার দিকে তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে বাসায় চলে যান।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শনিবার ॥ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

দোকান কর্মচারী ফেডারেশন

ঈদের আগেই বেতন বোনাস পরিশোধের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঈদের আগেই সারা দেশের দোকান কর্মচারীদের বেতন, বোনাস ও ওভারটাইম ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়েছে জাতীয় দোকান কর্মচারী ফেডারেশন। গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা এ সংক্রান্ত সাত দফা দাবি তুলে ধরেন। এ সময় দাবি আদায়ে নতুন কর্মসূচিও ঘোষণা করে সংগঠনটি। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি, শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান।

সংগঠনের দাবিগুলো হলো– সব দোকান, রিটেইল, শপিং মল ও চেইনশপে কর্মচারীদের ঈদ বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা।

যুগান্তর
সোমবার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১০ ফাল্গুন ১৪৩২

দুই মাসের বকেয়ার দাবিতে টঙ্গীতে শ্রমিক বিক্ষোভ

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) প্রতিনিধি

দুই মাসের বকেয়া মজুরি পরিশোধের দাবিতে টঙ্গীতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন একটি পোশাক কারখানার ২ শতাধিক শ্রমিক।

রোববার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত টঙ্গী পশ্চিম থানাধীন সাতাইশ এলাকার রাজানগরে অবস্থিত ট্রাউজার ল্যান্ড লিমিটেডের শ্রমিকরা এ কর্মসূচি পালন করেন। শ্রমিকরা জানান, ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও চলতি মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। বার বার বলার পরও মালিকপক্ষ বকেয়া পরিশোধ করছে না। তাই আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, গাজীপুরের শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) মোহাম্মদ মোকছেদুল হাসান স্বাক্ষরিত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বকেয়া মজুরি পরিশোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট শ্রম অসন্তোষ নিরসনে সভা ডাকা হলেও মালিকপক্ষের অনুপস্থিতির কারণে তা নিষ্পত্তি করা যায়নি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক মাকসুদুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বকেয়া মজুরি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১৯ ফেব্রুয়ারি ও ২২ ফেব্রুয়ারি একই কার্যালয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা আহ্বান করা হলো মালিকপক্ষ না আসায় তা সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এতে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কারখানা কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। গত ডিসেম্বর মাসের কিছু বেতন পরিশোধ করা হলেও জানুয়ারি ও চলতি মাসের বেতন এখনও বকেয়া রয়েছে। এদিকে কারখানা বন্ধ থাকায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

সময়ের আলো
সোমবার। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

বকেয়া বেতন ও বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ

আলিফ গ্রুপের স্বাধীন গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের নোটিস প্রত্যাহার এবং কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি

● নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীতে আলিফ গ্রুপের স্বাধীন গার্মেন্টসের দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদের আগে ঈদ বোনাস পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিকরা। রোববার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি ফেডারেশনের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিক্ষোভ থেকে শ্রমিকরা জানান, হঠাৎ নোটিস দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় শত শত শ্রমিক চরম সংকটে পড়েছেন। অনেকেই পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। কেউ কেউ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেন তারা। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদেই তারা রাজপথে নেমেছেন।

শ্রমিকরা বলেন, আলিফ গ্রুপের স্বাধীন গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষের দেওয়া নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে এবং অবিলম্বে কারখানা খুলে দিতে হবে। তাদের তিনটি স্পষ্ট দাবি রয়েছে। প্রথমত দুই মাসের বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস ঈদের আগেই পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত ১৩ (১) ধারা প্রত্যাহার করে কারখানা চালু করতে হবে। তৃতীয়ত কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বা হয়রানি করা যাবে না।

বিক্ষোভ মিছিলে বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক অংশ নেন। তাদের হাতে ছিল লাল ব্যানার। তারা স্লোগান দিয়ে বলেন, আমরা কাজ করেছি, আমাদের ন্যায্য পাওনা চাই। মানববন্ধনে বক্তব্য দিতে গিয়ে শ্রমিকরা প্রশ্ন তোলেন, সরকার যে আত্মিক কষ্টের কথা বলে, সেটি আমরা বুঝি। কিন্তু আমরা যখন রাস্তায় থাকি, তখন কি সরকার আমাদের কষ্ট দেখে না? সরকার কি আমাদের দুর্দশা দেখতে পায় না? আমরা চাই সাংবাদিকদের মাধ্যমে আমাদের বার্তা দ্রুত শ্রমমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হোক।

তারা আলটিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামী তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যদি দাবি নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে তা হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে শ্রমিক ভাইবোনদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করা হবে। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ঘেরাও করা হবে।

শ্রমিকরা জানান, গত জুলাই থেকে দাবি জানানো হলেও বকেয়া পরিশোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর– এই তিন মাসের বেতন বকেয়া ছিল। এর মধ্যে কেবল আগস্ট মাসের বেতন পরিশোধ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের বেতন এখনও দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ে চারবার বৈঠক হয়েছে। সবশেষ বৈঠক হয় ২৬ জানুয়ারি সচিবালয়ে। সেখানে মালিকপক্ষের পরিচালক তুহিন রেজা সোহেল ৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সব বকেয়া পরিশোধের আশ্বাস দেন। কিন্তু ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়নি।

স্বাধীন গার্মেন্টসে বর্তমানে ৬৯৬ জন শ্রমিক ও স্টাফ রয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাঁচ থেকে ছয় মাসের বেতন পাওনা আছেন। বিশেষ করে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বেতন এখনও বকেয়া রয়েছে।

শ্রমিকদের দাবি, বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাস পরিশোধ করে দ্রুত কারখানা চালু করতে হবে। শ্রমিকরা আরও জানান, তারা গতকাল সচিবালয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছেন। শ্রমমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারীর কাছেও তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যদিও মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি। বিক্ষোভ শেষে শ্রমিকরা জানান, ন্যায্য পাওনা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তাদের আন্দোলন চলবে। ঈদের আগে বেতন ও বোনাস না পেলে তারা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৬।

বকেয়া বিলের দাবিতে গাজীপুরে পোশাক কারখানায় ভাংচুর

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ গাজীপুর

বকেয়া নৈশ বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো কর্মবিরতি পালন করেছেন গাজীপুরের কোনাবাড়ীর একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল ৯টার দিকে জরুন এলাকায় রিপন নিট ওয়্যার লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা কর্মবিরতি শুরু করেন। একপর্যায়ে কারখানার কয়েকজন কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত ও ভেতরে ভাংচুর করেন তারা। পরে বিকালে বকেয়া পরিশোধ শুরু হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

শিল্প পুলিশ জানায়, তিন মাসের বকেয়া নৈশ বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে শ্রমিকরা বুধবার দুপুর ১২টা থেকে কর্মবিরতি শুরু করেন। সেদিন বিকাল ৫টার দিকে আন্দোলন স্থগিত করে করে চলে যান তারা। একই দাবিতে গতকাল সকাল ৮টায় শ্রমিকরা আবারো কর্মবিরতি শুরু করেন। এ সময় পাওনা পরিশোধ নিয়ে কারখানার কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে শ্রমিকদের তর্কবিতর্ক শুরু হয়। একপর্যায়ে শ্রমিকরা তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরে শ্রমিকরা কারখানার অ্যাসেম্বলিতে গিয়ে অবস্থান নেন এবং কারখানায় ভাংচুর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বকেয়া পাওনা পরিশোধের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা শান্ত হন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান বলেন, 'মালিকপক্ষ সব দাবি মেনে নেয়ায় শ্রমিকরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেছেন। বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।'

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে রিপন নিট ওয়্যার লিমিটেডের কাটিং সেকশনের এক অপারেটর বলেন, 'প্রতিদিন রাত ১১-১২টা পর্যন্ত তারা ডিউটি করেন। অথচ ঠিকমতো বিল পরিশোধ করে না কারখানা কর্তৃপক্ষ। রোজার মাসেও রাত ১১টা পর্যন্ত ডিউটি করতে হয়।' ওই সেকশনের ইনচার্জ মিজানুর রহমান বলেন, 'শ্রমিকরা একই দাবিতে বুধবার আন্দোলন শুরু করেন। গতকাল সকাল ৮টার পর থেকে আবার আন্দোলন শুরু হয়। একপর্যায়ে শ্রমিকরা স্টাফদের ওপর হামলা চালায় ও কারখানায় ভাংচুর করেন। আমি কোনোমতে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছি।'

রিপন নিট ওয়্যার লিমিটেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাদ্দাম হোসেন জানান, তিন মাসের নৈশ বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক ছুটির টাকা আগামী রোববার অথবা সোমবারের মধ্যে পরিশোধ করা হবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বন্ধ চার চিনিকল ও দুই বিমানবন্দর চালুর দাবি

নতুন সরকারের দিকে তাকিয়ে উত্তরাঞ্চল

রফিকুল ইসলাম, রংপুর ▷

দীর্ঘদিনের অবহেলা, দারিদ্র্য ও কর্মসংস্থানের সংকট কাটিয়ে এবার নতুন সরকারের কাছে টেকসই উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছেন রংপুর অঞ্চলের মানুষ। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, কৃষিভিত্তিক শিল্প-কারখানা, গ্যাস সংযোগের মাধ্যমে ভারী শিল্প স্থাপন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার দাবি উঠেছে। একই সঙ্গে মৌসুমি বেকারত্বে জর্জরিত এই অঞ্চলের মানুষ আশা করেন, তিস্তা মহাপরিকল্পনা, চরাঞ্চল ও নদীভাঙনকবলিত এলাকায় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বড় ধরনের পদক্ষেপ আসবে নয়া সরকারের তরফ থেকে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও মৌসুমি সংকটের সঙ্গে লড়াই করছে এখানকার মানুষ। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরও এই অঞ্চলের বড় অংশের মানুষ এখনো দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিতে বসবাস করছে।

জানা গেছে, ২০১০ সালে রংপুর বিভাগ ঘোষণার পর এই বিভাগে প্রশাসনিক কাঠামোর বিস্তার ঘটলেও প্রত্যাশিত শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের গতি বাড়েনি। একমাত্র সিটি করপোরেশনেও ছিল না পর্যাপ্ত উন্নয়ন বরাদ্দ। একই অবস্থা ছিল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও। দেশের উন্নয়ন সূচকে অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পিছিয়ে আছে এই অঞ্চল।

অথচ, অচল অবস্থায় পড়ে আছে এই অঞ্চলের একমাত্র ভারী শিল্প-কারখানা রংপুরের শ্যামপুর সুগার মিল, দিনাজপুরের সেতাবগঞ্জ সুগার মিল, গাইবান্ধার রংপুর সুগার মিল ও পঞ্চগড় এবং ঠাকুরগাঁও সুগার মিল। ষাটের দশকে গড়ে ওঠা এসব কারখানাই উত্তরের অর্থনীতির বড় শক্তি ছিল।

এদিকে নানা কারণে বন্ধ রয়েছে ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট বিমানবন্দর। ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দরটি ১৯৪০ সালে ৫৫০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে রানওয়েটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭৭ সালে সংস্কার করে কয়েক বছর কিছু বাণিজ্যিক ফ্লাইট পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু যাত্রীসংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে বিমানবন্দরের কার্যক্রম থেমে যায় এবং ১৯৮০ সালে পরিত্যক্ত হয়। অন্যদিকে ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ সরকার লালমনিরহাট বিমানঘাঁটি তৈরি করে। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এটি অব্যবহৃত ছিল। ১৯৫৮ সালে স্বল্প পরিসরে বিমান পরিসেবা চালু হলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বিমানবন্দর দুটি ভূকৌশলগত কারণে দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় বেশ কয়েকবার চালুর উদ্যোগ নিলেও নানা কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি।

অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমানবন্দর দুটি চালু হলে চীন, ভারত, নেপাল ও ভুটানের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে আঞ্চলিক হাব হিসেবে গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে তিস্তা নদীর পানি বণ্টন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী সমাধান, আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন এবং রেলযোগাযোগ সম্প্রসারণকে অগ্রাধিকার এবং তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন হলে কৃষি ও অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আসবে।

চাকরিজীবী মোফাখখারুল ইসলাম বলেন, আমাদের অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি যে চার চিনিকল তা অজ্ঞাত কারণে বন্ধ। একই সঙ্গে বন্ধ রয়েছে দুটি বিমানবন্দর। এতে করে সম্ভাবনাময় অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। রংপুর মহানগরের ব্যবসায়ী আজহারুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, 'আমরা চাই শিল্প-কারখানা গড়ে উঠুক, যাতে তরুণরা কাজের জন্য ঢাকায় না যায়। স্থানীয় ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম মনি বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিস্তৃত হলেও বিশেষায়িত হাসপাতাল, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণকেন্দ্রের অভাব রয়েছে। তরুণ প্রজন্মের জন্য আইটি পার্ক ও কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপন করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে।

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক সাইফুদ্দীন খালেদ বলেন, রংপুর অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই), কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বাড়ালে কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি আরো কার্যকর ও স্বচ্ছভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন সম্ভব। তিনি বলেন, 'পিছিয়ে থাকা অঞ্চল' হিসেবে নয়, সম্ভাবনার কেন্দ্র হিসেবে দেখা হোক এই অঞ্চলকে।

ইত্তেফাক
সোমবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩২, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আলিফ গ্রুপের স্বাধীন গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও বোনাস ঈদের আগে পরিশোধের দাবিতে গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল করে —ইত্তেফাক

NEW AGE SATURDAY, FEBRUARY 28, 2026,

Labour leaders want wage, allowance by Ramadan 20

Staff Correspondent

LEADERS of two garment workers' rights bodies at separate rallies in Dhaka on Friday called on the government and garment factory owners to pay workers' wages and festival allowances by Ramadan 20.

Garment Workers Trade Union Centre and Bangladesh Garment O Sweaters Sramik Trade Union Kendra organised two separate rallies in front of the National Press Club to press their demands.

The month-long holy Ramadan started on February 19 and Eid-ul-Fitr will be celebrated in the last part of March.

President of GWTUC and labour leader Mantu Ghosh, who chaired the rally said that because garment factory workers were low paid, they would not be able to enjoy Eid festival with family members if the owners did not pay their wages and festival allowance by Ramadan 20.

General secretary of the organisation Sadequr Rahman Shamim, central leaders Ziaul Kaabir Khokan, Dulal Saha, Monzur Moin, Mohammad Shahjahan and others spoke at the rally.

The rally was followed by a protest procession that paraded several city roads.

Leaders of Garments O Sweaters Sramik Trade Union Kendra at a separate rally in front of the National Press Club also demanded paying wage and festival allowances of the workers by Ramadan 20.

Former Dhaka University professor and economist MM Akash said in the rally that the BNP government should take steps to resolve the demands of workers, as they had cast their votes in favour of the party.

Labour leader Syed Sultanuddin Ahmed said that the national economy cannot be strengthened while workers remain in crisis.

He called on the government and the owners of garment factories to pay wage and festival allowances of the workers before Eid.

Chaired by president of the organisation Kazi Ruhul Amin, central leaders Shahida Parveen Shikha, KM Mintu Ikbal Hossain and others spoke at the rally.

The rally was followed by a red flag procession that paraded several city roads.

The Bangladesh Garment and Sweaters Workers' Trade Union Centre brings out a procession with several demands, including their outstanding wages and a bonus equivalent to one month's salary by the Ramadan 20, on the Topkhana Road in Dhaka on Friday. — New Age photo

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

The Garment Workers' Trade Union Centre holds a rally with several demands, including their outstanding wages and a bonus equivalent to one month's salary by the Ramadan 20, in front of the National Press Club in Dhaka on Friday. — New Age photo

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। শনিবার। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের বিক্ষোভ

২০ রমজানের মধ্যে বেতন-বোনাস না দিলে রাজপথে নামার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ন্যায্য পাওনা আদায়ে ঈদের আগেই রাজপথে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার্স শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে নেতারা বলেন, আগামী ২০ রমজানের মধ্যে বোনাস-বেতন না দিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে রাজপথে নামতে বাধ্য হবেন শ্রমিকরা।

শ্রমিক নেতা কাজী রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে সমাবেশে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, শ্রমিকরা স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরকে ভোট না দিয়ে বিএনপিকে ভোট দিয়েছেন এবং তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন। এখন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত দাবি পূরণের পরীক্ষা দিতে হবে। এরই মধ্যে কৃষকদের ঋণ মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছেন, যাতে শ্রমিকরা আরো বেশি আশায় বুক বেঁধেছেন। এ ছাড়া বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রতিশ্রুতিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি জানান তিনি।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

নাইট বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকার দাবিতে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেছেন গাজীপুরে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে মহানগরীর কোনাবাড়ীর জরুন এলাকার রিপন নিটওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা ওই কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেন।

পুলিশ ও শ্রমিকদের সূত্রে জানা গেছে, গত নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসের বকেয়া নাইট বিল ও বার্ষিক ছুটির ভাতার দাবিতে শ্রমিকরা বুধবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে শ্রমিকরা এসে ফের কর্মবিরতি শুরু করেন। এ নিয়ে কারখানার কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁদের তর্কবিতর্কও হয়।

কারখানার ফিনিশিং বিভাগের শ্রমিক আবদুল মালেক বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী নাইট বিল পরের মাসের বেতনের সঙ্গে পরিশোধ করার কথা। কিন্তু তিন মাস ধরে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ডিউটি করি অথচ ঠিকমতো বিল দেওয়া হয় না। রোজার মাসেও রাত ১১টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে।'

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাদ্দাম হোসেন বলেন, শ্রমিকদের তিন মাসের নাইট বিলের মধ্যে এক মাসের বিল বৃহস্পতিবার দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্রমিকরা মানছেন না। তাঁরা তিন মাসের বিলই দাবি করছেন। তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে কর্মকর্তাদের ওপর হামলা করেছেন। তাঁরা (কর্মকর্তা) কোনো রকমে জীবন নিয়ে কারখানা থেকে বের হয়ে এসেছেন।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ কোনাবাড়ী জোনের পরিদর্শক মো. মোর্শেদ জামান জানান, শ্রমিকরা কারখানার ভেতরেই বিক্ষোভ করেছেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কারখানায় শিল্প পুলিশের পাশাপাশি মেট্রোপলিটন পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
E-mail : sportsjugantor@gmail.co

ছুটির টাকা ও নাইট বিল পরিশোধের দাবি

কোনাবাড়ীতে পোশাক শ্রমিকদের কর্মবিরতি

কাশিমপুর-কোনাবাড়ী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কোনাবাড়ীতে বার্ষিক ছুটির টাকা ও নাইট বিল পরিশোধের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করেছেন রিপন নিট ওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে কোনাবাড়ী জরুন এলাকায় শ্রমিকরা এ কর্মবিরতি শুরু করে। শ্রমিকরা বলেন, নাইট বিল ও বার্ষিক ছুটির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত আমাদের এই কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে। রিপন নিট ওয়্যার লিমিটেডের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সাদ্দাম হোসেন জানান, দুই মাসের নাইট বিলের টাকা বকেয়া আছে। কর্তৃপক্ষ আগামী মাসের ৩ তারিখে দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু শ্রমিকরা এই ঘোষণা না মেনে কর্মবিরতি শুরু করে। কোনাবাড়ী থানার ওসি খন্দকার জালাল উদ্দিন মাহমুদ বলেন, শ্রমিকরা কারখানার ভেতর অবস্থান করছেন। আঞ্চলিক সড়কে যানচলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২
Dhaka : Saturday 28 February 2026

বরগুনা: জলদস্যুদের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার দাবিতে পাথরঘাটায় মানববন্ধন

সাগরে মাছ শিকার করা বন্ধ করে দেয়ার হুঁশিয়ারি

জলদস্যুমুক্ত সাগর দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর জেলেদের স্মারকলিপি

প্রতিনিধি, পাথরঘাটা (বরগুনা)

বরগুনার পাথরঘাটায় জলদস্যুমুক্ত বঙ্গোপসাগর ও জলদস্যুদের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার দাবিতে মানববন্ধন শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতি, বিএফডিসি মৎস্য আড়ৎদার সমিতি, বিএমডিসি মৎস্য পাইকার সমিতি বিএমডিসি মৎস্য বাজার ঘাট ইউনিয়নসহ পাঁচটি মৎস্যজীবী সংগঠন এ মানববন্ধন করার পরে পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুম আকন, সহ-সভাপতি আবুল হোসেন ফরাজি, বরগুন জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. দুলাল হোসেন ও মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক মো. নজরুল ইসলামসহ প্রমুখ।

এ সময় বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন আমার জেলেদের গায়ে গুলি লেগেছে তাই আজকে এই প্রখর রোদে আমরা দাঁড়িয়েছি আমরা জলদস্যুমুক্ত সাগর চাই। তিনি বলেন এরকম চলতে থাকলে আমরা জেলেরা সাগরে মাছ শিকার করা বন্ধ করে দেব।

জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম আকন বলেন, বিগত দিনে সাগর জলদস্যুমুক্ত থাকলেও বর্তমান নির্বাচনের পরে জলদস্যুরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যার কারণে জেলেরা সাগরে মাছ শিকারে যেতে ভয় পায়। তিনি বলেন, এরকমের চলতে থাকলে জেলেরা মাছ শিকার করা বন্ধ করে দিবে। এ সময় অন্য বক্তারাও অনতিবিলম্বে সাগর জলদস্যুমুক্ত করার দাবি জানিয়ে তারা বলেন, দ্রুত জলদস্যুদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে মৎস্যজীবীরা কঠোর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

এ সময় জলদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়া শাহজাহান কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি এবং তার সহকর্মীদের ওপর জলদস্যু বাহিনীর অত্যাচার এবং গুলি করার বর্ণনা দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। শাহজাহান বলেন আমরা মনে করেছিলাম পরিবারের সঙ্গে হয়তো আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না। তিনি বলেন, এর আগে নদী ও সাগরে জলদস্যুরা ডাকাতি করলেও এরকমের নির্বিচারে জেলেদের ওপরে গুলিবর্ষণ করেনি তিনি এ ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। একইভাবে গুলিবিদ্ধ হওয়া শাহ আলম ডাকাতের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য সম্প্রতি এফবি জাহিদ ট্রলারের জেলেদেরকে গুলি করে জলদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী। এছাড়া জলদস্যুদের কাছে অপহৃত অন্তত ১০ জেলে এখন পর্যন্ত জিম্মি রয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্যজীবী নেতারা।

জানতে চাইলে পাথরঘাটা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইশরাত জাহান বলেন, জেলেদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আমার পক্ষে জেলেদের নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার সবটুকু করব।

পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা বলেন, সাগরে জলদস্যুর বিষয়টি আমার এলাকার মধ্যে না। তিনি বলেন এ ব্যাপারে কোস্টগার্ড ও নৌ-পুলিশ রয়েছে, আমাকে শুধু শুধু আপনারা প্রশ্ন করেন কেন?।

বণিক বার্তা ও অক্সফ্যাম আয়োজিত জাতীয় সংলাপে আলোচকরা

প্রকাশ: বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ০২:৫৯

গৃহকর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় সংশোধিত শ্রম আইনে স্পষ্ট রোডম্যাপ ও বৈশ্বিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বণিক বার্তা কার্যালয়ে গতকাল গৃহকর্মীদের অধিকার ও নিরাপত্তায় সংশোধিত শ্রম আইন নিয়ে আয়োজিত জাতীয় সংলাপে আলোচকরা | ছবি: নিজস্ব আলোকচিত্রী

দেশে গৃহকর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে সরকারি পর্যায়ে দ্রুত ডাটাবেজ তৈরি এবং সংশোধিত শ্রম আইনে স্পষ্ট রোডম্যাপসহ বৈশ্বিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

দেশে গৃহকর্মীদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে সরকারি পর্যায়ে দ্রুত ডাটাবেজ তৈরি এবং সংশোধিত শ্রম আইনে স্পষ্ট রোডম্যাপসহ বৈশ্বিক মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। গতকাল বণিক বার্তা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'গৃহকর্মীদের অধিকার ও নিরাপত্তায় সংশোধিত শ্রম আইন: সুযোগ, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সংলাপে আলোচকরা এসব কথা বলেন। বণিক বার্তা এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অক্সফ্যামের যৌথ উদ্যোগে এবং কানাডা সরকারের সহায়তায় সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়।সংলাপে সভাপতিত্ব করেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান ও বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া।বণিক বার্তা সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ সংলাপে স্বাগত বক্তব্য দেন। এরপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। সংলাপে প্যানেল আলোচকদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উপপরিচালক (অ্যাডভোকেসি) মো. নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শারমিন সুলতানা (মৌসুমি), গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী ও

শ্রমিক নেতা আবুল হোসাইন, গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম-বাংলাদেশের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা এবং সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা সুলতানা, কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা, ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শাহাজাদী বেগম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

রাজেকুজ্জামান রতন, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী তারেক আজিজ, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা বেগম, অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের জেন্ডার ও ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট রওশন আক্তার উর্মি এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম। সংলাপটি সঞ্চালনা করেন বণিক বার্তার সহকারী সম্পাদক এবং বিশেষ সংবাদদাতা মো. বদরুল আলম।

স্বাগত বক্তব্যে গৃহকর্মীদের ডাটাবেজ তৈরি এবং তাদের জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন বণিক বার্তা প্রকাশক ও সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। এছাড়া তিনি দেশের বাইরে কর্মরত গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা ও মজুরি নিয়ে জাতীয় চার্টার তৈরি এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত করার ওপর জোর দেন।

গতকালের সংলাপে বক্তারা উল্লেখ করেন, কেবল আইনি কাঠামো সংশোধনই যথেষ্ট নয়; বরং গৃহশ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যকার 'কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট' নিরসন এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এ বৃহৎ শ্রমশক্তিকে সুরক্ষার আওতায় আনতে হলে আইনি শব্দচয়ন থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুসরণ করা এখন সময়ের দাবি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া বলেন, 'সবকিছু করার মতো সক্ষমতা আমাদের নেই। এটি সরকারের একার সমস্যা নয়, এ সমস্যা প্রত্যেক ঘরে ঘরে। এখানে একটি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট ইস্যু আছে। এ কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট হলো—যিনি নিয়োগকারী এবং যিনি কর্মী, তারা আসলে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নন। এখন গৃহকর্মীরা যদি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অবগত না থাকেন, তাহলে দিনশেষে ক্ষতিগ্রস্ত আমরা সবাই হব। এজন্য দরকার আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব নিয়োগকারীর—তাদের মনমানসিকতার পরিবর্তন খুব জরুরি।'

পরিস্থিতি পরিবর্তনে সব পক্ষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে উল্লেখ করে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব বলেন, 'এ পরিবর্তনের জন্য ঘরে ঘরে কাজ করতে হবে, সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এখানে সরকারের পাশাপাশি এনজিও, বিভিন্ন সংগঠন এবং শ্রমিক নেতাদের দায়িত্ব রয়েছে। সরকার একটি আইনি কাঠামো দিয়েছে, অন্যান্য যে সহযোগিতা দরকার, তা সরকার দেবে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আইন বাস্তবায়ন ও তদারকির দায়িত্ব সরকারের। তবে অংশীদার আপনারা সবাই। আমরা সবাই মিলে দায়িত্ব নিলে যেকোনো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।'

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বিলসের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'রাজনৈতিক অঙ্গীকার একটি বড় বিষয়। আমরা যত আলোচনাই করি না কেন, যদি মনোজগতে এ অঙ্গীকার না থাকে, তাহলে ফল আসবে না। সচিব মহোদয় কয়েকটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। প্রথমত, আইন পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের চেয়ে এগিয়ে যায়, ফলে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলো পিছিয়ে পড়ে। বর্তমানে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের সঙ্গে আমাদের আলোচনার সুযোগ তৈরি করা জরুরি। নীতিমালার ভিত্তিতে যে আইন ও অঙ্গীকার রয়েছে সেগুলোর আলোকে কোথায় কোথায় প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপের মাধ্যমে ন্যূনতম সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়, সে দায়িত্ব নিতে আমরা প্রস্তুত।'

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম তার বক্তব্যে আইনের পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, 'মানুষের মনমানসিকতার পরিবর্তন না আনলে কেবল ভালো আইন দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আমাদের সমাজ শ্রেণিবিভক্ত ও বৈষম্যে জর্জরিত। যারা আমাদের ঘরে এত কাজ করেন, তাদের মর্যাদা কোথায়? তাদের সম্মান না দেয়ার কারণেই দেশে এত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ঘটে।'

গৃহশ্রমিকদের শ্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে শাহীন আনাম বলেন, 'ঘরের সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা এ শ্রমিকের ওপর নির্ভর করে। আমরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। অথচ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় ৩৬টি পেশা অন্তর্ভুক্ত হলেও গৃহশ্রমিকদের এখনো সেখানে ঠাঁই হয়নি। অনেক বিধিবিধান থাকলেও সেগুলো বাস্তবায়নের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। নিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে সরকারকে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে এবং ঘরে ঘরে সচেতনতা পৌঁছে দিতে হবে।' সংলাপে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের জেন্ডার ও ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট রওশন আক্তার উর্মি। ধারণাপত্রে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় গৃহকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তারা অবহেলিত শ্রমশক্তি। শহর ও গ্রামে ৪০ লাখের বেশি (সংখ্যা অনির্ধারিত) জনগোষ্ঠী, যার ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী গৃহকর্মী হিসেবে কর্মরত

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

তাদের শ্রমের স্বীকৃতি, নিরাপত্তা এবং ন্যায্য অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। গৃহস্থালি কাজকে দীর্ঘদিন অনানুষ্ঠানিক ও পারিবারিক সহায়তা" হিসেবে দেখার প্রবণতার কারণে এ বিপুল জনগোষ্ঠী জাতীয় অর্থনৈতিক গণনা এবং শ্রম আইনের মূল সুরক্ষা কাঠামোর বাইরে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট শারমিন সুলতানা মৌসুমি বলেন, 'সংশোধনের আগে থেকেই আমরা চেয়েছিলাম গৃহশ্রমিকদের সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হোক। শ্রম খাতে তাদের যে অবদান, আমরা চেয়েছিলাম সেটার স্বীকৃতি আসুক। সংজ্ঞায়িত যেহেতু হয়েছে এবার অধিকারের জায়গাটুকু দেয়ার চেষ্টা থাকবে। আইনের জায়গায় গৃহশ্রমিকদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটা একেবারেই পরিষ্কার না। এ কারণে যখন একজন গৃহশ্রমিক আইনের আশ্রয় নিতে চাইবেন সেক্ষেত্রে তার প্রমাণ করাটা কঠিন হয়ে যায়।'

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্কের সমন্বয়কারী আবুল হোসাইন বলেন, 'গৃহপরিচারক শব্দটির সংশোধন করতে হবে। তিনটি অধ্যায় নিয়ে কথা বলা হয়েছে—সংগঠন, দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণ এবং আদালতের দ্বারস্থ হওয়া। কিন্তু এ তিনটি অধ্যায়ই বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন। বিধিতে কিছুটা হলেও পরিবর্তন করা জরুরি। আমাদের জন্য যে তিনটি আইন দেয়া হয়েছে সেগুলো পরিষ্কার করা প্রয়োজন। যাতে আমরা এ সুযোগ-সুবিধা পাই।'

আইন শুধু তৈরি করলেই হবে না, সেগুলো প্রচার-প্রচারণাও জরুরি বলে মন্তব্য করেন গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম-বাংলাদেশের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা। তিনি বলেন, 'আমরা যেহেতু গৃহশ্রমিক, আমরা বিভিন্ন বাসায় কাজ করি। যে বিধিবিধান বা আইন তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো নিয়োগকারীরা জানেন না। তাদের কাছে এগুলো পৌঁছে দেয়া জরুরি। অনেক গৃহকর্মীও সেটি জানেন না। কারণ আইন করা হলেও তা নিয়ে যথেষ্ট প্রচার-প্রচারণা করা হয় না।'

পেশাগত মনোভাব এবং পেশাদারত্বের জায়গাটা দুই পক্ষের জন্যই প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর শাহাজাদী বেগম। তিনি বলেন, 'গৃহকর্মী নিবন্ধন এবং এটি কোথায় এবং কী প্রক্রিয়ায় করা হবে সেটি নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। কারণ এটির সঙ্গে অন্যান্য কাজও সম্পর্কিত। নিবন্ধিত শ্রমিকদের মাধ্যমেই আমরা কাজগুলো শুরু করব। ফলে সাড়া পড়ে যাবে। পরে আরো মানুষ নিবন্ধনে আগ্রহ প্রকাশ করবে। শ্রমিকের এজন্য পেশাগত দক্ষতা থাকাও প্রয়োজন। এতে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতাও বাড়বে। এছাড়া

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

নিয়োগকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পেশাগত মনোভাব এবং পেশাদারত্বের জায়গাটা দুই পক্ষের জন্যই প্রয়োজন।'

সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মাহমুদা বেগম বলেন, 'গৃহকর্মীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। তাদের এই দিক উপেক্ষিত। বিশেষ করে যারা দেশের বাইরে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করেন তাদের বেশির ভাগের মানসিক স্বাস্থ্য নাজুক থাকে।'

গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম-বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা সুলতানা বলেন, 'গৃহকর্মীর ভাগ্যের পরিবর্তন তখনই আসবে, যখন কোনো সরকার এমন একটি আইন, এমন একটি নীতি তৈরি করবে যা দৃষ্টান্তমূলক হবে। এমন একটি অধ্যাদেশ, এমন একটি নীতিমালা তৈরি করা হোক, এমন একটি আইন তৈরি করা হোক, যা সারা জীবন ইতিহাস হয়ে থাকবে।'

কর্মজীবী নারীর অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক সানজিদা সুলতানা বলেন, 'যেহেতু এ সংশোধন এখনো অধ্যাদেশ পর্যায়ে আছে এবং ভবিষ্যতে সংসদে যাবে, তাই আমাদের একটি সুনির্দিষ্ট দাবি হলো—আমরা "গৃহপরিচারক" শব্দটি চাই না, এর পরিবর্তে "গৃহশ্রমিক" শব্দটিই রাখতে চাই। আমরা একে একটি আনুষ্ঠানিক খাত হিসেবে দেখতে চাই। বাংলাদেশে গৃহশ্রমিক, শিশুশ্রমিকসহ অধিকাংশ শ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে শ্রম আইনের প্রয়োগ খুবই সামান্য। দীর্ঘ দেনদরবারের পর ২০১৩ সালে তাদের বিষয়টি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ২০১৫ সালে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সংযোজিত হয়েছে।'

অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী তারেক আজিজ বলেন, 'গৃহশ্রমিকদের সংজ্ঞাটি স্বচ্ছ ও দৃশ্যমান হোক। ক্ষমতার কাঠামোতে একজন নিয়োগকারী এবং একজন গৃহকর্মী ঠিক কোন অবস্থানে দাঁড়িয়ে দরকষাকষি করবেন, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অধিকারকে দয়াদাক্ষিণ্য থেকে দেখা বন্ধ করতে হবে। এটি তাদের আইনি পাওনা, কোনো দান নয়। অক্সফ্যাম সবসময় অনিয়ম ও বৈষম্যের লেন্স থেকে বিষয়গুলো দেখে। বৈষম্য ও নির্যাতন কোথায় হচ্ছে, সেই লেন্সটি আমাদের আরো শক্তিশালী করতে হবে। সবশেষে আমি বলব, প্রণীত আইনটি যেন কেবল লোকদেখানো বা কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থাকে। এটি যেন শ্রমিকদের সত্যিকারের কল্যাণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।' বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) উপপরিচালক (অ্যাডভোকেসি) নজরুল ইসলাম বলেন, 'একজন শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করলে অনিরাপত্তার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। গৃহশ্রমিকরা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

সারাক্ষণ আগুন ও পানির মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাদের সুরক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিলে সরাসরি ক্ষতিপূরণের মেকানিজমে নিয়ে আসা সবার জন্যই চ্যালেঞ্জিং হবে। বিশেষ করে যারা একাধিক বাড়িতে কাজ করেন, তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম যদি গৃহশ্রমিকদের জন্য কার্যকর করা যায়, তবে সেটি ভালো সমাধান হবে।'

ব্রেকিং দ্য সাইলেন্সের নির্বাহী পরিচালক রোকসানা সুলতানা বলেন, 'সংগঠিত হওয়ার অধিকার যেহেতু পাওয়া গেছে সেহেতু আমার মনে হয়, কাজ করার অনেক সুযোগ এ সংগঠনগুলোর আছে।' বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, 'পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছাড়া যেমন শহর চলে না, গৃহশ্রমিক ছাড়া তেমনি ঘর চলে না। শ্রমিকদের জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য: রিকগনিশন (স্বীকৃতি), রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) এবং রেমুনারেশন (পারিশ্রমিক)। স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট আইন, যার মাধ্যমে তারা সংগঠন করার অধিকার পাবে।' তিনি আরো বলেন, 'পারিশ্রমিক নির্ধারণে আমাদের একটি মজুরি বোর্ড গঠন করা দরকার। এ বোর্ড থাকলে খণ্ডকালীন ও পূর্ণকালীন কাজের ধরন অনুযায়ী আলাদা মজুরি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।'

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সাভারে শিশু গৃহকর্মী সামিয়া আক্তারকে নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং গৃহকর্মী হত্যা, ধর্ষণ, হয়রানি, নির্যাতন বন্ধসহ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সমাবেশ করে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে। ছবি : কালের কণ্ঠ